সানুবাদ-

মুণ্ডমালাতন্ত্রম্

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-
ভূতপূর্ব-দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক-
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা
অনূদিতম্ সম্পাদিতঞ্চ

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ; কলিকাতা-৯

সানুবাদ-

মুণ্ডমালাতন্ত্রম্

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-
ভূতপূর্ব-দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক-
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা

অনূদিতম্ সম্পাদিতঞ্চ

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৮৭

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী (ব্লক কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অব্যর্থ-ইচ্ছায় মুণ্ডমালা তন্ত্র নব কলেবর লইয়া নবভারত পাব্‌লিশার্স্‌ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহা একখানি প্রামাণিক তন্ত্র গ্রন্থ।

তন্ত্র-প্রেমিক স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে এই গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তখন লোকে ইহাকে মুণ্ডমালাতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারে। তাহাতে প্রথম হইতে দশটি পটল পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। এই দশটি পটলে উহা সম্পূর্ণ নহে। উহা মুণ্ডমালার খণ্ডিত কিছু অংশ। যাঁহারা তন্ত্রসার প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। পরে তিনি আর একখানি মুণ্ডমালা তন্ত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে প্রথম হইতে ছয়টি পটল পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায়—উহাও খণ্ডিত।

প্রথম প্রকাশিত দশম পটলান্ত মুণ্ডমালা তন্ত্রে যে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রকাশিত মুণ্ডমালা তন্ত্রে তাহা কথিত হয় নাই। তাহাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ই কথিত হইয়াছে। ইহা পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিবেন। তন্ত্রসার-কার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, তারাভক্তি-সুধার্ণব-কার নরসিংহ ঠক্কুর, প্রাণতোষণী-কার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ যখন নিজ নিজ গ্রন্থে নিজ বক্তব্য বিষয় সমর্থন করিতে দ্বিতীয় প্রকাশিত ষষ্ঠ পটলান্ত মুণ্ডমালা তন্ত্রের বচনকে নানা স্থানে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, দশম পটলান্ত মুণ্ডমালা তন্ত্রের কোন বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তখন সাধারণ সকলেই মনে করিবেন—ষষ্ঠ পটলান্ত গ্রন্থখানি প্রকৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র, অন্য গ্রন্থখানি প্রকৃত মুণ্ডমালা নহে। উহা কেহ রচনা করিয়া উহাকে মুণ্ডমালা নামে প্রচার করিয়াছে। একই নামের একই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন হইলে এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, এই দুইটী মুণ্ডমালাই প্রকৃত। শিবের পাঁচটি মুণ্ড হইতে এই তন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহা মুণ্ডমালা নামে কথিত হইয়াছে। এই মুণ্ডমালা তন্ত্রেই তাহা উক্ত হইয়াছে—মুণ্ডে মুণ্ডে চ কথিতং কথিতং মুণ্ডমালয়া।

একটি মুণ্ডের দ্বারা যে যে বিষয় কথিত হইয়াছিল, অপর মুণ্ডের দ্বারা তাহা কথিত হয় নাই। তাহা দ্বারা অন্য বিষয়ই কথিত হইয়াছিল। উহা

দুইটী মুণ্ডমালা দেখিলে বুঝা যায়। এইরূপ পাঁচটি মুণ্ডের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা একত্রিত হইয়া ভক্ত ও গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে মুণ্ডমালা নামে প্রচলিত ছিল। কালের আবর্তে লেখকের অনবধানতায় .উহা বিভক্ত হইলে কোন কোন অংশ লুপ্ত, কোন অংশ খণ্ডিত, কোন কোন অংশ বিপর্য্যস্ত হয়। তাই আমরা ইহার সম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাই না। সম্পূর্ণ অংশ দেখিতে না পাইলে বা বিষয় ভিন্ন বা পূর্বাপর সঙ্গতিহীন হইলে একটি প্রকৃত ও অপরটি অপ্রকৃত হইতে পারে না। আমার মনে হয়, এক একটি মুণ্ডে কথিত মুণ্ডমালার আদি-মধ্য বা আদি অন্ত বা মধ্য অন্ত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্বাপর সঙ্গতিহীন হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশিত দুইটী মুণ্ডমালাই প্রকৃত। একটি একটি মুণ্ডের দ্বারা কথিত। অপরটি অন্য মুণ্ডের দ্বারা কথিত; দুইটীই খণ্ডিত, দুইটীই অংশচ্যুত, দুইটীই বিচ্ছিন্ন, সুতরাং দুইটীই অসম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ পটলান্ত মুণ্ডমালাতন্ত্রে প্রথমে দশ মহাবিদ্যার নাম ও বিদ্যার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পটলে অক্ষমালার প্রকার ভেদ, অক্ষমালার নির্মাণ ও সংস্কার-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠকের যে পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা অক্ষমালার সংস্কার হয়, সেই মন্ত্রগুলি তন্ত্রসারাদি গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হয় নাই। মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে প্রযুক্ত না হইলে ক্রিয়া ফলপ্রদ হয় না। পরন্তু অনিষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাই ভগবান্ পাণিনি শিক্ষা গ্রন্থে বলিয়াছেন—মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র-শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ। (শিক্ষা ৫২)। তাই আমি এই মন্ত্রগুলিকে তৈত্তিরীয় আরণ্যক দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছি। এই সংশোধনকে অন্ধশ্রদ্ধাবশতঃ কেহ যদি অশুদ্ধি বা পাঠান্তর মনে করেন, তবে তিনি মহাভ্রম করিবেন। শাখাভেদ ছাড়া বেদের পাঠভেদ হয় না। ইহা সকলকে মনে রাখিতে হইবে।

তৃতীয় পটলে জপ পূজার স্থান, প্রশস্ত আসন ও নিন্দিত আসন; চতুর্থ পটলে বলির ভেদ, বলিদানের বিধি ও ফল বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম পটলে পুরশ্চরণের প্রকার ও বিধি বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পটলে ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতির কিছু অংশ মাত্র মুদ্রিত হইল। অবশিষ্ট অংশের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া মুদ্রিত হয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি এই মুণ্ডমালা তন্ত্রের সম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান দিতে পারেন, তবে আমরা সংগ্রহ করিয়া পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিব।

দশম পটলান্ত মুণ্ডমালা তন্ত্রটীও অসম্পূর্ণ। উহার প্রারম্ভেও দশ মহাবিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু সুসংবদ্ধ কোন প্রকরণ নাই। প্রায় প্রত্যেক পটলে দুর্গা ও তারার জপপূজার ফল ও স্থানে স্থানে স্তব-কবচ উক্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে ৩ খানি মুণ্ডমালা তন্ত্রের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথমটিতে দশম পটল পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টিতে একাদশ পটলের কিছু অংশ আছে, আর কোন পটল নাই। আর একখানিতে উনবিংশ পটল পর্য্যন্ত আছে। তন্মধ্যে দশম পটল পর্য্যন্ত সমান। একাদশ হইতে পঞ্চদশ পটল পর্য্যন্ত কয়টী পটলে নূতন কিছু নাই। পূর্বোক্ত পটলেরই কিছু কিছু অংশ লইয়া এক একটী পটল সৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে স্থানে স্থানে কিছু পাঠ ভেদ আছে। পূর্ব মুদ্রিত অংশের সহিত উহা মিলাইয়া লইলে অনেক স্থলে শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যাইবে। পরন্তু স্থানে স্থানে শ্লোক পতিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির বিকৃতি কিভাবে হয়, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত পটলে আরও অনেক বিষয় ছিল। সেগুলি লেখক না পাওয়ায় লিখেন নাই। যাহা পাইয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। ফলে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। যদি কেহ ইহা দেখিয়া বিচ্যুত অন্য অংশের যথাযথ সংযোজন ও সংশোধনপূর্বক গ্রন্থটির পূর্ণরূপ দিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ইহা মুদ্রিত হইল।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধী পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন।

বিষ্ণুপুরেশ্বরী ৺করুণাময়ী কালীমাতার সেবক কৌলাচার্য্য শ্রীমৎ বৈদ্যনাথ পাণ্ডে মহাশয় তদীয় পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা জয়শ্রী দেবীর প্রভাবে ও উৎসাহে প্রভাবিত ও উৎসাহিত হইয়া তাঁহার বিবিধ শাস্ত্র-সংগ্রহ হইতে তন্ত্ররক্ষক স্বর্গত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত মুণ্ডমালাতন্ত্রের দুইটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত সংস্করণ আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ও দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ইহাদের নিকট হইতে এই প্রকারের সহৃদয় সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য পাঠভেদাদির এইরূপ সংশোধন ও সংযোজন সম্ভব হইয়াছে, নচেৎ সম্ভব হইত না। এজন্য ৺করুণাময়ীর শ্রীচরণে আমরা তাঁহাদের দীর্ঘজীবন ও অভ্যুদয় প্রার্থনা করিতেছি। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রানুরাগী জনৈক ভদ্র মহোদয় এই মুণ্ডমালাতন্ত্রের আরও একখানি হস্তলিখিত পুঁথি দেখিবার সুযোগ করিয়া

দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকটও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তন্ত্রেশ্বরী মহাদেবী তাঁহার উন্নতি বিধান করুন।

পূর্বের অনুবাদ দেখিলে তাহার অর্থ বোধ হইবে। এজন্য ১১শ-১৫শ পটলের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। ষোড়শ হইতে উনবিংশ পটল পর্য্যন্ত চারিটি পটল পূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। এজন্য উহা আমরা মুদ্রিত করিয়া দিলাম। বহুস্থলে পাঠগুলি অশুদ্ধ বলিয়া ইহারও অনুবাদ দেওয়া হইল না। মহাবিদ্যারূপিণী জগদম্বা বহুবিধ তন্ত্র-গ্রন্থের প্রকাশক তন্ত্রপ্রাণ নবভারত "পাব্লিসার্স্"-এর কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

মহাবিষুব-সংক্রান্তি
১৩৮৭

সম্পাদক
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

পাদটীকায় ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের বিবরণ—

(ক) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত মুণ্ডমালাতন্ত্র।
(খ) সংস্কৃত কলেজের একাদশ পটলান্ত ১৭২৪ নং পুঁথি।
(গ) সংস্কৃত কলেজের উনবিংশ পটলান্ত ১৭২৬ নং পুঁথি।
(ঘ) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভদ্র ব্যক্তি প্রদত্ত পুঁথি।

সূচীপত্রম্

মুণ্ডমালাতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

সর্বানন্দময়ীং বিদ্যাং সর্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতাম্।
সর্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নমামি পরমেশ্বরীম্॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব! মহাদেব! পরমানন্দ! সুন্দর!।
প্রসীদ গুহ্য-বিক্রান্ত! কথয়স্ব প্রিয়ংবদ!॥ ২
সর্বতন্ত্রেষু মন্ত্রেষু গুপ্তং যৎ পঞ্চবক্ত্রতঃ।
তৎ প্রকাশয় গুহ্যাখ্যং যচ্চ ত্বং[১] মম বল্লভঃ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

কথাং তে কথয়িষ্যামি গুপ্তং যৎ চঞ্চলাম্বিকে!।
স্ত্রীস্বভাবান্মহৎ তত্ত্বং ন জানাসি শুভপ্রদম্॥ ৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

সুস্থিরাঽহং ভবিষ্যামি ন বক্তব্যং কদাচন।
তব ভক্ত্যা ভবিষ্যামি ভাবনা মন্ত্রসিদ্ধিদা॥ ৫

সর্বানন্দময়ী সর্বতন্ত্র-নমস্কৃতা (প্রশংসিতা) সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যাকে নমস্কার করি। ১

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবদেব। হে মহাদেব। হে পরমানন্দ। হে সুন্দর! হে প্রিয়ংবদ। হে গুহ্যবিক্রান্ত। (হে গুপ্তদক্ষ!) আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। গোপনীয় কথা বলুন। ২

সমস্ত তন্ত্রে ও সমস্ত মন্ত্রে যাহা গুপ্ত (গুহ্য) বিষয় আছে, সেই গুহ্য বিষয় পাঁচটি মুখের দ্বারা প্রকাশ করুন, যেহেতু তুমি আমার বল্লভ (স্বামী)। ৩

শ্রীশিব বলিলেন—যাহা গুহ্য, তাহার কথা তোমাকে বলিব। হে অম্বিকে! যেহেতু তুমি স্ত্রীস্বভাববশতঃ চঞ্চলা, সেহেতু তুমি শুভপ্রদ মহৎ তত্ত্ব জান না। ৪

শ্রীদেবী বলিলেন—আমি সুস্থিরা হইব। তোমার প্রতি ভক্তিতে সুস্থিরা হইতে পারিব। কখনও গুহ্য কথা বলিব না। ভাবনা মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে। ৫

১। ক—ত্বং।

শ্রীশিব উবাচ—

দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যভাবনমুচ্যতে[১] ।
মন্ত্রো যো গুরুরেবাসৌ যো গুরুঃ স চ দেবতা ॥ ৬
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ ৭
বগলামুখী সিদ্ধবিদ্যা[২] মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮
অত্যন্তদুর্লভা লোকে ষড়াম্নায়-নমস্কৃতাঃ ।
এতাভ্যঃ পরমা রিদ্যা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ।
সুখদা মোক্ষদা বিদ্যা ক্লেশসাধ্যা ন তাদৃশী ॥ ৯
যেন যেন প্রকারেণ সিদ্ধির্যাস্যতি ভূতলে ।
সর্বং তে কথয়িষ্যামি প্রেমভাবেন কেবলম্ ॥ ১০
নৈব সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদি-বিচারণা ।
কালাদিশোধনং নাস্তি নারি-মিত্রাদিদূষণম্[৩] ॥ ১১

শ্রীশিব বলিলেন—দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা কথিত হইতেছে। যেটি মন্ত্র, সেইটি এই গুরু। যিনি গুরু, তিনিই দেবতা। ৬

মহাবিদ্যা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, মহাবিদ্যা ধূমাবতী, বগলামুখী, সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশটি মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৭-৮

এই দশটি মহাবিদ্যা লোকে অত্যন্ত দুর্লভা। ইঁহারা ছয়টি আম্নায়ের দ্বারা নমস্কৃতা (প্রশংসিতা)। এই তিন লোকে এই দশটি মহাবিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দুর্লভ। এই বিদ্যা সুখপ্রদা ও মোক্ষপ্রদা, তাদৃশী ক্লেশ-সাধ্যা নহে। ৯

এই পৃথিবীতে যে যে প্রকারের দ্বারা সিদ্ধি হয়, সেই সমস্ত কেবল তোমার প্রতি প্রেমভাববশতঃ বলিব। ১০

এই বিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিচারের অপেক্ষা নাই। নক্ষত্রাদির বিচারও নাই। কালাদির শুদ্ধিও নাই। অরি-মিত্রাদির দোষও নাই। ১১

১। ক—ভাবন উচ্যতে। ২। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চেতি তন্ত্রসার-ধৃত-পাঠঃ।
৩। ক—নাস্তি মিত্রাদিদূষণম্।

সিদ্ধবিদ্যা তয়া নাত্র[১] যুগসেবা-পরিশ্রমঃ[২] ।
নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি ! দুঃখসাধ্যং কদাচন ॥ ১২
যা কালী পরমা বিদ্যা চতুর্ধা কথিতা পুরা ।
লক্ষ্মীবীজাদি-ভেদেন পঞ্চমী সা ভবেদিহ ॥ ১৩
একাক্ষরী মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনাঽভবৎ[৩] পুরা ।
ভুবনেশ্বরী ত্র্যক্ষরী তু মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

দুষ্টা বিদ্যা চ দেবেশ ! কথিতা ন প্রকাশিতা ।
ইদানীং ত্বদ্দয়াভাবাৎ কথয়ানন্দসুন্দর ! ॥ ১৫

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা ।
আরাধিতা চ বিদ্যেয়ং বজ্রেণ নাম-মোহিতা[৪] ॥ ১৬
একাক্ষরী বীর্য্যহীনা[৫] বাগ্ভবেনোজ্জ্বলাঽভবৎ[৬] ।
কামরাজাখ্যা বিদ্যা যা বিদ্যা[৭] সা পুষ্পধন্বনা ॥ ১৭

এই মহাবিদ্যাগুলি সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া ইহাতে যুগসেবার পরিশ্রম নাই। হে মহাদেবি। ইহাতে দুঃখসাধ্য কিছু নাই। ১২

পূর্বে পরমা বিদ্যা যে কালী চারি প্রকার কথিত হইয়াছিলেন, সেই কালী লক্ষ্মীবীজাদিভেদে ইহলোকে পঞ্চমী হইয়াছেন। ১৩

একাক্ষরী মহাবিদ্যা পূর্বে বীর্য্যহীনা হইয়াছিলেন। ত্র্যক্ষরী ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ১৪

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবেশ। তুমি দুষ্টা (অভিশপ্তা) বিদ্যার কথা বলিয়াছ, কিন্তু তাহা প্রকাশ কর নাই। হে আনন্দ-সুন্দর ! তোমার দয়াবশে এখন তাহা বলুন। ১৫

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র-কর্তৃক মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরী আরাধিতা হইয়াছিলেন। বজ্রও নামমোহিনী এই বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন। ১৬

বীর্য্যহীনা ভুবনেশ্বরীর একাক্ষরী বিদ্যা বাগ্ভবের (ঐং বীজের) দ্বারা

১। ক—সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা। ২। ক—পরিশ্রমম্। ৩। ক—বীজহীনা ভবেৎ।
৪। আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনাঽভবত্তদেতি তন্ত্রসার-ধৃতপাঠঃ।
৫। ক—বীজহীনা। ৬। বাগ্ভবেনোজ্জ্বলীকৃতেতি তন্ত্রসার-ধৃতপাঠঃ।
৭। বিদ্যেতি তন্ত্রসার-ধৃতপাঠঃ।

শরেণ পীড়িতা[১] পূর্বং ভুবনেশ্যা প্রতিষ্ঠিতা।
কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্বয়া[২] শপ্তা বহিশ্চ্যুতা[৩] ॥ ১৮
তথাদ্যেন তু লুপ্তাঽসৌ মধ্যমেন তু কীলিতা।
অন্তিমেন তু সচ্ছিন্না তেন বিদ্যা ন সিধ্যতি[৪] ॥ ১৯
কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ[৫] কেবলম্।
ময়া[৬] প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা[৭] চন্দ্রস্বরূপিণী ॥ ২০
ধূমাবতী মহাবিদ্যা মারণোচ্চাটনে রতা।
বগলা বশ্য-স্তম্ভাদি-নানাগুণ-সমন্বিতা ॥ ২১
মাতঙ্গী চ মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী।
কমলা ত্রিবিধা প্রোক্তা একাক্ষরধিয়া স্থিতা।
কেবলা তু মহাসম্পদ্-দায়িনী সুখমোক্ষদা ॥ ২২

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ।

পুটিত হইয়া উজ্জ্বলা (নির্দ্দোষ) হইয়াছিলেন। কামরাজনামক যে বিদ্যা, সে বিদ্যা পূর্ব্বে পুষ্পধন্বা (কামদেব) কর্ত্তৃক শরের দ্বারা পীড়িতা (অভিশপ্তা) হইয়াছিলেন। পরে ভুবনেশী (হ্রীংকারের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। এই যে কুমারী বালা বিদ্যা, ইনি তোমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বহিশ্চ্যুত (বিচ্ছিন্ন) হইয়াছিলেন। ১৭-১৮

ইনি প্রথম বীজের দ্বারা লুপ্ত, মধ্যম বীজের দ্বারা কীলিত (বদ্ধ), অন্তিম বীজের দ্বারা ছিন্ন। এই কারণে এই বিদ্যা ফলপ্রদ হয় না। ১৯

তারা চন্দ্র-স্বরূপিণী (স্ত্রীং স্বরূপিণী) সেই বিদ্যা আমার কর্ত্তৃক কেবল শিবরূপে (হকাররূপে) ও কেবল শক্তিরূপে (সকাররূপে) অর্থাৎ হসৌ যোগে প্রতিষ্ঠিত (নির্দ্দোষ) হইয়াছিলেন। ২০

মহাবিদ্যা ধূমাবতী মারণ ও উচ্চাটনে রতা। মহাবিদ্যা বগলামুখী বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিতা। ২১

মহাবিদ্যা মাতঙ্গী ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করেন। কমলা তিন প্রকার কথিত হইয়াছেন। কিন্তু একাক্ষর বুদ্ধি দ্বারা অবস্থিতা অর্থাৎ লোক তাঁহাকে একাক্ষরী বলিয়া মনে করে। কেবলা মহাবিদ্যা কমলা মহাসম্পদ্-দায়িনী ও সুখ ও মোক্ষ-প্রদা। ২২

মুণ্ডমালাতন্ত্রের প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

১। ক—স্মরেণ পূজিতা। ২। ক—তয়া। ৩। পতিব্রতে ইতি তন্ত্রসার-ধৃতপাঠঃ।
৪। তন্ত্রসার-ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। ৫। ক—কেবলং শক্তিরূপেণ শিবরূপেণ।
৬। ক—তয়া। ৭। ক—বিদ্যা তারাবিদ্যা।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

অক্ষমালা তু কথিতা যত্নতো ন প্রকাশিতা।
অক্ষমালেতি কিং নাম ফলং কিং বা বদস্ব মে ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অক্ষমালা তু দেবেশি! কামাভেদাদনেকধা।
ভবতি[1] শৃণু তৎ প্রৌঢ়ে! বিস্তরাদুচ্যতে ময়া ॥ ২
অনুলোম-বিলোমস্থ-কপ্তয়া বর্ণমালয়া[2]।
আদিলান্তা লাদিকান্তা[3] ক্রমেণ পরমেশ্বরি!।
ক্ষকারং মেরুরূপং তং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৩
মেরুহীনা চ যা মালা মেরুলঙ্ঘ্যা চ যা ভবেৎ।
অশুদ্ধাঽতিপ্রকাশা চ সা মালা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ৪
চিত্রিণী বিশতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ীগর্তা তু যা[4]।
তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়া সর্বকামফল-প্রদা ॥ ৫

শ্রীদেবী বলিলেন—আপনি অক্ষমালার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু যত্নপূর্বক প্রকাশ করেন নাই। অক্ষমালা এই নাম কেন? এবং ইহার ফল কি? তাহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—হে দেবেশি! কামনাভেদে অক্ষমালা অনেক প্রকার হইয়া থাকে। আমি সবিস্তরে তাহা বলিতেছি। হে প্রৌঢ়ে! তাহা তুমি শ্রবণ কর। ২

হে পরমেশ্বরি! অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত এবং লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ক্রমিক অনুলোমস্থিত ও বিলোমস্থিত প্রসিদ্ধ বর্ণমালা দ্বারা অক্ষমালা হইয়া থাকে। মেরুরূপ সেই ক্ষকারকে কখনও লঙ্ঘন করিবে না। ৩

যে মালা মেরুহীনা অথবা যে মালা মেরুলঙ্ঘিতা, অথবা যে মালা অশুদ্ধা ও অতিপ্রকাশ অর্থাৎ যাহা বহুলোকের নিকট প্রদর্শিতা। তাহা নিষ্ফলা হইয়া থাকে। ৪

যে চিত্রিণী নাড়ী মৃণালতন্তুর ন্যায় আভাযুক্তা, উহা ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া

১। ক—ভবতি। ২। অয়ং শ্লোকার্দ্ধস্তারারহস্য-ধৃতঃ। ৩। ক—আদিনান্তঃ কাদিকান্তা। তারাভক্তিসুধার্ণবে—আদিবর্ণক্রমেণৈব লান্তঞ্চ পরমেশ্বরি। ৪। ক—নাড়ীগতান্তরা।

অষ্টোত্তরশত-জপে ত্বাদৌ ক্লীবং সমুচ্চরেৎ[১] ।
ঋ ৠ-বর্ণদ্বয়ং[২] ঌ ৡ তদ্ধি ক্লীবং প্রচক্ষতে ॥ ৬
বর্গাণামষ্টভির্বাপি[৩] কাম্যভেদক্রমেণ তু ।
অ ক চ ট ত প য শা ইত্যেবং চাষ্টবর্গতঃ ॥ ৭
স্ফাটিকৈর্মোক্ষদা প্রোক্তা পদ্মাক্ষৈর্বহুপুত্রতা ।
জীবপুত্রৈস্তু ধনদা পাষাণৈঃ সর্বভোগদা ॥ ৮
শুদ্ধস্ফটিকমালা তু মহাসম্পৎপ্রদা প্রিয়ে ।
শ্মশানধুস্তুরৈর্মালা চৈকা[৪] ধূমাবতী বিধৌ ।
মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ[৫] ॥ ৯

গিয়াছে। উহা দ্বারা অক্ষমালা গ্রথিত বলিয়া ধ্যান করিলে উহা সর্বকামফল-প্রদা হইয়া থাকে জানিবে। ৫

অষ্টোত্তর শত জপের স্থলে আদিতে ক্লীবের উচ্চারণ করিবে। ঋ ৠ এই দুইটি বর্ণ এবং ঌ ৡ এই দুইটি বর্ণ ক্লীব বর্ণ বলিয়া কথিত হয়। ৬

অথবা কামনার ভেদ ক্রমে বর্গের আটটি দ্বারা জপ কার্য্য করিবে। অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ—এই প্রকার অষ্টবর্গের মধ্যে অ ক চ ট ত প য শ—এই আটটি বর্ণ উচ্চারণ করিবে। ৭

স্ফটিক গুটিকায় নির্মিত মালা মোক্ষপ্রদা ; পদ্মবীজের মালা বহুপুত্রপ্রদা, জীবপুত্রের মালা ধনপ্রদা, পাষাণ গুটিকা নির্মিত মালা সর্বভোগপ্রদা। ৮

হে প্রিয়ে! শুদ্ধ স্ফটিকের মালা মহাসম্পৎপ্রদা। ধূমাবতীর প্রয়োগে একমাত্র শ্মশান ধুতরার কাঠের মালাই প্রশস্ত। নীল সারস্বত তারার প্রয়োগে মহাশঙ্খময়ী মালা বিহিতা। ৯

১। ক—শত জপাদাদৌ ক্লীবং সমাচরেৎ।

২। ক—বর্ণদ্বয়ং। ঋ ৠ ঌ ৡ বর্ণচতুষ্টয়ং ক্লীবং প্রচক্ষতে ইতি তারাভক্তিসুধার্ণব-ধৃতপাঠঃ।

৩। বর্গাণামষ্টকং বাপীতি তারারহস্য-ধৃতপাঠঃ। তারাভক্তিসুধার্ণব-কার এই দুইটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে সপ্রমাণ বলিয়াছেন—১০৮ মন্ত্রের জপের স্থলে প্রথমে চারিটি ক্লীববর্ণ উচ্চারণ করিয়া অকারাদি-লকারান্ত অনুলোম এবং লকারাদি অকারান্ত বিলোমের শেষে ক্লীবচতুষ্টয়কে বিলোমে জপ করিবে। ইহা প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্প হইতেছে—অনুলোম ও বিলোমে পঞ্চাশটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া শেষে আটটি বর্গের আটটি বর্ণ উচ্চারণ করিবে। (অঃ: অ:. সঃ. তারাভক্তিসুধার্ণব, ২২৩ পৃঃ)

৪। জ্ঞেয়েতি তন্ত্রসার-ধৃতপাঠঃ।   ৫। শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং তন্ত্রসার-ধৃতঃ।

নরাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা[১] গ্রথিতা সর্বকামদা[২]।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা মোক্ষদায়িনী বরবর্ণিনি॥ ১০
নাড্যা সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসা অপি।
সদা গোপ্যা প্রযত্নেন মাতুশ্চ জারবৎ প্রিয়ে॥ ১১
পঞ্চধা কথিতা মালা সর্বসিদ্ধি-ফলপ্রদা।
মৌক্তিকৈর্গ্রথিতা মালা সর্বৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদা॥ ১২
মণিরত্নপ্রবালৈশ্চ হেম-রাজত-সম্ভবা।
মালা কার্য্যা কুশগ্রন্থ্যা সর্বযজ্ঞফলপ্রদা॥ ১৩
নাড়ীভির্গ্রথিতা মালা মহাসিদ্ধিপ্রদা প্রিয়ে।
ত্রিংশতৈশ্বর্য্যফলদা[৩] পঞ্চবিংশেন মোক্ষদা॥ ১৪
চতুর্দশময়ী মোক্ষদায়িনী ভোগবর্দ্ধিনী।
পঞ্চদশাত্মিকা দেবি! মারণোচ্চাটনে স্থিতা॥ ১৫

হে বরবর্ণিনি! নরাঙ্গুলির অস্থিদ্বারা গ্রথিত মালা সমস্ত প্রকার কামনা প্রদান করেন। ইহা সর্বসিদ্ধিপ্রদা ও মোক্ষদায়িনী। ১০

মনুষ্যের নাড়ীর দ্বারা অথবা রক্তসূত্র দ্বারা মালা গাঁথিবে। হে প্রিয়ে! মাতৃজারের ন্যায় এই মালা সর্বদা যত্নপূর্বক গোপন করিবে। ১১

সর্বসিদ্ধি-প্রদা মালা পাঁচ প্রকার কথিত হইয়াছে। মুক্তা দ্বারা গ্রথিত মালা সর্বৈশ্বর্য্য ফল প্রদান করে। ১২

মণি, রত্ন, প্রবালের দ্বারা মালা করিবে। স্বর্ণ ও রজত গুটিকা দ্বারা কুশগ্রন্থি নির্মিত মালা সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। ১৩

হে প্রিয়ে। নাড়ী দ্বারা গ্রথিত মালা মহাসিদ্ধি প্রদান করে। ত্রিশটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত মালা ঐশ্বর্য্যফল প্রদান করে। পঁচিশটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত মালা মোক্ষদান করে। ১৪

চোদ্দটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত মালা মোক্ষদায়িনী। পনরটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত মালা ভোগবর্দ্ধিনী। হে দেবি! মারণ ও উচ্চাটনে এই পঞ্চদশ সূত্রগ্রথিত মালাই বিহিত। ১৫

১। ক—নরাঙ্গুল্যস্থিমালা। ২। ক—সর্বভেদতঃ।
৩। ক—ত্রিংশতৈশ্বর্য্যফলপ্রদা।

স্তম্ভনে মোহনে বশ্যে তিরোধানেঽঞ্জনে তনোঃ।
পাদুকা-সিদ্ধিসম্ভেব চ শতং সংখ্যা[১] প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৬
অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাদথবা সর্বকামদম্।
নিত্যং জপং করে কুর্য্যান্ন তু কাম্যং কদাচন ॥ ১৭
কাম্যমপি করে কুর্য্যান্মালাভাবে প্রিয়ংবদে!।
তত্রাঙ্গুলিজপং কুর্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জপেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম কৃতং তদফলং ভবেৎ ॥ ১৮
অনামিকাদ্বয়ং পর্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।
তর্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা। ১৯
মেরুং প্রদক্ষিণী কুর্বন্নানামূল-পর্বতঃ।
মেরুলঙ্ঘনদোষাৎ[২] তু অন্যথা জায়তে ফলম্ ॥ ২০
আরভ্যানামিকা-মধ্যাৎ প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমেণ তু।
তর্জনীমূলপর্য্যন্তং জপেদ্ দশসু পর্বসু ॥ ২১

স্তম্ভনে, মোহনে, বশীকরণে, দেহের অন্তর্দ্ধানে ও অঞ্জনে (ব্যক্তকরণে) পাদুকাসিদ্ধি সমূহে শত সংখ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬

অথবা সর্বকামপ্রদ অষ্টোত্তরশত গুটিকা দ্বারা মালা করিবে। নিত্য জপ করে করমালায় করিবে, কিন্তু কাম্য জপ কখনও করে করিবে না। ১৭

হে প্রিয়ংবদে। বিহিত মালার অভাবে কাম্য জপ করেও করিতে পারিবে। সে স্থলে অঙ্গুলিতে জপ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির সহিত অন্য অঙ্গুলি দ্বারা জপ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্য অঙ্গুলি দ্বারা জপ কর্ম করিলে তাহা বিফল হইবে। ১৮

অনামিকার দুইটি পর্ব এবং কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত পর্বগুলি করমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯

(দশ বা শত সংখ্যা জপের পর অষ্ট সংখ্যার জপে) অনামার মূল পর্ব হইতে মেরু (অনামার মধ্যপর্ব) প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জপ করিবে। মেরুর লঙ্ঘন দোষে অন্যরূপ ফল জন্মায়। ২০

অনামিকার মধ্য পর্ব হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশটি পর্বে জপ করিবে। ২১

১। ক—শতং সখ্যা। ২। ক—লঙ্ঘনদোষা।

মধ্যমা ত্রিতয়া গ্রাহ্যা অনামা-মূলমেব চ।
অনামা-মধ্যপর্ব তু মেরুং কৃত্বা ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২২
তর্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ তত্র মানবঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ॥ ২৩
অঙ্গুলিং ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েৎ তলম্।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ[১] ॥ ২৪
অথাতো গ্রথনং[২] বক্ষ্যে মালানাং তন্ত্রবোধনাৎ[৩]।
পূজাং বিধায় ভক্ত্যা তু শুচিঃ পূর্বমুখোস্থিতঃ।
বিজনে প্রজপেন্ মৌনী স্বয়ং মালাং[৪] চ সাধকঃ ॥ ২৫
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ শুভক্ষণে চ মন্ত্রবিৎ।
যথাকালং যথালাভমক্ষাণ্যানীয় যত্নতঃ ॥ ২৬
অন্যোন্যসমরূপাণি নাতিস্থূল-কৃশানি চ।
কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণানি নবানি চ।

শক্তিমন্ত্রের জপে মধ্যমার তিনটি পর্ব ও অনামার মূল পর্ব গ্রহণীয়। অনামার মধ্য পর্বকে মেরু করিয়া কখনও লঙ্ঘন করিবে না। ২২

শক্তিমন্ত্রের জপে যে মানব তর্জনীর অগ্রে ও মধ্যে জপ করে, তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল চারিটি বিনষ্ট হয়। ২৩

জপকালে অঙ্গুলিগুলিকে বিযুক্ত (ফাঁক) করিবে না, হস্ততলকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিবে। অঙ্গুলিগুলির ফাঁক হইলে বা ছিদ্র হইলে ঐ ছিদ্রে জপ ক্ষরিত হয় অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। ২৪

অনন্তর প্রথমে মালাসমূহের তন্ত্রবিহিত গ্রন্থন বলিব। শুচি সাধক ব্যক্তি পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া নির্জন স্থানে স্বয়ং মৌনী হইয়া মালা জপ করিবে। ২৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক শুদ্ধ ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া অর্থাৎ নিত্য কর্ম করিয়া শুভ সময়ে বিহিতকালে যত্নপূর্বক অক্ষগুলিকে (গুটিকাগুলিকে) আনয়ন করিবে। ২৬

এই অক্ষগুলির প্রত্যেকটি সমরূপ হইবে। অক্ষগুলি অতিস্থূল বা অতিক্ষুদ্র হইবে না; কীটাদি দ্বারা দষ্ট হইয়া দুষ্ট হইবে না, জীর্ণ হইবে না, নূতন

১। শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং তন্ত্রসারধৃতঃ।
২। ক—গ্রথনং।
৩। ক—তন্ত্রবোধনম্।
৪। ক—মালা চ।

গব্যৈস্তু পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষাল্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
ততো দ্বিজেন্দ্র-পুণ্যস্ত্রী-নির্মিতং গ্রন্থিবর্জিতম্ ।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য পট্টসূত্রমথাপি বা ।
শুক্লং রক্তং তথা কৃষ্ণং শান্তিবশ্যাভিচারকে ॥ ২৮
অশ্বত্থপত্রে নবকে পদ্মাকারেণ স্থাপিতে[১] ।
সূত্রং মণীংশ্চ গন্ধাম্ভৈঃ[২] ক্ষালিতাংস্তত্র[৩] নিক্ষিপেৎ ॥ ২৯
শ্মশানবারিণা চাপি পীঠপ্রক্ষালিতেন চ ।
শুদ্ধোদকেন রত্নেন কস্তুরীকুঙ্কুমেন চ ॥ ৩০
তাবচ্ছক্তিং মাতৃকাঞ্চ সূত্রে চৈব মণিদ্বথ ।
বিনস্য পূজয়েদাদ্যৈর্জুহুয়াচ্চৈব যত্নতঃ ।
হোমকর্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ৩১
মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে সংপাতয়েৎ সুধীঃ ।
মুখে মুখন্তু[৪] সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ ॥ ৩২

হইবে। তাহার পর পঞ্চগব্য দ্বারা সেই গুটিকাগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালিত করিবে। ২৭

তাহার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী কর্ত্তৃক গ্রন্থিরহিত ত্রিগুণ কার্পাস সূত্র বা পট্টসূত্রকে ত্রিগুণীকৃত করিবে। এই সূত্র শান্তিকার্য্যে শুক্ল, বশীকরণ কার্য্যে রক্ত এবং অভিচার কার্য্যে কৃষ্ণ হইবে। ২৮

পদ্মাকারে স্থাপিত নয়টি অশ্বত্থ পত্রের উপর গন্ধজলের দ্বারা ক্ষালিত সূত্র ও মণিগুলিকে (অক্ষগুলিকে) স্থাপন করিবে। ২৯

এই প্রক্ষালনটি শ্মশান জল, পীঠ প্রক্ষালিত জল, শুদ্ধ জল, রত্নমিশ্রিত জল বা কস্তুরী ও কুঙ্কুমমিশ্রিত জলের দ্বারা করিবে। ৩০

সূত্রে ও মণিগুলিতে যথাশক্তি মাতৃকার ন্যাস করিয়া আদ্য মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ও হোম করিবে। হোমে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। ৩১

তাহার পর সাধক এক একটী মণিকে লইয়া সূত্রে গাঁথিবে। একটি রুদ্রাক্ষের মুখে আর একটি রুদ্রাক্ষের মুখ এবং পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ করিবে। ৩২

১। ক—অশ্বত্থপত্রৈর্নবকৈঃ পদ্মাকারেণ স্থাপিতৈঃ।

২। ক—গন্ধাম্ভৈঃ। ৩। ক—ক্ষালিতাস্তত্র।

৪। রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ। পদ্মবীজের বিন্দুদ্বয়যুক্ত সূক্ষ্মাংশ মুখ, এক বিন্দুযুক্ত স্থূল (খসখসে) স্থূলাংশই পুচ্ছ। ইহা তন্ত্রসার ধৃত বচনে উক্ত হইয়াছে।

গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যাথবা সর্পাকৃতির্ভবেৎ।
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ ॥ ৩৩
একৈকমণিমধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং ততঃ সংস্কারমারভেৎ ॥ ৩৪
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ।
মন্ত্রস্তু—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং। ভবোদ্ভবায় নমঃ।
ঙেন্তেন পুনরাদ্যেন নমোঽন্তেন ক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৩৫
চন্দনাগুরু-গন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।

ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।

ধূপয়েৎ তামঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ বৈ ॥ ৩৬
ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ।
সর্বতঃ শর্ব সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।

মালাটি গোপুচ্ছের সদৃশ অথবা সর্পাকৃতি হইবে। অগ্রভাগে তাহার সমান জাতীয় একটি রুদ্রাক্ষকে মেরুরূপে গাঁথিবে। ৩৩

এক একটি মণির মধ্যে ব্রহ্ম-গ্রন্থি রচনা করিবে। এই প্রকারে জপমালা করিয়া তাহার পর সংস্কার আরম্ভ করিবে। ৩৩

পঞ্চগব্য ও শুদ্ধজলের দ্বারা সদ্যোজাতমন্ত্রে সম্পূর্ণ মালাকে ক্ষালন (ধৌত) করিবে। সেই সদ্যোজাতমন্ত্র হইতেছে—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং। ভবোদ্ভবায় নমঃ।

চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নমোঽন্ত আদ্য মন্ত্রের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। ৩৫

বামদেবমন্ত্রে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা ঐ মালাকে ঘর্ষণ করিবে। বামদেব মন্ত্র হইতেছে—ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বল-প্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।

অঘোর মন্ত্র দ্বারা সেই মালাকে ধূপিত (ধূপের ধূমে সুবাসিত) করিবে। অঘোরমন্ত্র হইতেছে—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ সর্বতঃ

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ।

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতম্ ।
প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্মন্ত্রী পঞ্চমেন সকৃৎ সকৃৎ* ॥ ৩৭
প্রণবাদ্যো মহামন্ত্রঃ সদাশিব ইতি প্রিয়ে[১] ।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব ততো মন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৮

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা[২] । শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ।

সংস্কৃত্যৈবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র স্থাপয়েৎ[৩] ।
মূলমন্ত্রেণ দেবেশি ! সম্পূজ্য ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৯

শর্ব সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ । তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা মালায় চন্দন লেপন করিবে ॥ ৩৬

তৎপুরুষ মন্ত্র হইতেছে—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ।

পঞ্চম ঈশানমন্ত্র দ্বারা মালার প্রত্যেক মণিকে শতবার মন্ত্রিত করিবে। অথবা সাধক মালার প্রত্যেক মণিকে এক একবার ঈশান মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে । ৩৭

প্রথমে প্রণব ও অন্তে সদাশিব এই ক্রমে সেই মহামন্ত্র গঠিত হইবে । পঞ্চম ঈশানমন্ত্র দ্বারা মেরুকে সেইরূপ (শতবার বা এক একবার) অভিমন্ত্রিত করিবে । ৩৮

ঈশান মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা । শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ।

পণ্ডিত সাধক এই প্রকারে মালার সংস্কার করিয়া তাহার প্রাণগুলিকে সেইখানে স্থাপন করিবে অর্থাৎ তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। হে দেবেশি ! তাহার পর ভক্তিভাবে মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে । ৩৯

---

* ক—এই শ্লোকার্দ্ধ নাই । ১। ক—ইতি ক্রমাৎ ।

২। পরমপূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত ও বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনূদিত বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুসারে মালাসংস্কারের পদ্ধতিতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠকের এই বেদমন্ত্রগুলিকে শুদ্ধ করার চেষ্টা কেন করা হয় নাই, তাহা বুঝি নাই । শাখাভেদ ছাড়া বেদমন্ত্রে পাঠান্তর হয় না, ইহা বেদজ্ঞমাত্রেই জানেন ।

৩। প্রাণান্ সংস্থাপয়েৎ ততঃ—ইতি পুরশ্চরণ-বোধিনীধৃতঃ পাঠঃ ।

সম্পূজ্য দেবং তদ্ধস্তাদ্ গৃহ্নীয়াদক্ষ-মালিকাম্।
অশুচির্ন স্পৃশেদেনাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ॥ ৪০
অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমালাং চালয়েন্মধ্যমাগ্রতঃ।
তর্জন্যাং ন স্পৃশেদেনাং গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥ ৪১
ভুজৌ মুক্তৌ তথাকৃষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু জপেদ্ বশ্যে তু কর্মণি ॥ ৪২
জপান্তে তু চ মালাং বৈ পূজয়িত্বা চ পোষয়েৎ।
জপকালে তু গোপ্তব্যা জপমালা তু সা শুভা।
সমন্ত্রামক্ষমালাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ[1] ॥ ৪৩
গুরুং প্রকাশয়েদ্ বিদ্বান্ ন তু মন্ত্রং কদাচন।
অক্ষমালাঞ্চ বিদ্যাঞ্চ ন কদাচিৎ প্রকাশয়েৎ ॥ ৪৪
ভূত-রাক্ষস-বেতালা গন্ধর্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
হরন্তি প্রকটাৎ সিদ্ধিং তস্মাদ্ গুপ্তিং সদা কুরু ॥ ৪৫

গুরুদেবকে পূজা করিয়া তাঁহার হাত হইতে অক্ষমালা গ্রহণ করিবে। অশুচি হইলে এই মালাকে স্পর্শ করিবে না। (জপকালে) এই মালাকে হস্তচ্যুত করিবে না। ৪০

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত অক্ষমালাকে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চালনা করিবে। তর্জনীর দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিবে না। গুরুকেও ইহা দেখাইবে না। ৪১

সাধক বাহুদ্বয়কে দেহ হইতে মুক্ত ও পরস্পর সংযুক্ত করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিতে জপ করিবে। বশীকরণ কার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা জপ করিবে। ৪২

জপের শেষে মালাকে পূজা করিয়া পোষণ (রক্ষা) করিবে অর্থাৎ সযত্নে পবিত্র স্থানে রাখিবে। সেই শুভ জপমালা জপকালে গোপন করিবে। গুরুর নিকটেও মন্ত্রের সহিত অক্ষমালাকে দেখাইবে না। ৪৩

বিদ্বান্ সাধক গুরুকে অর্থাৎ গুরুর নাম প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু কখনও মন্ত্রকে প্রকাশ করিবে না। অক্ষমালা ও ইষ্টমন্ত্র কখনও প্রকাশ করিবে না। ৪৪

মালার প্রকাশ হইলে ভূত, রাক্ষস, বেতাল, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ সিদ্ধি হরণ করেন। অতএব সর্বদা মালাকে গোপন করিবে। ৪৫

১। পুরশ্চরণবোধিনী-ধৃতোঽয়ং শ্লোকার্দ্ধঃ।

জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
প্রমাদাৎ পতিতাদ্ধস্তাৎ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
ভ্রমন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা চ পূজয়েৎ ॥ ৪৬
জপমালা ময়া দেবি ! কথিতা ভুবি দুর্লভা।
সদা গোপ্যা প্রযত্নেন যদি ত্বং মম বল্লভা ॥ ৪৭

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ॥

মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় নূতন সূত্রে মালা গাঁথিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবে। প্রমাদবশতঃ পতিত ব্যক্তির হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিলে ১০৮ একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে নিষিদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শ হইলে মালাকে ধৌত করিয়া পূজা করিবে। ৪৬

হে দেবি! এই ভূমণ্ডলে দুর্লভ জপমালার বিবরণ আমি বলিলাম। যদি তুমি আমার পত্নী হও, তবে তুমি ইহাকে যত্নপূর্বক গোপন করিবে ॥ ৪৭

মুণ্ডমালাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

স্থানাসনে[১] দেবদেব ! কথয়ানন্দ-সুন্দর ! ।
সদাচার্য্যৌ[২] বিনা যেন সর্বমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধগাঃ[৩] ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

নদীতীরে বিল্বমূলে শ্মশানে শূন্যবেশ্মনি ।
একলিঙ্গে[৪] পর্বতে বা দেবাগারে চতুষ্পথে ॥ ২
শবস্যোপরি মুণ্ডে বা জলে বা কণ্ঠপূরিতে ।
সংগ্রামভূমৌ যোনৌ তু স্থলে বা বিজনে বনে ॥ ৩
যত্র কুত্র স্থলেঽরম্যে যত্র বা স্যান্মনোরমম্ ।
স্থানং তে কথিতং দেবি ! আসনং কথ্যতেঽধুনা ॥ ৪
স্তম্ভনে গজচর্মাথ মারণে মাহিষং তথা ।
মেষচর্ম তথোচ্চাটে খড়্গীয়ং বশ্যকর্মণি ॥ ৫

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবদেব ! হে আনন্দসুন্দর ! স্থান ও আসনের কথা আমাকে বলুন। যাহাতে সৎ ব্যক্তি ও আচার্য্য ছাড়া সমস্ত মন্ত্র সুসিদ্ধিগামী অর্থাৎ সুসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। ১

ঈশ্বর বলিলেন—নদীতীর, বিল্বমূল, শ্মশান, শূন্যগৃহ (ভীতিপ্রদ পোড়ো বাড়ী), একলিঙ্গ গৃহে, পর্বতে, দেবগৃহে ও চতুষ্পথে (জপ প্রশস্ত)। ২

শবের উপরে বা মুণ্ডে, আকণ্ঠ জলে, যুদ্ধভূমিতে, যোনিমণ্ডলে বা বিজন বনে (জপ প্রশস্ত)। ৩

অথবা যে কোন রম্যস্থানে অথবা মনোরম স্থানে (জপ প্রশস্ত)। হে দেবি ! তোমাকে জপের স্থান বলিলাম। এখন আসন বলিতেছি। ৪

স্তম্ভনে হস্তিচর্মের আসন, মারণে মহিষচর্মের আসন, উচ্চাটনে মেষ চর্মের আসন, বশীকরণে গণ্ডার চর্মের আসন প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫

১। ক—স্থানাশনে। ২। ক—সদাচার্যো। ৩। ক—সসিদ্ধগাঃ।

৪। ক—মহালিঙ্গে। পঞ্চক্রোশের মধ্যে যেখানে অন্য শিবলিঙ্গ দেখা যায় না, সেই শিবলিঙ্গকে একলিঙ্গ বলে। তন্ত্রসারে শ্যামারহস্যধৃত বচনের দ্বারা ইহা জানা যায়।

বিদ্বেষে জাম্বুকং প্রোক্তং ভবেদ্ গোচর্ম শান্তিকে।
ব্যাঘ্রাজিনে সর্বসিদ্ধির্জ্ঞানসিদ্ধির্মৃগাজিনে ॥ ৬
বস্ত্রাসনং রোগহরং বেত্রজং বিপুলশ্রিয়ম্।
কৌষেয়ং পুষ্টিকার্য্যে চ কম্বলং দুঃখমোচনম্ ॥ ৭

নিন্দিতাসনমাহ—

বংশাসনে চ দারিদ্র্যং দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
ধরণ্যাং দুঃখ-সম্ভূতিঃ পাষাণে রোগসম্ভবঃ ॥
তৃণাসনে যশোহানিরেতৎ সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ৮
মৃদুকম্বলমাস্তীর্ণং সংগ্রামে পতিতং হি তৎ।
জন্তুব্যাপাদিতং বাপি মৃতং বা নবমাসকম্ ॥ ৯
গর্ভচ্যুত-ত্বচং বাপি নারীণাং যোনিজাং ত্বচন্।
সর্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি! সর্বভোগ-সমৃদ্ধিদম্ ॥
ত্বচং বা যোনিসংস্থা যা কুর্য্যাদ্ বীরো বতাসনম্ ॥ ১০
শ্মশানকাষ্ঠঘটিতং পীঠং বা যজ্ঞদারুজম্।
ন দীক্ষিতো বিশেজ্, জাতু কৃষ্ণসারাসনে গৃহী ॥ ১১

বিদ্বেষে শৃগাল চর্মের আসন, শান্তিকার্য্যে গোচর্মের আসন প্রশস্ত। ব্যাঘ্র-চর্মের আসনে সমস্ত সিদ্ধি হয়। মৃগচর্মের আসনে জ্ঞানসিদ্ধি হয়। ৬

বস্ত্রের আসন রোগহর, বেতের আসন বিপুল সম্পৎপ্রদ। পুষ্টিকার্য্যে রেশমের আসন প্রশস্ত। কম্বলাসন দুঃখমোচন করে। ৭

নিন্দিত আসন বলিতেছেন—বাঁশের আসনে দারিদ্র্য হয়, কাষ্ঠনির্মিত আসনে দুর্ভাগ্য হয়। মৃত্তিকাসনে দুঃখ বৃদ্ধি হয় এবং পাষাণ নির্মিত আসনে রোগ জন্মে ও তৃণনির্মিত আসনে যশোহানি হয়, ইহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। ৮

হে দেবি! আস্তৃত মৃদু কম্বলাসন, সংগ্রামে পতিত মৃদু কম্বলাসন, জন্তুনিহত প্রাণিচর্মের আসন, নবম মাস মৃত প্রাণীর চর্মের আসন, গর্ভচ্যুত প্রাণীর ত্বকের দ্বারা নির্মিত আসন, নারীগণের যোনিজাত ত্বকের আসন সর্বসিদ্ধিপ্রদ ও সর্বভোগ সমৃদ্ধিপ্রদ। বীরসাধক ত্বক্‌কে অথবা যোনিস্থিত ত্বক্‌কে অবশ্যই আসন করিবে। ৯-১০

দীক্ষিত গৃহী শ্মশানকাষ্ঠ নির্মিত পীড়িতে বা যজ্ঞীয় দারু-নির্মিত পীড়িতে এবং কৃষ্ণসার মৃগের আসনে কখনও উপবেশন করিবে না। ১১

উদাসীন-বনাসীন-স্নাতক[১]-ব্রহ্মচারিণঃ।
কুশাজিনাম্বরৈঃ কার্য্যং চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥ ১২
একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
বিশুদ্ধে আসনে কুর্য্যাৎ সংস্কার-পূজনং বুধঃ ॥ ১৩
ভদ্রাসনং রোগহরং যোগদং কৌর্মমাসনম্।
পদ্মাসনমিতি প্রাহুঃ সর্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্ ॥ ১৪
পদ্মাসনেন দেবেশি! পাতালগৃহসংস্থিতঃ[২]।
রাত্রৌ চ যোঽর্চয়েদ্ দেবীং ধনবান্ সুতবান্ ভবেৎ ॥ ১৫
পীঠানাং দেবি! সর্বেষাং চতুর্দ্ধা পীঠমুত্তমম্।
উড্ডীয়ানং[৩] মহাপীঠং পীঠানাং পীঠমুত্তমম্ ॥
জালন্ধরং মহাপীঠং তথা পুনশ্চ[৪] সম্মতম্[৫] ॥ ১৬
পঞ্চাশৎ-পীঠমধ্যে তু কামরূপং মহাফলম্।
জপপূজা-বলিস্তত্র দেবি! লক্ষগুণো ভবেৎ ॥ ১৭

উদাসীন (বৈরাগ্যবান্), বনবাসী, স্নাতক ও ব্রহ্মচারিগণ কুশ, চর্ম ও বস্ত্র দ্বারা চতুরস্র (চতুর্দিক্) এক হস্ত বা দুই হস্ত দীর্ঘ, চারি আঙ্গুল উচ্চ আসন করিবে। সাধক বিশুদ্ধ আসনে সংস্কার ও পূজা করিবেন। ১২-১৩

ভদ্রাসন রোগহর, কৌর্মাসন যোগপ্রদ, পদ্মাসন সর্বৈশ্বর্য্য ফল-প্রদ—ইহা যোগিগণ বলেন। ১৪

হে দেবেশি! যিনি পাতালগৃহে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া দেবীর অর্চনা করেন, তিনি ধনবান্ ও পুত্রবান্ হন। ১৫

হে দেবি! সমস্ত পীঠের মধ্যে চারি প্রকার পীঠ উত্তম। উড্ডীয়ান মহাপীঠ পীঠ সমূহের মধ্যে উত্তম পীঠ। জালন্ধর মহাপীঠ সেইরূপ উত্তম পীঠ। ইহা যোগিগণের সম্মত। ১৬

পঞ্চাশৎ পীঠের মধ্যে কামরূপ পীঠ মহাফলপ্রদ। হে দেবি! সেখানে জপ, পূজা ও বলি লক্ষ গুণ ফল প্রদান করে। ১৭

১। ক—স্নাতঃ ব্রহ্ম। ২। ক—সংস্থিতাঃ। ৩। ক
৪। ক—পুনা চৎ ৫। ক—সম্মত।

বহুধা কথ্যতে দেবি ! কিং তস্য গুণবর্ণনম্ ।
যোনিরূপেণ মন্ত্রাস্তে সুখং কোটিগুণান্বিতাঃ[১] ॥ ১৮

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

হে দেবি ! তাহার আর গুণ বর্ণনা কি করিব । বহু প্রকারে তাহা কথিত হইয়াছে। সেখানে সেই মন্ত্র ও দেবতাগণ কোটিগুণান্বিত হইয়া সুখে আছেন। ১৮

মুণ্ডমালা তন্ত্রের তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। ক—কোটিগুণান্বিতাম্ ।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

কেবলং বলিদানেন তুষ্টা ভবতি চণ্ডিকা।
কথিতং পূর্বমস্মভ্যং প্রকাশং কুরু শঙ্কর ! ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অত্যন্তগুহ্যং দেবেশি ! বিধানং বলিপূজয়োঃ[1]।
কথয়ামি বরারোহে ! সুস্থিরা ভব সর্বদা ॥ ২
দধি ক্ষীরং প্রতনান্নং[2] পায়সং শর্করান্বিতম্।
পায়সং ক্ষৌদ্রং মাংসঞ্চ[3] নারিকেল-গতোদকম্[4] ॥ ৩
শর্করং মেষখণ্ডঞ্চ আর্দ্রকং সহশর্করম্।
রম্ভাফলং লড্ডুকঞ্চ ভর্জিতান্নঞ্চ[5] পিষ্টকম্ ॥ ৪
শালমৎস্যঞ্চ পাঠীনং শকুলং চেটুকং তথা।
মদ্গুরঞ্চ বলিং দদ্যাদ্ মাংসং মহিষ-মেষকম্ ॥ ৫
পক্ষিমাংসং মহাদেবি ! ডিম্বং নানা-সমুদ্ভবম্।
কৃষ্ণছাগং মহামাংস-গোধিকাং[6] হরিণীং তথা ॥ ৬

শ্রীদেবী বলিলেন—চণ্ডিকা কেবল বলিদানের দ্বারা তুষ্টা হইয়া থাকেন, ইহা পূর্বে আমাদিগকে বলিয়াছ। হে শঙ্কর! এখন উহা প্রকাশ করুন। ১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—হে দেবেশি! বলিপূজার বিধান অত্যন্ত গুহ্য। হে বরারোহে! আমি বলি ও পূজা বলিতেছি; তুমি সর্বদা স্থির হইয়া থাক। ২

দধি, ক্ষীর, পুরাতন অন্ন, শর্করাযুক্ত পায়স, ক্ষৌদ্র (মধু) যুক্ত পায়স, মাংস, নারিকেল-জল, চিনি, মেষখণ্ড, শর্করার সহিত আদা, রম্ভাফল, লড্ডুক, ভর্জিত তুণ্ডলের অন্ন, পিষ্টক, শাল মৎস্য, পাঠীন (বোয়ালমাছ), শকুল (মহাশোল মাছ), চেটুক, মাগুর মাছ এবং মহিষ ও মেষের মাংস বলি দিবে। ৩-৫

হে মহাদেবি! পক্ষিমাংসকে ও নানা প্রাণিজাত ডিম্বকে, কৃষ্ণছাগকে, মহামাংস গোধিকা ও হরিণীকে বলি দিবে। ৬

১। ক—বলিপূজনম্।
২। ক—প্রতান্নঞ্চ।
৩। ক—ক্ষৌদ্রমাংসঞ্চ।
৪। ক—নারিকেল-সমোদকম্।
৫। ক—ভর্জিতান্নঞ্চ।
৬। ক—গোধিকা।

জলজে মৎস্যমাংসে চ গণ্ডকী-মাংসমেব চ।
নানাব্যঞ্জনদগ্ধানি ব্যঞ্জনানি মধূনি চ ॥ ৭
ঈষদ্-দগ্ধং ঘৃতেনাক্তং নিশায়াং দিবসেঽপি বা।
বলিং দদ্যাদ্ বিশেষেণ কৃষ্ণপক্ষে শুভে দিনে ॥ ৮
ছাগে দত্তে ভবেদ্ বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ মৃগে মোক্ষফলং ভবেৎ ॥ ৯
দত্তে পক্ষিণি ঋদ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং মহাফলম্।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদ্ যতঃ সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১০
ললাট-হস্ত-হৃদয়-শিরো-ভ্রূমধ্য-দেশতঃ।
স্বহৃদো রুধিরে দত্তে রুদ্রদেহ ইবাপরঃ ॥ ১১
চণ্ডাল-বলিদানেন মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সুরাদানেন দেবেশি! মহাযোগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১২
সুরা তে বিবিধা প্রোক্তা স্ফাটিকী ডাকিনী তথা।
কাঞ্চিকী চ মহাদেবি! কথিতা ভুবি দুর্লভা ॥ ১৩

জলজ মৎস্য ও মাংসকে, গণ্ডকীর মাংসকে, নানা ব্যঞ্জনের দগ্ধাংশগুলিকে, নানা ব্যঞ্জন ও নানা মধুকে বলি দিবে। ৭

রাত্রিতে দিবসে ও বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের শুভ দিনে ঈষৎ দগ্ধ বলি দ্রব্যকে ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত করিয়া বলি দিবে। ৮

ছাগকে বলি দিলে বাগ্মী হয়, মেষকে বলি দিলে কবি হয়। মহিষকে বলি দিলে ধনবৃদ্ধি হয়। হরিণকে বলি দিলে মোক্ষফল লাভ হয়।

পক্ষিকে বলি দিলে সমৃদ্ধি হয়, গোধিকাকে বলি দিলে মহাফল হয়। মানুষকে বলি দিলে মহাসমৃদ্ধি হয়। যাহা হইতে অর্থাৎ এই নরবলি হইতে অতি উত্তম সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১০

নরের ললাটদেশ, হস্তদেশ, হৃদয়দেশ, মস্তকদেশ, ভ্রূমধ্য-দেশ ও নিজের হৃদয়দেশ হইতে রুধির বলি দিলে সাধক দ্বিতীয় রুদ্রদেহের ন্যায় হইয়া থাকে। ১১

চণ্ডাল বলি দানের দ্বারা মহাসিদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে দেবেশি! সুরাদানের দ্বারা মহাযোগীশ্বর হইয়া থাকে। ১২

তোমাকে বহুবিধ সুরার কথা বলিয়াছি। হে মহাদেবি! এই পৃথিবীতে স্ফাটিকী, ডাকিনী ও কাঞ্চিকী সুরা দুর্লভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩

স্ফাটিকী-দানমাত্রেণ ধনবৃদ্ধিরনুত্তমা।
ডাকিনী-দানযোগেন সর্ববশ্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৪
কাঞ্চিকী-সুরয়া দেবি! যোঽর্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
গুটিকাঞ্জন-স্তম্ভাদি-মারণোচ্চাটনাদিভিঃ।
মহাসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বসেৎ কল্পাযুতং দিবি ॥ ১৫
অর্ঘ্যোদকে মহেশানি! মহাসিদ্ধিরনুত্তমা।
রক্তচন্দন-বিল্বাদি-জবাকুসুম-বর্বরৈঃ।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি! সর্বকামার্থসাধনম্ ॥ ১৬
সুরয়া চার্ঘ্যদানেন যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ।
পুরঃ পাত্রং ঘটস্যান্তে তদন্তে ভোজ্যপাত্রকম্ ॥ ১৭
তদন্তে বীরপাত্রঞ্চ বলেঃ পাত্রং তদন্তিকে।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানাং পাত্রাণি স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৮
মহাযোগী ভবেদ্ দেবি! পীঠ-প্রক্ষালিতৈর্জলৈঃ।
স্বয়ম্ভুকুসুমে দত্তে ভবেৎ ষট্‌কর্মভাজনম্ ॥ ১৯

স্ফাটিকী সুরার দানমাত্রে অত্যুত্তম ধনবৃদ্ধি হয়। ডাকিনী সুরার দানমাত্রে সমস্ত জীব নিশ্চয়ই বশ্য হইয়া থাকে। ১৪

হে দেবি! যে সাধক কাঞ্চিকী সুরা দ্বারা পরমেশ্বরীর অর্চনা করে, গুটিকাঞ্জন স্তম্ভাদি ও মারণ উচ্চাটনাদির সহিত মহাসিদ্ধির অধিপতি হইয়া দশ হাজার কল্পকাল স্বর্গে বাস করে। ১৫

হে মহেশানি! অর্ঘ্যোদকে অত্যুত্তম মহাসিদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তচন্দন, বিল্বাদি ফল, জবাকুসুম ও বর্বরের দ্বারা অর্ঘ্য দিয়া সমস্ত কাম ও অর্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৬

সুরায় অর্ঘ্যদানের দ্বারা যোগিনীগণের প্রিয় হয়। ঘটের শেষভাগে (প্রান্তে) সম্মুখে পাত্র স্থাপন করিবে। তাহার শেষভাগে ভোজ্যপাত্র স্থাপন করিবে। ১৭

তাহার প্রান্তে বীরপাত্র, তাহার প্রান্তে বলির পাত্র স্থাপন করিবে। সাধক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় সমূহের পাত্রগুলি স্থাপন করিবে। ১৮

হে দেবি! পীঠ প্রক্ষালিত জলের দ্বারা অর্ঘ্য দিলে মহাযোগী হয়। স্বয়ম্ভু কুসুম দান করিলে ষট্ কর্ম সাধনের অধিকারী হয়। ১৯

সুশীতলজলৈরর্ঘ্যং কুস্তুরী-কুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
কুণ্ডগোলোত্থবীজৈর্বা[১] সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ২০
সধবারতি-সম্ভূতং কুণ্ডমুত্তমভূতিদম্।
বিধবারতি-সম্ভূতং গোলমৃদ্ধিপ্রদং ভুবি॥ ২১
মূলমন্ত্রেণ দেবেশি! আকৃষ্য নির্ভয়ঃ শুচিঃ।
অর্ঘ্যং দদ্যাদ্ বিশেষেণ চক্রবাতেন পূজিতা॥ ২২
স্বয়ম্ভূকুসুমং দেবি! ত্রিবিধং[২] ভুবি জায়তে।
আষোড়শাদনূঢ়া যা[৩] উত্তমা সর্বসিদ্ধিদা॥ ২৩
রজোযোগবশাদন্যা মধ্যমা সুখদায়িনী।
বলাৎকারেণ দেবেশি! অধমা ভোগবৰ্দ্ধিনী॥ ২৪
কুমারীপূজনে শক্তো নারীং স্বপ্নেঽপি ন স্মরেৎ।
আকৃষ্য বদ্ধযোগেন গোলোত্থ পুষ্পকং ন্যসেৎ॥ ২৫

কস্তুরী ও কুঙ্কুমযুক্ত সুশীতল জলের দ্বারা অথবা কুণ্ড ও গোলের বীজ দ্বারা অর্ঘ্য দিয়া সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইয়া থাকে। ২০

সধবার সহিত রতি সম্ভূত কুণ্ড উত্তম ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং বিধবার সহিত রতি সম্ভূত গোল এই পৃথিবীতে সমৃদ্ধিপ্রদ জানিবে। ২১

হে দেবেশি! শুচি সাধক নির্ভয় হইয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা বীজ আকর্ষণ করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। দেবী বিশেষভাবে চক্রবাতের দ্বারা পূজিতা হইলে প্রীতা হন। ২২

হে দেবি! এই পৃথিবীতে স্বয়ম্ভূ কুসুম তিন প্রকার হইয়া থাকে। ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত অনূঢ়া কন্যা উত্তমা ও সর্বসিদ্ধিপ্রদা। ২৩

অন্যা স্ত্রী রজোযোগবশে মধ্যমা হইলেও সুখদায়িনী। হে দেবেশি! অন্যা স্ত্রী বলাৎকারের দ্বারা অধমা হইলেও ভোগবৰ্দ্ধিনী। ২৪

কুমারী পূজনে সমর্থ ব্যক্তি স্বপ্নেও নারীকে (অন্য স্ত্রীকে) স্মরণ করিবে না। অনন্তর গোল বদ্ধ-যোগের দ্বারা পুষ্পকে (স্ত্রীরজঃ) আকর্ষণ করিয়া স্থাপন করিবে। ২৫

১। ক—কুণ্ডগোলোত্থবীজৈর্বা। ২। ক—ত্রিবিধা।
৩। ক—অনূঢ়ায়া।

শুদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন নির্ভয়ঃ শুচিমানসঃ।
তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠ-নির্মিতে ॥ ২৬
শনি-ভৌম-দিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে।
স্বর্ণে রৌপ্যেঽথ লোহে বা চক্রং কার্য্যং[1] যথাবিধি[2] ।
পুষ্পাণ্যপি তথা দদ্যাদ্[3] রক্ত-কৃষ্ণ-সিতানি চ ॥ ২৭
শ্বেতরক্তং জবাপুষ্পং করবীরং তথা প্রিয়ে ! ।
তগরং মালতী জাতী সেবন্তী[4] যূথিকা তথা ॥ ২৮
ধুস্তুরাশোকবকুলাঃ শ্বেতকৃষ্ণাপরাজিতাঃ।
বকপুষ্পং বিল্বপত্রং চম্পকং নাগকেশরম্ ॥ ২৯
মল্লিকা[5] ঝিণ্টিকা কাঞ্চী রক্তং[6] যৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
অর্কপুষ্পং জবাপুষ্পং বর্বরঞ্চ প্রিয়ংবদে ॥ ৩০
অষ্টম্যান্তু বিশেষেণ তুষ্টা[7] ভবতি পার্বতী।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নানা পুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ[8] ॥ ৩১

সাধক নির্ভয় হইয়া পবিত্র মনে যত্নপূর্বক সেই পুষ্পকে শুদ্ধ করিবে। তাম্রপাত্রে, নর কপালে, শ্মশান-কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্রে, মৃতশরীরে, সুবর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা লোহপাত্রে শনিবার বা মঙ্গলবারে চক্রের রচনা কর্ত্তব্য। রক্ত, কৃষ্ণ ও শুক্ল পুষ্পসমূহ আহরণ করিয়া যথাবিধানে দান করিবে। ২৬-২৭

হে প্রিয়ে। হে প্রিয়ম্বদে! শ্বেত ও রক্ত জবাপুষ্প, সেইরূপ শ্বেত ও রক্ত করবীর, তগর, মালতী, জাতি, সেবন্তী, যূথিকা (যুঁই), ধুস্তুর, অশোক, বকুল, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতা, বক পুষ্প, বিল্বপত্র, চাঁপা, নাগকেশর, মল্লিকা, কাঞ্চী, ঝিণ্টিকা (ঝাঁট ফুল), রক্তবর্ণ ফুল, অর্ক ফুল, জবাফুল ও বর্বর ফুল আহরণ করিবে। ২৮-৩০

অষ্টমীতে এই সকল পুষ্প আহরণ করিলে তাহার প্রতি পার্বতী বিশেষ-ভাবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অষ্টমী ও চতুর্দশীতে নানাপুষ্পের দ্বারা পার্বতীকে অর্চনা করিবে। ৩১

১। ক—কুর্য্যাৎ। ২। বিধানতঃ ইতি তন্ত্রসারে। ৩। ক—তথাদিত্যা।
৪। ক—তগরং মল্লিকা জাতী মালতী। ৫। ক—বল্লিকা। ৬। ক—রক্তিমরত্নম্।
৭। ক—সন্তুষ্টা ভব পার্বতী। ৮। ক—নানা পুষ্পে......।

পদ্মপুষ্পেণ রক্তেন সন্তুষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ।
কৃষ্ণা বা যদি বা শুক্লা বালিকা বরদা ভবেৎ ॥ ৩২
শ্মশানধুস্তুরেণৈব তুষ্টা মধুমতী পরা।
শ্মশানজাত-পুষ্পেণ সন্তুষ্টা কালিকা পরা ॥ ৩৩
বন্যপুষ্পৈশ্চ বিবিধৈঃ সন্তুষ্টা পার্বতী পরা।
আমলক্যাস্তু পত্রেণ তুষ্টা পুষ্পেণ পার্বতী ॥ ৩৪
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নানাপুষ্পৈঃ সদার্চয়েৎ।
শ্মশানে রাত্রিশেষে চ শনি-ভৌমদিনে নিশি ॥ ৩৫

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ।

রক্ত পদ্ম পুষ্পের দ্বারা সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বালিকা কুমারী কৃষ্ণা বা শুক্লা হইলেও বরদা হইয়া থাকেন। ৩২

শ্মশান ধুতরা ফুলের দ্বারা মধুমতী বিশেষ সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। শ্মশান জাত পুষ্পের দ্বারা কালিকা বিশেষ সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। ৩৩

বিবিধ বন্য পুষ্পের দ্বারা পার্বতী বিশেষ সংতুষ্টা হইয়া থাকেন। পার্বতী আমলকীর পত্র ও পুষ্পের দ্বারা তুষ্টা হন। ৩৪

অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে শনি ও মঙ্গলবারে শ্মশানে রাত্রিতে বা রাত্রি-শেষে সর্বদা অর্চনা করিবে ॥ ৩৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রের চতুর্থপটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

রহস্যাতিরহস্যং মে পুরশ্চর্য্যাবিধি প্রভো! ।
বদস্ব যদনুষ্ঠানাৎ সর্বকামা ভবন্তি হি ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

গৃহীত্বা সদ্গুরোর্দীক্ষাং শুভকালে দিবানিশি ।
পূর্বোক্ত-স্থানমাসাদ্য জপপূজাং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২
অধমো বৈষ্ণবঃ প্রোক্তো মধ্যমঃ শৈবদীক্ষিতঃ ।
পরয়া দীক্ষিতো যো বৈ স এব পরমো গুরুঃ ॥ ৩
চতুর্দশ-সহস্রাণি সেবিতো হ্যধিরাজতে ।
ততো ভবতি দেবেশি! পরা-পূজারতঃ পুমান্ ॥ ৪
কায়েন মনসা বাচা স্বুবর্ণরজতাদিভিঃ ।
সন্তোষ্য পরয়া ভক্ত্যা গুরুদীক্ষাং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫
প্রাতঃকালে সমারভ্য জপেন্মধ্যং দিনাবধি ।
প্রথমেঽহনি যজ্ জপ্তং তজ্ জপ্তব্যং[1] দিনে দিনে[2] ॥ ৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে প্রভো! যাহার অনুষ্ঠান হইতে সাধকগণ সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পুরশ্চরণ বিধি রহস্য হইতেও অতিরহস্য। ইহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—দিবায় বা রাত্রিতে শুভকালে সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া পূর্বোক্ত কোন স্থান গ্রহণ করিয়া জপ ও পূজা আরম্ভ করিবেন। ২

বৈষ্ণব গুরু অধম, শৈব-দীক্ষিত গুরু মধ্যম, যিনি পরা বিদ্যায় দীক্ষিত, সেই গুরুই শ্রেষ্ঠ। ৩

চৌদ্দ হাজার দিন সেবাযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে। হে দেবেশি! তাহার পর মানব পরা দেবীর পূজায় রত হইবে। ৪

শরীর, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা পরম ভক্তিভাবে স্বুবর্ণ ও রজত প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া গুরু প্রদত্ত দীক্ষাকে আশ্রয় করিবে। ৫

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে। প্রথম দিনে যাহা জপ করিবে, দিন দিন অর্থাৎ প্রত্যহ তাহাই জপ করিবে। ৬

১। ক—তজ্ জপ্তঃ। ২। যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তজ্ জপ্তব্যং দিনে দিনে ইতি তন্ত্রসারে।

ন্যূনাধিকং ন জপ্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ।
গতে প্রথমযামে তু[১] তৃতীয়-প্রহরাবধি ॥ ৭
নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ন চ।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যমেকবারং সুসংযতঃ ॥ ৮
লঘ্বাহারং প্রকুর্বীত যুবতী-পূজনে রতঃ।
স্বস্ত্রিয়মন্যস্ত্রিয়ং বাপি পূজয়েৎ সর্বপর্বসু।
নাধমে সঙ্গতিঃ কার্য্যা সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ ॥ ৯
যস্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদ্দশাংশমনুক্রমাৎ[২]।
তত্তদ্দ্রব্যৈর্জপস্যান্তে হোমং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে ॥ ১০
হোমস্য চ দশাংশেন তর্পণং প্রোক্তমেব চ।
তর্পণস্য দশাংশেন শিরোমার্জনমিষ্যতে ॥ ১১
তদ্দশাংশেন বিপ্রেন্দ্রান্ কুর্বীত কুলকন্যকাঃ।
সংভোজয়েৎ প্রীতিযুক্তৈর্দ্রব্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ১২

সমাপ্তি পর্য্যন্ত অধিকও জপ করিবে না, কমও জপ করিবে না, সর্বদা জপ করিবে। প্রথম প্রহর অতীত হইলে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে ॥ ৭

রাত্রিতে জপ করিবে। রাত্রিশেষে জপ করিবে না। সুসংযত হইয়া নিত্য একবার হবিষ্য ভক্ষণ করিবে ॥ ৮

যুবতী (কুমারী) পূজনে রত হইয়া লঘু আহার করিবে। সমস্ত পর্ব দিনে নিজের স্ত্রী বা অন্য স্ত্রীকে পূজা করিবে। সমস্ত প্রাণীর হিতে রত হইয়া কখনও অধমের সহিত সম্বন্ধ করিবে না। ৯

যাহার (যে দেবতার) যে পরিমাণ জপ উক্ত হইয়াছে, তাহার দশাংশ-ক্রমে সেই সেই দ্রব্যের (বিহিত দ্রব্যের) দ্বারা জপের অন্তে দিন দিন হোম করিবে। ১০

হোমের দশাংশ তর্পণ উক্ত হইয়াছে। তর্পণের দশাংশের দ্বারা শিরোমার্জন (অভিষেক) উক্ত হইয়াছে। ১১

তাহার দশাংশ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ও কুলকন্যাগণকে প্রীতিযুক্ত নানাবিধ দ্রব্যসমূহের দ্বারা ভোজন করাইবে। ১২

১। গতে তু প্রথমে যামে ইতি গ্রন্থান্তরে। ২। তদ্দশাংশমপক্রমাদিতি গ্রন্থান্তরে।

হোমাদ্যশক্তো দেবেশি ! কুর্য্যাচ্চ দ্বিগুণং জপম্ ।
যদি পূজাদ্যশক্তঃ স্যাদ্ দ্রব্যালাভেন সুন্দরি ! ।
কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥ ১৩
দীব্যো বা যদি বা বীরো ভুবি স্যাৎ সাধকোত্তমঃ ।
স্বেচ্ছাচারপরো ভূত্বা একান্তে সর্বদা জপেৎ ।
মৎস্যমাংসপ্রদানেন শাক্তঃ কুর্য্যাদ্ পুরস্ক্রিয়াম্ ॥ ১৪
একরাত্রৌ শ্মশানে বা শবে বা প্রৌঢ়বালয়া ।
ময়োক্তং ভৈরবীকল্পে বিধানং বরবর্ণিনি ! ॥ ১৫
হস্তমাত্রমিখাতে বা মুণ্ডে বা বিজনে বনে ।
বীরাণাং সাধনং দেবি ! কথিতং ভুবি দুষ্করম্ ॥ ১৬
কুমারীপূজনাদেব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ।
নানাজাতিভবাঃ কন্যা রূপলাবণ্য-সংযুতাঃ ॥ ১৭
অত্যন্তপ্রৌঢ়বালা যা কোকিলা বরদায়িনী ।
নানাদ্রব্যৈঃ প্রিয়করৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ শুভৈঃ ।
পূজয়েৎ পরভাবেন নানারূপমনোহরাম্ ॥ ১৮

হে দেবেশি ! হোমাদিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। হে সুন্দরি ! দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হেতু যদি পূজাদিতে অশক্ত হয়, তবে কেবল জপমাত্রের দ্বারা পুরশ্চরণ বিহিত হইয়াছে। ১৩

এই পৃথিবীতে সাধকোত্তম দীব্য হউক অথবা বীর হউক, সে স্বেচ্ছায় সদাচার পরায়ণ হইয়া একান্তে সর্বদা জপ করিবে। শাক্ত মৎস্য ও মাংস প্রদানের দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে ॥ ১৪

হে বরবর্ণিনি। প্রৌঢ়-বালা আমার কর্তৃক ভৈরবীকল্পে এক রাত্রিতে শ্মশানে বা শবে পুরশ্চরণের বিধান কথিত হইয়াছে। ১৫

হে দেবি। এই পৃথিবীতে হস্তপরিমিত খাতে, মুণ্ডে অথবা বিজন বনে বীরগণের দুষ্কর সাধন কথিত হইয়াছে। ১৬

কুমারী পূজন হইতেই পুরশ্চরণ বিধি উক্ত হইয়াছে। রূপলাবণ্যযুক্তা নানাজাতির কন্যা কুমারী হইতে পারে। ১৭

যে কন্যা অত্যন্ত প্রৌঢ়া, সে কোকিলা বরদায়িনী হইয়া থাকে। সুন্দর প্রিয়কর নানা ভক্ষ্য ও ভোজ্যাদি দ্রব্যের দ্বারা নানারূপা মনোহরা কুমারীকে পরভাবে (দেবীজ্ঞানে) পূজা করিবে। ১৮

ভগিনী-কন্যকা বাপি দৌহিত্রী বা কুটুম্বিনী।
মাতৃবর্জং সদা পূজ্যা নানাজাতি-সমুদ্ভবা ॥ ১৯
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য নবম্যান্তু মহোৎসবে।
অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ পূজাং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ ॥ ২০
দশম্যাং পারণং কুর্য্যাদ্ মৎস্যমাংসাদিভিঃ প্রিয়ে!।
ষট্‌সহস্রং জপেন্নিত্যং ভক্তিভাব-পরায়ণঃ ॥ ২১
চতুর্দশীং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দশী।
তাবজ্জপেন্ মহেশানি! পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২২
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি।
বিনা হোমাদি দানেন বিশেষাৎ পীঠপূজনে ॥ ২৩
যোনিপীঠং মহাপীঠং কামপীঠং তথা পরম্।
তয়োরেকতরে পূজাং রুদ্রদেহ ইব পরঃ ॥ ২৪
তীর্থে তিথিবিশেষে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গুরোরনুগ্রহে চৈব দীক্ষাকালঃ শুভঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ

মাতা ছাড়া ভগিনীর কন্যা, দৌহিত্রী, কুটুম্বিনী কন্যা এবং নানাজাতির কন্যা কুমারীরূপে সর্বদাই পূজ্যা। ১৯

অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণাচতুর্দশী প্রাপ্ত হইলে নবমীতে, মহোৎসবে, অষ্টমী বা নবমীর রাত্রিতে বিশেষভাবে পূজা করিবে।২০

হে প্রিয়ে। দশমীতে মৎস্য মাংসাদি দ্বারা পারণ করিবে। ভক্তিভাব-পরায়ণ হইয়া প্রত্যহ ছয় হাজার জপ করিবে। ২১

হে মহেশানি। চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ কাল অন্য চতুর্দশী না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ইহা পুরশ্চরণ বলিয়া কথিত হয়। ২২

হোম ও দানাদি ব্যতীত কেবল জপমাত্রের দ্বারা মন্ত্র সমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পীঠে পূজা করিলে বিশেষভাবে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ২৩

মহাপীঠ যোনিপীঠ ও কামপীঠকে অতি শ্রেষ্ঠ জানিবে। এই উভয়ের একতরে পূজা করিবে। ইহাতে রুদ্রদেহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ২৪

তীর্থে, তিথিবিশেষে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে দীক্ষাকাল শুভ। গুরুর অনুগ্রহেও দীক্ষাকাল শুভ হয়। ২৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রের পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

অথ দেবি ! প্রবক্ষ্যামি গুপ্তাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ।
যামারাধ্য পুরা সর্বে ভূতিভাজোঽভবন্ সুরাঃ ॥ ১
ব্রহ্মা রুদ্রঃ সহস্রাক্ষো রমা-শিব-মনোভবা ।
শক্তির্মায়া মহেশানি ! বিদ্যা বস্বক্ষরা মতা ॥ ২
ঋষির্ব্রহ্মা বিরাট্ ছন্দো দেবতা লোকপাবনী ।
মহামায়েতি বিখ্যাতা বীজং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩
মায়া শক্তিঃ কীলকঞ্চ শৈবদেহমুদাহৃতম্ ।
ষড়ঙ্গানি ততঃ কুর্য্যাদ্ মায়া দীর্ঘেণ সংযুতা ॥ ৪
ধ্যানং দেবি ! প্রবক্ষ্যামি সর্বৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদম্ ।
বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাং দেবীং রক্তাপদ্মাসনে স্থিতাম্ ॥ ৫
ত্রিনেত্রাং দিগ্ভবাবাসাং পাণিবিংশতিশোভিতাম্ ।
পীত-রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণ-ধূম্র-পাটল-মৌক্তিকম্ ॥ ৬
নীল-পীত-বিচিত্রাণি বর্ণানি কথিতানি বৈ ।
খড়্গ-শূল-গদা-চক্র-শঙ্খ-চাপ-শরানিতি ॥ ৭

হে দেবি। পূর্বকালে সমস্ত দেবতাগণ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই গুপ্তা ত্রিভুবনেশ্বরীর কথা বলিব ॥ ১

ব্রহ্মা (ওঁ), রুদ্র (হ), সহস্রাক্ষ (ল), রমা (শ্রীং), শিব (হ', মনোভব (ক্লীং) শক্তি (ক্লীং) মায়া (হ্রীং)—হে মহেশানি ! এই বিদ্যা আটঅক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, লোকপাবনী মহামায়া দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। লক্ষ্মী বীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৩

মায়া শক্তি এবং শৈবদেহ কীলক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহার পর দীর্ঘস্বরযুক্ত মায়া দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে ॥ ৪

হে দেবি। সর্বৈশ্বর্য্য ফল-প্রদ ধ্যান বলিতেছি। এই দেবী বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা, রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা, ত্রিনেত্রা, দিগম্বরী, বিংশতিবাহু দ্বারা শোভিতা ; রক্ত, পীত, শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূম্র ও পাটল মুক্তা-খচিত মালায় বিভূষিতা, ইঁহার নীল পীত বিচিত্র বর্ণ সমূহ কথিত হইয়াছে। হস্ত সমূহে খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, চাপ, শর ও উজ্জ্বল পরিঘ, শস্ত্র-যুক্ত মুষল, বর, অভয়,

লসৎপরিঘ-শস্ত্রাঢ্য-মুষলং দান-নির্ভয়ম্ ।
কর্ত্তৃমুদ্রা তথাযোগং মুদতী দধতীং[১] করৈঃ ।
শক্তিশূলধরাং দেবীং সর্বসিদ্ধিফলপ্রদাম্ ॥ ৮
পূজাযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ষট্‌কোণং শক্তিসংযুতম্ ।
ষড়ষ্টষোড়শদলং পদ্মং দ্বারসমন্বিতম্ ॥ ৯
ত্রিকোণে পূজয়েদ্ দেবীং মায়া বাণী হরিপ্রিয়া ।
রতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা পূজ্যা পুষ্টিস্তুষ্টির্মনোহরাঃ[২] ॥ ১০
যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মহামায়া মহাসুরী ।
মহাক্ষুদ্রা মহাস্বপ্না ষড়্‌দলে পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১১
ক্ষেমঙ্করী যোগমুদ্রা শরীরাকর্ষিণী তথা ।
লজ্জা শান্তিলক্ষণা চপলা শান্তিশ্চ বিগ্রহা ॥ ১২
অষ্টদলে মহেশানি ! বামাবর্ত্তেন পূজয়েৎ ।
বিদ্যা চ পরমাবিদ্যা মহাবিদ্যা মহাবলা ॥
সৌম্যা পরমসৌম্যা চ মহাসৌম্যা মহাপরা ॥ ১৩
কালরাত্রির্মহারাত্রি গায়ত্রী চ মহাম্বিকা[৩] ।
প্রকৃতির্বিকৃতির্মেধা বিশ্বরূপাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ১৪

কর্ত্তৃমুদ্রা ও আযোগ (মাল্য) ধারিণী, শক্তি ও শূল-ধারিণী ঈষৎহাস্যযুক্তা সর্বসিদ্ধি ফল-প্রদা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৫-৮

পূজাযন্ত্র বলিতেছি। শক্তিযুক্ত ষট্‌কোণ, দ্বারযুক্ত ষড়্‌দল, অষ্টদল ও ষোড়শদল পদ্মই পূজা যন্ত্র। ৯

ত্রিকোণে দেবীর পূজা করিবে। মনোহরা মায়া, বাণী, হরিপ্রিয়া, রতি, প্রীতি, ক্ষমা, পুষ্টি ও তুষ্টি পূজ্যা। ১০

ষড়্‌দলে যথাক্রমে যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা, মহামায়া, মহাসুরা, মহানিদ্রা ও মহাস্বপ্নার পূজা করিবে। ১১

ক্ষেমঙ্করী, যোগমুদ্রা, শরীরাকর্ষিণী, লজ্জা, শান্তি লক্ষণা চপলা ও শান্তি —এইগুলি তাঁহার বিগ্রহ (শক্তি)। ১২

হে মহেশানি। অষ্টদলে বামাবর্ত্তে পূজা করিবে। বিদ্যা, পরমা বিদ্যা, মহাবিদ্যা, মহাবলা, সৌম্যা, পরমসৌম্যা, মহাসৌম্যা, মহাপরা, কালরাত্রি,

---

১। ক—তথাযোগমুদতী। ২। ক—পুষ্টিস্তুষ্টির্মনোহরাঃ। ৩। ক—মহাম্বিকে।

মহাতত্ত্বা প্রমত্তা চ উন্মদা মন্দগামিনী।
মহাপ্রহ্লাদা বগলা পূজয়েদ্ বিধিনা তথা ॥ ১৫
জয়মুণ্ডাং মহোগ্রাঞ্চ ভীমাং ভীমকপালিকাম্।
অট্টহাসিনীং নিত্যাং হর্ষেণাবিহ্বলাং[1] তথা ॥ ১৬
বিকটা বহুরূপা চ মহারূপা মহাপ্রদা।
ঘোররাবা মহানিত্যা মহামঙ্গলভাষিণী।
সর্বদা সুন্দরী পূজ্যা অপরতঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥ ১৭
ইন্দ্রাদয়স্ততঃ পূজ্যাঃ পূর্বাদিদিগ্-বিদিক্ষু চ।
চতুর্দ্বারে ততঃ পূজ্যা ভগক্লিন্না ভগাঙ্কুরা।
ভগদেবী ভগাক্ষী চ[2] বিধিনা বামবর্ত্মনা ॥ ১৮
এবং সংপূজ্য তাং দেবীং চতুর্লক্ষং মন্ত্রং জপেৎ।
হোমাদি বিধিনা কুর্য্যাৎ দশাংশাৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ১৯
অনয়া বিদ্যয়া দেবি! মহাসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
ধনবান্ পুত্রবান্ রাজা[3] সুখী ভোগী মহাবলঃ ॥ ২০

মহারাত্রি, গায়ত্রী, মহাম্বিকা, প্রকৃতি, বিকৃতি, মেধা ও বিশ্বরূপা,—ইহারা ক্রমে ক্রমে পূজ্যা। ১৩-১৪

মহাতত্ত্বা, প্রমত্তা, উন্মদা, মন্দগামিনী, মহাপ্রহ্লাদা, বগলা—ইহাদিগকে বিধি অনুসারে পূজা করিবে। ১৫

সর্বদা অট্টহাসিনী আনন্দ বিহ্বলা জয়মুণ্ডা, মহোগ্রা, ভীমা, ভীমকপালিকাকে পূজা করিবে। ১৬

হে প্রিয়ে! বামক্রমে বিকটা, বহুরূপা, মহারূপা, মহাপ্রদা, ঘোররাবা, মহানিত্যা, মহামঙ্গলভাষিণী ও সুন্দরীকে সর্বদা পূজা করিবে। ১৭

পূর্বাদি দিকে ও বিদিক্ সমূহে ইন্দ্রাদিলোকপালগণকে পূজা করিবে। তাহার পর চারিদ্বারে বামাবর্ত্তে বিধি অনুসারে ভগক্লিন্না, ভগাঙ্কুরা, ভগদেবী ও ভগাক্ষীকে পূজা করিবে। ১৮

এইরূপে সেই দেবীকে পূজা করিয়া চারিলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে! যথাক্রমে দশাংশ পরিমাণ বিধিপূর্বক হোমাদি করিবে। ১৯

হে দেবি! এই বিদ্যা দ্বারা মহাসিদ্ধির অধিপতি হয়। ধনবান্ পুত্রবান্ সুখী, ভোগী ও মহাবল রাজা হইয়া থাকে। ২০

১। ক—হর্ষেণাবিহ্বলা। ২। ক—ভগক্লিন্নাং ভগাঙ্কুরাং ভগদেবীং ভগাক্ষীং।
৩। ক—রাজী?

ভুবনেশী ভগবতি[১] বহ্নিজায়ান্তকো[২] মনুঃ।
সপ্তাক্ষরো মহেশানি! সর্বসিদ্ধিফলপ্রদঃ॥ ২১
স্বর্ণপদ্মনিভাং দেবীং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
ক্ষৌমবাসাং ত্রিনয়নাং শৈলসিংহ-সমাশ্রিতাম্॥ ২২
অথবা সিংহশৈলে চ ইন্দ্রাদিরথদেবতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা জপেৎ পূর্বং সমস্তং হি সমাসতঃ॥ ২৩
সর্বকালস্তু তজ্জপ্যং মন্ত্রং সর্বসমৃদ্ধিদম্।
শিবো রামেণ সংযুক্তং শ্রোত্রেণ দ্বিতয়ং প্রিয়ে॥ ২৪
ব্রহ্ম মুখেন সংযুক্তো দ্বিরাবৃত্তমনুক্রমাৎ।
নয়নেন সমাযুক্তঃ শক্রান্বিততয়া গতঃ॥ ২৫
হৃদা-যুক্তো মন্থরয়ং সর্ববিদ্যা-ফলপ্রদঃ।
বীজং শক্তিঃ কীলকঞ্চ আদ্যন্ত-মধ্যযোগতঃ॥ ২৬

এতাবত্যেব মাতৃকা*

হে মহেশানি! এই দেবীর ভুবনেশী (হ্রীং) ভগবতি বহ্নিজায়ান্তক (শেষে স্বাহা) এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্বসিদ্ধি ফলপ্রদ। ২১

দেবীকে স্বর্ণপদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা সর্বালঙ্কারভূষিতা ক্ষৌমবস্ত্রভূষিতা শৈলসিংহসমাসীনা ত্রিনয়না ধ্যান করিবে। ২২

অথবা সিংহশৈলে ইন্দ্রাদি রথ দেবতাগণকে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া সংক্ষেপে পূর্বের ন্যায় সমস্ত জপ করিবে। ২৩

হে প্রিয়ে! সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ সর্বকালে জপ্য সেই মন্ত্রকে সর্বদা জপ করিবে। শিবকে রামের সহিত সংযুক্ত এবং শ্রোত্রের সহিত দ্বিতয়কে সংযুক্ত করিবে। ২৪

ব্রহ্ম মুখের সহিত সংযুক্ত। অনুক্রমে মন্ত্রকে দ্বিরাবৃত্ত করিবে। নয়নের দ্বারা শক্র অন্বিত হইবে। ২৫

হৃদের (নমঃ) দ্বারা যুক্ত হইলে এই মন্ত্র সর্ববিদ্যাফলপ্রদ হয়। আদি, অন্ত ও মধ্যে বীজ, শক্তি ও কীলক ন্যস্ত হইবে। ২৬

১। ক—ভগবতী। ২। ক—বহ্নিজায়ান্বিকো।

* তন্ত্ররক্ষক বদান্যবর রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন তাহার অধিক চেষ্টা করিয়াও পাওয়া যায় নাই। বাধ্য হইয়া আমরাও তাহাই ছাপাইয়া দিলাম। ২৪ ও ২৫ শ্লোক দুইটী অশুদ্ধ। এজন্য মন্ত্রোদ্ধার সম্ভব হইল না।

[তন্ত্ররক্ষক বদান্যবর স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তক অনুসরণে দুই প্রকার মুণ্ডমালাতন্ত্র প্রকাশিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।]

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমো গণেশায় ॥

কৈলাস-শিখরে রম্যে গন্ধর্ব-গণ-সেবিতে।
হর-বক্ষঃ-স্থিতা দেবী পপ্রচ্ছ[১] সুর-সুন্দরী ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব! মহাদেব! সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারক!।
নীলকণ্ঠ! জগদ্বন্দ্য[২]! প্রভো! শঙ্কর! ভো হর!॥ ২
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ! মম নাথ[৩]! মম প্রভো!।
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ!॥ ৩
সর্বাধার! নিরাধার! সাধার-ধরণী-ধর!।
বেদ-বিদ্যা-ধরাধার! গঙ্গাধর! নমোঽস্তু তে॥ ৪
শ্রুতং পরম-মন্ত্রং[৪] বৈ সারাৎ সারং পরাৎ পরম্।
যং[৫] শ্রুত্বা শীঘ্রমায়ান্তি শিবলোকমনাময়ম্ ॥ ৫

গন্ধর্বগণ-সেবিত মনোহর কৈলাস পর্বতের শিখরে হরবক্ষঃ-স্থিতা শক্তি সুরসুন্দরী হিমালয়কন্যা পার্বতী দেবীরূপে মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ১

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারক! হে নীলকণ্ঠ! হে জগদ্বন্দ্য! হে প্রভো! হে শঙ্কর! হে হর! হে জগন্নাথ! হে আমার স্বামিন্! হে আমার প্রভু! হে শরণাগত, দীন ও আর্ত্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণ! হে সর্বাধার! হে নিরাধার! হে সাধার ধরণীধর! হে বেদবিদ্যাধর! হে ধরাধর! হে গঙ্গাধর! তোমায় নমস্কার। ২-৪

সারাৎসার পরাৎপর পরম মন্ত্র তোমার নিকট শুনিয়াছি। যাহার শ্রবণ (বিচার জন্য জ্ঞানলাভ) করিয়া জীব অনাময় শিবলোকে আগমন করে। ৫

১। ক+গ+ঘ—পৃচ্ছতি স্ম নগাত্মজা। ২। ক—জগন্নাথ, গ+ঘ—জগদ্বন্দ্যো।
৩। ক—মামনাথামর-প্রভো, ঘ—মামনাথৈব। ৪। ক—পরমতত্ত্বং। ৫। ক—যৎ।

কালীতন্ত্রে কুব্জিকায়াং তথা কালী-বিলাসকে।
ডামরে জামলে কালী-সর্বস্বে যোনিতন্ত্রকে ॥ ৬
সম্মোহনে বিশুদ্ধে[১] চ তন্ত্রে চৈব কুলার্ণবে।
মাতৃকাভেদতন্ত্রে চ সময়াচার-তন্ত্রকে ॥ ৭
বীরতন্ত্রে তোড়লে চ তন্ত্রে[২] ভৈরব-তন্ত্রকে।
জ্ঞানতন্ত্রে চ নির্ব্বাণে শ্রুতং পরমমাদরাৎ[৩] ॥ ৮
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্।
সারাৎ সারতরং দেব ! পাবনং সর্বদেহিনাম্।
শ্রুত্বা জীবঃ শিবত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯

শ্রীশিব উবাচ—

ধন্যাসি পতিভক্তাসি প্রাণতুল্যাসি শঙ্করি !।
যোষিচ্চপলভাবত্বাৎ[৪] পুরা নোক্তং ত্বয়ি প্রিয়ে !।
ইদানীং স্থিরতাং জ্ঞাত্বা কথয়ামি ত্বয়ি প্রিয়ে ! ॥ ১০
অস্তি চৈকং মুণ্ডমালা-তন্ত্রং পরম-সাধনম্।
জ্ঞাত্বা জীবঃ শিবো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতি-মণ্ডলে ॥ ১১

কালীতন্ত্রে, কুব্জিকাতন্ত্রে, কালীবিলাস-তন্ত্রে, ডামরতন্ত্রে, যামলতন্ত্রে, কালীসর্বস্বতন্ত্রে, যোনিতন্ত্রে, সম্মোহনতন্ত্রে, বিশুদ্ধতন্ত্রে, কুলার্ণবতন্ত্রে, মাতৃকা-ভেদতন্ত্রে, সময়াচারতন্ত্রে, বীরতন্ত্রে, তোড়লতন্ত্রে, ভৈরবতন্ত্রে, জ্ঞানতন্ত্রে ও নির্বাণতন্ত্রে আদরের সহিত পরম তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ শ্রবণ করিয়াছি। ৬-৮

হে দেব ! এখন সমস্ত জীবের পবিত্র-কারক গুহ্য হইতে গুহ্যতর এবং সার হইতে সারতর শ্রেষ্ঠ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহা শুনিয়া জীব শিবত্ব লাভ করে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৯

শ্রীশিব বলিলেন—হে শঙ্করি ! তুমি ধন্যা, তুমি পতিভক্তা ও তুমি আমার প্রাণতুল্যা। হে প্রিয়ে ! স্ত্রীলোকের চপলতা প্রযুক্ত পূর্বে ইহা তোমার নিকট বলি নাই। এখন তোমাকে স্থির (একাগ্র) জানিয়া তোমায় এই গুহ্য বিষয় বলিতেছি। ১০

পরম সাধন মুণ্ডমালা নামক একখানি তন্ত্র আছে। জীব ইহা জানিয়া এই ক্ষিতিমণ্ডলে শিব হইয়া বিচরণ করিতে পারে। ১১

১। ক+খ+ঘ—বিক্রমে। ২। ক—তথা। ৩। ক+খ+ঘ—পরমসাদরাৎ।
৪। খ—শিবভাবত্বাৎ।

অতিগোপ্যং মহেশানি ! তন্ত্ররাজং মনোহরম্ ।
মুণ্ডে মুণ্ডে চ কথিতং মুণ্ডমালেতি[১] কীর্ত্তিতম্ ।
শৃণু গুহ্যং বরারোহে ! কিং পৃচ্ছসি নগাত্মজে ! ॥ ১২

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! বিশ্বনাথ ! মহেশ্বর ! ।
ত্রয়াণামেবমাচারং ত্রয়াণাং ভাবশোধনম্ ।
ত্রয়াণাং সময়াচারং যেন দুর্গা প্রসীদতি ॥ ১৩

শ্রীশিব উবাচ—

যথা কালী তথা তারা তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
ভৈরবী [২]ভুবনা বিদ্যা ছিন্না চ বগলামুখী ॥ ১৪
ধূমাবতী [৩]চান্নপূর্ণা দুর্গা চ কমলাত্মিকা ।
মাতঙ্গী ধনদা পদ্মাবতী[৪] সর্বার্থসিদ্ধিদা ॥ ১৫
নানা দেবি ! মহাবিদ্যা চোপবিদ্যা[৫] পৃথক্ পৃথক্ ।
নানাতন্ত্রে মহেশানি কথিতা শিব-সুন্দরি ! ॥ ১৬

হে মহেশানি ! এই মনোহর শ্রেষ্ঠ তন্ত্র অতি গোপনীয় । উহা এক একটি মুণ্ডে (মুখে) কথিত হইয়াছে বলিয়া মুণ্ডমালা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে । হে বরারোহে ! হে নগাত্মজে । তুমি কি গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ইহা শ্রবণ কর । ১২

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেবদেব । হে মহাদেব ! হে বিশ্বনাথ । হে মহেশ্বর । যাহাতে দুর্গা প্রসন্না হন, এইরূপ দিব্য, বীর ও পশু—এই তিনের আচার, এই তিনের ভাব-শোধন ও এই তিনের সময়াচার বলুন । ১৩

শ্রীশিব বলিলেন—কালী যেরূপ, তারাও সেইরূপ, ত্রিপুর-সুন্দরীও সেইরূপ ; ইঁহাদের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই । মহাবিদ্যা ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, ধূমাবতী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কমলা, মাতঙ্গী, ধনদা পদ্মাবতী —ইঁহারা সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন । ১৪-১৫

হে মহেশানি ! মহাবিদ্যা যেমন অনেক ভিন্ন ভিন্ন, উপবিদ্যাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন । হে শিবসুন্দরি ! ইহা নানাতন্ত্রে আমি বলিয়াছি । ১৬

১। ক+খ—কথিতং মুণ্ডমালয়া, খ—মুণ্ডমালা প্রকীর্ত্তিতম্ । ২। ক—তু বনাবিদ্যা ।
৩। ক—ধূমা ভীমান্নপূর্ণা চ । ৪। ক—পর্ণাবতী । ৫। ক—উপবিদ্যা ।

আচারং ত্রিবিধং[১] দিব্যং[২] দক্ষিণং দক্ষিণেতরম্ ।
মুণ্ডমালা-মহাতন্ত্রং সর্বেষাং জ্ঞানসাধনম্ ॥ ১৭
একা দুর্গা মহেশানি ! একো দেবঃ সদাশিবঃ ।
অহমেকঃ শিবো দেবো নান্যো দেবঃ কথঞ্চন ॥ ১৮
সা বৈ ভবানী মে পত্নী সর্বদা জ্ঞানমালভেৎ ।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১৯
জ্ঞানং বিনা পরং তত্ত্বং ন জানামি[৩] মহীতলে ।
অত এব পরং জ্ঞানং ভাবয়েৎ সর্বকোবিদঃ ॥ ২০
দুর্লভং শৃণু দেবেশি[৪] ! মম সাধন-কারণম্ ।
অতঃ পরতরং দেবি ! দুর্জ্ঞেয়ং[৫] পর-সাধনম্ ॥ ২১
সর্বশান্তি-করঞ্চৈব সর্বদুঃখহরং পরম্ ।
সর্বরোগ-ক্ষয়করং সর্বসাধন-শোধনম্ ॥ ২২

দিব্যাচার, দক্ষিণাচার ও বামাচারভেদে আচার ত্রিবিধ। এই মুণ্ডমালাতন্ত্র সমস্ত জীবের জ্ঞানের সাধন। ১৭

হে মহেশ্বরি। দেবী এক দুর্গা, দেবও এক সদাশিব। আমিই এক শিব, দেব। অন্য কেহ কোনরূপে দেব নহেন। ১৮

আমার পত্নীই সেই ভবানী, এই জ্ঞান সর্বদা লাভ করিতে যত্ন কর। যখন এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবে, তখন সিদ্ধি ও অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মে। ১৯

এই ভূমণ্ডলে জ্ঞান ছাড়া কাহাকেও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া আমি জানি না, সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া জানেন। অতএব সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান উৎপাদন করুন। ২০

হে দেবেশি! শোন, আমার সিদ্ধির কারণ দুর্লভ। হে দেবি! ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পরা সিদ্ধি আরও দুর্জ্ঞেয়। ২১

সমস্ত সাধনের শুদ্ধিই সমস্ত শান্তিকর, সর্বদুঃখের শ্রেষ্ঠ নাশক ও সর্বরোগের শ্রেষ্ঠ ক্ষয়কারক। ২২

১। ক+ঘ—বিবিধং। ২। ক—দুর্গে, খ+ঘ—দুর্গেষু। ৩। খ+ঘ—ন জানাতি।
৪। ক—দুর্লভং, খ—শুভদেবেশি। ৫। খ—দেবী দুর্গেষং পরম-সাধনম্।

ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দুর্লভ্যং সর্বেষাং শিবদুর্লভম্ ।
যঃ শাক্তো ধরণীমধ্যে স শিবো নাত্র সংশয় ॥ ২৩
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ।
ভক্ত্যা ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং সাধকো ধরণীতলে ।
জীবন্মুক্তঃ সদা মুক্তঃ সর্বকর্মসু কোবিদঃ ॥ ২৪
যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ[১] ভক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি ।
স্বপ্নলব্ধ-ধনেনৈব ধনবান্ জায়তে[২] যদি ॥ ২৫
শুক্তৌ রজত-বিভ্রান্তির্যথা জায়েত পার্বতি ! ।
তথাঽন্যদর্শনেভ্যশ্চ ভক্তিং[৩] মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি ॥ ২৬
বিনা দুর্গাং ন মে জ্ঞানং বিনা দুর্গাং ন মে রতিঃ ।
বিনা দুর্গাং ন নির্বাণং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ২৭
ন ত্যাজ্যা ভক্তিরমলা[৪] প্রেয়সী পরমা ক্রিয়া ।
শক্তিদ্বয়ং সমাশ্রিত্য শক্তেঃ[৫] পরম-পূজকঃ ॥ ২৮

এই সমস্ত সাধনের শুদ্ধি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতার দুর্লভ, শিবেরও দুর্লভ। এই পৃথিবী মধ্যে যিনি শাক্ত, তিনিই শিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ২৩

যে সমস্ত বিদ্যার জ্ঞানমাত্রেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, সাধক এই পৃথিবীতলে সেই সমস্ত বিদ্যার মন্ত্র অতিভক্তির সহিত জপ করিবেন। তাহা হইলে সেই সাধক সমস্ত কর্মে পণ্ডিত হইবেন, পরে জীবন্মুক্ত হইয়া সদা মুক্ত হইবেন। ২৪

যে ব্যক্তি অন্য দর্শন হইতে ভক্তি ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে, যদি স্বপ্ন-লব্ধ ধনের দ্বারা ধনবান্ হওয়া যায়, তবে অন্য দর্শন হইতে সে ভক্তি ও মুক্তি পাইতে পারে। হে পার্বতি ! শুক্তিতে যেমন লোকের রজতের বিভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অন্য দর্শন হইতে ভক্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে । ২৫-২৬

দুর্গা ব্যতীত আমার জ্ঞান নাই, দুর্গা ব্যতীত আমার অন্যত্র রতিও নাই । দুর্গা ব্যতীত আমার নির্বাণ মুক্তিও নাই, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি । ২৭

শক্তির পরম পূজক সাধক শক্তি দুইটিকে (ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিকে) আশ্রয় করিয়া থাকিবে। অতিপ্রিয় পরম ক্রিয়ারূপ অতুলনীয়া ভক্তি কখনই ত্যাগ করিবে না । ২৮

১। ক—দর্শয়েদ্ যস্ত ভুক্তিং।　　২। ক+খ—ধনবান্ ন ভবেদ্ যদি।
৩। ক+খ—ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ। ৪। ক—ন ত্যাজ্যা ভক্তিরমলী, খ—নাত্যাজ্য ভক্তিরমলা।
৫। গ+ঘ—শাক্তঃ।

আদ্যং দেবি ! সুদুর্জ্ঞেয়ং মধ্যং পঞ্চবিভূষিতম্ ।
শেষং কুলময়ে ! লেশং[১] নাস্তি নাস্তি বরাননে ! ॥ ২৯
সত্যং বচ্মি[২] হিতং বচ্মি[৩] পুর্ববচ্মি[৪] বরাননে ! ।
বিনা দুর্গা-পরিজ্ঞানাৎ কো বা তরতি কোবিদঃ ॥ ৩০
কো বেদ পরমং তত্ত্বং কো বেদ নিখিলং পদম্ ।
কো বেদ ভৈরবাচারং যো বেদ স চ কোবিদঃ ।
স কুলীনঃ স শূরশ্চ স পঞ্চম-বিভূষিতঃ ॥ ৩১
যো জানাতি জগদ্ধাত্রি ! জগদীশে ! জয়াবহে ! ।
মধ্যস্থং পার্বতী-তত্ত্বং ন পুনর্দেহভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩২
আদৌ গুরুং সমভ্যর্চ্য অন্তে পরম-সাধনম্ ।
ক্রিয়াশক্তিরতো জন্তঃ সর্বভাগ্ জায়তে খলু ॥ ৩৩

হে দেবি ! আদ্য তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয় । মধ্য তত্ত্বটী পাঁচটির দ্বারা বিভূষিত । হে কুলময়ে ! হে বরাননে ! শেষটী লেশমাত্রও নাই—নাই । ২৯

হে বরাননে ! আমি সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি । আমি পুনরায় বলিতেছি—দুর্গার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন পণ্ডিত সংসার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ? অর্থাৎ কেহই পারে না ॥ ৩০

কে পরম তত্ত্বকে জানে ? অর্থাৎ কেহই জানে না । সকলের গন্তব্য স্থান কে জানে ? অর্থাৎ কেহই জানে না । কে ভৈরবাচার জানে, যে জানে, সে পণ্ডিত । ৩১

সেই কুলীন, সেই বীর, সেই পঞ্চমের দ্বারা বিভূষিত । হে জগদ্ধাত্রি ! হে জগদীশে ! হে জয়াবহে । যে মধ্যবর্ত্তী পার্বতী তত্ত্বকে জানে, সে পুনরায় দেহ ধারণ করে না ॥ ৩২

জীব ক্রিয়াশক্তি যুক্ত হইয়া প্রথমে গুরুকে সম্যকরূপে অর্চনা করিয়া শেষে পরম সাধন পার্বতী তত্ত্বের অর্চনা ও ভাবনা করিবে । তাহা হইলে সে সর্ব ভাগ্ (সর্বশালী) হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৩

১। ক—কুলময়েলেশমিতি । ২। ক—বেদ্মি । ৩। ক—বেদ্মি ।
৪। ক—বেদ্মি ।

নিদানং নাস্তি দুর্গায়া মমৈব জগদম্বিকে ! ।
অন্যেষামস্তি বৈ সর্গো[১] ধরণীতল-কেতনে ॥ ৩৪
অতঃ সত্যং পুনঃ সত্যং পুনঃ সত্যং বদাম্যহম্ ।
ভাবাভাব-সমাযুক্তাঃ[২] যান্তি মোক্ষং নিরাময়াঃ[৩] ॥ ৩৫
যা পৃচ্ছা তে নিগদিতা সর্বং জানামি শঙ্করি ! ।
বিদিতা পরমা বিদ্যা করাল-বদনা শিবা ॥ ৩৬
এতস্যাশ্চরিতং যত্তু[৪] এতস্যাঃ সাধকস্য চ ।
চরিতং দুর্লভং লোকে তেষাং মধ্যে বদাম্যহম্ ॥ ৩৭
গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্বং গুরুময়ং জগৎ ॥ ৩৮
বিনা গুরু-প্রসাদেন কোটিপুরশ্চরেণ[৫] কিম্ ।
গুরুপূজাং বিনা দেবি ! নহি সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৩৯
গুরুপূজাং বিনা দেবি ! ইষ্ট-পূজাং করোতি যঃ ।
মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ং ॥ ৪০

হে জগদম্বিকে। দুর্গায় নিদান (মূল কারণ) নাই, আমারও নিদান নাই। এই ধরণীতল-রূপ গৃহে অন্য সকলের অবশ্যই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩৪

আমি বার বার সত্য সত্য সত্য বলিতেছি—জীবগণ ভাবাভাব-যুক্ত হইলে নিরাময় হইয়া মোক্ষলাভ করে। ৩৫

হে শঙ্করি। আমি সমস্ত জানি। তোমার যে জিজ্ঞাসা, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। করালবদনা শিবা তুমি পরমা বিদ্যাকে জানিয়াছ। ৩৬

এই পরমা বিদ্যার যে চরিত এবং ইঁহার সাধকের যে চরিত, তাহা এই লোকে দুর্লভ। তাহার মধ্যে আমি কিছু বলিতেছি। ৩৭

গুরু এক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। গুরু সমস্ত পুরুষার্থের সাধক। গুরুই পরম তত্ত্ব। এই সমস্ত জগৎ গুরুময়। ৩৮

গুরুর প্রসাদ (অনুগ্রহ) ছাড়া কোটি পুরশ্চরণের দ্বারা কি হয়? অর্থাৎ কিছুই হয় না। হে দেবি। গুরুপূজা ব্যতীত ভূতলে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না। ৩৯

হে দেবি। যে ব্যক্তি গুরুপূজাকে বাদ দিয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করে। স্বয়ং ভৈরব তাহার মন্ত্রের তেজঃ (শক্তি) হরণ করেন। ৪০

১। ক+খ—স্বর্গে। ২। ক—সমাযুক্তা, খ—সমাযুক্তঃ। ৩। ক—নিরাময়ম্, খ—নিরাময়ঃ। ৪। ক—যত্র। ৫। ক+খ—পুরশ্চরণেন।

দেবতা-গুরু-মন্ত্রণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রঃ প্রকটে হানিরেব চ ॥ ৪১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

ঐক্যজ্ঞানং মহাদেব! কথমুৎপদ্যতে প্রভো!।
নরাকৃতিং গুরুং মন্যে দেবতা ধ্যান-রূপিণী।
মন্ত্রশ্চাক্ষর-রূপেণ কথমৈক্যং ভবেচ্ছিব! ॥ ৪২

শ্রীশিব উবাচ—

ধন্যাসি প্রাণতুল্যাসি পতিভক্তাসি পার্বতি!।
একজাতি-স্বরূপেণ স্বভাবাদেক-জন্মতঃ ॥ ৪৩
এতেষাং ভাবযোগে তু এক-সাধনমেব হি[১]।
গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্ জাতা[২] তু সুন্দরী ॥ ৪৪
অতএব বরারোহে! দেবতায়াঃ[৩] পিতামহঃ।
পিতুশ্চ ভাবনা[৪] চৈব তথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ ॥

সাধক নিজ বুদ্ধি দ্বারা দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে দেবতার আরাধনা করিবে। তাহা হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। দেবতা, গুরু ও মন্ত্র প্রকট (বিভিন্নরূপে ব্যক্ত) থাকিলে মন্ত্রের হানি হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না। ৪১

শ্রীপার্বতি বলিলেন—হে মহাদেব। হে প্রভো। দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? গুরুকে মনুষ্যাকার জানি, দেবতাকে ধ্যান-রূপিণী অর্থাৎ ধ্যানে যে রূপ বা আকার উক্ত হইয়াছে, দেবতাকে তদাকার মনে করি। মন্ত্র তো অক্ষররূপে বর্ত্তমান। হে শিব। ইহাদের ঐক্য কি করিয়া হয়? ৪২

শ্রীশিব বলিলেন—হে পার্বতি। তুমি ধন্যা। তুমি পতিভক্তা। তুমি আমার প্রাণতুল্যা। স্বভাবতঃ যাহারা এক (মূল) ব্যক্তি হইতে জন্মায়, তাহারা এক হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া একজাতিরূপে এক হইয়া থাকে। ৪৩

এইরূপ ভাবনার যোগ হইলেই গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। গুরু হইতে মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। মন্ত্র হইতে দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। ৪৪

অতএব হে বরারোহে। দেবতার পিতামহ হইতেছেন গুরু। হে দেবি। পুত্রের সহিত পিতার ঐক্যভাবনায় পিতৃজাত পুত্র যেরূপ সন্তোষ লাভ করে,

১। খ—একসাধনমে (সে) বাড়। ২। ক—মন্ত্রাজ্জাতা। ৩। খ—দেবতা যঃ।
৪। ক+খ—ভাবনাদ্ দেবি।

তত্তুষ্টবন্তোষমেতি[1] বিপরীতে বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৫
গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে।
গুরু-সন্তোষমাত্রেণ[2] তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৪৬
গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টা তু সুন্দরি ! ॥ ৪৭
অতো গুরুর্মহেশানি সংসারার্ণব-লঙ্ঘনে।
কর্ত্তা হর্ত্তা চ পাতা চ গুরুর্মোক্ষ-প্রদায়কঃ ॥ ৪৮
জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৯
প্রণম্য গুরু-পাদাব্জং ধ্যাত্বা চ গুরু-পাদুকাম্।
জ্ঞাত্বা চ পরমং তত্ত্বং[3] যো যজেৎ[4] কুলচণ্ডিকাম্ ॥ ৫০

সেইরূপ পিতার সহিত পিতার পিতা পিতামহের ঐক্যভাবনায়ও তদুৎপন্ন পুত্র সন্তোষ লাভ করে। অর্থাৎ পিতার সহিত পুত্র অভিন্ন হইলে পিতামহের সহিত পুত্রও অভিন্ন হইবে। তাহা হইলে সকলেই এক হইল। ইহার বিপরীত হইলে বিপর্য্যয় (অসন্তোষ) হয়। ৪৫

এই ভূমণ্ডলে গুরু কর্ত্তা, গুরু হর্ত্তা (ধ্বংসকারী) গুরু পাতা (পালনকারী) গুরুর সন্তোষ মাত্রেই সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৪৬

গুরু সন্তুষ্ট হইলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিলোচন রুষ্ট হইয়া থাকেন। হে সুন্দরি ! গুরু তুষ্ট হইলে শিবা তুষ্টা হইয়া থাকেন, গুরু রুষ্ট হইলে শিবা রুষ্টা হইয়া থাকেন। ৪৭

অতএব হে মহেশানি। সংসার সমুদ্র লঙ্ঘনে গুরু একমাত্র অবলম্বন। গুরুই কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পাতা। গুরুই মোক্ষদাতা। ৪৮

জীব হইতেছে শিব। শিব হইতেছেন দেব। সেই জীব কেবল শিব-স্বরূপ। পাশবদ্ধ হইলে জীব হয়, পাশমুক্ত হইলে সদাশিব হন। ৪৯

শ্রীগুরুর পাদপদ্মকে প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুপাদুকাকে ধ্যান করিয়া পরম-তত্ত্বকে জানিয়া যে ব্যক্তি কুলচণ্ডিকার অর্চনা করে। ৫০

১। ক—তদ্বদ্ভবং তোষমেতি, খ—তদ্বদ্ভবস্তোষমেতি। ২। ক—গুরোঃ, খ—গুরুঃ। ৩। ক—পরমতত্ত্বং বৈ। ৪। ক+খ+ঘ—ভজেৎ।

স কৃতার্থঃ স ধন্যশ্চ স কুলজ্ঞঃ[১] স পণ্ডিতঃ।
স ভাবজ্ঞো[২] মহাদেবি! জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫১
ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা নমিতো বাপি যত্নতঃ।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং[৩] বিমুক্তিদঃ ॥ ৫২
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং[৪] ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ৫৩
সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বদেবময়ীং পরাম্।
আত্মানং[৫] চিন্তয়েদ্ দেবীং পরব্রহ্ম-স্বরূপিণীম্[৬] ॥ ৫৪
বিদ্যা[৭] চ নিষ্কলঙ্কা চ নিরাধারা নিরাশ্রয়া।
সর্বাধারা নিরাধারা বিজয়া চ জয়াবহা ॥ ৫৫
সগুণা নির্গুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা।
সগুণা মায়য়া যুক্তা তয়া হীনা চ নির্গুণা ॥ ৫৬

সে ব্যক্তি কৃতার্থ, সে ব্যক্তি ধন্য, সে ব্যক্তি কুলজ্ঞ ও সে ব্যক্তি পণ্ডিত। হে মহাদেবি! সে ব্যক্তি ভাবজ্ঞ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫১

ইষ্টদেবকে যত্নপূর্বক ধ্যান করিলে বা স্মরণ করিলে বা পূজা করিলে বা যত্ন সহকারে জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক প্রণাম করিলে তিনি সাধকগণের মুক্তিদাতা হইয়া থাকেন। ৫২

উপাসকগণের সিদ্ধির জন্য অশরীর নিষ্কল (নিরবয়ব) চিন্ময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নানা রূপের (মূর্তির) কল্পনা হইয়াছে। ৫৩

দেবীকে সর্বদেবময়ী বলিয়া চিন্তা করিবে। সর্বদেবময়ীকে পরা দেবতা বলিয়া চিন্তা করিবে। আত্মাকে পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী দেবী বলিয়া চিন্তা করিবে। ৫৪

বিদ্যারূপা সেই মহামায়া নিষ্কলঙ্কা অর্থাৎ তাঁহার কোন দোষ নাই, তাঁহার কোন আধার নাই, তাই তিনি নিরাধারা, তাঁহার কোন আশ্রয় নাই, তাই তিনি নিরাশ্রয়া। তিনি নিরাধার হইয়াও সকলের আধার। তিনি বিজয়া হইয়া সকলকে জয় প্রদান করেন। ৫৫

সগুণা ও নির্গুণা ভেদে মহামায়া দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মহামায়া যখন মায়া দ্বারা যুক্ত হন, তখন তিনি সগুণা, যখন তিনি মায়া রহিত হন, তখন তিনি নির্গুণা। ৫৬

১। ক—কুতজ্ঞঃ। ২। ক—যত্তাবজ্ঞো। ৩। ক—পূজাকানং। ৪। ক+খ—কার্য্যার্থং। ৫। ক—অজ্ঞানাম্। ৬। ক—পরং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। ৭। ক+খ—নিত্যা চ।

সগুণা চ যদা দেবী সগুণোঽহং[1] সদাশিবঃ।
নির্গুণা ত্বং মহামায়ে! নির্গুণোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭
ত্বমেব নির্গুণা শক্তিরহমেব চ নির্গুণঃ।
যো ভজেৎ সগুণো দেবি! চাচিরাৎ সোঽপি নির্গুণঃ ॥ ৫৮
গুণাতীতং পরং ব্রহ্ম নিরীহং বর্ণবর্জিতম্।
তদেব পরমা বিদ্যা কাল্যাদি-সগুণাত্মিকা[2] ॥ ৫৯
সাধকস্য হিতার্থায় শাক্তস্যানুগ্রহায় চ।
উত্থিতা পরমা বিদ্যা সগুণা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬০

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সম্বাদে প্রথমঃ পটলঃ ॥

যখন মহাদেবী সগুণা হন, তখন আমি সদাশিবও সগুণ হই। হে মহামায়ে! যখন তুমি নির্গুণা হও, তখন আমিও নির্গুণ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫৭

তুমিই নির্গুণ শক্তি; আর আমিও নির্গুণ ব্রহ্ম। হে দেবি! যিনি সগুণ হইয়াও দেবীর ভজনা করেন, তিনি অচিরেই নির্গুণ হইয়া থাকেন। ৫৮

পরব্রহ্মকে গুণাতীত নিরীহ (নির্ব্যাপার) ও বর্ণ (জাতি) রহিত জানিবে। তিনিই পরমা বিদ্যা। কালী প্রভৃতি হইতেছেন সগুণ-স্বরূপা। ৫৯

সাধকের হিতের জন্য ও শাক্ত সাধকের অনুগ্রহের জন্য পরমা বিদ্যা মহাবিদ্যা কাল্যাদি সগুণারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬০

হরপার্বতীর সংবাদরূপ মুণ্ডমালাতন্ত্রের প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

১। ক—সগুণোঽয়ম্। ২। ক—কাল্যাদি সগুণবিত্তা

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

একদা পার্বতী দেবী করাল-বদনা শিবা।
পপ্রচ্ছ পার্বতী দেবী হসন্তী কালিকা পরা[1] ॥ ১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

মহাদেব! মহেশান! মহেশ্বর! সদাশিব!
পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ! কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ২
বিনা ধ্যানং[2] কুম্ভকঞ্চ প্রাণায়ামঞ্চ কুল্লুকাম্।
জপং তপো ধারণঞ্চ সেতুঞ্চৈব বিনা করম্ ॥ ৩
বিনা হংসং বিনা পিণ্ডং বিনা ভাবং বিনা পদম্।
কথং বা জায়তে সিদ্ধির্বদ নাথ! জগদ্গুরো! ॥ ৪

শ্রীশিব উবাচ—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ।
বামভাব-প্রভাবেণ[3] কর্ত্তব্যং জপ-পূজনম্ ॥ ৫
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি! ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চণ্ডি! সর্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৬

(পুরাকালে) এক সময় পর্বতরাজ হিমালয় কন্যা করালবদনা শিবগৃহিণী পরা কালিকা পার্বতী দেবী হাসিতে হাসিতে শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে মহাদেব। হে মহেশ্বর। হে মহেশান! হে সদাশিব। হে মহাভাগ! আমি একটী বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে প্রভো। তুমি কৃপা করিয়া তাহার উত্তর দাও। ২

ধ্যান, কুম্ভক, প্রাণায়াম, কুল্লুকা, সেতু ছাড়া, হস্ত ছাড়া, হংস ছাড়া, দেহ ছাড়া, ভাব ছাড়া, স্থান ছাড়া, জপ, তপস্যা ও ধারণা ছাড়া কি প্রকারে সিদ্ধি হয়, হে জগদ্গুরো! হে নাথ! তাহা বলুন। ৩-৪

শ্রীশিব বলিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিগণ কর্ত্তৃক বামভাবের প্রভাব অনুসারে জপ ও পূজা কর্ত্তব্য। ৫

হে দেবি! যে ব্রাহ্মণগণ শাক্ত, সে ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখরের স্বরূপ। যে ক্ষত্রিয় শাক্ত, সে ব্রাহ্মণস্বরূপ, যে বৈশ্য শাক্ত, সেও ব্রাহ্মণস্বরূপ। হে চণ্ডি! শাক্ত হইলে সমস্ত শূদ্রই ব্রাহ্মণস্বরূপ হইয়া যান। ৬

১। খ—পুরা। ২। ক—বিনাপ্যানম্। ৩। ক—বামরাশি, খ—বামবাসী।

ব্রাহ্মণাঃ শঙ্করাশ্চণ্ডি ! ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ[১]।
রক্তপুষ্পৈর্জগদ্ধাত্রীং পূজয়েদ্ হরবল্লভাম্ ॥ ৭
বন্ধ্রপুষ্পেণ দেবেশি ! দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
পূজয়েদ্ ভক্তিভাবেন দুর্গাং মোক্ষবিধায়িনীম্ ॥ ৮
হরসম্পর্কহীনায়াঃ লতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদায় মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৯
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি ! রক্তচন্দন-সংজ্ঞকম্।
তথা[২] ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ রক্ত-পুষ্পং[৩] বরাননে ! ।
অনুকল্পং লোহিতাগ্রং[৪] চন্দনং হরবল্লভাম্ ॥ ১০
কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কদাচিদ্ ভক্তিরেব চ।
এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভক্তির্মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ১১
যোগী[৫] স্যান্নহি[৬] ভোগী স্যাদ্ ভোগী স্যান্ন হি যোগবান্।
যোগ-ভোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ কৌলং সমভ্যসেৎ ॥ ১২

হে চণ্ডি। ব্রাহ্মণগণ ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর শঙ্কর-স্বরূপ। হরবল্লভা জগদ্ধাত্রীকে রক্তপুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা করিবে। ৭

হে দেবেশি। ভক্তিভাবে বন্ধ্রপুষ্পের দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বরী মোক্ষবিধায়িনী দেবী দুর্গাকে পূজা করিবে। ৮

ইষ্টদেবতার মন্দিরে শিবসম্পর্করহিত লতায় উৎপন্ন পুষ্পকে লইয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ৯

হে দেবি! রক্তচন্দন নামক (তুল্য) স্বয়ম্ভুকুসুম মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। হে বরাননে। সেইরূপ ত্রিশূলপুষ্প ও রক্তপুষ্প দিবে। লোহিতাগ্র চন্দনপুষ্প অনুকল্প, উহা হরবল্লভাকে নিবেদন করিবে। ১০

কদাচিৎ কাহারও মুক্তি হয়, কদাচিৎ কাহারও ভক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহার সাধকের ভক্তি ও মুক্তি করতলে স্থিত অর্থাৎ ইঁহার উপাসকের অনায়াসে ভক্তি ও মুক্তি হইয়া থাকে। ১১

যোগী যদি হন, তবে ভোগী হইবে না। আর যদি ভোগী হন, তবে যোগী হইবে না। কৌলমার্গটি যোগ ও ভোগ উভয়স্বরূপ। অতএব কৌলমার্গের অভ্যাস করিবে। ১২

১। ক—ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ। ২। ক—যথা। ৩। ক+খ—বন্ধ্রপুষ্পং।
৪। ক—লোহিতাগ্র চন্দনমিতি। ৫। ক—চেন্ন হি। ৬। ক—চেন্ন হি।

ন হি যোগী ন বা ভোগী ন যোগী যোগবানিতি।
যোগী ভোগী ন বা ভোগী ভবেদ্ ভোগী ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
শিবশক্তিং বিনা দেবি ! যো ধাবতি চ মূঢ়ধীঃ।
ন যোগী স্যান্ন ভোগী স্যাৎ কল্প-কোটি-শতৈরপি ॥ ১৪
রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্ বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্ দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা শিব এব সা[১]।
তত্র[২] যঃ কুরুতে ভেদং স এব মূঢ়ধীর্নরঃ ॥ ১৬
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং পাপপূরুষঃ ॥ ১৭
ন হি দুর্গা সমা পূজ্যা ন হি দুর্গা-সমং ফলম্।
ন হি দুর্গা-সমং জ্ঞানং ন হি দুর্গা-সমং তপঃ ॥ ১৮
দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র তত্র কৈলাস-মন্দিরম্।
ইদং সত্যমিদং সত্যমিদং সত্যং বরাননে ! ॥ ১৯

যে কৌল, সে যোগীও নয়, ভোগীও নয়। কিন্তু যোগবান্ বলিয়া যোগীও হয় না, যোগী ভোগীও হয় না। ভোগী ভোগীই হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ১৩

হে দেবি! শিব-শক্তি ব্যতীত যে মূঢ়ধী অন্য দেবতার প্রতি ধাবিত হয়, সে এক কল্প কোটিতেও যোগীও হইতে পারে না, ভোগীও হইতে পারে না। ১৪

রুদ্রের ভাবনা করিলে রুদ্র হয়। বিষ্ণুর ভাবনা হইতে বিষ্ণু হয়। দুর্গার ভাবনা হইতে দুর্গা হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৫

যেমন শিব, সেইরূপ দুর্গা। যে দুর্গা, সেই শিব। যে মনুষ্য এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করে, সে মনুষ্য মূঢ়ধী। ১৬

দেবী, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতার একত্ব ভাবনা করিবে। যে পাপ পুরুষ ইঁহাদের ভেদ কল্পনা করে, সে রৌরব নামক নরকে যায়। ১৭

দুর্গার সমান পূজ্যা নাই। দুর্গার সমান ফলও নাই। দুর্গার সমান জ্ঞান নাই; দুর্গার সমান তপস্যাও নাই। ১৮

যেখানে দুর্গার চরিত কথিত হয়, সে স্থানটি কৈলাস মন্দির। হে বরাননে! ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য। ১৯

১। খ—সঃ। ২। গ+ঘ—অত্র।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে[১] নহি শাক্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ।
ততোঽন্তে চৈব শাক্তানাং ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ঃ[২] ॥ ২০
শৃণু দেবি বরারোহে! নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ।
শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মস্বরূপভাক্ ॥ ২১
আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী।
ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী ॥
আরাধিতো মহেশানি! স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
অতিগোপ্যং বরারোহে! শাক্তানাং পরমং পদম্।
যো জানাতি মহী-মধ্যে স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৩
ব্রহ্মাদ্যর্চিত-পাদাব্জং যো ভজেৎ সততং মুদা।
স যাত্যচিরকালেন মুক্তি-মন্দিরমেব হি ॥ ২৪
একা বিদ্যা চ প্রকৃতিরেকস্তু পুরুষঃ শিবঃ।
একোঽহং বৈ ত্বমেবৈকা[৩] একমেব প্রভাষতে।
এবঞ্চ মনসা দুর্গাং যো ভজেৎ হরবল্লভাম্ ॥ ২৫

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে শাক্ত হইতে আর কেহ প্রিয় নাই। হে প্রিয়ে! সৌরগণ, গাণপত্যগণ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইঁহারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়। তাহার পর শেষে শাক্তই সকলের প্রিয়। ২০

হে বরারোহে! হে দেবি! শ্রবণ কর। শাক্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শাক্তই সাক্ষাৎ শঙ্কর ও পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন। ২১

যে ব্যক্তি কালী, তারা, ত্রিভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা ও বগলামুখীর আরাধনা করিয়াছেন, হে মহেশানি। তিনি শিবেরও আরাধনা করিয়াছেন। তিনি শিব, ইহাতে সংশয় নাই। ২২

হে বরারোহে! শাক্তের পরম পদ অতিগোপ্য। এই পৃথিবীর মধ্যে যে ইহা জানে, সে শিবস্বরূপ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ২৩

যিনি সর্বদা আনন্দের সহিত ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চিত শক্তির পাদাব্জ যুগলের ভজনা করেন, তিনি শীঘ্রই মুক্তি মন্দিরে গমন করেন। ২৪

প্রকৃতিরূপা বিদ্যা এক; পুরুষরূপ শিবও এক। আমি এক, তুমিও এক,

১। খ—মর্ত্যাতলে চাপি।   ২। ক+খ+গ—প্রিয়ে।
৩। ক—একোঽহং বৈষ্ণব ত্বক, খ—ত্বক একেতি।

পূজয়েদ্ যন্ত্র-পুষ্পৈস্তু সাধকো ভুবি মণ্ডলে।
কাকচঞ্চুং[১] বিধায়ৈবং প্রাণায়ামং বিশুদ্ধিদম্।
কুম্ভকং মাতৃকান্যাসং প্রাণায়ামঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬
প্রাণায়াম-ত্রয়ং ভদ্রে! অধমোত্তম-মধ্যমম্।
অধমাজ্জায়তে স্বেদো মধ্যমাদ্ গাত্র-চালনম্।
উত্তমাচ্চ ক্ষিতিত্যাগো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮
প্রাণায়ামেন সর্বেষাং বিশ্রামো জায়তে ভৃশম্।
জবাপুষ্পৈর্দ্রোণ-পুষ্পৈঃ করবীরৈর্মনোহরৈঃ ॥ ২৯
কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পৈঃ রক্তৈশ্চ[২] মুনিপুষ্পকৈঃ[৩]।
পূজয়েৎ পরয়া[৪] ভক্ত্যা চণ্ডিকাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩০

আমাদিগকে সকলেই এক বলে। এইরূপে হরবল্লভা দুর্গাকে যে ভজনা করে, সে শীঘ্র মুক্তি মন্দিরে গমন করে। ২৫

সাধক এই পৃথিবী মণ্ডলে কাকচঞ্চুর অনুষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধিপ্রদ প্রাণায়াম, কুম্ভক, মাতৃকান্যাস ও পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া যন্ত্রপুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ২৬

হে ভদ্রে। অধম, মধ্যম ও উত্তমভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। অধম প্রাণায়াম হইতে স্বেদ হয়। মধ্যম প্রাণায়াম হইতে গাত্র চালিত হয়। উত্তম প্রাণায়াম হইতে ক্ষিতিত্যাগ হয় অর্থাৎ যথেচ্ছভাবে আকাশাদিতে বিচরণ করা যায়। ২৭

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এইগুলি বায়ু। অথবা নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই পাঁচটি বায়ু। ২৮

প্রাণায়ামের দ্বারা সকলের অত্যন্ত বিশ্রাম জন্মে। জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প' মনোহর করবীর পুষ্প, কৃষ্ণ অপরাজিত পুষ্প, রক্তবর্ণ মুনিপুষ্পের (বকপুষ্প) দ্বারা পরম ভক্তির সহিত পরমেশ্বরী চণ্ডিকাকে পূজা করিবে। ২৯-৩০

১। ক—কাকচক্ষুং, খ—কাকচঞ্চুং বিধায়ৈনম্, ঘ—কাকচঞ্চুং।
২। ক—বক্তৈশ্চ, ঘ—রক্তৈশ্চ।
৩। খ—মনিপুষ্পকৈঃ। ৪। ঘ—ক্রিয়য়া।

কালীং করালবদনাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
প্রণমেদ্ ভক্তিভাবেন পূজয়েৎ হরবল্লভাম্ ॥ ৩১
হিমদিগ্‌বিহিতো যস্তু[১] সর্বালঙ্কার-ভূষিতঃ ।
রক্তাম্বর-পরীধানো রক্তমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৩২
ক্রমেণৈবং মহেশানি সোঽহমিত্যেব চিন্তয়ন্ ।
এবং কুলাসনে[২] দুর্গে ! স্থিত্বা চ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৩
শ্মশানং শবমারুহ্য মধ্যস্থো নরসাধকঃ ।
জপ্ত্বা মহামন্ত্রং গুহ্যং বসেৎ কৈলাস-মন্দিরে ॥ ৩৪
শিবোঽহঞ্চ শিবেয়ঞ্চ সদা বৈ মধ্য-ভাবনা ।
আদ্যামাদ্যাং[৩] সমাস্থায় ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সদা[৪] ॥ ৩৫
কদাচিৎ তারিণীং বিদ্যাং দুর্গাং তারক-তারিণীম্ ।
পূজয়েৎ ক্রিয়য়া শক্ত্যা[৫] ব্রহ্মবিদ্যাং মনোরমাম্ ॥ ৩৬
সহস্রারে মহাদেবং নীলকণ্ঠং সদাশিবম্ ।
ব্রহ্মাদি-গোপ্যং দেবেশং ধ্যায়েৎ শক্তি-সমন্বিতম্ ॥ ৩৭

মুণ্ডমালা বিভূষিতা করাল-বদনা হরবল্লভা কালীকে ভক্তিভাবে পূজা করিবে ও প্রণাম করিবে। ৩১

হে মহেশানি। যিনি উত্তরদিকে উপবিষ্ট ও সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া রক্ত মাল্য ধারণ করিয়া ও রক্ত চন্দনে চর্চিত হইয়া সোঽহং এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এই ক্রমে পূজা করেন। হে দুর্গে। এইরূপ যে সাধক-সত্তম কুলাসনে উপবেশন করিয়া দেবীর পূজা করেন, যে সাধক শ্মশানে শবের মধ্যস্থানে আরোহণ করিয়া গোপনীয় মহামন্ত্র জপ করেন; তিনি কৈলাস-মন্দিরে বাস করেন। ৩২-৩৪

আমি শিব, ইনি শিবা, সর্বদা এই মধ্য ভাবনা আছে। আদ্যা মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। ৩৫

কখনও তারিণী বিদ্যাকে, তারক-তারিণী মনোরম ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী দুর্গাকে ভক্তির সহিত সামর্থ্য অনুযায়ী উপচারে পূজা করিবে। ৩৬

সহস্রার পদ্মে ব্রহ্মাদি দেবগণের গোপনীয় দেবেশ্বর সদাশিব নীলকণ্ঠ মহাদেবকে শক্তি সমভিব্যাহারে ধ্যান করিবে। ৩৭

১। ক+খ—হিমদিগ্‌বিহিতো স্তু, খ—হিমদিগ্‌বহিতো যস্তু। ২। ক—ঈশাসনে, খ—কুশাসনে। ৩। ক—আদ্যামদ্যাং। ৪। ক+খ—বুধা। ৫। গ—ভক্ত্যা।

ইদঞ্চ দুর্লভং তন্ত্রং মন্ত্রং যন্ত্রং মহীতলে।
বাক্যং পরম-নির্বাণং দাম্ভিকে পশুসঙ্কটে[১]।
গোপ্তব্যং বৈ বরারোহে স্বযোনিরিব পার্বতি ! ॥ ৩৮
দিবারাত্রৌ মহাভাগে ! প্রজপেৎ পরমং মনুম্।
জপ্ত্বা ভবেন্মহাজ্ঞানী গাণপত্যং লভেৎ তু সঃ ॥ ৩৯
অহমেব শিবো[২] ব্রহ্ম শিবোঽহং ভৈরবো হ্যহম্।
ভৈরবোঽহং ভৈরবোঽহং রমণী মম ভৈরবী।
মনসা জ্ঞানমাসাদ্য সাধকেন্দ্রো ভবেদ্ ভুবি ॥ ৪০
এবং জ্ঞানং পরং নিত্যং নির্বিকারং মনোরমম্।
প্রাপ্যৈবং সর্বদা জীবো বিহরেৎ ক্ষিতি-মণ্ডলে ॥ ৪১
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব-ধর্মার্থ-সাধকঃ ॥ ৪২
ভক্ত্যা চ ক্রিয়য়া চণ্ডীং প্রণমেদ্ যস্তু কালিকাম্।
জীবঃ শিবত্বং লভতে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩

হে বরারোহে ! হে পার্বতি ! এই পৃথিবীতে দুর্লভ তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র ও পরম নির্বাণ কর বাক্য দাম্ভিক পশুগণের নিকট নিজ যোনির ন্যায় গোপন করিবে। ৩৮

হে মহাভাগে। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দিবা ও রাত্রিতে জপ করিবে। ইহা জপ করিয়া মহাজ্ঞানী হয়। সে গাণপত্য লাভ করে। ৩৯

আমিই শিব, আমিই ব্রহ্ম, আমি শিব, আমি ভৈরব, আমিই ভৈরব; আমার স্ত্রী ভৈরবী, মনের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে সাধকেন্দ্র হইতে পারে। ৪০

এইরূপ মনোরম নির্বিকার শ্রেষ্ঠ নিত্য জ্ঞান লাভ করিয়া জীব এই ক্ষিতি-মণ্ডলে সর্বদা বিচরণ করিবে। ৪১

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন প্রভৃতি দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। যে এইরূপ পূজা করে, তাহাকে সদানন্দ এবং সর্বধর্ম ও অর্থের সাধক বলিয়া জানিবে। ৪২

হে চণ্ডি ! যে জীব ভক্তি ক্রিয়ার সহিত কালিকাকে প্রণাম করে, সে জীব শিবত্ব লাভ করে, ইহা সত্য সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৩

১। গ+ঘ—পশুসংজ্ঞা টৈ। ২। ক+খ+ঘ—শিবং।

ক্ব যমঃ ক্ব তপো বিষ্ণুঃ ক্ব কলিঃ কর্ম-হিংসকঃ।
সর্বঞ্চ মানসং ক্লেশং সদা সত্যং বিভাবয়েৎ ॥ ৪৪

এবং বিধানমাসাদ্য প্রজপেৎ ভাবয়েৎ সুধীঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন শিবত্বং লভতে জনঃ ॥ ৪৫

সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়য়া সিদ্ধিমুত্তমাম্।
প্রাপ্নোতি সর্বদা সিদ্ধিমত এব[১] ন তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৬

শ্মশানসিদ্ধি-র্বৈরাগ্যং শবসিদ্ধির্বরাননে।
দুর্গানুগ্রহমাত্রেণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭

দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধত-মানসঃ।
পশুভাবস্তথা দেবি! শুদ্ধশ্চ ধরণীতলে ॥ ৪৮

শ্রুত্বা হসন্তী সা[২] কালী করালী কমলা কলা।
দিগম্বরা[৩] দিব্যদেহা চ প্রাহ দেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৪৯

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

গোপ্যং যৎ কথিতং নাথ![৪] শ্রুতং পরমমাদরাৎ[৫]।
অতিগোপ্যং রহস্যঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং পুনঃ ॥ ৫০

কোথায় যম? কোথায় তপঃ? কোথায় বিষ্ণু? কোথায় কর্মহিংসক কলি? সমস্তই মানস ক্লেশ জানিবে। সর্বদা সত্য ভাবনা করিবে। ৪৪

যে সুধী সাধক এইরূপ বিধান অনুসরণ করিয়া জপ করে ও ভাবনা করে। সে ব্যক্তি শীঘ্রই শিবত্ব লাভ করে। ৪৫

সর্বদাই জপাদি ক্রিয়া করিবে। ক্রিয়া দ্বারা সর্বদা উত্তম সিদ্ধি লাভ করে। অতএব সেই সর্বদা সিদ্ধিকে ত্যাগ করিবে না। ৪৬

হে বরাননে! শ্মশান-সিদ্ধি, বৈরাগ্য ও শবসিদ্ধি দুর্গার অনুগ্রহমাত্রেই হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৭

দিব্যভাবের সাধক প্রায় দেবতার তুল্য শুদ্ধ। বীরভাবের সাধক প্রায়ই উদ্ধতমনাঃ। হে দেবি! এই পৃথিবীতলে পশুভাবের সাধক সেইরূপ। ৪৮

সেই করালী কমলা কলা দিব্যদেহধারিণী দিগম্বরা কালী দেবদেব হরের নিকট ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দেবদেব ত্রিলোচনকে বলিলেন। ৪৯

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে নাথ! পরম গোপনীয় যাহা বলিয়াছ, অত্যন্ত আদরের সহিত তাহা শুনিয়াছি। অতিগোপনীয় রহস্য পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫০

১। ক+ঘ—শুদ্ধিমত এবং নবা। ২। ক—কালী সা করালকমলা কলা। ৩। খ—অট্টহাসা, ঘ—দিগম্বরাট্টহাসা চ ৪। খ—বাণি। ৫। ক—পরমমাদরাঃ।

দিব্যস্তু দুর্লভো[১] নাথ! বীরো জাতি-বিহিংসকঃ[২]।
পশৌ নাধিষ্ঠিতা[৩] দুর্গা বীরতন্ত্রে পুরা শ্রুতা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মবাক্যং সদাশিব[৪]! ॥ ৫১

শ্রীশিব উবাচ—

শ্রুতং ভৈরববতন্ত্রং চ যোনিতন্ত্রং কুলার্ণবম্।
কুলাচারং তথা গুপ্তসাধনং গুরুতন্ত্রকম্ ॥ ৫২
নির্বাণং সময়াচারং বীরতন্ত্রং শ্রুতং পুরা।
ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকম্ ॥ ৫৩
সপ্তকোটি[৫] মহাবিদ্যা[৬] মম বক্ত্রাদ্ বিনির্গতা।
জামলং দেবি! ব্রহ্মাখ্যং জামলং বিষ্ণু-জামলম্ ॥ ৫৪
শিবজামলকং দেবি জামলং মিত্র-জামলম্[৭]।
শক্তি-জামলকঞ্চ দুর্গে! কথিতঞ্চ শ্রুতং ত্বয়া[৮] ॥ ৫৫
তথাপি হৃদয়-গ্রন্থিরস্তি তে পরমেশ্বরি!।
পুরা সুকথিতং তন্ত্রং পুরা দেবি! ত্বয়া শ্রুতম্ ॥ ৫৬

হে নাথ। দীব্য পুরুষ দুর্লভ। বীর স্বভাবতঃ বড়ই হিংসক। পশুতে দুর্গা অধিষ্ঠিতা নহেন। ইহা পূর্বে বীরতন্ত্রে শুনিয়াছি। হে সদাশিব। এখন ব্রহ্ম-বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫১

শ্রীশিব বলিলেন—ভৈরবতন্ত্র, যোনিতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, কুলাচারতন্ত্র, গুপ্তসাধনতন্ত্র ও গুরুতন্ত্র আমার নিকট শুনিয়াছ। ৫২

পূর্বে আমার নিকট নির্বাণতন্ত্র, সময়াচারতন্ত্র, বীরতন্ত্র শুনিয়াছ। আর ডামরতন্ত্র, ডমরতন্ত্র, ডীনতন্ত্র, কালীবিলাসতন্ত্রও শুনিয়াছ। ৫৩

হে দুর্গে। সাত কোটি মহাবিদ্যা আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে দেবি। ব্রহ্মজামল, বিষ্ণুজামল, শিবজামল, মিত্র (সূর্য) জামল, শক্তিজামলও বলিয়াছি, তুমিও শুনিয়াছ। ৫৪-৫৫

তথাপি হে পরমেশ্বরি। তোমার হৃদয়গ্রন্থি (অজ্ঞান) আছে। হে দেবি! পুরাকালে আমি সুন্দর করিয়া তন্ত্র বলিয়াছি। তুমিও শুনিয়াছ। ৫৬

১। ক+খ—দিব্যশ্চ দুর্লভং। ২। খ—জাতিরহিংসকঃ। ৩। খ—নারাধিতা।
৪। ক—সদাশিবম্। ৫। খ—লক্ষকোটি। ৬। ক+খ—মহাগ্রন্থা।
৭। খ—মিশ্রজামলম্। ৮। খ—ময়া।

সঙ্কেতং সময়াচারং তন্ত্রসঙ্কেতকং তথা।
কুলসঙ্কেতকং নাম সঙ্কেতং বহুবিস্তরম্ ॥ ৫৭
শ্মশান-সাধনং ভদ্রে শবসাধনমেব চ।
এতত্তে কথিতং দেবি নানা-ভাবং পৃথগ্‌বিধম্ ॥ ৫৮
কিন্ত্বেকং শৃণু চার্বঙ্গি কথয়ামি সমাসতঃ।
মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
দিব্যানাং চৈব বীরাণাং সাধনং ভাবনাশনম্[১] ॥ ৫৯
ন মদ্যং প্রপিবেদ্ বিপ্রো ন মুদ্রাং ভক্ষয়েৎ সদা।
ন মৈথুনমগম্যাসু কর্ত্তব্যং সিদ্ধিনাশনম্ ॥ ৬০
অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ।
অবধূতী শিবা দেবী অবধূতাশ্রয়ং শৃণু[২] ॥ ৬১
চতুরাশ্রমিণাং মধ্যে অবধূতাশ্রমো মহান্[৩]।
অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ হিতানুগঃ[৪] ॥ ৬২।
সচেলশ্চাপি দিগ্বাসো[৫] বিধিযোনি-বিহারবান্।
সদারঃ সর্বদারস্থো[৬] হট্টহাসো দিগম্বরঃ ॥ ৬৩

হে ভদ্রে। হে দেবি। আমি বহু বিস্তর করিয়া সঙ্কেত, সময়াচার, তন্ত্রসঙ্কেত, কুলসঙ্কেত নামক সঙ্কেত, শ্মশান-সাধন, শব-সাধন ও পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব তোমাকে বলিয়াছি। ৫৭-৫৮

হে চার্বঙ্গি। কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এইগুলি দীব্য ও বীর সাধকগণের ভাবনাশক সাধন। ৫৯

বিপ্র মদ্যপান করিবে না, কখনও মুদ্রা (মদ্যপানোপযোগী চাট্‌নি) ভক্ষণ করিবে না। অগম্যা স্ত্রীতে মৈথুন কর্ত্তব্য নহে। কারণ এগুলি সিদ্ধিনাশক। ৬০

অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ; অবধূত সাক্ষাৎ সদাশিব। অবধূতী সাক্ষাৎ শিবাদেবী। অবধূত সম্বন্ধে বিষয়গুলি শুন। ৬১

চারিটি আশ্রমের মধ্যে অবধূতাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। অবধূত দুই প্রকার—হিতানুগামী বস্ত্রপরিধানকারী গম্যা স্ত্রীগমনকারী গৃহস্থ ও দিগ্‌বাসী (আকাশতলবাসী গৃহহীন)। দিগম্বর গৃহাবধূত হইতেছেন সস্ত্রীক সর্বস্ত্রীগামী ও অট্টহাসকারী। ৬২-৬৩

১। ক+ঘ—সাধনং ভবসাধনং। ২। ক—অবধূতাশ্রমো মহান্। ৩। ক—শ্লোকার্দ্ধোহয়ং নাস্তি। ৪। ঘ—চিতানুগঃ। ৫। ঘ—দিগ্‌বাসা। ৬। ক—সর্বদাবস্থো হর্ষহাসো।

গৃহাবধূতো দেবেশো[১] দ্বিতীয়স্তু সদাশিবঃ।
ন কলৌ সাধনং[২] মদ্যং প্রত্যক্ষং বরবর্ণিনি!॥ ৬৪

গৃহাবধূতো মৈথুনং ন[৩] কর্ত্তব্যং দিগম্বরঃ
অত এব বরারোহে! মিশ্রাচারং প্রকল্পয়েৎ॥ ৬৫

এবমাচারমিশ্রেণ পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাম্।
সন্তুষ্টা সা জগদ্ধাত্রী যোগমার্গবিধায়িনী[৪]॥ ৬৬

স্বকরস্থশ্চ ভোগশ্চ স্বকরস্থশ্চ মোক্ষকঃ।
দেবীমন্ত্রপ্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে॥ ৬৭

সুরাণাঞ্চ নরাণাঞ্চ কিন্নরাণাঞ্চ পার্বতি!।
শরণ্যং তারিণীপাদপদ্মং মোক্ষপ্রদায়কম্॥ ৬৮

জবাপরাজিতা-দ্রোণ-করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ।
গন্ধৈর্মালূরপত্রৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি॥ ৬৯

এবংবিধি বিধাতব্যা ক্রিয়া সিদ্ধিকরাত্মিকা।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্জীবন্মুক্তঃ সদাশিবঃ॥ ৭০

গৃহস্থ অবধূত হইতেছেন দেবেশ। দিগম্বর অবধূত হইতেছেন সদাশিব। হে বরবর্ণিনী! কলিকালে মদ্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধির সাধন নহে। ৬৪

গৃহস্থ অবধূত দিগম্বর হইয়া মৈথুন করিবে না। অতএব হে বরারোহে! মিশ্রাচারের কল্পনা করিবে। ৬৫

এইরূপ মিশ্র আচারের দ্বারা যিনি কালিকাকে পূজা করেন। সেই জগদ্ধাত্রী কালিকা সন্তুষ্ট হইয়া মোক্ষমার্গের বিধান করেন। ৬৬

ভোগও নিজের করতলগত হয়, মোক্ষও নিজের করতলগত হয়। দেবীর মন্ত্রপ্রসাদে এই জগতে কি না সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ৬৭

হে পার্বতি! সুরগণ ও মনুষ্যগণের এবং কিন্নরগণের মোক্ষ-প্রদায়ক তারিণীর পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়। ৬৮

শুক্ল ও রক্ত জবা, অপরাজিতা, দ্রোণ ও করবীর পুষ্পের দ্বারা চন্দন ও বিল্বপত্রের দ্বারা, নানাবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা সিদ্ধকরী তারিণীর আরাধনারূপ ক্রিয়া এইরূপ বিধানের দ্বারা কর্ত্তব্য। তখনই সাধকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া সদাশিব হইয়া থাকেন। ৬৯-৭০

১। ক—দেবেশি। ২। খ—শোধনং। ৩। ক—গৃহাবধূতঃ সর্বত্র কর্ত্তব্যশ্চ দিগম্বরি। ৪। ক+খ—মোক্ষমার্গবিধায়িনী।

নারিকেলোদকং চার্দ্রং জলং সর্বার্থ-সাধনম্।
কাংস্যে গুড়ে সব্যকরে কৃত্বা কারণ-কল্পনম্॥ ৭১
তদা পূজা বিধাতব্যা মন্ত্রেন নগনন্দিনি!।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাণী সর্বমঙ্গলা।
শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং ভদ্রং সমীরিতম্[১]॥ ৭২
শুক্লপুষ্পং ব্রাহ্মণে তু রক্তপুষ্পং চ ক্ষত্রিয়ে।
বৈশ্যে চ পীতপুষ্পঞ্চ শূদ্রে কৃষ্ণমুদীরিতম্[২]॥ ৭৩
সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে[৩] সম্বিদৈব গরীয়সী।
অনুকল্পানি চান্যানি ন দদ্যাৎ কেবলাং সুরাম্[৪]॥ ৭৪
সাম্বিদা-পানমাত্রেণ স বীরঃ স চ মণ্ডপঃ।
বাগ্‌জাল-শাস্ত্রে কথিতং নিষিদ্ধং নগনন্দিনি!॥ ৭৫
অগ্রাহ্যং তস্য বাক্যঞ্চ গ্রাহ্যং তন্ত্রাত্মকং বচঃ।
শিবা কর্ত্রী শিবা হর্ত্রী শিবা শিববিধায়িনী॥ ৭৬

বামহাতে কাংসপাত্রে নারিকেলোদক, আর্দ্রক, সর্বার্থসাধন জল ও গুড় লইয়া উহাদিগকে কারণরূপে (মদ্যরূপে) কল্পনা করিবে। ৭১

হে নগনন্দিনি! তখন মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণী সুরা সর্বমঙ্গলকর্ত্রী। শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মদ্য শুভ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ৭২

ব্রাহ্মণের শুক্ল পুষ্প, ক্ষত্রিয়ের রক্ত পুষ্প, বৈশ্যের পীত পুষ্প, শূদ্রের কৃষ্ণ পুষ্প শুভ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ৭৩

সম্বিদা (সিদ্ধি) ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী। অন্য সমস্তই অনুকল্প। কেবল সুরা দান করিবে-না। ৭৪

সম্বিদার পানমাত্রেই সে বীর হয়, সে মণ্ডপও হয়। হে নগনন্দিননি! বাগ্‌জাল (মিথ্যা তন্ত্র) শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৫

সেই বাগজাল শাস্ত্রের বাক্য অগ্রাহ্য। তন্ত্রের বাক্যই গ্রাহ্য। শিবা কর্ত্রী, শিবা হর্ত্রী, শিবা মঙ্গল-কারিণী। ৭৬

১। ক—কৃষ্ণঞ্চ ভদ্রমীরিতম্। ২। ক—কৃষ্ণং তদীরিতম্।
৩। ক+খ—সম্বিদাসবয়োঃ। ৪। গ—সিদ্ধিদা কেবলা সুরা, ঘ—সম্বিদা কেবলা সুরা।

শিবেয়ং রমণী দেবী শিবোঽহং শিবকামিনী।
সদাশিব-শিবারাধ্যা শিবানন্দ-বিধায়িনী ॥ ৭৭
বামানন্দঃ শিবানন্দো ভবেত্তব-সমো জনঃ।
ত্রয়াণাং ভাবতত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেবং বরাননে ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সংবাদে দ্বিতীয় পটলঃ

এই রমণী শিবকামিনী শিবা দেবী। আমি শিব। ইনি সদাশিব ও শিবার আরাধ্যা এবং শিবের আনন্দদায়িনী। ৭৭

হে বরাননে! বামানন্দপ্রাপ্ত ও শিবানন্দপ্রাপ্ত সাধক মহাদেবতুল্য হইয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি শিব, শিবকামিনী ও শিবা—এই তিনের ভাবতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন। ৭৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

কৈলাস-শিখরাসীনমিন্দু-খণ্ড-বিভূষিতম্।
পার্বতী পরয়া ভক্ত্যা প্রাহ দেবং ত্রিলোচনম্॥ ১
'শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং নাথ তন্ত্রানন্দ-পরিপ্লুতা[১]।

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

দেব-দেব! মহাদেব! সংসারার্ণব-তারক!
নমস্তে দেবদেবেশ! নীলকণ্ঠ! ত্রিলোচন!॥ ২
নমস্তে পার্বতী-নাথ! দশবিদ্যা-পতে নমঃ।
গঙ্গাধর! 'জগৎ-স্বামিন্! প্রভো শঙ্কর![২] ভো হর!॥ ৩
নিঃশেষ-জগদাধার! নিরাধার! নিরীহক!।
নির্বীজ-নির্গুণাভাস[৩]! সগুণান্তকর! প্রভো!॥ ৪
নমস্তে বিজয়াধার! বিজয়েশ! জয়াত্মক!।
বিজয়ানন্দ সন্তোষ! বিজয়া-প্রাণবল্লভ!॥ ৫

দেবী পার্বতী তন্ত্রানন্দে পূর্ণ হইয়া কৈলাস শিখরে সমাসীন চন্দ্রখণ্ড-বিভূষিত দেবদেব ত্রিলোচনকে অত্যন্ত ভক্তির সহিত বলিলেন—হে নাথ। আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেবদেব! হে মহাদেব। হে সংসার-সমুদ্র-তারক। হে দেবেশ। হে নীলকণ্ঠ। হে ত্রিলোচন। তোমাকে নমস্কার। ২

হে পার্বতীনাথ। হে দশবিদ্যাপতে! হে গঙ্গাধর। হে জগৎস্বামিন্। হে প্রভো। হে শঙ্কর। হে হর। তোমাকে নমস্কার। ৩

হে অখিল জগতের আধার। হে নিরাধার। হে নিষ্ক্রিয়! হে নির্বীজ। (নিষ্কারণ।) হে নির্গুণাভাস! হে সগুণান্তকর। হে প্রভো। তোমাকে নমস্কার। ৪

হে বিজয়াধার! হে বিজয়েশ। হে জয়াত্মক! হে বিজয়ানন্দ-সন্তুষ্ট। হে বিজয়াপ্রাণবল্লভ। তোমাকে নমস্কার। ৫

১। ক—তন্ত্রান্ বহু পরিপ্লুতান্। ২। ক—ভো শঙ্কর।
৩। ক+খ+ঘ—নির্গুণাভাষ।

জগদীশ ! জগদ্-বন্দ্য ! জয়েশ ! জগদীশ্বর ' ।
বিশ্বনাথ ! প্রসীদ ত্বং প্রসন্নো ভব শঙ্কর ! ॥ ৬

শ্রীশিব উবাচ—

সপ্তকোটি-মহাবিদ্যা উপবিদ্যা তথৈব চ ।
শ্রীবিষ্ণু-কোটিমন্ত্রেষু[১] কোটিমন্ত্রে শিবস্য চ ॥ ৭
শূদ্রাণামধিকারোঽস্তি স্বাহা-প্রণব-বর্জিতে ।
সর্বেষাং দুর্লভো মার্গো দুর্গামার্গো মহেশ্বরি ! ॥ ৮
ভক্তানাং খলু শাক্তানাং সুলভাৎ সুলভঃ প্রিয়ে ! ।
নাতঃ পরতরো দেবো নাতঃ পরতরং সুখম্ ॥ ৯
নাতঃ পরতরা বিদ্যা নাতঃ পরতরং পদম্ !
শৃণু দেবি ! বরারোহে ! সারাৎ সারতরং[২] প্রিয়ে ! ॥ ১০
কেবলং দক্ষিণং মার্গমাশ্রিত্য[৩] যদি সাধকঃ ।
ভাবয়েৎ পরমাং বিদ্যামুমেশো[৪] নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
শৃণু চণ্ডি ! বরারোহে ! করালাস্যে ! দিগম্বরি ! ।
স্তৌমি[৫] ত্বাং সততং ভক্ত্যা নমস্তে জগদম্বিকে ! ॥ ১২

হে জগদীশ ! হে জগদ্বন্দ্য ! হে জয়েশ ! হে জগদীশ্বর ! হে বিশ্বনাথ ! তুমি অনুগ্রহ কর । হে শঙ্কর ! তুমি প্রসন্ন হও । ৬

শ্রীশিব বলিলেন—সাত কোটি মহাবিদ্যা (মহামন্ত্র) । উপবিদ্যাও সেইরূপ সাতকোটি । স্বাহা ও প্রণববর্জিত শ্রীবিষ্ণুর কোটিমন্ত্রে এবং শিবের কোটিমন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে । হে মহেশ্বরি ! সকলের দুর্গামার্গ দুর্লভ মার্গ । ৭-৮

হে প্রিয়ে ! শাক্ত ভক্তের নিকট এই দুর্গামার্গ সুলভ হইতে সুলভ । ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ নাই । ৯

ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নাই, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান নাই । হে দেবি ! হে বরারোহে ! হে প্রিয়ে ! সার হইতে সারতর শ্রবণ কর । ১০

যদি সাধক কেবল দক্ষিণমার্গ আশ্রয় করিয়া পরমা বিদ্যাকে ভাবনা করে, তবে সে উমেশ হয়, ইহাতে সংশয় নাই । ১১

হে চণ্ডি ! হে বরারোহে ! হে করালাস্যে ! হে দিগম্বরে ! তুমি শুন । আমি সর্বদা ভক্তির সহিত তোমার স্তুতি করি । হে জগদম্বিকে ! তোমায় নমস্কার । ১২

---

১ । ক+খ—শ্রীবিষ্ণোঃ কোটিমন্ত্রেষু । ২ । ক—পরাৎ পরতরং প্রিয়ে ।
৩ । ক—দক্ষিণং সবামাশ্রিত্য । ৪ । খ—বিদ্যামুমেশো । ৫ । ক—স্তৌতি ।

শ্রীশিব উবাচ—

ঘোরদংষ্ট্রে ! করালাস্যে ! সুরা-মাংস-বলি-প্রিয়ে ! ।
চণ্ড-মুণ্ড-ক্ষয়করে ! মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ! ॥ ১৩
নমস্তেঽস্তু মহামায়ে ! দুর্গে ! মহিষ-মর্দ্দিনি ! ।
নমস্তে জগদীশান-দয়িতে ! সর্বমঙ্গলে ! ॥ ১৪
বক্ষ্যে পরমতত্ত্বং বৈ সারাৎ সারং পরাৎ পরম্ ।
শৃণু দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! সাবধানাঽবধারয় ॥ ১৫
যোনিমুদ্রা-প্রকরণং পূর্ব্বৈরগদিতং[1] ময়া ।
ত্রিকোণং গুণসংযুক্তং যোনিং পরম-কারণম্ ॥
সংগচ্ছেৎ তু শিবা-বুদ্ধ্যা শিবরূপী ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ ।
কর্মবদ্ধো ভবেদ্ জীবঃ কর্ম-মুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ১৭
জীবানাং পরমো রোগঃ[2] কর্মভোগঃ স দারুণঃ ।
তস্মাৎ তারাং জগদ্ধাত্রীং পূজয়েদ্ ভক্তি-ভাবতঃ ॥ ১৮

শ্রীশিব বলিলেন—হে ঘোরদংষ্ট্রে ! হে করালাস্যে ! হে সুরা-মাংস-বলি-প্রিয়ে ! হে চণ্ডমুণ্ডক্ষয়করী ! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে ! হে মহামায়ে ! হে দুর্গে ! হে মহিষমর্দিনী ! তোমায় নমস্কার। হে জগদিশানি ! হে দয়িতে ! হে সর্বমঙ্গলে ! তোমায় নমস্কার। ১৩-১৪

আমি সারাৎ সার পরাৎ পর পরম তত্ত্ব বলিতেছি। হে দেবি ! হে জগদ্ধাত্রি ! তুমি শ্রবণ কর, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ১৫

আমি পূর্বে যোনিমুদ্রার প্রকরণ বলি নাই। গুণসংযুক্ত পরমকারণ ত্রিকোণ যোনিকে শিবাবুদ্ধিতে ভাবনা করিবে। ইহাতে শিবরূপ হইবে সন্দেহ নাই। ১৬

তুষের দ্বারা আবৃত থাকিলে ব্রীহি (ধান) হয়। তুষ না থাকিলে তণ্ডুল হয়। কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইলে জীব হয়। কর্মমুক্ত হইলে সদাশিব হয়। ১৭

জীবগণের কর্মভোগই পরম রোগ। সে অতি দারুণ। অতএব ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রী তারাকে পূজা করিবে। ১৮

১। ক—পূর্বে চ গদিতং। ২। খ—জীবিনাং পরমোরগঃ।

ভস্ম-জটা-ব্যাঘ্রচর্ম-ধারী পরম-পাবনঃ।
নিরন্তরং জপেদ্ যস্তু সাধকেন্দ্রো ধরাতলে।
স ধন্যঃ সোঽপি বীরশ্চ দিব্যশ্চ পরমঃ শুভঃ[1] ॥ ১৯
ভাবশুদ্ধির্জ্ঞানশুদ্ধিঃ শবশুদ্ধি[2]স্তু সঙ্গতা।
চিতাশুদ্ধিঃ পীঠশুদ্ধির্ধ্যানশুদ্ধিস্তু সচ্ছিবা ॥ ২০
জ্ঞাত্বা পরম-তত্ত্বং বৈ জ্ঞানং মোক্ষৈকসাধনম্।
ভজেৎ তু পরয়া বুদ্ধ্যা জীবঃ শিবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
বিহারং জগদম্বায়াঃ সহস্রারে মনোরমম্।
সদাশিবেন সংযোগং যঃ করোতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২২
জ্ঞানিনাঞ্চ মতং বক্ষ্যেঽজ্ঞানিনাঞ্চ মতং মুদা।
জ্ঞানাজ্ঞান-সমাযুক্তঃ সর্বদা বিহরেদ্ ভুবি ॥ ২৩
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী বিধুস্তত্রাপি তিষ্ঠতি।
দক্ষেঽপি পিঙ্গলা নাড়ী সূর্যস্তত্রাপি তিষ্ঠতি ॥ ২৪

যে সাধকশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পরম পবিত্র হইয়া ভস্ম, জটা ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া নিরন্তর মন্ত্র জপ করে। সে ধন্য, সে কবি, সে বীর, সে দিব্য, সে শ্রেষ্ঠ পশু। ১৯

ভাবশুদ্ধি, শবশুদ্ধি, পরশুদ্ধি একান্তই সঙ্গত। চিতাশুদ্ধি, পীঠশুদ্ধি, ধ্যানসিদ্ধি কিন্তু সদ্রূপিণী শিবাস্বরূপ। ২০

পরমতত্ত্ব জানিয়া উত্তম বুদ্ধি দ্বারা ভজনা করিবে। যেহেতু জ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন। যে এইরূপ ভজনা করে, সে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ২১

সহস্রারে জগদম্বার মনোরম বিহার যে জানে এবং যে সদাশিবের সহিত জগদম্বার সংযোগ সাধন করে, সে পণ্ডিত। ২২

জ্ঞানিগণের মত বলিব। আনন্দের সহিত অজ্ঞানিগণেরও মত বলিব। জ্ঞান ও অজ্ঞানযুক্ত হইয়া লোক সর্বদা ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। ২৩

বামে ইড়া নাড়ী অবস্থিতা। সেখানেও চন্দ্রমা থাকেন। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিতা। সেখানেও সূর্য্য থাকেন। ২৪

১। ক—স কবির্বীর দীব্যস্ত পরমঃ পশুঃ, খ—পরমঃ পশুঃ। ২। ক—পরশুদ্ধিস্তু।

মধ্যে সুষুম্না তন্মধ্যে ব্রহ্ম-নাড়ী মনোহরা।
মধ্যগং[1] খং বিদধ্যাদ্ যো জনো মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ২৫
চিত্রিণী-মধ্যগং বায়ুং পূরণং রেচনং যদা।
করোতি বামনাসাগ্রৈঃ সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি! ॥ ২৬
দক্ষে তু দক্ষিণা বামা বিরামা চলিতা সিতা[2]।
নাড়ী বামে কপালা[3] চ বিজিহ্বা শূলকারিণী ॥ ২৭
কলঙ্কা[4] নিষ্কলঙ্কা চ সব্য-দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
ভিত্ত্বা চ ক্রমশশ্চক্রং যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যগম্ ॥ ২৮
নভো-মধ্যগতং চক্রং সহস্রাব্জং মনোরমম্।
কালীপুরং তত্র রম্যং সর্ববর্ণাত্মকং প্রিয়ে! ॥ ২৯
বিধায় চৈনাং মনসা বুদ্ধ্যা কায়েন চণ্ডিকাম্।
তত্রৈব ধ্যান-মনসা বুদ্ধ্যা কায়েন চণ্ডিকাম্[5] ॥ ৩০
তত্রৈব ধ্যান-মনসা প্রকরোতি জপার্চনম্।

মধ্যে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিতা। তন্মধ্যে মনোহরা ব্রহ্মনাড়ী আছে। যে ব্যক্তি তাহার মধ্যগত আকাশকে ভাবনা করিতে পারে, সে শিব হইতে পারে। ২৫

হে সুরেশ্বরি! যখন সাধক বামনাসার অগ্রভাগ দ্বারা চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত বায়ুকে পূরণ ও রেচন করে, তখন সে সত্য সত্য মৃত্যুঞ্জয় হয়। ২৬

দক্ষিণভাগে কিন্তু দক্ষিণা, বামা, বিরামা ও সিতা নাড়ী চলিয়া গিয়াছে। বামভাগে কপালা, শূলকারিণী, বিজিহ্বা, কলঙ্কা ও নিষ্কলঙ্কা নাড়ী আছে। ২৭

বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে উহারা ক্রমশঃ যোগীন্দ্রেরও অলভ্য চক্রকে ভেদ করিয়া গিয়াছে। ২৮

হে প্রিয়ে! আকাশের মধ্যভাগে মনোহর সহস্রদল পদ্ম চক্র অবস্থিত। সেখানে মনোহর সর্ববর্ণরূপ কালীপুর জানিবে। ২৯

সেইখানে দেহ, মন ও বুদ্ধি দ্বারা এই চণ্ডিকাকে ভাবনা করিয়া দেহ, মন ও বুদ্ধি দ্বারা চণ্ডিকাকে ধ্যান করিবে। ৩০

সেইখানে যে ধ্যানযুক্ত মনে জপ ও অর্চনা করে। হে বরারোহে!

১। ক—মধ্যমং। ২। ক—চাসিতাসিতা। ৩। ঘ—কপোলা।
৪। ক—কঙ্কালা। ৫। ক—ধ্যানমাসাদ্য প্রকরোতি জপার্চনম্।

যদি ধ্যানং বরারোহে ! করোতি সততং মুদা[১] ।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্মুক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ৩১
ন চ ধ্যানং ন বা পূজা ন স্তুতিঃ পরমার্থিকা ।
পূজয়েৎ তাং জগদ্ধাত্রীং কসুমৈর্মানসোদ্ভবৈঃ ।
কামরূপে দ্বিজাগারে শ্বপচস্য গৃহেঽথবা ॥ ৩২
হরিদ্বারে[২] প্রয়াগে চ বিমুক্তিঃ[৩] পাবনী-মুখে ।
যত্র কুত্র মৃতো জ্ঞানী তত্রৈব মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
দুর্গা-স্মরণজং পুণ্যং দুর্গা-স্মরণজং ফলম্ ।
দুর্গায়াঃ স্মরণেনৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৩৪
শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো বা গিরিনন্দিনি ! ।
ভজেদ্ দুর্গাং স্মরেদ্ দুর্গাং জপেদ্ দুর্গাং[৪] হরপ্রিয়াম্ ॥
তৎক্ষণাদ্ দেব-দেবেশি ! মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৩৫
ক্ষীরোদ্ধৃতং যদ্বদাজ্যং তত্র ক্ষিপ্তং ন পূর্ববৎ[৫] ।
পৃথক্‌তয়া গুণেভ্যঃ স্যাৎ তদ্বদাত্মা ইহোচ্যতে ॥ ৩৬

আনন্দের সহিত যদি সর্বদা ধ্যান করে, তবে তখনই অব্যভিচারিণী সিদ্ধি ও মুক্তি হইয়া থাকে। ৩১

ধ্যান, পূজা ও স্তুতি পরমার্থের সাধক নয়। কামরূপে, ব্রাহ্মণগৃহে অথবা ব্যাধগৃহে মনোজাত পুষ্পের দ্বারা সেই জগদ্ধাত্রীকে পূজা করিবে। ৩২

হরিদ্বারে, প্রয়াগে ও পাবনী গঙ্গার মুখে সাক্ষাৎ মুক্তি। ইহার যে কোন-খানে জ্ঞানী ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সেইখানেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ৩৩

দুর্গার স্মরণজাত পুণ্য, দুর্গার স্মরণজাত ফল সিদ্ধিপ্রদ। এই পৃথিবীতে দুর্গার স্মরণ মাত্রের দ্বারা কি না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ৩৪

হে গিরিনন্দিনি ! শৈব, বৈষ্ণব অথবা শাক্ত—যে কেহ হরপ্রিয়া দুর্গাকে ভজনা করিবে, দুর্গাকে স্মরণ করিবে অথবা দুর্গাকে জপ করিবে। হে দেবেশি ! সে তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩৫

দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত সেই দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন পূর্ববৎ দুগ্ধে এক হইয়া থাকে না, পৃথক্ থাকে ; সেইরূপ এই জগতে আত্মা গুণসমূহ হইতে পৃথক্ হইলে পৃথক্ থাকে, ইহা কথিত হয়। ৩৬

১। খ—যদা। ২। ক+খ—গঙ্গাদ্বারে। ৩। ক—বা মুক্তিঃ। ৪। ক—যজেদ্ দুর্গাং শিবপ্রিয়াম্। ৫। ক—ক্ষীরোদ্ধৃতং যথ..., খ—তত্র ক্ষিপ্তং পূর্ববদাচরেৎ ধীঃ।

ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমেব যথা[১] ভবেৎ।
অবিশেষো ভবেৎ তদ্বজ্ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ॥ ৩৭
যথা চন্দ্রার্কয়োর্বিম্বৌ জল-পূর্ণ-ঘটেষু চ।
ঘটে ভগ্নে জলেম্বেব প্রলীনৌ[২] চন্দ্র-সূর্যকৌ॥ ৩৮
ন জায়তে ন ম্রিয়তে আত্মা তু পরমঃ শিবঃ।
আত্মজ্ঞানং সমাসাদ্য সংসারার্ণব-লঙ্ঘনে।
তরত্যেবং[৩] সদা চণ্ডি! জীবঃ শিবত্বমালভেৎ॥ ৩৯
পার্বতী-চরণদ্বন্দ্ব-ভজনাৎ কিং নরো[৪] ভবেৎ।
স্বর্গো ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিমু॥ ৪০
শাক্তানাং চৈব নিন্দাং বৈ যে কুর্বন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং লোহিত-পানং বৈ কুর্বন্তি ভৈরবা গণাঃ॥ ৪১

দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত হইলে যেমন উহা দুগ্ধই হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেইরূপ অবিশেষ (অভিন্নবৎ) হইয়া থাকে। ৩৭

জলপূর্ণ ঘটগুলিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন বিম্ব চন্দ্র ও সূর্য্য আকাশে থাকে, প্রতিবিম্ব চন্দ্র ও সূর্য্য জলে থাকে বলিয়া উহাদের ভেদ হয়। ঐ ঘট ভাঙ্গিলে যেমন প্রতিবিম্ব চন্দ্র ও সূর্য্য জলে লীন হইয়া যায়, তাহাদের যেমন আর বিশেষ (ভেদ) থাকে না। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবিশেষ (একত্ববোধ) হয়, ভেদ থাকে না। ৩৮

পরম শিবস্বরূপ আত্মা জন্মায় না, মরেও না। সংসাররূপ সমুদ্রের লঙ্ঘনে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সদা সংসার সমুদ্র পার হয়। হে চণ্ডি! এই প্রকারে জীব শিবত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৩৯

পার্বতীর চরণদ্বন্দ্বের ভজনা হইতে মানুষ কি না হইতে পারে অর্থাৎ সব হইতে পারে। শাক্তগণের কি আর স্বর্গ, ভোগ ও মোক্ষ হইবে না? অর্থাৎ এই সকল হইবেই। ৪০

যে নরাধম ব্যক্তিগণ শাক্তগণের নিন্দা করিয়া থাকেন। ভৈরব ও গণ-দেবতাগণ তাহাদের রক্তপান করিয়া থাকেন। ৪১

১। খ—যদা। ২। খ—গ্রহণে। ৩। খ+ঘ—ভবত্যেবং।
৪। ক—কিয়ন্তো, ঘ—কিয়ন্তা।

ভৈরবাশ্চৈব ভৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্[১]।
তেষাং ক্ষতজপানং বৈ কুর্বন্তি বহুরক্তপাঃ ॥ ৪২
শাক্তান্ হিংসন্তি গর্জন্তি নিন্দন্তি বহুজল্পকাঃ।
ছিনত্তি[২] তেষাং দেবেশি ! শিরাংসি শিববল্লভা ॥ ৪৩
শাক্তানামুত্তমো নাস্তি স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে।
শাক্তস্তু শঙ্করো জ্ঞেয়স্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ।
স্বয়ং গঙ্গাধরো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪৪
নাস্তি তন্ত্রসমং শাস্ত্রং ন ভক্তঃ কেশবাৎ পরঃ।
ন যোগী শঙ্করাজ্[৩] জ্ঞানী ন দেবো দুর্গায়াঃ পরঃ[৪] ॥ ৪৫
দক্ষিণাঽশেষদীক্ষাণাং[৫] গুরোরাদ্যমধঃ ক্ষিপেৎ।
গতির্মৃত্যুঃ পলার্দ্ধোর্দ্ধং[৬] খেদযুক্তা চ মুক্তিদা ॥ ৪৬
দুর্গায়া মন্ত্রনিকরং নানা তন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতম্।
নাম-মন্ত্রং[৭] ন কুত্রাপি কথিতং ন শ্রুতং ত্বয়া ॥ ৪৭

ভৈরবগণ ও ভৈরবীগণ ঐ পামরগণকে সর্বদা হিংসা করিয়া থাকেন। বহু রক্তপায়িগণ তাহাদের ক্ষতজ (রক্ত) পান করিয়া থাকেন। ৪২

বহুভাষিগণ শাক্তগণকে হিংসা করেন, গর্জন করেন ও নিন্দা করেন। হে দেবেশি ! শিববল্লভা তাহাদের মস্তক ছেদন করেন। ৪৩

স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে শাক্তগণের অপেক্ষায় উত্তম কেহ নাই। শাক্তকে ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর শঙ্কর বলিয়া জানিবে। যে ইহা জানে, সে স্বয়ং গঙ্গাধর হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করে। ৪৪

তন্ত্রের সমান শাস্ত্র নাই। কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাই। শঙ্কর হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যোগী নাই। দুর্গা হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। ৪৫

সমস্ত সমস্ত দীক্ষার দক্ষিণা দিবে। গুরুকে প্রথম দক্ষিণা দিবে এবং উহা তাঁহার অধোভাগে অর্থাৎ পদতলে দিবে। উহাতে গতি অর্থাৎ দীক্ষার ফল হয়। খেদযুক্ত পলার্দ্ধের অর্ধ দক্ষিণায় মৃত্যু হয়। ইহার অধিক দক্ষিণা মুক্তিপ্রদ। ৪৬

নানা তন্ত্রে তুমি দুর্গার মন্ত্রসমূহ শুনিয়াছ। নানা মন্ত্র আমি কোথায়ও বলি নাই, তুমিও শুন নাই। ৪৭

১। খ—পামরাঃ। ২। ক—ভিনত্তি। ৩। ক+খ—শঙ্করো জ্ঞানীতি।
৪। ক—ন দুর্গা দেবতা পরা। ৫। ক—দক্ষিণা শেষবিক্ষীণা উরোবাদ্যমধঃ ক্ষিপেৎ।
৬। ক—পলার্দ্ধোঽর্দ্ধং খেদযুক্তা চ। ৭। ক—নামামন্ত্রং, খ—নানাতন্ত্রং।

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মনুম্।
যো ভজেৎ সততং চণ্ডি ! জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ ॥ ৪৮
মহোৎপাতে মহারোগে[১] মহাবিপদি সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়ে সমুত্থিতে ॥ ৪৯
যঃ সদা সংস্মরেদ্ দুর্গাং যো জপেৎ[২] পরমং মনুম্।
স জীবলোকে দেবেশি ! নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০
জীবঃ শিবঃ শিবা বামাঽভিরামা শিবনন্দিনি[৩] !।
এবং ভাবং সমাশ্রিত্য ক্রিয়া-ভক্তি-সমন্বিতঃ ॥ ৫১
ভবত্যেবং ক্ব বা দুঃখং ক্ব ভয়ং নরকং ক্ব বা।
ক্ব কলিশ্চ ক্ব কালশ্চ সর্বং সত্যময়ং বপুঃ ॥ ৫২
কাল্যাশ্চৈব হি তারায়াস্ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি !।
ভৈরব্যা ভুবনায়াশ্চ চরিতং মুক্তিদায়কম্ ॥ ৫৩
মুক্তি-শয্যাং জ্ঞানময়ীং সদা সন্তোষকারিণীম্।
তেনৈব ভাবমাসাদ্য গচ্ছেদ্ দুঃখবিনাশিনীম্ ॥ ৫৪

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—এই দুর্গানাম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। হে চণ্ডি। যে মানব সর্বদা এই মন্ত্রের ভজনা করে, সে মানব জীবন্মুক্ত। ৪৮

মহা উৎপাতে মহারোগে মহাবিপদে সঙ্কটে মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় উপস্থিত হইলে যে সর্বদা দুর্গাকে স্মরণ করে, যে দুর্গার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করে, হে দেবেশি। জীবলোকে সে নীলকণ্ঠত্ব লাভ করে। ৪৯-৫০

জীব শিবস্বরূপ। হে শিবনন্দিনি। সুন্দরী স্ত্রী শিবাস্বরূপ। এইরূপ ভাব আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া-ভক্তি সমন্বিত হইয়া যে ভজনা করে, তাহার কোথায় দুঃখ ? কোথায় ভয় ? কোথায় বা নরক ? কোথায় কলি ? কোথায় বা কাল অর্থাৎ তাহার এ সমস্ত কিছু হয় না। তাহার সমস্ত দেহ সত্যময় হইয়া যায়। ৫১-৫২

হে সুন্দরি ! কালী, তারা, ত্রিপুরাভৈরবী ও ভুবনেশ্বরীর চরিত্র মুক্তিদায়ক। ৫৩

জ্ঞানময় মুক্তিশয্যা সর্বদা সন্তোষ দান করে। সেইজন্য সেই ভাব অবলম্বন করিয়া দুঃখবিনাশিনী দুর্গার নিকট গমন কর। ৫৪

১। ক—মহাঘোরে। ২। খ—ভজেৎ। ৩। খ—শিবনন্দিনী।

জপনং পার্বতী-দেব্যা পূজনং পার্বতী-পদে।
শরণং পার্বতী-দেব্যাশ্চরণং ভবনাশনম্ ॥ ৫৫
কালস্য যন্ত্রণাৎ কালী করালা কলিমর্দ্দনাৎ[১]।
তস্মাৎ পদাঙ্ঘ্রি-ভজনাদ্ দেবী-পুত্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৬
পুরা নিগদিতং চণ্ডি! নানাচারং পৃথগ্বিধম্।
ইদানীং যাগবৃত্তান্তং মনসঃ শৃণু শঙ্করি! ॥ ৫৭
হৃদ্‌পদ্মে ভাবয়েদ্ দুর্গাং দেবি[২]! দুর্গতি-নাশিনীম্।
করালাং ঘোর-দংষ্ট্রাঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ ৫৮
শবারূঢ়াং শ্মশানস্থাং তারিণীঞ্চ দিগম্বরীম্।
অট্টহাসাং[৩] ললজ্জিহ্বাং মেঘশ্যামাং বরপ্রদাম্ ॥ ৫৯
ভবানীং যঃ স্মরেন্নিত্যমন্তে স পার্বতীপতিঃ।
সহস্রারে স্থিতং লিঙ্গং তপ্তচামীকরপ্রভম্ ॥ ৬০
কদা শুভ্রং কদা কৃষ্ণং পীতং নীলং কদা কদা।
কদা বর্ণময়ং লিঙ্গং স্বরাদি-পরিভূষিতম্ ॥ ৬১

পার্বতী দেবীর জপ, পার্বতী পদের পূজন, পার্বতী দেবীর শরণ, পার্বতী দেবীর চরণ ভব-(জন্ম-) নাশক। ৫৫

কালকে নিয়ন্ত্রিত করেন বলিয়া তিনি কালী। কলিকে মর্দন করেন বলিয়া তিনি করালা। অতএব তাঁহার পাদপদ্ম ভজনা হইতে নিশ্চয়ই দেবীর পুত্র হইতে পারে। ৫৬

হে চণ্ডি! পৃথক্ পৃথক্ প্রকার নানা আচার পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি। হে শঙ্করি। এখন মানস যাগ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৭

হে দেবি। হৃৎপদ্মে সেই করালা, ঘোরদংষ্ট্রা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, শবারূঢ়া, শ্মশানবাসিনী, তারিণী, দিগম্বরী, অট্টহাসা, ললজ্জিহ্বা, মেঘশ্যামা ও বরপ্রদা দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভাবনা করিবে। ৫৮-৫৯

সহস্রারস্থিত উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট লিঙ্গ (সদাশিবকে) এবং ভবানীকে যে সর্বদা স্মরণ করে, সে দেহান্তে পার্বতীপতি হইয়া থাকে। ৬০

কখনও শুভ্র, কখনও কৃষ্ণ, কখনও পীত, কখনও নীল, কখনও স্বরাদিভূষিত বর্ণময় এই লিঙ্গকে সর্বদা ভক্তির সহিত প্রণাম করিবে। ৬১

১। ক—করালারি-বিমর্দনাৎ। ২। ক—দেবীং। ৩। ক—অর্দ্ধহাসাং।

কদা সিংহ-স্থিতং লিঙ্গং কদা চৈব বৃষস্থিতম্[১] ।
পদ্মমধ্যে স্থিতং[২] লিঙ্গং জ্যোতির্ময়মচিন্ত্যকম্ ॥ ৬২
জীবাদি-ভূষিতং লিঙ্গং কর্ণিকোপরি সংস্থিতম্ ।
সদাশিবং ততো ভক্ত্যা প্রণমেদ্ ভক্তি-সংযুতঃ ॥ ৬৩
তদা[৩] সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ ।
কিং বহুক্ত্যা মহেশানি ! গুরুভক্ত্যা চ সিধ্যতি ॥ ৬৪

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বরসংবাদে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ ৩

কখনও সিংহস্থিত, কখনও বা বৃষস্থিত, কখনও সহস্রার পদ্ম মধ্যে স্থিত অচিন্ত্য জ্যোতির্ময় লিঙ্গকে সর্বদা ভক্তির সহিত প্রণাম করিবে ।৬২

কর্ণিকার উপরিভাগে স্থিত জীবাদিভূষিত সদাশিব লিঙ্গকে ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্বদা প্রণাম করিবে । ৬৩

তাহাতে সর্বদা সিদ্ধিলাভ করিবে । অন্যথা কোটি কল্পেও সিদ্ধিলাভ হয় না। হে মহেশানি। অধিক বলার প্রয়োজন নাই, গুরুভক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় । ৬৪

মুণ্ডমালাতন্ত্রের পার্বতী ও ঈশ্বরের সংবাদে তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধমিদং নাস্তি। ২। ক—পদ্মমধ্যস্থিতম্ । ৩। ক—সদা।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ ! যোগেন্দ্র ! ভক্ত-বৎসল ! ।
পৃচ্ছামি পরমং তত্ত্বং দেবদেব ! সদাশিব ! ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

কথয়িষ্যে জগদ্ধাত্রি ! দুর্গায়াশ্চরিতং শৃণু ।
একা দুর্গা জগদ্ধাত্রী একোঽহং[1] পরমঃ শিবঃ ॥ ২
মদংশাশ্চৈব যে ভূতাস্তে শৈবা নাত্র সংশয়ঃ ।
ত্বদংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি ! ॥ ৩
বহুবর্ষ-সহস্রান্তে শৈবাঃ শক্তি-পরায়ণাঃ ।
শাক্তাশ্চ শঙ্করা দেবি ! যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪
চাণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রা ক্ষত্রিয়া বৈশ্য-সম্ভবাঃ ।
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ! ন মনুষ্যাঃ কদাচন ।
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্মচক্ষুষা ॥ ৫

শ্রীদেবী বলিলেন—হে মহাভাগ ! হে যোগেন্দ্র ! হে ভক্ত-বৎসল ! আমি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে দেবদেব ! হে সদাশিব ! পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি । ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে জগদ্ধাত্রি ! দুর্গার চরিত বলিব, শ্রবণ কর । জগদ্ধাত্রী দুর্গা এক । পরম শিব আমিও এক । ২

যে সমস্ত ভূতগণ আমার অংশভূত, তাহারা সকলেই শৈব, ইহাতে কোন সংশয় নাই । হে গিরিনন্দিনি ! যে সমস্ত ভূতগণ তোমার অংশ সম্ভূত, তাহারা সকলেই শাক্ত, ইহা অতি সত্য । ৩

শৈবগণ যে কোন বংশে উৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসরের শেষে শক্তি পরায়ণ হইয়া থাকেন । হে দেবি ! শাক্তগণ শঙ্কর স্বরূপ । ৪

হে জগদ্ধাত্রি ! চণ্ডাল-বংশ সম্ভূত বা ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভূত বা শূদ্র-বংশ সম্ভূত বা বৈশ্য-কুলোদ্ভূত হইলেও যাহারা শক্তি-পরায়ণ হন, ইঁহারা সকলেই শাক্ত । ইহারা কখনও মনুষ্য নহেন । লোকে কেবল চর্মচক্ষু দ্বারা ইঁহাদিগকে মানুষ দেখে । ৫

---

১ । ক—একো হি ।

শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়া বাপি যঃ কশ্চিদ্ মানবঃ স্মরেৎ।
দুর্গাং দুর্গশতোত্তীর্ণঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬
যথেন্দ্রশ্চ কুবেরশ্চ বরুণঃ সাধকো যথা।
তথা চ সাধকো লোকে দুর্গাভক্তি-পরায়ণঃ ॥ ৭.
অভক্ত্যাপি চ ভক্ত্যা বা যঃ স্মরেদ্ রুদ্রগেহিনীম্।
সুখং ভুক্ত্বেহ লোকে তু স যাস্যতি শিবালয়ম্ ॥ ৮
ইহৈব স্বর্গ-নরকং মোক্ষং বা গিরিনন্দিনি !।
ইহলোকে তু বাসঃ স্যাৎ সর্বং শক্তিময়ং জগৎ।
দুর্গায়াঃ শতনামানি শৃণু ত্বং ভবগেহিনি ! ॥ ৯

দুর্গাশতনামস্তোত্রম্

দুর্গা ভবানী দেবেশী বিশ্বনাথ-প্রিয়া শিবা।
ঘোরদংষ্ট্রা করালাস্যা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা ॥ ১০
রুদ্রাণী তারিণী তারা মাহেশী ভব-বল্লভা।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী মহাদেব-প্রিয়া জয়া ॥ ১১

যে কোন মানব শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় দুর্গাকে স্মরণ করে, সে শত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৬

ইন্দ্র, কুবের বা বরুণ যেমন সাধক, দুর্গা-ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিও ইহলোকে সেইরূপ সাধক। ৭

যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত অথবা অভক্তির সহিত রুদ্রগৃহিণী দুর্গাকে স্মরণ করে, সে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া দেহান্তে শিবলোকে যাইবে। ৮

হে গিরিনন্দিনি। এই লোকে স্বর্গ আছে, নরক আছে, আবার মোক্ষও আছে। ইহলোকে বাস হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, যেহেতু এই সমস্ত জগৎ শক্তিময়। হে ভবগেহিনি। দুর্গার শতনাম তুমি শ্রবণ কর। ৯

দুর্গার শতনাম স্তোত্র

দুর্গা, ভবানী, দেবেশী, বিশ্বনাথ-প্রিয়া, শিবা, ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা। ১০

রুদ্রাণী, তারিণী, তারা, মাহেশী, ভববল্লভা, নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, মহাদেব-প্রিয়া, জয়া। ১১

বিজয়া চ জয়ারাধ্যা সর্বাণী হর-বল্লভা।
অসিতা চাণিমা দেবী লঘিমা গরিমা তথা ॥ ১২
মহেশ-শক্তি[১]র্বিশ্বেশী গৌরী পর্বতনন্দিনী।
নিত্যা চ নিষ্কলঙ্কা চ নিরীহা নিত্য-নূতনা[২] ॥ ১৩
রক্তা রক্তমুখী বাণী বসুযুক্তা বসুপ্রদা।
রামপ্রিয়া রামরতা রঘুনাথ-বর-প্রদা ॥ ১৪
রাজ্যেশ্বরী রাজ্যরতা[৩] কৃষ্ণা কৃষ্ণবর-প্রদা।
যশোদা রাধিকা চণ্ডী দ্রৌপদী রুক্মিণী তথা ॥ ১৫
গুহপ্রিয়া গুহরতা গুহবংশ-বিলাসিনী[৪]।
গণেশজননী মাতা বিশ্বরূপা চ জাহ্নবী ॥ ১৬
গঙ্গা কাশী কালিকা[৫] চ ভৈরবী ভুবনেশ্বরী।
নির্মলা চ সুগন্ধা চ দেবকী দেব-পূজিতা ॥ ১৭
দক্ষজা দক্ষিণা দক্ষা দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী।
সুশীলা সুন্দরী সৌম্যা মাতঙ্গী কমলা কলা[৬] ॥ ১৮

বিজয়া, জয়া, আরাধ্যা, সর্বাণী, হরবল্লভা, অসিতা, অণিমা, দেবী, লঘিমা, গরিমা। ১২

মহেশশক্তি, বিশ্বেশী, গৌরী, পর্বতনন্দিনী, নিত্যা, নিষ্কলঙ্কা, নিরীহা, নিত্যনূতনা। ১৩

রক্তা, রক্তমুখী, বাণী, বসুযুক্তা, বসুপ্রদা, রামপ্রিয়া, রামরতা, রঘুনাথ-বরপ্রদা। ১৪

রাজ্যেশ্বরী, রাজ্যরতা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণবর-প্রদা, যশোদা, রাধিকা, চণ্ডী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী। ১৫

গুহপ্রিয়া, গুহরতা, গুহবংশ-বিলাসিনী, গণেশজননী, মাতা, বিশ্বরূপা, জাহ্নবী। ১৬

গঙ্গা, কাশী, কালিকা, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, নির্মলা, সুগন্ধা, দেবকী, দেব-পূজিতা। ১৭

দক্ষজা, দক্ষিণা, দক্ষা, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী, সুশীলা, সুন্দরী, সৌম্যা, মাতঙ্গী, কমলা, কলা। ১৮

১। খ—মাহেশ্বশক্তিঃ। ২। খ—নিত্যপূতনা। ৩। ক—রাজ্যেশ্বরী রাজ্যরতা। ৪। খ—গুহবংশ-বিনাশিনী। ৫। ক—গঙ্গা কাশী চ কাশী চ। ৬। ক—কমলাম্বিকা।

নিশুম্ভনাশিনী শুম্ভনাশিনী চণ্ড-নাশিনী।
ধূম্রলোচন-সংহন্ত্রী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী ॥ ১৯
উমা গৌরী করাল্য চ কামিনী বিশ্বমোহিনী।
জগদীশ-প্রিয়া জন্ম-নাশিনী ভবনাশিনী ॥ ২০
ঘোর-বক্ত্রা ললজ্জিহ্বা চাট্টহাসা দিগম্বরা।
ভারতী স্বর্গদা দেবী ভোগদা মোক্ষদায়িনী ॥ ২১
ইত্যেবং শতনামানি কথিতানি বরাননে।
নাম-স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২২
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্মৃত্বা দুর্গাপদদ্বয়ম্।
মুচ্যতে জন্মবন্ধেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩
সন্ধ্যাকালে[১] দিবাভাগে নিশায়াং বা নিশামুখে।
পঠিত্বা শতনামানি মন্ত্র-সিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৪
অজ্ঞাত্বা স্তবরাজঞ্চস্তু দশবিদ্যাং ভজেদ্[২] যদি।
তথাপি নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ! ॥ ২৫

নিশুম্ভনাশিনী, শুম্ভনাশিনী, চণ্ডনাশিনী, ধূম্রলোচন-সংহন্ত্রী, মহিষাসুর-মর্দিনী। ১৯

উমা, গৌরী, করালা, কামিনী, বিশ্বমোহিনী, জগদীশপ্রিয়া, জন্মনাশিনী, ভবনাশিনী। ২০

ঘোরবক্ত্রা, ললজ্জিহ্বা, অট্টহাসা, দিগম্বরা, ভারতী, স্বর্গদা, দেবী, ভোগদা, মোক্ষদায়িনী। ২১

হে বরাননে। এইরূপ শতনাম আমি বলিয়াছি। এই নামগুলির স্মরণ-মাত্রেই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২২

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা এই পদদ্বয় স্মরণ করিয়া এই শতনাম পাঠ করে, সে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। ২৩

সন্ধ্যাকালে, দিবাভাগে, নিশামুখে (প্রদোষে) বা রাত্রিতে এই শতনাম পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। ২৪

হে মহেশ্বরি। এই স্তবরাজকে না জানিয়া যদি কেহ দশমহাবিদ্যার ভজনা করে, তথাপি তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, ইহা সত্য সত্য। ২৫

১। ক—সিদ্ধিকালে। ২। ক—সভেৎ।

কামরূপে কামভাগে কামিনী কামমন্দিরে।
কামিনী-বল্লভো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতি-মণ্ডলে ॥ ২৬
বামভাগে তু রমণীং সংস্থাপ্য বরবর্ণিনি !।
তাম্বূল-পূরিতমুখঃ সর্বদা তারিণীং ভজেৎ ॥ ২৭
মহানিশাভাগ-মধ্যে বামে তু বামলোচনাম্।
কৃত্বা তু যো জপেন্মন্ত্রং[১] সিদ্ধিদং সর্বদেহিনাম্ ॥ ২৮
বিলোক্য মুখ-পদ্মঞ্চ বামায়া রমণী-মুখম্।
প্রকরোত্যট্টহাস্যঞ্চ ততো দুর্গা প্রসীদতি ॥ ২৯
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমানন্দ-কারকম্।
নিত্যানন্দং[২] নির্বিকারং নিরীহং তারিণীপদম্ ॥ ৩০
ধ্যাত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি সত্যং পরম-সুন্দরি !।
যথা দুর্গা তথা বামা যথা বামা তথা শিবা ॥ ৩১

কামরূপের কামদেশে কামিনীর কামমন্দিরে এই শতনাম পাঠ করিয়া কামিনীবল্লভ হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করে। ২৬

হে বরবর্ণিনি! তাম্বূল মুখে পূরিয়া নিজের বামভাগে রমণীকে বসাইয়া সর্বদা তারিণীকে ভজনা করিবে। ২৭

মহানিশার মধ্যভাগে নিজের বামদিকে বামলোচনাকে বসাইয়া যে ব্যক্তি সেই তারিণীর সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র জপ করে, তারিণী সেই সমস্ত জীবের সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকেন। ২৮

যে ব্যক্তি তারিণীর মুখপদ্ম ও বামা রমনীর মুখ দেখিয়া অট্টহাস করে, তাহাতে দেবী দুর্গা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ২৯

হে সুন্দরি! পরব্রহ্ম রূপ পরমপদ পরমানন্দকারক নিত্যানন্দময় নির্বিকার নিরীহ (নিশ্চেষ্ট) তারিণীপদ ধ্যান করিয়া মোক্ষলাভ করে। ইহা সত্য। যেমন দুর্গা, সেইরূপ স্ত্রী; যেরূপ স্ত্রী, সেইরূপ শিবা অর্থাৎ বামা ও শিবার কোন ভেদ নাই। ৩০-৩১

১। ক—কৃত্বা জপতি তন্মন্ত্রং সিদ্ধিদং। ২। খ—বিজ্ঞানন্দং।

শিব-শক্তিময়ো ভূত্বা বিহরেৎ সর্বদা শুচিঃ।
বিনা কালী-পদদ্বন্দ্বং কঃ শক্তো ধরণীতলে॥ ৩২
শক্তিহীনঃ শবঃ সাক্ষাচ্ছক্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ।
শক্তিযুক্তো ভবেদ্ বিষ্ণুরথবা বিষ্ণুরেব হি॥ ৩৩
রাজমার্গং শক্তিমার্গং জানীহি জগদম্বিকে!।
অন্য-পূজা ন কর্ত্তব্যা ন স্তুতির্ন চ ভাবনা॥ ৩৪
ন চ ধ্যানং যোগসিদ্ধির্নান্য-মন্ত্রং বিচক্ষণৈঃ।
কেবলং কালিকাপাদ-পদ্মং ভব-বিঘট্টনম্॥ ৩৫
নান্যো দেবো নবা তীর্থং ন ধ্যানং ন চ জল্পনা।
ন তীর্থ-ভ্রমণং চণ্ডি! ন বা চ যোগ-ধারণা॥ ৩৬
স্তুতির্দুর্গা নতির্দুর্গা স্মৃতির্দুর্গা[১] সদাশিবঃ।
ক্ষুধা নিদ্রা দয়া ভ্রান্তিঃ কান্তির্দুর্গা মতির্গতিঃ[২]॥ ৩৭

সর্বদা শুচি ও শিব-শক্তিময় হইয়া বিচরণ করিবে। কালীর পদযুগল ছাড়া এই পৃথিবীতলে কে সমর্থ হইতে পারে। ৩২

শক্তিহীন হইলে সাক্ষাৎ শব হয়। আর শক্তিযুক্ত হইলেই সদাশিব হয়। বিষ্ণু শক্তিযুক্ত হইতে পারেন, অথবা বিষ্ণুই শক্তি। ৩৩

হে জগদম্বিকে। শক্তিমার্গকে রাজমার্গ বলিয়া জানিবে। অন্য দেবতার পূজা কর্ত্তব্য নয়, অন্যের স্তুতি কর্ত্তব্য নয়, অন্যের ভাবনাও কর্ত্তব্য নয়। ৩৪

বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না, অন্য দেবতার ধ্যান করিবে না। ভবযন্ত্রণা বিদীর্ণ কারক কালিকার পাদপদ্ম ধ্যান করিবে। তাহা হইলেই যোগসিদ্ধি হইবে। ৩৫

অন্য—দেব নয়, অন্য—তীর্থ নয়, অন্য দেবতার ধ্যান—ধ্যান নয়, অন্য দেবের স্তুতি—স্তুতি নয়? হে চণ্ডি? অন্য দেবতার তীর্থ ভ্রমণ করিবে না, অন্য যোগ এবং অন্যের ধারণাও করিবে না। ৩৬

দুর্গাই স্তুতি, দুর্গাই নতি, দুর্গা স্মৃতি ও সদাশিব। দুর্গা ক্ষুধা, দুর্গা নিদ্রা, দুর্গা দয়া, দুর্গা ভ্রান্তি, দুর্গা কান্তি, দুর্গা মতি, দুর্গাই গতি। ৩৭

১। ক—স্থিতির্দুর্গা। ২। ক—মতো গতিঃ।

শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ কুবেরো বরুণশ্চ যঃ॥ ৩৮
শক্তিরূপং জগৎ সর্বং যো ন বেত্তি স পাতকী।
এবং শক্তিময়ং বিশ্বং যো বেদ ধরণীতলে॥ ৩৯
স বেদ ধরণীমধ্যে কালিকাং জগদম্বিকাম্।
স এব সর্বশাস্ত্রেষু কোবিদঃ সর্ববল্লভঃ॥ ৪০
শ্মশান-সিদ্ধিং লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শূন্যাগারং শ্মশানং বা শূন্যং পরমকোবিদঃ[১]।
যো বা গচ্ছতি তত্রৈব স বিশ্বেশো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৪১
নিশাভাগে চতুর্দশ্যামমায়াং হরবল্লভে!।
জপেদযুতসংখ্যঞ্চ স সিদ্ধঃ সর্বকর্মসু॥ ৪২
স যোগীন্দ্রঃ স ভাবজ্ঞঃ স ধীরঃ সর্বকর্মসু[২]।
নিত্যানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকার্য্য-বিশারদঃ॥ ৪৩
প্রভাতেঽশ্বত্থ-মূলে চ গত্বা পরম-কোবিদঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সামিষৈর্লোহিতৈরপি॥ ৪৪

শক্তি শিব, শিব শক্তি, শক্তি ব্রহ্মা; শক্তি জনার্দন; এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও বরুণ—ইহারা সকলেই শক্তি। ৩৮

এই সমস্ত জগৎ শক্তিরূপ, ইহা যে না জানে, সে পাতকী। এই ধরণীতলে যে এই বিশ্বকে শক্তিময় জানে, সেই এই পৃথিবীতলে জগদম্বিকা কালিকাকে জানে। সেইই সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত ও সকলের প্রভু হইয়া থাকে। ৩৯-৪০

সে শ্মশান সিদ্ধি লাভ করে, এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শূন্যাগারে, শ্মশানে বা শূন্য (নির্জন) স্থানে কোন শ্রেষ্ঠ ভজনার জন্য গমন করে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বেশ্বর হইয়া থাকে। ৪১

হে হরবল্লভে! চতুর্দশীর নিশাভাগে বা অমাবস্যার নিশাভাগে যে দশ হাজার মন্ত্র জপ করে, সে সমস্ত কর্মে সিদ্ধ হয়। ৪২

সে যোগীন্দ্র, সে ভাবজ্ঞ, সে সমস্ত কর্মে ধীর (পণ্ডিত) হয়। তাহাকে সর্বকার্য্য-বিশারদ ও নিত্যানন্দ জানিবে। ৪৩

শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রভাত কালে অশ্বত্থমূলে গমন করিয়া সামিষ রক্তের দ্বারা পরম ভক্তির সহিত পূজা করিবে। ৪৪

১। ক—বা তুলাং পরমকোবিদৈঃ। ২। খ—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

বিল্বৈর্বিল্বদলৈর্বাপি বিল্বপুষ্পৈর্বরাননে ! ।
জপেল্লক্ষং চতুর্দ্দশ্যামারভ্য বরবর্ণিনি ! ॥ ৪৫
পঞ্চমেন যজেদ্দেবীং বিল্বমূলে দিবানিশম্ ।
তদা বাক্‌সিদ্ধিমাপ্নোতি ক্ষুদ্রো বাচস্পতির্ভবেৎ ॥ ৪৬
আসনং দ্বাদশবিধং সঙ্কেতাসনমুত্তমম্ ।
ভদ্রাসনং তথা পদ্মাসনং সিদ্ধাসনং তথা[১] ॥ ৪৭
সিদ্ধসিদ্ধাসনং দেব্যাসনঞ্চ কুক্কুটাসনম্ ।
বীরাসনং পরং ভদ্রে ! চাসনং[২] বরদাসনম্ ॥ ৪৮
সিংহাসনং পরং দেবি ! শ্মশানাসনমুত্তমম্ ।
শবাসনং বরারোহে ! দেবানামপি দুর্লভম্ ।
যদাশ্রয়েৎ[৩] পরং ব্রহ্মাসনং পরমভূষিতম্ ॥ ৪৯
বামভাগে স্ত্রিয়ং স্থাপ্য ধূপামোদ-সুগন্ধিভিঃ ।
তাম্বূল-চর্বণাদ্যৈশ্চ পূজয়েদ্ ভবগেহিনীম্ ॥ ৫০
ভবানীং তারিণীং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং মনোহরাম্ ।
স্তুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তৎক্ষণাদেব শঙ্করি ! ॥ ৫১

অথবা হে বরাননে ! হে বরবর্ণিনি ! বিল্বপুষ্প, বিল্বদল অথবা বিল্বফলের দ্বারা পূজা করিয়া চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষমন্ত্র জপ করিবে। ৪৫

যে দিবারাত্রি বিল্বমূলে পঞ্চমের দ্বারা দেবীর পূজা করে, সে বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে। ক্ষুদ্র হইলেও সে বাচস্পতি হইতে পারে। ৪৬

হে দেবি ! হে ভদ্রে ! আসন বার প্রকার। তন্মধ্যে সঙ্কেতাসনটি উত্তম। ভদ্রাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, সিদ্ধসিদ্ধাসন, দেব্যাসন, কুক্কুটাসন, বীরাসন, বরদাসন, শ্রেষ্ঠ সিংহাসন, হে দেবি ! শ্মশানাসন উত্তম। ৪৭-৪৮

হে বরারোহে ! শবাসন দেবতাগণেরও দুর্লভ। যে পরম গুণ-ভূষিত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাসনকে আশ্রয় করে এবং যে বামভাগে স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া ধূপের সুগন্ধ, সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা তাম্বূল চর্বন সহকারে ভবগৃহিণীর পূজা করে। ৪৯-৫০

হে শঙ্করি ! সে মনোহরা ব্রহ্মবিদ্যারূপা তারিণীবিদ্যা ভবানীর স্তব করিয়া তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ৫১

১। ক—ভদ্রপীঠাসনং পদ্মাসনং সিদ্ধাসনং তথা। ২। খ—ভদ্রাসনং।
৩। ক—যত্রাশ্রয়েৎ, খ—যমাশ্রয়েৎ।

বিশ্বমাতর্জ্জয়াধারে ! বিশ্বেশ্বরি ! নমোঽস্তু তে ।
করালবদনে ! ঘোরে ! চন্দ্রশেখর-বল্লভে ! ॥ ৫২
মাং তারয় মহাভাগে ! দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাম্ ।
কাম-কল্পলতা-রূপে ! কামেশ্বরি ! কলামতে ! ।
কামরূপে ! চ বিজয়ে ! নিস্তারে ! শববাহিনি[১] ! ॥ ৫৩
গৃহীত্বা শবচণ্ডালং ধৃত্বা ভালং মুখং শিরঃ ।
নাসাং কর্ণৌ চ হৃৎপদ্মং নাভিং লিঙ্গং গুদস্তথা ॥ ৫৪
বাহু পৃষ্ঠঞ্চ জঠরং ধৃত্বা ধৃত্বা মুহুর্মুহুঃ ।
আদৌ মায়াং পুনর্মায়াং পুনর্মায়াং নিয়োজয়েৎ ॥ ৫৫
বধূবীজং তথা লজ্জাং সর্বাঙ্গে নিঃক্ষিপেন্মনুম্ ।
অষ্টোত্তর-মনুং জপ্ত্বা কৃত্বা চ শব-বন্ধনং[২] ॥ ৫৬
পুনর্বিহার-বীজেন নীল-দ্রব্যেণ চক্ষুষী ।
সত্ত্বেন রজসা দেবি ! তমসা নগনন্দিনি[৩] ! ।
হরবীজেন সংমার্জ্য স সিদ্ধেশ্বরতামিয়াৎ ॥ ৫৭

হে বিশ্বমাতঃ ! হে জয়াধারে । হে বিশ্বেশ্বরি । তোমাকে নমস্কার । হে করালবদনে ! হে ঘোরে । হে চন্দ্রশেখর-বল্লভে । হে মহাভাগে । আমাকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ কর । হে কাম-কল্পলতা-রূপে । হে কামেশ্বরি । হে কলামতে । হে কামরূপে । হে বিজয়ে ! হে নিস্তারে । হে শববাহিনি । আমাকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি দাও । ৫২-৫৩

চণ্ডালের শব গ্রহণ করিয়া ললাট, মুখ, মস্তক, ধারণ করিয়া নাসা, দুই কর্ণ, হৃৎপদ্ম, নাভি, লিঙ্গ, গুদ (গুহ্যদেশ), বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঠর, বার বার ধারণ করিয়া প্রথমে মায়া (হ্রীং) পুনরায় মায়া আবার মায়া উচ্চারণ করিবে । ৫৪-৫৫

সর্বাঙ্গে বধূবীজ (স্ত্রীং) আর লজ্জা (হ্রীং) মন্ত্রও নিক্ষেপ (জপ) করিবে । তাহার পর একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া শবকে বন্ধন করিবে । ৫৬

হে দেবি । হে নগনন্দিনি । সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণোময় বিহার বীজে নীল

---

১ । ক—ঘনবাহিনি ।   ২ । ক—কৃত্বা চ বন্দনং শিবং, খ—বন্ধনং শবম্ ।

৩ । খ—পুস্তকে পুনর্বিহারবীজেন নীলদ্রব্যেণ চক্ষুষা । সত্ত্বেন রজসা দেবি । তমসা নগনন্দিনি ।। ইত্যাধং শ্লোকো নাস্তি, ক+গ—পুস্তকে চাস্তি ।

বায়ুস্তম্ভং জলস্তম্ভং বহ্নিস্তম্ভং নগাত্মজে[১]।
তৎক্ষণাদেব দেবেশি! জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮
শূন্যাগারে মহেশানি! ভজেদ্ ধনদ-দিঙ্মুখঃ।
শঙ্খমালা গৃহীতব্যা স্ফাটিকী বাথ রাজতী ॥ ৫৯
চামীকর-ময়ী মালা প্রবাল-ঘটিতাঽথবা।
মূর্দ্ধ্নি দেশে কুল্লুকাঞ্চ জপ্ত্বা শতমনুত্তমম্ ॥ ৬০
তদা মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী মহেশো নাত্র সংশয়ঃ।
স শাক্তঃ শিবভক্তশ্চ ভৈরবশ্চ সদাশিবঃ।
কুলীনশ্চ কুলজ্ঞশ্চ যো জপেৎ তারিণী-মনুম্ ॥ ৬১
হৃৎপদ্মগাং জগদ্ধাত্রীং মূর্দ্ধ্নি সংস্থাং সুরেশ্বরীম্।
ভুজঙ্গিনীং জাগরিণীং ভুজগাদি-বিভূষিতাম্ ॥ ৬২
নারদাদ্যৈঃ সাধকেন্দ্রৈঃ সেবিতাং সিদ্ধ-সেবিতাম্।
অশ্বত্থে বিল্বমূলে বা স্বজায়া-মন্দিরেঽথবা ॥ ৬৩

দ্রব্যের দ্বারা শবের চক্ষুঃ বন্ধন করিবে। হরবীজের দ্বারা মার্জনা করিলে সিদ্ধেশ্বরত্ব লাভ করে। ৫৭

হে নগাত্মজে। হে দেবেশি। তৎক্ষণাৎ বায়ুস্তম্ভ, জলস্তম্ভ ও বহ্নিস্তম্ভ জন্মায়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫৮

হে মহেশানি! শূন্যাগারে উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভজনা করিবে। শঙ্খমালা, স্ফটিকমালা অথবা রাজতী মালা গ্রহণ করিবে। ৫৯

অথবা স্বর্ণময়ী মালা কিম্বা প্রবালের মালা গ্রহণ করিয়া মস্তকে কুল্লুকা জপ করিয়া সাধক একশত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিবে। তখন সে মহেশ হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। কুলীন ও কুলজ্ঞ যে সাধক তারিণীমন্ত্র জপ করে, সে শাক্ত, শিবভক্ত। সে ভৈরব ও সদাশিব। ৫৯-৬০

যে কুলীন ও কুলজ্ঞ সাধক তারিণী মন্ত্র জপ করে; সে মহেশ হইয়া থাকে। অশ্বত্থমূলে অথবা বিল্বমূলে অথবা নিজের স্ত্রীর গৃহে হৃৎপদ্মস্থ জগদ্ধাত্রীকে মস্তকস্থ সুরেশ্বরীকে, সর্পাদি-বিভূষিতা জাগরিণী ভুজঙ্গিনীকে অথবা সিদ্ধ-সেবিত নারদাদি সাধকেন্দ্রর দ্বারা পূজিত পরদেবতা দেবীকে বা কামিনীকে ধ্যান করিবে। ৬১-৬৩

১। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

দেবীং বা কামিনীং বাপি ধ্যায়েৎ পরম-দেবতাম্ ।
আদ্যাং জ্যোতির্ময়ীং বিদ্যামভয়াং বরদাং শিবাম্ ॥ ৬৪
প্রণমেৎ স্তুতিভিশ্চণ্ডীং সর্বদোষ-নিকৃন্তনীম্ ।
শ্মশান-স্থঃ শবস্থো বা প্রপঠেৎ কবচোত্তমম্[১] ॥ ৬৫
তদা শ্মশানে দেবেশি ! শবে বা বরবর্ণিনি ! ।
সিদ্ধির্ভবিষ্যতি তদা পরপক্ষা ন ভৈরবাঃ ॥ ৬৬
উন্মত্তঃ ক্রোধনশ্চণ্ডো ভৈরবো বটুকাত্মকঃ ।
সংহারো ভীষণশ্চৈব তথা চ কালভৈরবঃ ॥ ৬৭
মহাকালভৈরবশ্চ এতে বৈ বসুসংখ্যকাঃ ।
দৃষ্ট্বা শ্মশানং দেবেশি ! শবসাধনমেব চ ॥ ৬৮
নৃত্যন্তি ভৈরবাঃ সর্বে গর্জন্তি রক্তলোচনাঃ ।
অদ্য মৎসদৃশো বাপি অন্যৈব বাতুলোঽপি বা ॥ ৬৯
শব-শ্মশানয়োর্মধ্যে ন জানামি কথঞ্চন ।
মা ভৈষীর্ভৈরবাঃ সর্বে বদিষ্যন্তি চ বন্ধনাৎ ॥ ৭০

অভয়া বরদা শিবা সর্বদোষ-নিকৃন্তনী (ছেদিনী) আদ্যা জ্যোতির্ময়ী বিদ্যা-রূপিণী চণ্ডীকে স্তুতির সহিত প্রণাম করিবে। শ্মশানস্থ অথবা শবস্থ হইয়া উত্তম কবচ পাঠ করিবে। ৬৪-৬৫

হে দেবেশি ! হে বরবর্ণিনি ! যখন শ্মশানে বা শবে স্তবকবচাদি পাঠ করিবে, তখন সিদ্ধিলাভ হইবে। তখন ভৈরবগণও শত্রুপক্ষ হন না। ৬৬

উন্মত্ত-ভৈরব, ক্রোধ-ভৈরব, চণ্ড-ভৈরব, বটুক-ভৈরব, সংহার-ভৈরব, ভীষণ-ভৈরব, কাল-ভৈরব, মহাকাল-ভৈরব—এই আটটি ভৈরব বলিয়া কথিত হন।

হে দেবেশি। রক্তলোচন সমস্ত ভৈরবগণ শ্মশান ও শব সাধন দেখিয়া নৃত্য করেন, গর্জন করেন। অদ্য আমার সদৃশ অথবা অন্য বাতুলও নৃত্য করিয়া থাকে। ৬৭-৬৯

শব ও শ্মশানের মধ্যে কোনরূপে কিছুই জানি না। সমস্ত ভৈরবগণ বলেন—সংসার বন্ধন হইতে ভয় পাইও না। ৭০

১। ক—পাঠে কবচমুত্তমম্।

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাদ্যাঃ কে বা গর্জন্তি সর্বতঃ।
মা ভৈষীশ্চৈব মা ভৈষী মা ভৈষীশ্চৈব চ সাধক!।
যো বা বদিষ্যতি পুরঃ স গুরুস্তত্ত্বকোবিদঃ॥ ৭১
বিনা তন্ত্রপরিজ্ঞানাদ্ বিনা গুরুনিষেবণাৎ।
প্রাণায়ামাদ্ বিনা ধ্যানাদ্ বিনা মন্ত্রবিচালনাৎ॥ ৭২
বিনা জ্ঞানাদ্ বিনা ন্যাসাদ্ বিনা শববিবন্ধনাৎ[১]।
বিনা যোগাদ্ বিনাঽরোগাদ্ বিনা কারণকারণাৎ॥ ৭৩
বিনা শক্ত্যা বিনা ভক্ত্যা বিনা মুক্তি-বিবন্ধনাৎ।
বিনা রোগাদ্ বিনা ভোগাদ্ বিনা কুসুমসঞ্চয়াৎ[২]॥ ৭৪
বিনা ভাবাদ্ বিনা লাভাদ্ বিনা সৎসঙ্গসেবনাৎ।
বিনা জাপাদ্ বিনা তাপাদ্ বিনাপি কামমন্দিরাৎ।
ন হি সিধ্যতি দেবেশি! প্রত্যক্ষং হরবল্লভা॥ ৭৫
যদি ভাগ্যবশাদ্ দেবি! প্রত্যক্ষং হরবল্লভা।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্মহাবিদ্যা প্রসীদতি॥ ৭৬

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বরসম্বাদে চতুর্থঃ পটলঃ॥ ৪॥

সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি কাহারা সমস্ত দিকে গর্জন করিতেছে। সাধক! তুমি ভয় পাইও না, ভয় পাইও না, ভয় পাই না। যে বা সাধকের সাক্ষাতে ইহা বলেন, তিনি গুরু, তিনিই তত্ত্ববিৎ। ৭১

হে দেবেশি! তন্ত্রের পরিজ্ঞান ব্যতীত, গুরুর সেবা ব্যতীত, প্রাণায়াম ব্যতীত, ধ্যান ব্যতীত, মন্ত্রের বিচালন ব্যতীত, জ্ঞান ব্যতীত, ন্যাস ব্যতীত, শববন্ধন ব্যতীত, যোগ ব্যতীত, অরোগ ব্যতীত, কারণ-কারণ ব্যতীত, শক্তি ব্যতীত, ভক্তি ব্যতীত, মুক্তি প্রয়োগ ব্যতীত, রোগ ব্যতীত, ভোগ ব্যতীত, পুষ্পচয়ন ব্যতীত, ভাব ব্যতীত, লাভ ব্যতীত, সৎসঙ্গ সেবা ব্যতীত, জপ ব্যতীত, তাপ ব্যতীত, কামমন্দির ব্যতীত হরবল্লভা দেবী প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হন না। ৭২-৭৫

যদি ভাগ্যবশে হরবল্লভা দেবী প্রত্যক্ষ হন, তবে তখনই সিদ্ধি জন্মে। মহাদেবী প্রসন্না হন। ৭৬

মুণ্ডমালাতন্ত্রের হরপার্ব্বতীর সংবাদে চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ—পুস্তকে অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ২। ক—পুস্তকে স উত্তরার্দ্ধকোঽয়ং নাস্তি, খ—পুস্তকে চাস্তি।

পঞ্চমঃ পটলঃ

একদা পার্বতী দেবী কৈলাস-নিলয়াশ্রয়া।
অট্টহাসং প্রকুর্বন্তী প্রাহ গদ্‌গদয়া গিরা ॥ ১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

দেবদেব! মহাদেব! বিশ্বনাথ! সদাশিব!।
পৃচ্ছামি জগদীশান! মার-মন্দির[১]-ঘর্ষণম্ ॥ ২
কিংবিধং বাপি ভো নাথ! কস্মিন্ কালে মহেশ্বর!।
শিবশক্তিময়ং ব্রহ্ম নিত্যানন্দময়ং বপুঃ[২] ॥ ৩
নবকন্যা-পূজনঞ্চ শ্রুতং বিশ্বেশ্বর! প্রভো!।
কুমারী-পূজনং দেব শ্রুতং তব প্রসাদতঃ ॥ ৪

শ্রীশিব উবাচ—

শৃঙ্গারং দ্বাদশবিধং বিপরীতং চতুর্বিধম্।
চতুর্বিধঞ্চ শৈবানাং নরেষু করণেষু[৩] চ ॥ ৫
যো ন জানাতি বিশ্বেশি! স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ।
পশোরগ্রে ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥ ৬

একদা কৈলাস নিলয়-নিবাসিনী পার্বতী দেবী অট্টহাস্য করিতে করিতে গদ্‌গদবাক্যে বলিয়াছিলেন। ১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেবদেব। হে মহাদেব। হে বিশ্বনাথ। হে সদাশিব! হে জগদীশান! আমার কাম মন্দির ঘর্ষণ (শৃঙ্গার) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২

হে নাথ। হে মহেশ্বর। কাম মন্দির ঘর্ষণটি কিরূপ? এবং উহা কোন কালে কর্ত্তব্য? ব্রহ্ম শিবশক্তিময় নিত্যানন্দ শরীর শুনিয়াছি। ৩

হে প্রভো। হে বিশ্বেশ্বর। নবকন্যার পূজন শুনিয়াছি। হে দেব। তোমার অনুগ্রহে কুমারী পূজনও শুনিয়াছি। ৪

শ্রীশিব বলিলেন—শৃঙ্গার দ্বাদশ প্রকার। বিপরীত শৃঙ্গার চারি প্রকার। শৈবগণের শৃঙ্গার চারি প্রকার। হে বিশ্বেশি। করণভূত মনুষ্যগণের মধ্যে যে ইহা জানে না, সে পশু, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পশুর অগ্রে ইহা কোন প্রকারে প্রকাশ করিবে না, প্রকাশ করিবে না। ৫-৬

১। ক—মম মন্দির-ঘর্ষণম্। ২। খ—পুনঃ। ৩। ক—নরেষু চ করেষু চ।

পশুস্তু দারুণঃ শত্রুঃ সর্বভাব-বিলোপকৃৎ ।
কল্পকোটিশতেনাঽপি বৎসরেণাঽপি.শঙ্করি ! ।
ন হি সিধ্যতি বিশ্বেশি ! সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৭
শৃঙ্গার-রস-লাবণ্যং যো ন জানাতি পণ্ডিতঃ ।
স মূর্খঃ সর্ব-শাস্ত্রেষু শক্তি-ভ্রষ্টো ন সংশয়ঃ ॥ ৮
শৃঙ্গার-রস-লাবণ্যে শাক্তানন্দো যথা ভবেৎ ।
ন শৈবে বৈষ্ণবে নাঽপি সৌরে বা গাণপত্যকে ॥ ৯
তথানন্দো মহেশানি ! জায়তে ন কথঞ্চন ।
শিবো জাতিঃ শিবো গোত্রং শিবো ধর্মঃ শিবো মতিঃ[১] ।
শিবঃ কর্ত্তা শিবঃ পাতা শিবো হর্ত্তা শিবাত্মকঃ ॥ ১০
শিবো বুদ্ধিঃ শিবঃ শান্তিঃ শিবো গতিঃ শিবো মতিঃ ।
শিবঃ ক্রিয়া শিবো ভক্তিঃ শিবো মুক্তিঃ শিবাত্মিকা[২] ॥ ১১
শিবোঽহং নাত্র সন্দেহো জীবোঽহং শিব এব হি ।
ইত্যেবং যস্য মনসি বর্ত্ততে গিরি-নন্দিনি ! ।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্মুক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১২

সমস্ত ভাবের বিলোপকারী পশু দারুণ শত্রু। হে শঙ্করি। হে বিশ্বেশি। কল্পকোটি শত বৎসরেও পশু সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ইহা সত্য সত্য বলিতেছি। ৭

যে পণ্ডিত শৃঙ্গার রসের লাবণ্য জানে না, সে সমস্ত শাস্ত্রেই মূর্খ, সে শক্তি ভ্রষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই। ৮

হে মহেশানি। শৃঙ্গার রসের লাবণ্যে যেরূপ শাক্তানন্দ হয়, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্যে এরূপ আনন্দ কোন প্রকারে হয় না। ৯

শিবই জাতি, শিবই গোত্র, শিবই ধর্ম, শিবই মতি। শিবই কর্ত্তা, শিবই পাতা (রক্ষক) শিবই হর্ত্তা (সংহারক), শিবই শিবাত্মক। ১০

শিবই বুদ্ধি, শিবই শান্তি, শিবই গতি, শিবই মতি, শিবই ক্রিয়া, শিবই ভক্তি, শিবই শিবাত্মক মুক্তি। ১১

হে গিরিনন্দিনি। আমি শিব, এই জীবও শিবই। এইরূপ ভাব যাহার মনে থাকে, তখনই তাহার সিদ্ধি ও অব্যভিচারিণী মুক্তি হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১২

১। ক—শিবো রতিঃ। ২। খ—পুস্তকে শ্লোকোঽয়ং নাস্তি।

শক্তিমার্গে বরারোহেঽবধূতঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
অবধূতী যস্য রামা[1]ঽবধূতস্তু স্বয়ং ভবেৎ ।
যত্র কুত্র নিবাসশ্চ কৈলাসো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
মন্দিরং তস্য কৈলাসং স্তম্ভং মণিময়ং স্মৃতম্ ।
বৃক্ষাশ্চ পর্বতাশ্চৈব[2] ক্ষুদ্রাঃ সর্বপ্রিয়ে ! শিবে ! ॥ ১৪
ক্ষুদ্রাশ্চ বান্ধবা রুদ্রাঃ সুপ্রধানাঃ সদাশিবাঃ ।
ভৈরবাঃ কিঙ্করাঃ সর্বে ভৈরব্যশ্চেটিকাদিকাঃ ॥ ১৫
এবং কৈলাস-ভবনং সর্বানন্দকরং পরম্ ।
মনোরমং সুখময়ং সর্বশক্তিময়ং তথা ।
সর্বপ্রিয়ং গুণময়ং সর্বসৌখ্যাদি-সম্ভবম্ ॥ ১৬
এবং সর্বময়ং সৌখ্যং যো বেদ ক্ষ্মাতলে[3] প্রিয়ে ! ।
সর্বশক্তিযুতো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতি-মণ্ডলে ॥ ১৭
কৃষ্ণাষ্টম্যাং নবম্যাং বা প্রজপেদযুতং নিশি ।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি মন্ত্রধ্যানপুরঃসরম্[4] ॥ ১৮

হে বরারোহে ! শক্তিমার্গে অবধূত নিজেই শঙ্কর স্বরূপ। যাহার সুন্দরী স্ত্রী অবধূতী, সে নিজেই অবধূত হইতে পারে। তাঁহার যে কোন স্থানে বাস হউক, তাহা কৈলাস, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ১৩

তাহার গৃহটি কৈলাস স্বরূপ, স্তম্ভগুলি মণিময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে সর্বপ্রিয়ে শিবে ! ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি পর্বত স্বরূপ। ১৪

তাহার ক্ষুদ্র বান্ধবগণ রুদ্র-স্বরূপ, সুপ্রধান বান্ধবগণ সদাশিব স্বরূপ। সকল ভৃত্য ভৈরব স্বরূপ, দাসী প্রভৃতি ভৈরবী স্বরূপ। ১৫

এইরূপ কৈলাসভবন সর্বানন্দকর, পরম মনোহর সুখময় ও সর্বশক্তিময়। ইহা সকলের প্রিয়, সর্বগুণময়, সমস্ত সৌখ্যাদির জনক। ১৬

হে প্রিয়ে ! এই পৃথিবীতলে যে কৈলাসকে এইরূপ সর্বগুণময় সুখপ্রদ বলিয়া জানে, সে পৃথিবীতলে সর্বশক্তিময় হইয়া বিচরণ করে। ১৭

মন্ত্রধ্যানপূর্বক কৃষ্ণা অষ্টমী বা কৃষ্ণা নবমীর রাত্রিতে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিবে। ১৮

১। ক—বামা। ২। খ—ব্রহ্মণশ্চ রতাশ্চৈব। ৩। ক—.যা বৈ ব্রহ্মাতি হে প্রিয়ে। ৪। ক—মন্ত্রকালপুরঃসরঃ।

এবং ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা গুপ্তা গুপ্ততরা স্মৃতা।
গুপ্তা গুপ্ততরা পূজা প্রকটাৎ সিদ্ধিনাশিনী ॥ ১৯
অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥ ২০
এবং বিধান-সম্ভূতং[1] শ্রুতং তন্ত্রং চ মোহনম্।
কুলজ্ঞানং[2] কুলীনস্য যোগিনীহৃদয়ং শ্রুতম্ ॥ ২১
সম্মোহনং বীরতন্ত্রং শ্রুতং শ্রীতন্ত্রমুত্তমম্।
কুলার্ণবং তথা কালীতন্ত্রং কালীবিলাসকম্ ॥ ২২
শ্রীকালীকল্পলতিকা শ্রুতা চ পরমাদরাৎ।
মতভেদে চ গুপ্তা সা পূজা প্রকট-নাশিনী ॥ ২৩
অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শাক্তাঃ ক্রিয়া-শাক্তা বরাননে!।
ভক্তি-শাক্তা ধ্যান-শাক্তাঃ কামশাক্তা মহেশ্বরি!।
রতিশাক্তাঃ শক্তিশাক্তাঃ সর্বকর্মসু নান্যথা ॥ ২৪

এইরূপ পূজা ক্রিয়া সুন্দররূপে কর্ত্তব্য। এইরূপ পূজা ক্রিয়া গুপ্তা হইতেও গুপ্ততরা বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুপ্তা হইতে গুপ্ততরা পূজার প্রকাশ হইলে সিদ্ধিনাশ হয়। ১৯

নানারূপধর কৌলগণ অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভাতে বৈষ্ণব হইয়া মহীতলে বিচরণ করেন। ইহা কথিত হইয়াছে। ২০

এইরূপ বিধান জনক মোহন তন্ত্র শুনিয়াছি। কুলীনের কুলজ্ঞান জনক যোগিনী হৃদয় শুনিয়াছি। ২১

সম্মোহন, বীরতন্ত্র ও উত্তম শ্রীতন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। কুলার্ণবতন্ত্র, কালীতন্ত্র, কালীবিলাস তন্ত্র শুনিয়াছি। ২২

পরম আদরের সহিত শ্রীকালী-কল্পলতিকা শুনিয়াছি। মতভেদে সেই পূজা গুপ্তা। উহার প্রকাশে সিদ্ধিনাশ হয়। ২৩

হে বরাননে! শাক্তগণ অন্তরে শাক্ত, বাহিরেও শাক্ত, ক্রিয়াতেও শাক্ত। হে মহেশ্বরি! তাঁহারা ভক্তিতে শাক্ত, ধ্যানে শাক্ত, কামে শাক্ত, রতিতে শাক্ত, সমস্ত কর্মের শক্তিতেও শাক্ত; অন্য প্রকার নহেন। ২৪

১। খ—এবং বিধানং সম্ভূতং। ২। ক—কুলাজ্ঞানং।

অন্তঃ শৈবা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বা গৃহেঽথবা ।
বৈষ্ণবাস্তাদৃশা এব সর্বকালেষু শঙ্করি ! ।
ইত্যেবং পরমো ভাবো গদিতঃ সর্বযোনিষু ॥ ২৫
এবং ভাবং সমাশ্রিত্য শাক্তাঃ পরম-পূজকাঃ ।
নিত্যানন্দময়াঃ সর্বে ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ ॥ ২৬
সদা শক্তি-বিহারঞ্চ সদানন্দ-পরিপ্লুতাঃ ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ[১] সর্বকর্মসু কৌশলাঃ ॥ ২৭
কুলধর্মং সমাশ্রিত্য যে বসন্তি মহীতলে ।
তে শিবাস্তাঃ শিবা দেব্যো[২] ভবন্তি কুলধর্মতঃ ॥ ২৮
কুলীনঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ[৩] কুলীনস্তু হরিঃ স্বয়ম্ ।
কুলীনো বাসবো দেবঃ কুলীনস্তু পিতামহঃ ॥ ২৯
কুলীনা মুনয়ঃ সর্বে কুলীনাঃ পিতরঃ স্বয়ম্ ।
কিন্নরাশ্চ কুলীনাশ্চ নরাশ্চ পশুজীবিনঃ ॥ ৩০
অসুরাশ্চ কুলীনাশ্চ কুলজা ন কুলীনকাঃ ।
অতো ন ভক্তির্নো মুক্তিরসুরাণাং কদাচন ॥ ৩১

হে শঙ্করি। সভায় অথবা গৃহে শৈবগণ অন্তরে শৈব, বাহিরেও শৈব। সমস্ত কালে বৈষ্ণবগণও সেইরূপই—অন্তরে বৈষ্ণব, বাহিরেও বৈষ্ণব। সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে এইরূপ পরম ভাব কথিত হইয়াছে। ২৫

পরম পূজক শাক্তগণ এইরূপ ভাব আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহারা সকলে নিত্যানন্দময় ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখরের তুল্য। ২৬

তাঁহারা সর্বদা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া সর্বদা শক্তির সহিত বিহার করেন। তাঁহাদিগকে সমস্ত কর্মে কুশল ও সদানন্দময় জানিবে। ২৭

যে ব্যক্তিগণ পৃথিবীতলে কুলধর্মকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন, তাঁহারা কুলধর্ম প্রভাবে শিবস্বরূপ হইয়া যান, তাঁহাদের স্ত্রীগণ শিবাস্বরূপ হইয়া থাকেন। ২৮

দেবদেব শঙ্করকে কুলীন জানিবে। স্বয়ং হরিও কুলীন। ইন্দ্র দেবও কুলীন। পিতামহও কুলীন। ২৯

সমস্ত মুনিগণ কুলীন স্বরূপ। পিতৃপুরুষগণ স্বয়ং কুলীনগণ স্বরূপ। কিন্নরগণ কুলীন স্বরূপ। পশুজীবী মনুষ্যগণ এবং অসুরগণও কুলীন হইতে

১। খ—সদানন্দং পরিজ্ঞায়। ২। ক—তে শিবাস্তে শিবা জীবা। ৩। খ—দেবঃ।

রাক্ষসাশ্চ কুলীনাশ্চ গন্ধর্বাপ্সর-যক্ষজাঃ ।
দেবীভক্তিং সমাস্থায় কৃতার্থাশ্চ মহীতলে ॥ ৩২
বিনা দুর্গা-পরিজ্ঞানাদ্ বিফলং পূজনং[১] জপঃ ।
তপঃ ক্রিয়া বিশুদ্ধিঃ স্যাদেতৎ সর্বমনর্থকম্[২] ॥ ৩৩
মূর্খো বা পণ্ডিতো বাপি ব্রাহ্মণো বা বরাননে ! ।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যজঃ শূদ্রশ্চাণ্ডালো বরবর্ণিনি ! ।
সর্বে তুল্যাশ্চ শাক্তাশ্চ এতৎ সর্বার্থসাধকম্[৩] ॥ ৩৪
শৃণু দেবি ! বরারোহে ! মম বাক্যং সুনিশ্চিতম্ ।
শৃঙ্গার-রসলাবণ্যং কোবিদঃ সর্বকর্মসু ॥ ৩৫
শৃঙ্গারাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ শৃঙ্গারাজ্জায়তে রতিঃ ।
শৃঙ্গারাচ্ছঙ্করস্তুষ্টঃ শৃঙ্গারাদপি পার্বতী ॥ ৩৬
সন্তুষ্টা ত্বঞ্চ সন্তুষ্টো হ্যহমেব বরাননে ! ।
শৃঙ্গার-শব্দং[৪] ললিতং কর্কশং বা সুরেশ্বরি ! ॥ ৩৭

পারেন। কিন্তু কুলজ হইলেই কুলীন হয় না। অতএব অকুলীন অসুরগণের কখনও ভক্তি হয় না, মুক্তিও হয় না। ৩০-৩১

কুলীন রাক্ষসগণ ও গন্ধর্ববংশজাত, অপ্সরাবংশজাত, যক্ষবংশজাত ব্যক্তিগণ দেবীভক্তি অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীতে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ৩২

দুর্গার পরিজ্ঞান ব্যতীত পূজা ও জপ বিফল। তপস্যা, পূজা ক্রিয়ার বিশুদ্ধি—এ সমস্ত অনর্থক হয়, জানিবে। ৩৩

হে বরাননে! হে বরবর্ণিনি! মূর্খ বা পণ্ডিত অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডাল শাক্ত হইলেই সকলে তুল্য হইয়া থাকে, ইহা সমস্ত পুরুষার্থের সাধন। ৩৪

হে দেবি! হে বরারোহে! আমার এই সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর। শৃঙ্গার রসের লাবণ্য জানিলেই সমস্ত কর্মে পণ্ডিত হয়। ৩৫

শৃঙ্গার হইতে সৃষ্টি হয়, শৃঙ্গার হইতে রতি জন্মে। শৃঙ্গার হইতে শঙ্কর তুষ্ট হন। শৃঙ্গার হইতে পার্বতীও তুষ্ট হন। ৩৬

হে বরাননে! হে সুরেশ্বরি! ললিত বা কর্কশ শৃঙ্গার শব্দ শ্রবণ করিয়া তুমি সন্তুষ্ট। আমিও সন্তুষ্ট। ৩৭

১। ক—জীবনং তপঃ। ২। খ—সর্বার্থ-সাধনম্।
৩। খ—ক্রিয়া বিশুদ্ধিঃ স্যাদেতৎ সর্বমনর্থকং বিদুঃ। ৪। খ—প্রহার-শব্দং।

শৃঙ্গার-শব্দ-মাত্রেণ জনা যাস্যন্তি সদ্গতিম্।
স্ত্রিয়ো দেব্যঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্॥ ৩৮

স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাসু নিন্দাপ্রহারকম্।
বর্জয়েদ্ দেবদেবেশি! ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতঃ॥ ৩৯

স্ত্রীরূপং তারিণীরূপং যো বেত্তি ধরণীতলে।
স শ্রীপতিশ্চ[১] বিজ্ঞেয়ঃ স এব পার্বতীপতিঃ॥ ৪০

কুজে শনৈশ্চরে বারে গুরৌ বা ভার্গবে তথা।
তৃতীয়াং বা দ্বিতীয়াং বা পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ৪১

প্রথমো ভক্তি-সম্পন্নো জনো বাপি জনার্দনঃ।
আদ্যাং[২] জ্যোতির্ময়ীং দেবীং চতুর্থীং বাপি শঙ্করি!॥ ৪২

পূজয়েৎ পঞ্চমীং বিদ্যাং পঞ্চমেন বিভূষিতাম্।
পঞ্চানন-প্রিয়াং দুর্গাং পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ৪৩

শৃঙ্গার শব্দমাত্রের দ্বারা মনুষ্যগণ সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ সমস্ত দেবীস্বরূপ; স্ত্রীগণ প্রাণসমূহ স্বরূপ। স্ত্রীগণই সকলের বিভূষণ। ৩৮

স্ত্রীর প্রতি দ্বেষ কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের নিন্দা করিবে না। হে দেবেশি! তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা বিবর্জিত হইবে। তাহাদিগের প্রতি প্রহারও বর্জন করিবে। ৩৯

এই ধরণীতলে যে ব্যক্তি স্ত্রীরূপকে তারিণীরূপ বলিয়া জানে, তাহাকে শ্রীপতি বলিয়া জানিবে। সেই পার্বতীপতি। ৪০

মঙ্গলবারে, শনিবারে, গুরুবারে বা শুক্রবারে তৃতীয়া বা দ্বিতীয়া তিথিতে ভক্তিভাবে পূজা করিবে। ৪১

হে শঙ্করি! প্রথম ভক্তিসম্পন্ন মানুষ অথবা লোকপীড়ক মানুষ আদ্যা জ্যোতির্ময়ী দেবীকে অথবা চতুর্থী দেবী ভুবনেশ্বরীকে পূজা করিবে। ৪২

অথবা পঞ্চমের দ্বারা বিভূষিতা পঞ্চমী বিদ্যা ভৈরবীকে পূজা করিবে। ভক্তিভরে শিবপ্রিয়া দুর্গাকে পূজা করিবে। ৪৩

১। ক—শ্রীপতিশ্চ। ২। খ—আদ্যাং।

এষা ক্রিয়া বরারোহে ! সাত্ত্বিকী রাজসী তথা ।
তামসী চৈব দেবেশি ! শ্রুতা পূজা মহেশ্বরি ! ॥ ৪৪
যা যা পূজা নিগদিতা সা সা পূজা ত্বয়া শ্রুতা ।
ইদানীং কুণ্ড-পুষ্পেণ গোল-পুষ্পেণ শঙ্করি ! ॥ ৪৫
চক্রপুষ্পেণ শূলেন বজ্রপুষ্পেণ পার্বতি ! ।
কালপুষ্পেণ দেবেশি ! পূজয়েদ্ হরবল্লভাম্ ॥ ৪৬
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
কুলমার্গরতো জীবঃ শিব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭
কুলধর্মার্থগো জন্তুর্বিহরেৎ কুলমার্গকে ।
কুলপুষ্পং সমাশ্রিত্য কুলীনাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৮
কলৌ মৎস্যং কলৌ মাংসং মদ্যং মুদ্রাঞ্চ মৈথুনম্ ।
যথা দিব্যস্তথা বীরো নাস্তি ভিন্নঃ শুচিস্মিতে ! ॥ ৪৯
ভক্ষণাৎ পঞ্চমস্যাপি ন দোষো জায়তে নৃণাম্ ।
অশক্তানামকর্ত্তব্যং সর্বযোনি-বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫০

হে বরারোহে! এই পূজা ক্রিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে। হে দেবেশি! হে মহেশ্বরি! এই তিন প্রকার পূজা তুমি শুনিয়াছ। ৪৪

যে যে পূজা বলিয়াছি, সেই সেই পূজা তুমি শুনিয়াছ। হে শঙ্করি! এখন কুণ্ডপুষ্প ও গোলপুষ্পের দ্বারা পূজার কথা বলিতেছি। ৪৫

হে পার্বতি! হে দেবেশি! কুণ্ডপুষ্পের দ্বারা, গোলপুষ্পের দ্বারা, চক্রপুষ্পের দ্বারা, শূল পুষ্পের দ্বারা, বজ্রপুষ্পের দ্বারা ও কালপুষ্পের দ্বারা হরবল্লভাকে পূজা করিবে। ৪৬

তখন সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহা সত্য সত্য। ইহাতে কোন সংশয় নাই। কুলমার্গে রত জীব শিবই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৭

কুলধর্মরক্ষা পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা কুলমার্গে বিচরণ করিবে। কুলপুষ্প আশ্রয় করিয়া কুলীনাশ্রমে বাস করিবে। ৪৮

কলিকালে মৎস্য, কলিকালে মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন বিহিত আছে। দিব্য যেরূপ, বীরও সেরূপ, হে শুচিস্মিতে! উহারা ভিন্ন নহেন। ৪৯

পঞ্চমের ভক্ষণ হইতে মনুষ্যগণের কোন দোষ জন্মায় না। সমস্ত প্রাণীর শক্তিবর্দ্ধক মদ্যপান অশক্তের কর্ত্তব্য নহে। ৫০

মন্তপানং ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কলৌ যুগে।
শাক্তানাং চৈব শৈবানাং[1] কর্ত্তব্যং সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৫১
মহাপীঠাশ্রমং[2] যাতি মহাপীঠস্য দর্শনাৎ।
মহাপীঠে যজেদ্ দেবীং ভক্ত্যা পরম-যত্নতঃ[3] ॥ ৫২
পূজয়েদ্ রক্ত-পুষ্পৈশ্চ রক্তগন্ধানুলেপনৈঃ।
বিল্বপত্রৈস্তথা পুষ্পৈর্মণি-পুষ্পৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ৫৩
রক্তাম্বুজৈ রক্তমাল্যৈ রক্তাভরণভূষণৈঃ।
মহিষৈশ্চ যজেদ্ দেবীং মেষজৈঃ ক্ষতজৈরপি ॥ ৫৪
ছাগলৈর্লোহিতৈর্দেবীং গাত্রজৈর্ব্রাহ্মণৈরপি।
এবংবিধি-বিধানেন পূজনং তব সুন্দরি! ॥ ৫৫
কর্ত্তব্যং জীবলোকেষু গুহ্যং[4] তব মহেশ্বরি!।
এবং তব বিধাতব্যা পূজা ত্রিভুবনেশ্বরি! ॥ ৫৬
তদা সিদ্ধেশ্বরো[5] ভূত্বা গাণপত্যং লভেৎ তু সঃ।
ন প্রকাশ্যং পশোরগ্রে মম দিব্যং সুরেশ্বরি! ॥ ৫৭

মন্তপান কর্ত্তব্য নহে, কলিযুগে সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু শৈব ও শাক্তগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ মন্তপান কর্ত্তব্য। ৫১

মহাপীঠের দর্শনের জন্য মহাপীঠাশ্রমে গমন করিবে। পরম যত্ন সহকারে ভক্তির সহিত মহাপীঠে দেবীর পূজা করিবে। ৫২

রক্ত চন্দন, রক্ত অনুলেপন, রক্ত পুষ্প, বিল্বপত্র, বিল্বপুষ্প, মণিপুষ্প ও চম্পক পুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৫৩

রক্তপদ্ম, রক্তমাল্য, রক্ত আভরণ, রক্তভূষণ, মহিষ ও মেষজাত রক্তের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৫৪

হে সুন্দরি! ছাগলের দ্বারা এবং তাহার গাত্রোৎপন্ন রক্তের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ব্রাহ্মণগণও এই বিধি অনুসারে তোমার পূজা করিবেন। ৫৫

হে মহেশ্বরি! জীবলোকে তোমার এই গুহ্য পূজন কর্ত্তব্য। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! এই প্রকারে তোমার পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ৫৬

যে এই প্রকারে পূজা করে, সে তখন সিদ্ধেশ্বর হইয়া গাণপত্য লাভ করে। হে সুরেশ্বরি! আমার দিব্য, পশুর অগ্রে ইহা প্রকাশ্য নহে। ৫৭

১। ক—শাক্তানাং। ২। ক—মহাপীঠাশ্রমং যাতি মহাপীঠস্য দর্শনম্।
৩। ক—পরময়া যুতঃ। ৪। খ—গ্রাহ্যং। ৫। ক—সিদ্ধীশ্বরো, খ—তদা সিদ্ধেশ্বরো।

পশোর্দর্শনমাত্রেণ নশ্যন্তি ধীর-শুদ্ধয়ঃ[১] ।
মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী ॥ ৫৮

অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব-জীবত্ব-পরিনাশিনী ।
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্বসৌভাগ্য-দায়িনী ॥ ৫৯

ভক্তি-মুক্তি-প্রদা চৈব সর্বাপৎ-পরিনাশিনী ।
সর্বদোষক্ষয়করী সর্বশত্রুনিপাতিনী ॥ ৬০

সর্বরোগক্ষয়করী সর্ববন্ধ-বিমোচনী ।
ন বীরাণাং পশূনাঞ্চ বাহ্যপূজাঽধমাধমা[২] ।
কেবলানাঞ্চ দিব্যানাং বাহ্য-পূজাধমা ইতি ॥ ৬১

তোড়লে জামলে দেবি ! শ্রুতা পূজা চ বিস্তরাৎ ।
তথাপি পূজা সংক্ষেপাৎ ময়োক্তা গিরিনন্দিনি ! ॥ ৬২

স্তুতিপাঠাদ্ দৃঢ়জ্ঞানাৎ পূজনাচ্ছিব-সুন্দরি ! ।
সুপ্রসন্না মহাবিদ্যা-জপাৎ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৬৩

পশুর দর্শনমাত্রে পণ্ডিতগণের শুদ্ধিসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। এই পূজা মহাসিদ্ধিকরী, মানসী পূজা মুক্তিদায়িনী। ৫৮

অন্তর্যাগাত্মিকা সমস্ত পূজা জীবত্বকে নাশ করে। রাজসী বাহ্য-পূজা সমস্ত সৌভাগ্য দান করে। ৫৯

এই রাজসী পূজা ভোগ ও মোক্ষ দান করে, সমস্ত আপৎ নাশ করে, সমস্ত দোষ ক্ষয় করে, সমস্ত শত্রু নিপাত করে। ৬০

সমস্ত রোগ ক্ষয় করে, সমস্ত বন্ধ মোচন করে। বীর ও পশুগণের এই বাহ্য পূজা অধমাধমা নহে। কেবল-দিব্যগণের এই বাহ্যপূজা অধমাধম। ৬১

হে দেবি। তোড়লতন্ত্রে ও জামলতন্ত্রে বিস্তরপূর্বক তুমি পূজা শুনিয়াছ। তথাপি হে গিরিনন্দিনি। এখানে সংক্ষেপে পূজা বলিয়াছি।

হে শিবসুন্দরি ! স্তুতিপাঠ, দৃঢ়জ্ঞান ও পূজা হইতে মহাবিদ্যা সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন। জপ হইতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৬৩

১। ক—বীরশুদ্ধয়ঃ। ২। খ+গ—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোহয়ং নাস্তি।

জপাদ্ভক্তির্জপান্মুক্তির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ ক্রিয়া[১] ।
জপাৎ তন্ত্রং জপান্মন্ত্রং জপাদ্ যন্ত্রং সুরেশ্বরি ! ॥ ৬৪
জপাৎ কান্তির্জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছ্রদ্ধা জপাদ্ দয়া[২] ।
জপাৎ তুষ্টির্জপাৎ পুষ্টির্জপাদ্ গতির্জপান্মতিঃ ॥ ৬৫
জপাদ্ বুদ্ধির্জপাল্লক্ষ্মীর্জপাজ্ জাতির্জপাৎ স্থিতিঃ ।
জপাৎ[৩] শান্তির্জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছান্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বরসংবাদে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৫ ॥

হে সুরেশ্বরি ! জপ হইতে ভক্তি হয়। জপ হইতে মুক্তি হয়। জপ হইতে সিদ্ধি হয়। জপ হইতে ক্রিয়া, জপ হইতে তন্ত্র, জপ হইতে মন্ত্র ও জপ হইতে যন্ত্র হয়। ৬৪

জপ হইতে কান্তি, জপ হইতে শান্তি, জপ হইতে শ্রদ্ধা, জপ হইতে দয়া, জপ হইতে তুষ্টি, জপ হইতে পুষ্টি, জপ হইতে গতি ও জপ হইতে মতি হয়। ৬৫

জপ হইতে বুদ্ধি, জপ হইতে লক্ষ্মী, জপ হইতে জন্ম ও জপ হইতে স্থিতি হয়। জপ হইতে শান্তি হয়, শান্তি হয়, শান্তি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৬৬

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর সংবাদে পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। ক—জপাদ্ ভক্তির্জপাদ্ ভুক্তির্জপান্মুক্তির্জপাৎ ক্রিয়া।
২। খ—পুস্তকে জপাৎ কান্তিরিত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি।
৩। খ—জপাৎ কান্তির্জপাচ্ছান্তিঃ।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

পুরা শ্রুতং মহাদেব ! শবসাধনমেব চ।
শ্মশান-সাধনং নাথ ! শ্রুতং পরমমাদরাৎ ॥ ১
ন স্তোত্রং কবচং নাথ ! শ্রুতং ন শবসাধনে।
কবচেন মহাদেব ! স্তোত্রেণৈব চ শঙ্কর !।
কথং সিদ্ধির্ভবেদ্ দেব ! ক্ষিপ্রং তদ্ ব্রুহি সাম্প্রতম্ ॥ ২

শিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! বরারোহে ! দুর্গে ! পরমসুন্দরি !।
সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ স্যাৎ শঙ্করস্য নিয়ন্ত্রণাৎ[১] ॥ ৩

দুর্গাকবচম্

সিদ্ধিং সিদ্ধেশ্বরী পাতু মস্তকং পাতু কালিকা।
কপালং কামিনী ভালং পাতু নেত্রং নগেশ্বরী ॥ ৪

শ্রীদেবী বলিলেন—হে মহাদেব ! পূর্বে শবসাধন শুনিয়াছি। হে নাথ ! আদরের সহিত শ্রেষ্ঠ শ্মশান সাধনও শুনিয়াছি। ১

হে নাথ ! শবসাধনে স্তোত্র শুনি নাই, কবচও শুনি নাই। হে মহাদেব ! হে দেব। হে শঙ্কর ! কবচের দ্বারা এবং স্তোত্রের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধি হয়, সম্প্রতি তাহা সত্বর বলুন। ২

শ্রীশিব বলিলেন—হে বরারোহে। হে পরম-সুন্দরি। হে দুর্গে। শুন। শঙ্করের শাসন (উপদেশ) অনুসারে সিদ্ধিলাভের জন্য কবচের প্রয়োগ হয়। ৩

সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিকে রক্ষা করুন। কালিকা মস্তককে রক্ষা করুন। কামিনী কপাল ও ললাট রক্ষা করুন। নগেশ্বরী নেত্রকে রক্ষা করুন। ৪

১। ক—সিদ্ধার্থে বিনিয়োগশ্চ কবচস্য নিয়ন্ত্রণাৎ।

খ—পুস্তকে শঙ্করস্য নিয়ন্ত্রণাদিত্যাদ্যারভ্যতারা সংস্তোত্রয়োর্মধ্যে চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তমাষ্টম-শ্লোকা নাস্তি। অস্তি চৈবং শ্লোকদ্বয়ম্—সিদ্ধিং সিদ্ধেশ্বরী পাতু মস্তকং জগদম্বিকা।

কণ্ঠং কালী সদা পাতু মুখং নীল-সরস্বতী ॥ ৪
করৌ করালবদনা পাতু নিতম্বং মহেশ্বরী।
পুত্রান্ রক্ষতু মে চণ্ডী ধনং পাতু ধনেশ্বরী ॥ ৫

কর্ণৌ বিশ্বেশ্বরী পাতু হৃদয়ং জগদম্বিকা।
কালী সদা পাতু মুখং জিহ্বাং নীল-সরস্বতী ॥ ৫
করৌ করাল-বদনা পাতু নিত্যং সুরেশ্বরী।
দন্তং গুহ্যং নখং নাভিং পাতু নিত্যং হিমাত্মজা ॥ ৬
নারায়ণী কপোলঞ্চ গণ্ডাগণ্ডং সদৈব তু।
কেশং মে ভদ্রকালী চ দুর্গা পাতু সুরেশ্বরী ॥ ৭
পুত্রান্ রক্ষতু মে চণ্ডী ধনং পাতু ধনেশ্বরী।
স্তনৌ বিশ্বেশ্বরী পাতু সর্বাঙ্গং জগদীশ্বরী ॥ ৮
উগ্রতারা সদা পাতু মহানীল-সরস্বতী।
পাতু জিহ্বাং মহামায়া পৃষ্ঠং মে জগদম্বিকা ॥ ৯
হরপ্রিয়া পাতু নিত্যং শ্মশানে জগদীশ্বরী।
সর্বান্ পাতু[১] চ সর্বাণী সদা রক্ষতু চণ্ডিকা ॥ ১০
কাত্যায়নী কুলং পাতু সদা চ শববাহিনী।
ঘোরদংষ্ট্রা করালাস্যা পার্বতী পাতু সর্বদা ॥ ১১

বিশ্বেশ্বরী কর্ণ দুইটিকে রক্ষা করুন। জগদম্বিকা হৃদয়কে রক্ষা করুন। কালী সর্বদা মুখকে রক্ষা করুন। নীল সরস্বতী জিহ্বাকে রক্ষা করুন। ৫

করালবদনা সুরেশ্বরী হাত দুইটিকে সর্বদা রক্ষা করুন। হিমাত্মজা দন্ত, গুহ্য, নাভি ও নখগুলি নিত্য রক্ষা করুন। ৬

নারায়ণী কপোল ও গণ্ডদ্বয়কে সর্বদা রক্ষা করুন। সুরেশ্বরী ভদ্রকালী দুর্গা কেশ রক্ষা করুন। ৭

চণ্ডী আমার পুত্রগণকে রক্ষা করুন। ধনেশ্বরী ধনকে রক্ষা করুন। বিশ্বেশ্বরী স্তনদ্বয়কে রক্ষা করুন। জগদীশ্বরী সর্বাঙ্গকে রক্ষা করুন। ৮

উগ্রতারা মহানীল সরস্বতী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। মহামায়া জিহ্বাকে রক্ষা করুন। জগদম্বিকা পৃষ্ঠকে রক্ষা করুন। ৯

জগদীশ্বরী হরপ্রিয়া শ্মশানে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। সর্বাণী সকলকে রক্ষা করুন। চণ্ডিকা সর্বদা রক্ষা করুন। ১০

শববাহিনী কাত্যায়নী সর্বদা কুলকে রক্ষা করুন। ঘোরদংষ্ট্রা করালাস্যা পার্বতী সর্বদা রক্ষা করুন। ১১

১। ক—শবে পাতু।

কমলা পাতু বাহুং[1] মে মন্ত্রং মন্ত্রেশ্বরী তথা।
ইত্যেবং কবচং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ১২
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা[2] সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
সিদ্ধিকালে সমুৎপন্নে কবচং প্রপঠেৎ সুধীঃ ॥ ১৩
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি! যশ্চ সিদ্ধিমুপক্রমঃ।
স চ সিদ্ধিং ন বাপ্নোতি ন মুক্তিং ন চ সদ্গতিম্ ॥ ১৪
অতএব মহামায়ে! কবচং সিদ্ধিকারকম্।
দেবানাঞ্চ নরাণাঞ্চ কিন্নরাণাঞ্চ দুর্লভম্।
পঠিত্বা কবচং চণ্ডি! শীঘ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
মহোৎপাতে মহাদুঃখে মহারিপদি সঙ্কটে।
প্রপঠেৎ কবচং দেবি! পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
শূন্যাগারে শ্মশানে বা কামরূপে মহাঘটে।
স্ববামা-মন্দিরে[3] কালেঽপ্যথবা কামমন্দিরে।
মন্ত্রী মন্ত্রং জপেদ্ বুদ্ধ্যা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ১৭

কমলা আমার বাহু দেশ রক্ষা করুন। মন্ত্রেশ্বরী আমার মন্ত্রকে রক্ষা করুন। হে দেবি। এই প্রকার এই কবচ দেবগণেরও দুর্লভ। ১২

যে সর্বদা ভক্তির সহিত এই কবচ পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করে। সুধী ব্যক্তি সিদ্ধিকাল উৎপন্ন হইলে কবচ পাঠ করিবে। ১৩

হে দেবি। এই কবচকে না জানিয়া যে সিদ্ধিলাভের উপক্রম করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, মুক্তিও পায় না, সদ্গতিও লাভ করে না। ১৪

হে মহামায়ে। এই জন্য এই কবচ সিদ্ধিকারক। উহা দেবগণের, মনুষ্যগণের ও কিন্নরগণের দুর্লভ। হে চণ্ডি। কবচ পাঠ করিয়া শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে। ১৫

হে দেবি। মহা উৎপাতে, মহাদুঃখে, মহাবিপদে, সঙ্কটে এই কবচ পাঠ করিবে। এই কবচ পাঠ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে। ১৬

মন্ত্রী বিহিতকালে পরম ভক্তি-যুক্ত হইয়া শূন্যাগারে, শ্মশানে, কামরূপে, মহাঘটে, নিজ স্ত্রীর মন্দিরে অথবা কামমন্দিরে জ্ঞানপূর্বক মন্ত্র জপ করিবে। ১৭

১। ক—বাহুং। ২। ক—দেবি।। ৩। খ—স্ববামে মন্দিরে।

মূলে দলে ফলে বাপ্যনলে কালেঽনিলেঽনলে।
জলে পঠেৎ প্রাণবুদ্ধ্যা মনসা সাধকোত্তমঃ ॥ ১৮
নাড়ীশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ভাবশুদ্ধিং মহেশ্বরি !।
বিহরেদ্ ধরণী-মধ্যে[১] সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
চিতামারুহ্য সিদ্ধেশো নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
বামে চলতি কালিন্দী[২] দক্ষিণে খলু জাহ্নবী।
মধ্যে কুলাচলা নাড়ী[৩] দুর্লভা ধরণীতলে ॥ ২০
চিত্রিণী পদ্মিনী শঙ্খা বিজৃম্ভা শোণদা তথা।
কঙ্কালা কুটজা বীণা[৪] কপোলা শোণজা[৫] খলা।
নিজদেহে বসন্ত্যেতা ব্রহ্মনাড়ীং সমাশ্রিতাঃ ॥ ২১
সর্বাসাং ধারণী মধ্যে গৌরী সুক্ষ্মা চ চিত্রিণী[৬]।
ঘণ্টাকর্ণা লোলজিহ্বা বিকটা চন্দ্রবল্লভা ॥ ২২
মহানীলা বীরভদ্রা মুলজ্জা নখদা শুভা।
বলাকা কাকিনী রাকা কালঘণ্টা শিবা সিতা ॥ ২৩

সাধকোত্তম মূলে, দলে, ফলে, অনলে অথবা অনিলে ও জলে শুদ্ধকালে প্রাণ-বুদ্ধিতে মনের দ্বারা জপ করিবে। ১৮

হে মহেশ্বরি। সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ মন্ত্রী তাহার পর নাড়ীশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি করিয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবে। দেহান্তে সিদ্ধেশ্বর হইয়া নীলকণ্ঠত্ব লাভ করে। ১৯

দেহের বামভাগে কালিন্দী, দক্ষিণে জাহ্নবী, মধ্যে কুলাচলা নাড়ী বিদ্যমান। উহা পৃথিবী মধ্যে দুর্লভ। ২০

চিত্রিণী, পদ্মিনী, শঙ্খা, বিজৃম্ভা, শোণদা, কঙ্কালা, কুটজা, বীণা, কপোলা শোণজা, খলা—এই নাড়ীগুলি নিজদেহে ব্রহ্মনাড়ীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ২১

এই ব্রহ্মনাড়ী সমস্ত নাড়ীর ধারণকর্ত্রী। এই নাড়ীর মধ্যে গৌরী, সূক্ষ্মা, চিত্রিণী, ঘণ্টাকর্ণা, লোলজিহ্বা, বিকটা, চন্দ্রবল্লভা, মহানীলা, বীরভদ্রা, মুলজ্জা, নখদা, শুভা, বলাকা, কাকিনী, রাকা, কালঘণ্টা, শিবা, সিতা, দর্দুরা,

---

১। ক—বিহরেদ্ধরি মধ্যে চ। ২। খ—বামে চলতি কা নাড়ী। ৩। খ—কুহা চলা নাড়ী। ৪। ক—নাড়ী। ৫। ক—গোলজা। ৬। ক—তারিণী।

দর্দ্দুরা চ দুরারাধ্যা বিশোকা বদনাঽনঘা[১]।
জম্ভিনী পুরুশা শোণা যশোদা নখদা নদা[২] ॥ ২৪
খগা খগবতী[৩]নাড়ী কোলা হেলা[৪] হলাহলা।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না প্রাণরূপিণী ॥ ২৫
গান্ধারী কোটরাক্ষী চ কুলজা কুলপণ্ডিতা।
মধ্যে কনখলা নাড়ী দক্ষিণে কামপালিকা[৫] ॥ ২৬
বিহারং নীলকণ্ঠস্য দেবানামপি দুর্লভম্[৬]।
ক্রোড়ে বিশ্বম্ভরা কামা করালা পদ্মবাহিনী[৭] ॥ ২৭
ঘনভা ঘনদা চণ্ডী সুশীলা বরপণ্ডিতা।
বিশ্বাখ্যা বিশ্বরমণী[৮] বহুপাদা কটাক্ষজা[৯]।
নন্দিনী শোণদা গঙ্গা কাশী কমলবাসিনী ॥ ২৮
এবং যদি মহামায়ে! ভাবয়েৎ সুরপূজিতান্।
তদৈব জায়তে সিদ্ধিঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৯

দুরারাধ্যা. বিশোকা, বদনা, অনঘা, জম্ভিনী, পুরুশা, শোণা, যশোদা, নখদা, নদা, খগা, খগবতী, কোলা, হেলা ও হলাহলা নাড়ীগুলি অবস্থান করিতেছে। ইহার মধ্যে ইড়া. পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রাণরূপিণী অর্থাৎ প্রধানা। ২২-২৫

বামে গান্ধারী, কোটরাক্ষী, কুলজা ও কুলপণ্ডিতা নাড়ী এবং দক্ষিণে কনখলা, কামপালিকা নাড়ী অবস্থিতা। ২৬

নীলকণ্ঠের বিহার স্থান দেবগণেরও দুর্লভ। ক্রোড়ে বিশ্বম্ভরা, কামা, করালা, পদ্মবাহিনী, ঘনভা, ঘনদা, চণ্ডী, সুশীলা, বরপণ্ডিতা, বিশ্বাখ্যা, বিশ্বরমণী, বহুপাদা, কটাক্ষজা, নন্দিনী, শোণদা, গঙ্গা, কাশী, কমলবাসিনী অবস্থিতা। ২৭-২৮

হে মহামায়ে! সুরপূজিতা দেবীকে এইরূপে ভাবনা করিবে। তখনই সিদ্ধি জন্মে, ইহা সত্য সত্য। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ২৯

১। খ—বিশোকা বরদা সদা। ২। ক—খদা। ৩। ক—খরবতী। ৪। খ—হেলী। ৫। খ—কামদা কলা। ৬। খ—দুর্লভা। ৭। ক—মেঘবাহিনী। ৮। খ—বিশ্ববসনী। ৯। খ—বহু পারাবরক্ষজা।

বহুপাদকটা ঘোরা নির্জিতা ঘনভেদিনী।
নাড়ী-বিহার-সম্পর্কাজ্জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
শৃণু দেবেশি ! ঘোরাভে ! করালাস্যে[১] ! দিগম্বরে !।
চিন্তামণি-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৩১
মূলে চতুর্দ্দলে পদ্মে স্বাধিষ্ঠানে চ ষট্‌দলে।
মণিপুরেঽনাহতে চ বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যকে প্রিয়ে[২] ! ॥ ৩২
এবং চক্রং পরিন্যস্তং দশ-দ্বাদশ-ষোড়শৈঃ[৩]।
দলৈস্তু শঙ্করং বর্ণং ন্যস্তং পরমতত্ত্বতঃ[৪] ॥ ৩৩
যজেৎ[৫] কালীপুরং দেবি ! ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিসেবিতম্।
নীলকণ্ঠং ত্রিলোকেশং সহস্রাব্জ-নিবাসিনম্ ॥ ৩৪
কোটীশং কুলকোটীশং সাধকেন্দ্রৈঃ সুশোভিতম্।
ধ্যায়েৎ পরম-নির্বিণ্ণো দেবঃ পরম-পাবনঃ ॥ ৩৫

বহুপদা, কটা, ঘোরা, নির্জিতা ও ঘনভেদিনী—এই সকল নাড়ীর বিহার সম্পর্কে জীব জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩০

হে দেবেশি। হে ঘোরাভে। হে করালাস্যে। হে দিগম্বরে! শুন। এই পৃথিবীতে চিন্তামণির প্রসাদে কিনা সিদ্ধি হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ৩১

হে প্রিয়ে। মূলাধারে চতুর্দল পদ্মে, স্বাধিষ্ঠানে ষড়্‌দল পদ্মে, মণিপুরে দশদল পদ্মে, অনাহতে, বিশুদ্ধে ও আজ্ঞাচক্রে পরমতত্ত্ব শঙ্করের পূজা করিবে। ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমে এই চক্রগুলি বিন্যস্ত এবং দশ, দ্বাদশ ও ষোড়শ দলের দ্বারা যুক্ত ও বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত। ৩২-৩৩

হে দেবি। ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের দ্বারা পরিসেবিত কালীপুরের পূজা করিবে। সহস্রার পদ্ম-নিবাসী ত্রিলোকেশ নীলকণ্ঠকে পূজা করিবে। ৩৪

পরম নির্বেদযুক্ত হইয়া সাধকেন্দ্রগণের দ্বারা সুশোভিত কোটীশ ও কুল কোটিশকে ধ্যান করিবে। সেই দেব পরম পবিত্রকারক। ৩৫

১। ক—করালাভে। ২। ক—আজ্ঞাচক্রে মহেশ্বরি !। ৩। ক—এবং চক্রে পরিন্যস্তঃ দশদ্বাদশষোড়শৈঃ। দলৈস্তু শঙ্করং বর্ণং। ৪। ক—ন্যস্তং পাবনস্তং মতম্। ৫। যজ্ঞ।

জীবঃ শিবস্তু বিজ্ঞেয়ো বিশেষঃ সর্বদা রতিঃ[১] ।
ব্রহ্মতত্ত্বং বরারোহে ! দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩৬
স্বরাদি-নিষ্ঠিতং[২] লিঙ্গং স্বরব্যঞ্জন-ভূষিতম্ ।
বর্ণমালা-পরিন্যস্তং লিঙ্গং ভুবন-শোভিতম্ ॥ ৩৭
মহাবীজং মহোৎসাহৈর্নাদিতং পরমার্থকম্ ।
নীলকণ্ঠং মহাদেবং সদা শক্তি-সমন্বিতম্ ।
ধ্যায়েৎ তু পূজয়েদ্ দেবং মনসা বচসা তথা ॥ ৩৮
তদৈব সাধকো লোকে চান্তর্যাগপরায়ণঃ ।
অন্তর্যাগং মহামায়ে সাধকানামগম্যকম্ ॥ ৩৯
ব্রহ্মাণ্ডং বৈ শরীরন্তু সর্বেষাং প্রাণ-ধারিণাম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে ॥ ৪০
শরীরং তত্ত্বঘটিতং নানারস-পরিপ্লুতম্ ।
চন্দ্রবিন্দু-সমাযুক্তং নাদবিন্দু-বিভূষিতম্ ॥ ৪১

জীব শিবরূপ জানিবে। তাঁহাতে সর্বদা রতিই বিশেষ জানিবে। হে বরারোহে। ব্রহ্মতত্ত্ব দেবগণেরও দুর্লভ। ৩৬

স্বরাদিবর্ণে অধিষ্ঠিত লিঙ্গটি স্বর ও ব্যঞ্জনের দ্বারা ভূষিত। ভুবন শোভিত লিঙ্গটি বর্ণমালা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ৩৭

মহা উৎসাহে পরমার্থ সাধক মহাবীজকে নাদিত (অব্যক্ত শব্দে প্রকাশিত) অর্থাৎ অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিবে। শক্তি সমন্বিত নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সর্বদা ধ্যান করিবে এবং বাক্য ও মনের দ্বারা দেবদেবকে পূজা করিবে। ৩৮

তখনই এই লোকে সাধক অন্তর্যাগ পরায়ণ হইয়া থাকেন। হে মহামায়ে। অন্তর্যাগকে সাধকগণের অগম্য জানিবে। ৩৯

সমস্ত জীবের এই শরীরটি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ আছে। এই শরীরে সে সমস্ত গুণ আছে। ৪০

শরীরটি তত্ত্বঘটিত নানারসের দ্বারা পরিপ্লুত, চন্দ্র-বিন্দু দ্বারা সমাযুক্ত ও নাদতত্ত্ব ও বিন্দুতত্ত্বে বিভূষিত। ৪১

১। ক—বিশেষঃ। ২। খ—স্বরাদিনিশ্চিতং।

শরীরং শঙ্করস্যাপি দুর্লভং মুক্তিদায়কম্ ।
যাবন্মুক্তির্মহামায়ে ! তাবদেব হি সাধকঃ ॥ ৪২
তাবৎ ক্রিয়া চ ভক্তিশ্চ[১] মুক্তিরব্যভিচারিণী ।
মহাঘোরে সমাক্লেশে[২] শরীরং ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
পারিজাত-প্রসূনঞ্চ[৩] দেহজং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ৪৩
গৃহীত্বা কালিকাং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিব এব ন সংশয়ঃ[৪] ॥ ৪৪
ব্রহ্মাণ্ড-ঘটিতাং মূর্ত্তিং মূর্দ্ধজৈশ্চ[৫] বিভূষিতাম্ ।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং নানাশক্তি-সমন্বিতাম্ ।
পূজয়েৎ পরমানন্দো নিজশক্তি-সমন্বিতঃ ॥ ৪৫
বামে স্ববামাং দেবেশি ! নানালঙ্কার-ভূষিতাম্[৬] ।
কুচাবাক্রম্য[৭] দেবেশি ! প্রজপেৎ তু সমঃ[৮] শিবঃ ॥ ৪৬
নিজ-চক্রে[৯] করালাস্যাং মুক্তকেশো দিগম্বরঃ ।

এই মুক্তিদায়ক শরীর শঙ্করেরও দুর্লভ। হে মহামায়ে! যাবৎ পর্যন্ত মুক্তি না হয়, তাবৎ পর্যন্ত সাধক, তাবৎ পর্যান্ত ক্রিয়া, তাবৎ পর্যন্ত ভক্তি। তাহার পর অব্যভিচারী মুক্তি। মহাঘোরে ও মহাকষ্টে এই শরীরকে ব্রহ্মস্থান ভাবনা করিবে। ৪২-৪৩

দেহজাত সর্বমঙ্গল পারিজাত-কুসুম গ্রহণ করিয়া মুণ্ডমালা-বিভূষিতা কালিকা দেবীকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিবে। তাহাতে শিব হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৪৪

পরমানন্দ সাধক নিজ শক্তি সমন্বিত হইয়া কেশ-বিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, নানাশক্তি সমন্বিতা ব্রহ্মাণ্ড ঘটিতা মূর্ত্তির পূজা করিবে। ৪৫

হে দেবেশি। বামে নানালঙ্কারে ভূষিতা নিজের স্ত্রীকে বসাইয়া তাহার স্তনদ্বয় আক্রমণ করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলে শিবতুল্য হইবে। ৪৬

মুক্ত কেশ ও দিগম্বর হইয়া কাম-মন্দিরে নিজের চক্রে করাল বদনা

১। ক—ভুক্তিশ্চ। ২। খ—মহাঘোরে সমাশ্লেষে। ৩। ক—পারিতক প্রসূনঞ্চ দেহজং সর্বমঙ্গলম, খ—পারিজাত-প্রসূনোখ-দেহজং। ৪। খ—পূজয়েদিত্যাদি-শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি। ৫। ক—মূর্ত্তিনরৈশ্চ। ৬। খ—পুস্তকে চতুর্ভুজামিত্যাদি-সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি। ৭। ক—কুলচক্র। ৮। খ—তমসঃ। ৯। ক—নিশিচক্রে।

সহস্রং বাযুতং বাপি জপেন্মদন-মন্দিরে ॥ ৪৭

শ্বেতং বা লোহিতং বাপি কুসুমং পঞ্চমান্বিতম্ ।
এবংবিধি-বিধানেন মহাকাল্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৮

দিবা পূজা বিধাতব্যা নিশি পূজা মহেশ্বরি ! ।
সন্ধ্যা-পূজা প্রকর্ত্তব্যা তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯

ন দিবা ন নিশাভাগে ন সন্ধ্যায়াং কদাচন ।
পূজয়েন্ন জগদ্ধাত্রীং মোহেন[১] পরিপূজয়েৎ ॥ ৫০

দিবা ন পূজয়েদ্ দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ ।
সর্বদা পূজয়েদ্ দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ[২] ॥ ৫১

যথা ইড়া পিঙ্গলা চ সুষুম্না ব্রহ্ম-ভেদিনী ।
নাড়ীভ্রমণ-সম্পর্কান্মুক্তিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥ ৫২

বিনা নাড়ী-পরিজ্ঞানং বিনা নাড়ী-নিষেবণম্ ।
বিনা বিন্দুকরং[৩] দেবি ! ন হি সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৫৩

মহাকালীর পূজা করিবে অথবা ১০ হাজার বা ১ এক হাজার জপ করিবে। ৪৭

এই প্রকার বিধি-বিধানের দ্বারা মহাকালীকে পঞ্চমান্বিত শ্বেত বা লোহিত পুষ্প নিবেদন করিবে। ৪৮

হে মহেশ্বরি ! দিবাতে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। রাত্রিতেও পূজা করিবে এবং সন্ধ্যাতেও পূজা করিবে। তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিবে। ৪৯

কখনও জগদ্ধাত্রীকে দিবাতে পূজা করিবে না, নিশাভাগে পূজা করিবে না, সন্ধ্যায়ও পূজা করিবে না। লোকে মোহবশতঃ পূজা করে। ৫০

দিবাতে জগদ্ধাত্রীকে পূজা করিবে না। রাত্রিতে তো নয়ই। সর্বদা দেবীকে পূজা করিবে। কিন্তু দিবারাত্রিতে পূজা করিবে না। ৫১

যে প্রকার ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ীকে ভেদ করিয়া গিয়াছে, সাধক সেই নাড়ী সমূহের ভ্রমণ জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করে। ৫২

হে দেবি। এই সকল নাড়ীর জ্ঞান, এই সকল নাড়ীর ভাবনা ও বিন্দুকর বিনা ভূতলে কেহ সিদ্ধিলাভ করে না। ৫৩

১। ক—হেলায়াং। ২। ক—বিবর্জয়েৎ। ৩। ক—বিন্দুকরং।

সব্যে বিল্বং করে দক্ষে মালাং সংগৃহ্য সাধকঃ।
প্রজপেৎ পার্বতী-মন্ত্রং সর্বকার্য্যার্থ-সিদ্ধয়ে[১] ॥ ৫৪
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যামট্টহাস্যং দিগম্বরাম্।
প্রণম্য ভক্ত্যা দেবেশীং জপেচ্চিন্তামণিং মনুম্ ॥ ৫৫
চিন্তামণি-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
চিন্তামণিং কল্পলতাং গৃহীত্বা পরমাং শিবাম্ ॥
জপ্ত্বা মহামনুং চণ্ডি! দেব-দেবেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৫৬
জীবঃ শিবত্বং লভতে জ্ঞানাৎ তু বরবর্ণিনি।
গুরুপাদাব্জকং দেবি! রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫৭
বিচিত্রং চারুপাদাব্জং পার্বত্যা শঙ্করস্য চ।
ভজেদৈক্যং বিধানেন জীবন্মুক্তঃ স এব হি ॥ ৫৮
পিণ্ডে যুক্তাঃ পদে যুক্তা রূপে যুক্তা বরাননে!।
গুণাতীতাশ্চ[২] যে ভক্তাস্তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯

সাধক বামহাতে বিল্ব ও দক্ষিণ হাতে মালা গ্রহণ করিয়া সমস্ত কার্য্যার্থের সিদ্ধির জন্য পার্বতীমন্ত্র জপ করিবে। ৫৪

ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, অট্টহাসা, দিগম্বরা দেবেশীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া চিন্তামণি মন্ত্র জপ করিবে। ৫৫

চিন্তামণির অনুগ্রহে ভূতলে কি না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। হে চণ্ডি! কল্পলতা চিন্তামণি তুল্যা পরমা শিবাকে গ্রহণ করিয়া মহামন্ত্র জপ করিয়া দেবদেবেশ্বর হইতে পারে। ৫৬

হে বরবর্ণিনি! জ্ঞান হইতে জীব শিবত্ব লাভ করে। হে দেবি! গুরুর পাদপদ্ম পরম অদ্ভুত রহস্যময়। ৫৭

যে বিধান অনুসারে পার্বতী ও শঙ্করের বিচিত্র ও সুন্দর পাদপদ্মের ঐক্য ভাবনা করে, সেইই জীবন্মুক্ত হয়। ৫৮

হে বরাননে! যে ভক্তগণ পিণ্ডে (কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে) যুক্ত (রত), যে ভক্ত পদে (পরমশিবে) যুক্ত, যে ভক্ত তাঁহাদের রূপে (ধ্যানে) যুক্ত ; সে ভক্তগণ মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৯

১। ক—সর্বকার্য্যায় ভূতলে। ২। খ—গুণাতীতে চ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

ন পিণ্ডং ন পদং রূপং ন জানামি সুরোত্তম ! ।
কথ্যতাং মে দয়াসিন্ধো ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬০

শ্রীশিব উবাচ—

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি সারমেকং বদাম্যহম্ ।
পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদো হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
রূপঞ্চাপি বরারোহে ! ধ্যানমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬১

মহাকুণ্ডলিনীং দেবীং যো ভজেৎ তু ভুজঙ্গিনীম্ ।
স কৃতার্থঃ স ধন্যশ্চ স দেবো[1] বীরসত্তম ॥ ৬২

স গুণী সাধকো জ্ঞানী স মানী স চ পণ্ডিতঃ ।
স কৃতী সর্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দেবত্বং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৬৩

যে দিব্যাঃ সাধকেন্দ্রাশ্চ যে বীরাঃ সাধকোত্তমাঃ ।
পশবঃ পশবো জ্ঞেয়াঃ সর্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদাঃ[2] ॥ ৬৪

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে সুরোত্তম ! পিণ্ড জানি না, পদ জানি না, রূপও জানি না। হে দয়াসিন্ধো ! এ বিষয়ে উত্তম নিশ্চিত মত আমাকে বলুন। ৬০

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি ! গুহ্য হইতে গুহ্যতর এক সার তত্ত্ব আমি বলিব। পিণ্ড হইতেছেন কুণ্ডলিনী শক্তি। পদ হংস (পরম শিব) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হে বরারোহে ! ধ্যানই রূপ, ইহাতে সংশয় নাই। ৬১

ভুজঙ্গিনী মহাকুণ্ডলিনীকে যে ভজনা করে, সে কৃতার্থ, সে ধন্য, সে দেব ও বীরসত্তম। ৬২

সে গুণী, সে সাধক, সে জ্ঞানী। সে মানী, সে পণ্ডিত। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃতী। সে নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করে। ৬৩

যে ব্যক্তিগণ দিব্য, তাঁহারা সাধকেন্দ্র। যে ব্যক্তিগণ বীর, তাঁহারা সাধকোত্তম। পশুগণ সমস্ত শাস্ত্রার্থে পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদিগকে পশু বলিয়া জানিবে। ৬৪

১। খ—দিব্যো। ২। ক—সর্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদাম্।

ভাবশুদ্ধিং সমাস্থায় সর্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদঃ ।
সাধকো মুক্তিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং বরাননে ! ॥ ৬৫

শৃণু দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! সর্বমঙ্গল-মঙ্গলম্ ।
তন্ত্রঞ্চ শৃণুয়াদ্ দেবি[১] ! ব্রহ্মনির্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৬

নিশাভাগে জপেন্মন্ত্রং বামাযুক্তো মহেশ্বরি ! ।
অযুতং ভক্তি-ভাবেন জীবন্মুক্তঃ স এব হি ॥ ৬৭

সহস্রমযুতং বাপি কুজবারে নিশামুখে ।
জপেচ্চিন্তামণিং মন্ত্রং ক্ষ্মাতলে নাত্র সংশয়ঃ ।
চিন্তামণি-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৬৮

যথাবিধি-বিধানঞ্চ কৃত্বা চ মন্মথালয়ম্ ।
ব্রজেৎ তু ভক্তিভাবেন স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৬৯

নভোগতং মহাপদ্মং সর্বদেবৈঃ সুপূজিতম্[২] ।
তন্মধ্যস্থং মহাদেবং নীলকণ্ঠং সদাশিবম্ ॥ ৭০

হে বরাননে। সকল শাস্ত্রার্থবিৎ সাধক ব্যক্তি ভাবশুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, ইহা সত্য—সত্য। ৬৫

হে দেবি। হে জগদ্ধাত্রি! সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল তন্ত্র শ্রবণ কর। তাহা হইলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবে। ৬৬

হে মহেশ্বরি! স্ত্রীযুক্ত হইয়া নিশাভাগে যে ভক্তিমান্ সাধক ভক্তিভাবে ১০ হাজার মন্ত্র জপ করে, সে জীবন্মুক্ত। ৬৭

এই পৃথিবীতে মঙ্গলবারে নিশামুখে এক হাজার বা দশ হাজার চিন্তামণি মন্ত্র জপ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, চিন্তামণির অনুগ্রহে এই ভূতলে কিনা সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ৬৮

যে সাধক যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তিভাবে মন্মথগৃহে (কামমন্দিরে) গমন করে, সে পরম গতি লাভ করিবে। ৬৯

নভোগত (মস্তকগত) মহাপদ্ম সর্বদেব কর্তৃক সুপূজিত। হে দেবি! মহাশক্তিযুক্ত সর্বানন্দময় শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীতাদি বর্ণশোভিত মনের দ্বারা

১। ক—দেবেশি! ২। খ—সর্বদেবেষু পূজিতম্।

মহাশক্তি-যুতং[১] দেবি ! সর্বানন্দং মনোহরম্ ।
শুক্লং রক্তং নীলবর্ণং পীতাদিবর্ণ-শোভিতম্ ॥ ৭১
মনসা চিন্তিতং দেবি ! দেবং পরম-কারণম্[২] ।
ধ্যানঞ্চ মনসা দেবি[৩] ! মনসা পরিপূজিতম্ ।
মনসা পূজয়েল্লিঙ্গং মনসা তর্পণাদিকম্ ॥ ৭২
মনসা কালিকাং তারাং মনসা তু ভুজঙ্গিনীম্ ।
মনসা ব্রহ্মনাড়ীং বৈ বিদধ্যাৎ সর্বকামদাম্ ॥ ৭৩
ইত্যেবং ধ্যানযোগেন মনসা জগদম্বিকাম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া বুদ্ধ্যা স বিশ্বেশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭৪
সুষুম্না-মধ্যগাং কালীং করালবদনাং শিবাম্ ।
প্রণমেৎ পার্বতীং দেবীং মহানীল-সরস্বতীম্ ॥ ৭৫
উগ্রতারাক্রমং বক্ষ্যে দেবানামপি দুর্লভম্ ।
ত্রিকোণবলয়াম্ভোজে মহানীল-সরস্বতীম্ ।
মহাবুদ্ধি-স্বরূপেণ[৪] ভাবয়েৎ তামহর্নিশম্ ॥ ৭৬

চিন্তনীয়, মনের দ্বারা পূজনীয়, মনের দ্বারা ধ্যেয় পরম কারণের কারণ মনোহর নীলকণ্ঠ মহাদেব সদাশিব দেবকে মনের দ্বারা পূজা করিবে, মনের দ্বারা তর্পণাদি করিবে। ৬৯-৭২

মনের দ্বারা তারা ও কালিকাকে পূজা করিবে। মনের দ্বারা ভুজঙ্গিনী কুলকুণ্ডলিনীকে পূজা করিবে। সমস্ত কামপ্রদা ব্রহ্মনাড়ীকে মনের দ্বারা ভাবনা করিবে। ৭৩

যে সাধক একাগ্রচিত্তে মনের দ্বারা এইরূপ ধ্যান সহকারে জগদম্বিকার পূজা করে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বেশ্বর হইয়া থাকে। ৭৪

সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগত করাল-বদনা কালীকে শিবগৃহিণী পার্বতী দেবীকে ও মহানীল সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিবে। ৭৫

দেবতাগণের দুর্লভ উগ্রতারা দেবীর পূজাক্রম বলিব। ত্রিকোণ বলয় পদ্মে সেই মহানীল সরস্বতী দেবীকে দিবারাত্রি মহাবুদ্ধি স্বরূপে ভাবনা করিবে। ৭৬

১। ক—মহাশক্তিযুতং। ২। খ—দেবং পরমকারণকারণম্।
৩। খ—মনসা সাধনং দেবি।। ৪। ক—মহা বুদ্ধস্বরূপেণ।

হৃৎপদ্মে ভাবয়েচ্চণ্ডীং হৃৎপদ্মে ভাবয়েচ্ছিবম্[১]।
হৃৎপদ্মে ভাবমাসাদ্য পূজয়েদ্ বরবর্ণিনি[২] ! ॥ ৭৭
যাবন্নানাত্ব-ভাবঞ্চ[৩] তাবদেবং পৃথগ্বিধম্।
তাবৎ ক্রিয়া পৃথগ্ ভাবা তাবন্নানাবিধা মতা ॥ ৭৮
তাবত্তিন্নাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বরুণমেব চ।
কুবেরঞ্চাপি দিকপালমেতৎ সর্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭৯
তাবন্নানাবিধাশ্চেষ্টাঃ[৪] স্ত্রী-নপুংসক-পুঙ্গবাঃ[৫]।
তাবদ্‌বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি ! তুলসী-দলাৎ ॥ ৮০
তাবজ্জবা-দ্রোণ-কৃষ্ণা-করবীরাণি ভূতলে।
বিভিন্নানি চ দেবেশি ! সত্যং বৈ তুলসীদলাৎ ॥ ৮১
তাবদ্ দিব্যশ্চ বীরশ্চ তাবৎ তু পশুভাবকঃ।
তাবৎ তন্ত্রে ভেদবুদ্ধিস্তাবদ্ দেবে[৬] পৃথক্ ক্রিয়া ॥ ৮২

হৃৎপদ্মে চণ্ডীকে ভাবনা করিবে। হৃৎপদ্মে শিবকে ভাবনা করিবে। হে বরবর্ণিনি। ভাব অবলম্বন করিয়া হৃৎপদ্মে পূজা করিবে। ৭৭

যে পর্য্যন্ত ভেদভাব থাকে, সেই পর্য্যন্ত সমস্তই পৃথক্ পৃথক্। সেই পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবের ক্রিয়া নানারূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৮

সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন। গণেশ, সূর্য্য, বরুণ, বহ্নি, কুবের ও দিক্‌পালগণকে মনে করে—ইহাঁরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন। ৭৯

সেই পর্য্যন্ত নানারূপ চেষ্টা হয়। স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকের ভেদ হয়। হে দেবেশি! সেই পর্য্যন্ত তুলসী পত্র হইতে বিল্বপত্রকে ভিন্ন মনে করে। ৮০

হে দেবেশি! ভূতলে সেই পর্য্যন্ত জবা, দ্রোণ, অপরাজিতা ও করবীরের তুলসী পত্র হইতে সত্য সত্য ভেদ হইয়া থাকে। ৮১

সেই পর্য্যন্ত দিব্য ও বীর, সেই পর্য্যন্তই পশু। সেই পর্য্যন্ত তন্ত্রে ভেদবুদ্ধি। সেই পর্য্যন্তই দেবতায় পৃথক্ পৃথক্ পূজা ক্রিয়া হইয়া থাকে। ৮২

১। খ—ভাবয়েচ্ছিবান্। ২। ক—পূজয়েদ্বরবর্ণিনি।। ৩। খ—নানার্থেত.বঞ্চ।
৪। নানাবিধা চেষ্টা। ৫। ক—স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মকম্। ৬। খ—তাবদেব।

হরৌ হরে ভেদবুদ্ধির্জায়তে জগদম্বিকে ! ।
করালবদনা কালী শ্রীমদেকজটা শিবা ॥ ৮৩
ষোড়শী ভৈরবী ভিন্না ভিন্না চ ভুবনেশ্বরী ।
ছিন্না ভিন্নাঽন্নপূর্ণা চ ভিন্না চ বগলামুখী ॥ ৮৪
মাতঙ্গী কমলা ভিন্না ভিন্না বাণী চ রাধিকা ।
ভিন্না চেষ্টা ক্রিয়া ভিন্না ভিন্ন আচার-সংগ্রহঃ ॥ ৮৫
যাবন্নৈক্যং পাদপদ্মে ভবান্যা নৈব জায়তে !
অদ্বৈতে তারিণীপাদ-পদ্মে পরম-পাবনে ॥ ৮৬
জ্ঞানপারে সমুৎপন্নে হৃৎপদ্ম-নিলয়ে[১] তথা ।
ঐক্যং ভবতি চার্বঙ্গি ! সর্বং ব্রহ্মময়াত্মকম্[২] ॥ ৮৭
(ঐক্যং ভবতি দেবেশি !) সর্বজীবেষু[৩] শঙ্করি ! ।
ন চ পাপং ন বা পুণ্যং ন যমো নরকং ন চ ।
ন সুখং নাপি দুঃখঞ্চ ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৮৮

হে জগদম্বিকে ! সেই পর্য্যন্ত হরি ও হরে মনুষ্যগণের ভেদবুদ্ধি জন্মে। করালবদনা কালী, শ্রীমৎ একজটা শিবা ভিন্না হইয়া থাকে। ৮৩

ষোড়শী ও ভৈরবী ভিন্না। ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা ভিন্না। বগলামুখীও ভিন্না। ৮৪

মাতঙ্গী ও কমলা ভিন্না। বাণী ও রাধিকা ভিন্না। চেষ্টা ভিন্না। ক্রিয়া ভিন্না। আচারসমূহও ভিন্ন। ৮৫

ভবানীর পাদপদ্মে যে পর্য্যন্ত ঐক্য জ্ঞান উৎপন্ন না হয়। পরম পাবন তারিণীর অদ্বৈত (এক) পাদপদ্মে যাবৎ ঐক্য জ্ঞান না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই ভেদ থাকে। ৮৬

হে চার্বঙ্গি। হৃৎপদ্ম গৃহে জ্ঞানের পার (পরাকাষ্ঠা) উৎপন্ন হইলে সমস্তই ব্রহ্মময়-স্বরূপ ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৮৭

হে দেবেশি। সমস্ত জীবে এই ঐক্যজ্ঞান হইতে পারে। হে শঙ্করি। এই ঐক্য জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পাপ নাই, পুণ্য নাই, যম (মৃত্যু) নাই, নরক নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই। সেইরূপ রোগ হইতে ভয়ও নাই। ৮৮

১। ক—হৃৎপদ্মনিলয়ং, খ—হৃৎপদ্মে নিলয়ে। ২। খ+গ+ঘ—পুস্তকে ঐক্যমিত্যাদি-শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি। ৩। খ+গ+ঘ—সর্ববীজেষু শঙ্করি। ইত্যেব পাঠঃ। বন্ধনীগতঃ কল্পিতঃ।

ন ভয়ং নাপি শোকশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মময়াত্মকম্ ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বৈশ্যজা শূদ্রজাঽন্ত্যজা ॥ ৮৯
তথৈব তারিণী-বিদ্যা যথা বিদ্যা তথা তথা ।
এবং জ্ঞানং মহেশানি ! যথা বৈ জায়তে প্রিয়ে ! ॥ ৯০
তথৈব বিদ্যা দেবেশি ! বিদ্যা-বিদ্যা-বিরোধিনী ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ ॥ ৯১
অদ্বৈতঞ্চ গুণাতীতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
পরমানন্দ-সংযুক্তো মুক্তিং যাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯২
ইতি সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং চণ্ডি[১] ! বরাননে ! ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি নাস্তি দেবঃ সদাশিবাৎ ॥ ৯৩
নাস্তি ভাবস্তু মধ্যস্থান্ নাস্তি দুর্গা-সমঃ পদম্ ।
সোঽহং সোঽহং পুনঃ সোঽহং সোঽহমিত্যেব জায়তে ॥ ৯৪

ভয় নাই, শোকও নাই। তখন সমস্তই ব্রহ্মময়স্বরূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যেরূপ, বৈশ্যজাত, শূদ্রজাত এবং অন্ত্যজও সেইরূপ অর্থাৎ সেই সময়ে উহাদের কোন ভেদ থাকে না। ৮৯

অন্যান্য বিদ্যা যেরূপ, এই তারিণীবিদ্যাও সেইরূপ, উহাদের কোন ভেদ নাই। হে মহেশানি! হে প্রিয়ে! এইরূপ জ্ঞান যেরূপে উৎপন্ন হয়, হে দেবেশি! সেইরূপ অপরা বিদ্যা ও অবিদ্যা বিরোধিনী বিদ্যাও উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময় সমস্তই ব্রহ্মানন্দময় হইয়া থাকে। ৯০-৯১

পরমানন্দ সংযুক্ত সাধক নির্গুণ গুণাতীত অদ্বৈতকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিয়া নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। ৯২

হে বরাননে! হে চণ্ডি! ইহা সত্য, ইহা সত্য। ইহা সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নাই। আর সদাশিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। ৯৩

মধ্যস্থ ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। দুর্গার তুল্য স্থানও নাই। আমি সেই, সেই আমি—এইরূপ সোঽহং জ্ঞান বার বার জন্মাইয়া থাকে। ৯৪

১। খ—সত্যবাক্যং।

তদেব[1] চিরকালেন সোঽহং জ্ঞানং প্রজায়তে।
নানাত্ববুদ্ধিং কৃত্বা বৈ সাত্ত্বিকীং পরমাত্মিকাম্ ॥ ৯৫
গৃহীত্বা চ বরারোহে! জায়তে পরমার্থবিৎ।
জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি নাস্তি নাস্তি বরাননে!॥ ৯৬
লব্ধ্বা[2] হি তত্ত্বং পরমং মুচ্যতে দেহ-বন্ধনাৎ।
কুলবারে কুলীনস্তু কুলধর্মং কুলব্রতম্[3] ॥ ৯৭
আশ্রয়েৎ পরমানন্দঃ পরমানন্দমেব চ।
ন কুলীনে[4] পরা বুদ্ধির্ন কুলীনে পরা গতিঃ ॥ ৯৮
ন কুলীনে পরা মুক্তির্ন কুলীনে পরা ক্রিয়া।
এবং বদতি যো জন্তুঃ স মুক্তিং ন চ[5] যাতি বৈ ॥ ৯৯
ইহৈব স্বর্গো দেবেশি! ইহ কৈলাস-মন্দিরম্।
ইহৈব ভুক্তির্ভক্তিশ্চ মুক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১০০

চিরকালের জন্য সেই সোঽহং জ্ঞান জন্মায়। হে বরারোহে! পরমাত্ম-বিষয়ক সাত্ত্বিক নানাত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐক্যবুদ্ধি গ্রহণ করিয়া পরমার্থ-বিৎ হইয়া থাকে। হে বরাননে! জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই—নাই—নাই। ৯৫-৯৬

পরম তত্ত্ব লাভ করিয়া দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কুলীন কুলবারে কুলধর্ম ও কুলব্রত আশ্রয় করিবে। ৯৭

পরমানন্দ সাধক পরমানন্দকে আশ্রয় করিবে। কুলীনে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি নাই। কুলীনে শ্রেষ্ঠ গতি নাই। ৯৮

কুলীনে শ্রেষ্ঠ মুক্তি নাই। কুলীনে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া নাই। এইরূপ যে জীব বলে, সে মুক্তিলাভ করে না। ৯৯

হে দেবেশি! এই পৃথিবীতেই স্বর্গ। এই পৃথিবীতেই কৈলাস মন্দির। এই পৃথিবীতেই ভোগ, ভক্তি ও অব্যভিচারী মুক্তি বিদ্যমান। ১০০

১। খ—অদৈব। ২। খ—লব্ধা। ৩। ক—কুলব্রতঃ। ৪। ক—পুস্তকে ন কুলীনৈঃ পরা বুদ্ধির্ন কুলীনপরা গতিঃ। ন কুলীনে পরা ভক্তির্ন কুলীনে পরা ক্রিয়া। এবং বদতি যো মন্ত্র ইত্যেবং পাঠঃ। ৫। খ—মুক্তির্ন চ।

ভোগঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থশ্চৈব শঙ্করি !।
শাক্তানাং ত্রিপুরেশানি ! সত্যং বচ্মি[1] ন সংশয়ঃ ॥ ১০১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

নীলকণ্ঠ ! মহাদেব ! মহেশ্বর ! জগদ্‌গুরো !।
পৃচ্ছামি পরমং তত্ত্বং ব্রুহি নাথ ! জগৎ-প্রভো ! ॥ ১০২
কথং বা জায়তে ভক্তির্মুক্তির্ভুক্তির্মহেশ্বরঃ[2]।
জীবঃ শিবত্বং লভতে কেন রূপেণ শঙ্কর ! ॥ ১০৩

শ্রীশিব উবাচ—

বিশ্বেশ্বরি ! জগদ্ধাত্রি ! মহামায়ে ! মহেশ্বরি !।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং বাক্যং শৃণুষ নগনন্দিনি ! ॥ ১০৪
শান্তং দান্তং কুলীনঞ্চ সর্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদম্।
এবং গুরুং[3] মহেশানি ! আশ্রয়েৎ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১০৫
ততঃ প্রথমতো লব্ধ্বা গুরুং পরমকারণম্।
গৃহ্লীয়াৎ পরমং মন্ত্রং দেব্যাশ্চ বরবর্ণিনি ! ॥ ১০৬

হে শঙ্করি। হে ত্রিপুরেশানি। শাক্তগণের ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ করস্থ। ইহা সত্য বলিতেছি। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১০১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে নীলকণ্ঠ। হে মহাদেব। হে মহেশ্বর। হে জগদ্‌গুরো। আমি পরম তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে নাথ ! হে প্রভো। আপনি বলুন। ১০২

হে মহেশ্বর। কি প্রকারে ভোগ, ভক্তি ও মুক্তি জন্মায়। হে শঙ্কর। জীব কিরূপে শিবত্ব লাভ করে। ১০৩

শ্রীশিব বলিলেন—হে বিশ্বেশ্বরি। হে জগদ্ধাত্রি। হে মহামায়ে। হে মহেশ্বরি। হে নগনন্দিনি। গুহ্য হইতে গুহ্যতর বাক্য শ্রবণ কর। ১০৪

হে মহেশ্বরি। যে শান্ত, দান্ত, কুলীন ও সমস্ত শাস্ত্রার্থে পণ্ডিত; এরূপ ব্যক্তিকে ভক্তিভাবে গুরু করিয়া আশ্রয় করিবে। ১০৫

হে বরবর্ণিনি। তাহার পর প্রথমে পরম কারণ গুরু লাভ করিয়া দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র সেই গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। ১০৬

১। ক—সত্যং চণ্ডি। ২। ক—জায়তে মুক্তির্ভুক্তির্ভক্তির্মহেশ্বর।
৩। ক—এবং গুরুং।

সেতুং চ কুল্লুকাং কৃত্বা[১] মন্ত্রসঙ্কেতকং তথা।
সময়াচার-সঙ্কেতং জ্ঞানভাবং সমভ্যসেৎ ॥ ১০৭
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা[২] পার্বতীং পটলক্রমাৎ।
যথা গুরু-বিধানেন পূজয়েৎ পরদেবতাম্[৩] ॥ ১০৮
চতুর্ভুজাং দশভুজাং সহস্রভুজ-সংযুতাম্।
লোলজিহ্বাং করালাস্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ ১০৯
প্রণমেৎ প্রজপেদ্ ধ্যায়েদ্ দেবীং দ্রব্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
জবাপরাজিতা-দ্রোণ-করবীরৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১১০
পূজয়েদ্ রক্তকুসুমৈঃ সুগন্ধৈশ্চারুশোভনৈঃ।
নানাপুষ্পৈশ্চ দেবেশি! পূজয়েদ্ ভক্তি-ভাবতঃ ॥ ১১১
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈর্নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ দীপৈরম্বর-ভূষণৈঃ ॥ ১১২
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দ্রব্যৈস্তাম্বুলৈশ্চর্বণোৎকটৈঃ[৪]।
পুনরাচমনীয়ৈশ্চ পূজয়েদ্ জগদম্বিকাম্ ॥ ১১৩

সেতু, কুল্লুকা, মন্ত্র সঙ্কেত ও সময়াচার সঙ্কেত করিয়া জ্ঞানভাবের অভ্যাস করিবে। ১০৭

তন্ত্র সমূহের ক্রমানুসারে পরমভক্তির সহিত পার্বতীর পূজা করিবে। গুরুর বিধান অনুসারে যথাবিধি পর দেবতার পূজা করিবে। ১০৮

চতুর্ভুজা, দশভুজা অথবা সহস্রভুজা লোলজিহ্বা করালাস্যা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা দেবীকে পূজা করিবে ও ধ্যান করিবে। ১০৯

তাঁহাকে নানা দ্রব্যের দ্বারা এবং জবা, অপরাজিতা, দ্রোণপুষ্প ও মনোহর করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা ও প্রণাম করিবে ও তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে। ১১০

হে দেবেশি! ভক্তিভাবে মনোহর, সুন্দর সুগন্ধ রক্ত পুষ্পের দ্বারা এবং অন্যান্য নানা পুষ্পের দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। ১১১

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন প্রভৃতির দ্বারা, মনোহর নানা দ্রব্যের দ্বারা, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও ভূষণের দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিবে। ১১২

বিবিধ দ্রব্যযুক্ত বহু নৈবেদ্য, চর্বণে তীব্রগন্ধ বহু তাম্বূলের দ্বারা ও আচমনীয়ের দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে। ১১৩

১। ক—আত্মা। ২। গ—বুদ্ধ্যা। ৩। খ—সময়াচারেত্যাদি-সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি।
৪। খ—তাম্বূলৈশ্চ বনোৎকটৈঃ।

এবং পূজা বিধাতব্যা যথা শক্ত্যা বরাননে ! ।
পূজয়িত্বা চ প্রণমেৎ পার্বতীং তন্ত্রজৈস্তবৈঃ ॥ ১১৪
স্তোত্রস্য কবচস্যাপি পঠনাদ্ জগদম্বিকে ! ।
ভক্তি-মুক্তি-প্রদা[1] চণ্ডী ভক্তিদা সর্বমঙ্গলা ॥ ১১৫
বাহ্যপূজা প্রকর্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ।
অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা বাহ্যপূজা মহেশ্বরি ! ।
সর্বপূজা বিধাতব্যা যাবদ্ জ্ঞানং ন জায়তে ।। ১১৬
এবংবিধি-প্রমাণেন[2] জপেন তপসাপি বা ।
মাহেশী সা প্রসন্নাঽভূৎ স্তবেন কবচেন চ ॥ ১১৭
ততো দেবী মহেশানি ! সিদ্ধবিদ্যা[3] যদা ভবেৎ ।
তদৈব পূজয়া[4] সিদ্ধিঃ ক্রিয়য়া বুদ্ধিযুক্তয়া ॥ ১১৮
এবং দেব্যানুগ্রহতো জ্ঞানমুৎপদ্যতে খলু ।
তদা কালাত্যয়ে চণ্ডি ! যা ভক্তিঃ সা চ[5] নিষ্ফলা ।

হে বরাননে। শক্তি অনুসারে এই প্রকারে জগদম্বিকার পূজা কর্তব্য। এই প্রকার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে এবং তন্ত্রোক্ত স্তবের দ্বারা স্তুতি করিবে। ১১৪

হে জগদম্বিকে! স্তোত্র ও কবচের পাঠে সর্বমঙ্গলা ভক্তিপ্রদা চণ্ডী প্রসন্না হইয়া ভক্তি ও মুক্তি-প্রদা হইয়া থাকেন। ১১৫

গুরুর বাক্য অনুসারে বাহ্য পূজা উত্তমরূপে কর্তব্য। হে মহেশ্বরি। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মায়, সে পর্যন্ত বাহ্য পূজা, অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা—সমস্ত পূজাই কর্তব্য। ১১৬

এই বিধি প্রমাণক স্তব, কবচ, জপ ও তপস্যা দ্বারা সেই মহেশ্বরী প্রসন্না হইয়াছিলেন। ১১৭

হে মহেশানি। তাহার পর দেবী যখন সিদ্ধবিদ্যা হন, তখনই বুদ্ধিযুক্ত (জ্ঞান সহকারে) পূজা ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১১৮

তখন এইরূপ দেবীর অনুগ্রহে নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। হে চণ্ডি! কালাতীতে (অকালে) যে ভক্তি, সে ভক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল। মহাদেবের প্রতি ভাবযুক্তা ভক্তিই কেবল প্রেয়সী। ১১৯

১। ক—ভুক্তিমুক্তিপ্রদা। ২। ক—এবং বিধঃ প্রমাণেন। ৩। ক—সিদ্ধিবিদ্যা। ৪। খ—তদৈব পূজয়েৎ সিদ্ধঃ। ৫। ক—ক্রিয়াভক্তিশ্চ।

কেবলা প্রেয়সী ভক্তি[১]র্মহাদেবস্য ভাবিনী ॥ ১১৯

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শ্রুতং[২] পরম-তত্ত্বং বৈ সারাৎ সারং পরাৎ পরম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা মোক্ষমাপ্নোতি কর্মপাশ-নিকৃন্তনাৎ ॥ ১২০

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! বরারোহে ! মমৈব নিশ্চিতং বচঃ ।
বিনা দুর্গা-পরিজ্ঞানাদ্ বিফলং পূজনং জপঃ[৩] ॥ ১২১
দুর্গা হি পরমো মন্ত্রো দুর্গা হি পরমো জপঃ[৪] ।
দুর্গা হি পরমং তীর্থং দুর্গা হি পরমা ক্রিয়া ।
দুর্গা হি পরমা[৫] ভক্তির্দুর্গা মুক্তির্মহীতলে ॥ ১২২
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুধা ছায়া শক্তিস্তৃষ্ণা তথা ক্ষমা ।
দয়া তুষ্টিশ্চ পুষ্টিশ্চ শান্তির্লক্ষ্মীর্মতিশ্চ যা[৬] ॥ ১২৩
ক্রিয়া সর্বা বরিষ্ঠা চ বৈদিকী তান্ত্রিকী চ যা ।
এতৎ[৭] সর্বং হি দুর্গা হি দুর্গাভিন্নং ন তজ্জপঃ ॥ ১২৪

শ্রীপার্বতী বলিলেন—সার হইতে সার, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ পরম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়া জীবগণ কর্মপাশ ছেদনপূর্বক মোক্ষ লাভ করে। ১২০

শ্রীশিব বলিলেন—হে বরারোহে। হে দেবি। আমার নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর। দুর্গার পরিজ্ঞান ব্যতীত পূজা ও জপ বিফল। ১২১

দুর্গাই পরম মন্ত্র, দুর্গাই পরম জপ। দুর্গাই পরম তীর্থ। দুর্গাই শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া। দুর্গাই পরম ভক্তি। এই মহীতলে দুর্গাই মুক্তি। ১২২

বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষমা, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, লক্ষ্মী ও মতি—এ সমস্তই দুর্গা। ১২৩

বৈদিক ও তান্ত্রিক যে সমস্ত ক্রিয়া সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ সমস্ত ক্রিয়াই দুর্গা, দুর্গাভিন্ন নহে। তাঁহার জপও দুর্গা হইতে ভিন্ন নহে। ১২৪

১। ক—প্রেয়সী মুক্তির্মহাদেবস্য। ২। খ—এবং। ৩। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ৪। খ—নাস্ত্যয়মংশঃ। ৫। ক—পরমা মুক্তিঃ। ৬। ক—লক্ষ্মীর্মতিশ্চ, খ—শান্তির্লক্ষ্মীর্মতিশ্চ সা। ৭। ক—এবং।

ভজেদ্ দুর্গাপদ-দ্বন্দ্বং স্মরেদ্ দুর্গামহর্নিশম্।
প্রজপেদ্! দেবি! দুর্গেতি মন্ত্রং পরম-কারণম্ ॥ ১২৫
য এবং ভক্তিমাস্থায় প্রকরোতি ক্রিয়াং শিবে!।
সর্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ১২৬
নানাতন্ত্রে পৃথক্ চেষ্টা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি!।
ঐক্যং জ্ঞানং যদা দেবি! তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৭
স্থাবরে জঙ্গমে চৈব যদা তুল্যমনা[১] ভবেৎ।
কিন্ন সিধ্যতি বিশ্বেশি! পরত্রেহ চ পার্বতি! ॥ ১২৮
এবং ভক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ জগদম্বিকে!।
তত্ত্বজ্ঞানং[২] তদৈবান্তে ততো নির্বাণমাপ্নুয়াৎ।
এবং বৈ কথিতং চণ্ডি! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২৯

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শ্রুতং পরম-তত্ত্বং বৈ শ্রুতং পরম-সাদরাৎ।
শ্রুতং কাল্যাশ্চ চরিতং তারায়াশ্চ শ্রুতং ময়া ॥ ১৩০

দুর্গার পদযুগলকে ভজনা করিবে। দিবারাত্রি দুর্গাকে স্মরণ করিবে। হে দেবি! পরম কারণ 'দুর্গা' এই মন্ত্রকে জপ করিবে। ১২৫

হে শিবে! এইরূপ ভক্তি অবলম্বন করিয়া যে পূজাদি ক্রিয়া সুন্দররূপে করে, সে সমস্ত সিদ্ধিযুক্ত হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করে। ১২৬

হে গিরিনন্দিনি! নানা তন্ত্রে আমি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া বলিয়াছি। যখন ঐক্য জ্ঞান হয়, তখনই সিদ্ধি লাভ করে। ১২৭

স্থাবর ও জঙ্গমে যে যখন তুল্যমনা হয় অর্থাৎ যখন স্থাবর ও জঙ্গমকে সমান জ্ঞান করে। হে বিশ্বেশি! হে পার্বতি! তাহার ইহলোকে ও পরলোকে কি না সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ১২৮

হে জগদম্বিকে! এই প্রকারে তখন তাহার ভক্তি, ভোগ ও মুক্তি হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞানও হইয়া থাকে। তাহার পর দেহান্তে নির্বাণ লাভ করে। হে চণ্ডি! এই প্রকারে তো বলিলাম। পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১২৯

শ্রীপার্বতী বলিলেন—আমি পরম আদরের সহিত পরম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীকালীর চরিত্র এবং তারার চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি। ১৩০

১। খ—তুল্যমনো। ২। ক—তব জ্ঞানং।

ইদন্ত[1] শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্রসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।
বিদ্যাসিদ্ধিঃ কথং দেব ! তদ্ বদস্ব-দয়ানিধে ! ॥ ১৩১

শ্রীশিব উবাচ—

ইদানীং[2] শৃণু দেবেশি ! মন্ত্র-সিদ্ধেস্তু কারণম্।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং জামলে কথিতং ময়া ॥ ১৩২
ডামরে চ শ্রুতং চণ্ডি ! কুলোড্ডীশে কুলার্ণবে।
সংক্ষেপেণ বদিষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ১৩৩
কিং বহুক্ত্যা মহেশানি ! গুরু-ভক্ত্যা চ সিধ্যতি।
কুলবারে মহেশানি ! সহস্রমযুতং জপেৎ ॥ ১৩৪
শনৈশ্চরে চতুর্দশ্যামমায়াং কুজবাসরে।
স্থিত্বা কুলাসনে[2] জ্ঞানী মন্ত্রসিদ্ধি-পরায়ণঃ ॥ ১৩৫
অযুতং ভক্তিভাবেন সহস্রং বা বরাননে !।
অন্তর্যাগং ততঃ কৃত্বা সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৩৬
অশ্বত্থে বটমূলে বা নিম্ব-বিল্বমূলেঽথবা[3]।
পূজয়েৎ পরয়া বুদ্ধ্যা মন্ত্রসিদ্ধিং জনো লভেৎ ॥ ১৩৭

এখন মন্ত্রসিদ্ধি কিরূপে হয়, ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দয়ানিধে! বিদ্যাসিদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা বলুন। ১৩১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবেশি। এখন মন্ত্রসিদ্ধির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য আমি জামলতন্ত্রে বলিয়াছি। ১৩২

হে চণ্ডি। ডামর তন্ত্রে, কুলোড্ডীশ তন্ত্র ও কুলার্ণব তন্ত্রে মন্ত্রসিদ্ধির কারণ বলিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে মন্ত্রসিদ্ধির কারণ বলিব। ১৩৩

হে মহেশানি! অধিক আর কি বলিব। গুরুভক্তি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। হে মহেশানি। কুলবারে এক হাজার বা দশ হাজার মন্ত্র জপ করিবে। ১৩৪

হে বরাননে! মন্ত্রসিদ্ধি পরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তি কুলাসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দশী বা অমাবস্যায় শনিবারে বা মঙ্গলবারে দশ হাজার বা ভক্তিভাবে এক হাজার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর অন্তর্যাগ করিয়া সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইতে পারিবে। ১৩৫-১৩৬

অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে, বটবৃক্ষের মূলে, নিম্ব অথবা বিল্ব বৃক্ষের মূলে একাগ্র মনে জগদম্বিকাকে পূজা করিবে। তাহা হইলে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩৭

১। ক—ইদানীং। ২। ক—কুশাসনে। ৩। খ—বিল্বতলে।

বিশ্বেশ্বরি ! মহামায়ে ! সর্ববিঘ্নবিনাশিনি ! ।
এবং মাসত্রয়ং কুর্যাদন্তর্যাগেন সুন্দরি[১] ।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৮
সুষুম্নান্তঃ-স্থিতাং দেবীং পদ্মকিঞ্জল্ক বাসিনীম্ ।
ধ্যায়েন্নাড়ী-বিশুদ্ধেন মন্ত্রসিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৩৯
অথবা শৃণু চার্বঙ্গি ! ক্রিয়াহীনং মতং মম ।
কেবলং ধ্যানমাস্থায় মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৪০
কালিকাং হৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েৎ পরমদেবতাম্ ।
যোগ-সিদ্ধিং[২] সমাস্থায় মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্ নৃণাং ॥ ১৪১
পুরাঽবস্থা নিগদিতা[৩] দুর্লভা যা মহীতলে ।
সা পৃচ্ছা তে নিগদিতা কিন্ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ১৪২
শক্তি-জামলকে সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে কুলাচলে ।
বিদ্যাসিদ্ধির্নিগদিতা দুর্লভা ধরণীতলে[৪] ॥ ১৪৩

হে বিশ্বেশ্বরি ! হে মহামায়ে ! হে সর্ববিঘ্ন-বিনাশিনি ! হে সুন্দরি ! এইরূপ তিন মাস অন্তর্যাগের দ্বারা দেবীর আরাধনা করিবে। তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করে। ইহা সত্য—সত্য। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৩৮

সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিতা পদ্মকেশর-বাসিনী দেবীকে নাড়ীবিশুদ্ধি দ্বারা ধ্যান করিবে। তাহা হইলে অতি উত্তম মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ১৩৯

অথবা হে চার্বঙ্গি ! আমার ক্রিয়াহীন মত শ্রবণ কর। কেবল ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে। ১৪০

যোগশক্তি আশ্রয় করিয়া হৃৎপদ্মে পরদেবতা কালিকাকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে মনুষ্যগণের মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ১৪১

এই পৃথিবীতলে মন্ত্রসিদ্ধির পূর্বাবস্থা প্রকাশ করিয়াছি, যাহা দুর্লভ, আমি সে প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছি। এই পৃথিবীতলে কিনা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ১৪২

এই পৃথিবীতে দুর্লভ বিদ্যাসিদ্ধি আমি শক্তিজামলে, সিদ্ধেশ্বর তন্ত্রে ও কুলাচলে বলিয়াছি। ১৪৩

১। ক—তদাতি। ২। খ—যোগশক্তিং।
৩। ক—পুরা পৃচ্ছামি গদিতা। ৪। খ—পুস্তকে শ্লোকোঽয়ং নাস্তি।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ[1] বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ ১৪৪
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৫
এষা বিদ্যা প্রকটিতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
সর্বসিদ্ধি-প্রদা নিত্যা নিত্যানন্দ-ময়ী শিবা ॥ ১৪৬
বিদ্যাসিদ্ধির্মহেশানি! ভবিষ্যতি যদা ভবেৎ।
ইন্দ্রত্বং চন্দ্রবদনে! চন্দ্রত্বং বা বরাননে! ॥ ১৪৭
কুবেরত্বং শিবত্বং বা বিষ্ণুত্বং বিশ্বমোহিনি[2]!।
তৎক্ষণাদ্ দেব-দেবেশি! জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৮
বিদ্যাসিদ্ধেঃ প্রকরণং পূর্বোক্তং ত্রিপুরেশ্বরি!।
ইদানীং কথয়াম্যত্র বিদ্যাসিদ্ধিমনুত্তমাম্ ॥ ১৪৯
শ্মশানেঽশ্বত্থমূলে বা শবে বা শূন্য-মন্দিরে।
প্রজপেৎ কালিকাং তারাং মহাবিদ্যা প্রসীদতি ॥ ১৫০

কালী, তারা, মহাবিদ্যা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, মহাবিদ্যা ধূমাবতী, বগলা, সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশটি মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। ১৪৪-১৪৫

সমস্ত তন্ত্রে গুপ্তা এই বিদ্যা প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইল। এই নিত্যা আনন্দময়ী বিদ্যা সর্বসিদ্ধিপ্রদা ও শিবা (কল্যাণকারিণী)। ১৪৬

হে মহেশানি! হে বরাননে! যখন বিদ্যাসিদ্ধি হইবে, তখন হে চন্দ্রবদনে! ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রত্ব জন্মায়। ১৪৭

হে বিশ্বমোহিনি! হে দেবদেবেশি! যখন বিদ্যাসিদ্ধি হয়, তখন কুবেরত্ব, শিবত্ব বা বিষ্ণুত্ব জন্মায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৪৮

হে ত্রিপুরেশ্বরি! পূর্বে বিদ্যাসিদ্ধির প্রকরণ কথিত হইয়াছে। এখন এখানে অতি উত্তম বিদ্যাসিদ্ধি বলিতেছি। ১৪৯

শ্মশানে, অশ্বত্থমূলে অথবা শবে অথবা শূন্য মন্দিরে কালিকা তারার মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে মহাবিদ্যা প্রসন্না হন। ১৫০

১। খ—ছিন্নমস্তা চ দেবেশি। ২। ক—বিশ্বমোহিনী।

জপেন তপসা স্তোত্রৈরন্তর্যাগৈর্মনোহরৈঃ।
পূজনৈঃ কবচৈর্দেবি! মহাবিদ্যা প্রসীদতি ॥ ১৫১
অনেনৈব বিধানেন পূজনং যঃ করোত্যহো!।
সুপ্রসন্না জগদ্ধাত্রী মহামায়া প্রসিধ্যতি।
কথিতং মে জগদ্ধাত্রি! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৫২

পার্বত্যুবাচ—

শ্রুতং সিদ্ধেঃ কারণন্তু সর্বসিদ্ধিকরং পরম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষমাপ্নোতি জীবঃ পরম-কোবিদঃ ॥ ১৫৩
মন্ত্রসিদ্ধের্মহাবিদ্যা-সিদ্ধেঃ কারণমগ্রতঃ।
নানাতন্ত্রং শ্রুতং দেব-দেব! বিশ্বেশ্বর! প্রভো! ॥১৫৪
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি নীলকণ্ঠ! সদাশিব!।
মাহাত্ম্যং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরেশ্বর! ॥ ১৫৫
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং নাথ! যতত্ত্বং কালিকাপতিঃ।
তারাপতিস্ত্বং দেবেশ! বদ শীঘ্রং সদাশিব! ॥ ১৫৬

হে দেবি! জপের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, স্তোত্রসমূহের দ্বারা, মনোহর অন্তর্যাগ সমূহের দ্বারা, পূজা সমূহের দ্বারা, কবচ সমূহের দ্বারা মহাবিদ্যা প্রসন্না হন। ১৫১

যে সাধক এই বিধানের দ্বারা দেবীর পূজা করে, মহামায়া জগদ্ধাত্রী তাহার প্রতি প্রসন্না হন, বিদ্যা ও সিদ্ধ হয়। ১৫২

মন্ত্রসিদ্ধির কারণ ও মহাবিদ্যা সিদ্ধির কারণ অগ্রে কথিত হইয়াছে। হে জগদ্ধাত্রি! আমার নিকট পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১৫৩

পার্বতী বলিলেন—সেই সর্বসিদ্ধি-কর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসিদ্ধির কারণ শুনিয়াছি। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জীব যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করে। ১৫৪

হে প্রভো! হে দেবদেব! হে বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রসিদ্ধি ও মহাবিদ্যাসিদ্ধির কারণ পূর্বে শুনিয়াছি, নানাতন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। হে নীলকণ্ঠ! হে সদাশিব! হে সুরেশ্বর! এখন কালিকা ও তারার মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৫৫

হে নাথ! আমি এখন শুনিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু তুমি কালিকাপতি তারার পতি। হে দেবেশ্বর সদাশিব! তুমি শীঘ্র বল। ১৫৬

শ্রীশিব উবাচ—

ধন্যাসি পতিভক্তাসি চার্বঙ্গি ! শৃণু মদ্বচঃ।
কালিকায়াশ্চ তারায়া মাহাত্ম্যং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ১৫৭
যথা কালী তথা তারা একদৈব হি[1] ভিন্নতা।
দক্ষাংশা চৈব বামাংশা যথানুক্রম-সারতঃ ॥ ১৫৮
ন হি কালী-সমা পূজ্যা ন হি কালী-সমং ফলম্।
ন হি কালী-সমং জ্ঞানং ন হি কালী-সমং তপঃ ॥ ১৫৯
তস্যৈব ধন্যা জননী ধন্যস্তস্য পিতামহঃ।
ধন্যং কুলং যশশ্চণ্ডি ! যেন কালী সমর্চিতা ॥ ১৬০
কালী তারা সমা বিদ্যাচারে স্তুতি-বিচারণে।
যন্ত্রে মন্ত্রে ফলং তুল্যং ন বিশেষঃ কথঞ্চন ॥ ১৬১
ইত্যেবং ভেদবুদ্ধ্যা তু কথিতং চরিতং প্রিয়ে !।
অভেদবুদ্ধ্যা দেবেশি সর্বাস্তুল্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১৬২
শ্রীমদেকজটা দেবি ! উগ্রতারা সরস্বতী।
ব্যালানাং দমনে[2] কৃষ্ণ-রক্ষণে যমুনা-জলে ॥ ১৬৩

শ্রীশিব বলিলেন—হে চার্বঙ্গি ! তুমি ধন্যা পতিভক্তা, আমার বাক্য শ্রবণ কর। সিদ্ধিদায়ক কালিকা ও তারার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৫৭

কালী যেরূপ, তারাও সেইরূপ। দক্ষ স্কন্ধ ও বাম স্কন্ধ যেরূপ ক্রমানুসারে ভিন্ন, কালী ও তারা সেইরূপ এক সময়ে ভিন্ন। ১৫৮

কালীর সমান পূজ্যা নাই। কালীর সমান ফল নাই। কালীর সমান জ্ঞান নাই। কালীর সমান তপস্যা নাই। ১৫৯

হে চণ্ডি ! যে কালীর সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিয়াছে, তাহারই জননী ধন্যা, তাহার পিতামহ ধন্য ; তাহার কুল ধন্য, তাহারই যশঃ ধন্য। ১৬০

কালী ও তারার বিদ্যা তুল্য। আচারে, স্তুতির বিচারে, মন্ত্রে ও যন্ত্রে ফল তুল্য, কোন বিশেষ নাই। ১৬১

হে প্রিয়ে ! এইরূপ ভেদবুদ্ধি অনুসারে তাঁহাদের চরিত কথিত হইয়াছে। হে দেবেশি ! অভেদবুদ্ধিতে সমস্তই তুল্য, ইহাতে সংশয় নাই। ১৬২

হে দেবি ! শ্রীমৎ একজটা উগ্রতারা সরস্বতী সর্পের দমনে যমুনাজলে পতিত

১। ক—একদেহা বিভিন্নতা। ২। খ—মদনে।

পপাত তারিণী বিদ্যা নীলবর্ণা সরস্বতী।
দেবৈশ্চৈব হি দেবেন্দ্রৈর্যোগেন্দ্রৈঃ সাধকোত্তমৈঃ ॥ ১৬৪
সাধকৈর্মুনিভিঃ সর্বৈর্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈঃ খগৈঃ।
বিদ্যাধরৈর্নর্ত্তকৈশ্চ নানা ঋষিগণৈরপি।
আরাধিতা মহাকালী মহানীল-সরস্বতী[১] ॥ ১৬৫
বদন্তি সাধকাঃ সর্বে কালীং কালবিনাশিনীম্।
নীলাং সরস্বতীং বিদ্যামুগ্রতারাং মনোহরাম্ ॥ ১৬৬
কালিকায়াশ্চ তারায়া মাহাত্ম্যং দেবদুর্লভম্।
কঃ শক্নোতি মহীমধ্যে তস্যা মাহাত্ম্য-কোবিদঃ ॥ ১৬৭
দশবিদ্যাষ্টাদশধা-বিদ্যারূপাং সুরেশ্বরীম্।
ভজতে যঃ সাধকেন্দ্রো ভবত্যেবং সুরেশ্বরি! ॥ ১৬৮
ইত্যেবং শৃণু দেবেশি! মাহাত্ম্যং ভুবি দুর্লভম্।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ১৬৯
যথা শিবস্তথা জীবো জীবস্তু শিব এব হি।
জায়তে পরমং জ্ঞানং ভাবজ্ঞানাদ্ বরাননে! ॥ ১৭০

হইয়াছিলেন। তাহাতে কৃষ্ণের রক্ষণে নীলবর্ণা সরস্বতী তারিণী বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। দেবগণ, দেবেন্দ্র, সাধকোত্তম যোগীন্দ্রগণ, সাধক মুনিগণ, সমস্ত গন্ধর্ব, কিন্নর, পক্ষিগণ, বিদ্যাধরগণ, নর্ত্তকগণ ও নানা ঋষিগণ কর্তৃক মহাকালী নীল সরস্বতী আরাধিতা হইয়াছিলেন। ১৬২-১৬৫

সমস্ত সাধক কালীকে কাল-বিনাশিনী বলেন। মনোহর মহাবিদ্যা উগ্রতারাকে নীলসরস্বতী বলেন? ১৬৬

কালিকা ও তারার মাহাত্ম্য দেব-দুর্লভ। মাহাত্ম্যবিৎ কোন পণ্ডিত এই মহীতলে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বলিতে পারে? ১৬৭

হে সুরেশ্বরি। দশবিদ্যারূপা বা অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যারূপা সুরেশ্বরীকে যে সাধকশ্রেষ্ঠ ভজনা করে, সে এইরূপ (দেবীস্বরূপ) হয়। ১৬৮

হে দেবেশি! যে দেবীগণের বিজ্ঞানমাত্রে সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া যায়, তাঁহাদের মাহাত্ম্য ভূমণ্ডলে দুর্লভ, এইরূপ জানিও। ১৬৯

শিব যেরূপ, জীবও সেইরূপ। জীব শিবই। হে বরাননে! ভাবজ্ঞান হইতে পরম জ্ঞান জন্মায়। ১৭০

১। খ—পুস্তকে সাধকোত্তমৈরিত্যানন্তরং সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি, ক—পুস্তকে চাস্তি।

অপরং শৃণু চার্বঙ্গি ! সাবধানাঽবধারয় ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব্যাঃ কালিকায়া মহেশ্বরি ! ॥ ১৭১
তারায়া ন শ্রুতং চণ্ডি ! সর্বমোহন-কারণম্ ।
ষট্-কর্মসিদ্ধিদং মন্ত্রং স্তোত্রং কবচমুত্তমম্ ॥ ১৭২
ন প্রকাশ্যঞ্চ কুত্রাপি সর্বসম্পৎ-প্রদং প্রিয়ে ! ।
ইদানীং কথয়াম্যত্র জীবমোহন-কারণম্ ॥ ১৭৩

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

বদ নাথ ! জগৎ-স্বামিন্ ! প্রভো ! শঙ্কর ! ভো হর ! [1]
মোহনং কবচং নাথ স্তোত্রং কবচমেব হি ॥ ১৭৪
সর্ববিঘ্নহরং দেব ! সর্বশান্তি-করং তথা ।
দেবানামপি দুর্জ্ঞেয়ং বদ নাথ ! জগৎ-গুরো ! ॥ ১৭৫

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

নমস্তে জগদীশান-দয়িতে ! হরবল্লভে ! ।
বিশ্বেশ্বরি ! জগদ্ধাত্রি ! ত্রৈলোক্য-মোহনং কুরু ।
মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাৎ সুরেশ্বরি ! ॥ ১৭৬

হে চার্বঙ্গি ! অন্য বিষয় শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি ! কালিকা দেবীর স্তোত্র ও কবচ সাবধানা হইয়া অবধারণ কর। ১৭১

হে চণ্ডি ! সকলের আনন্দ কারণ ষট্‌কর্মের সিদ্ধিপ্রদ তারার মন্ত্র, স্তোত্র ও উত্তম কবচ তুমি শ্রবণ কর নাই। ১৭২

হে প্রিয়ে ! এখন এখানে আমি জীবের আনন্দকারণ সর্বসম্পৎপ্রদ উত্তম স্তোত্র ও কবচ বলিতেছি। কোথাও ইহা প্রকাশ্য নহে। ১৭৩

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে নাথ। হে জগৎস্বামিন্ ! হে প্রভো ! হে শঙ্কর ! হে হর ! আনন্দকর কবচ বলুন। হে নাথ ! হে দেব ! স্তোত্র ও কবচ সর্ব বিঘ্নহর ও সর্বশান্তি কর। উহা দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। হে নাথ ! হে জগদ্‌গুরো ! আপনি বলুন। ১৭৪-১৭৫

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে জগদীশ্বর-দয়িতে। হে হরবল্লভে! তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বরি ! হে জগদ্ধাত্রি ! তুমি ত্রৈলোক্যকে মুগ্ধ কর। হে সুরেশ্বরি ! মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১৭৬

১। ক—প্রভো শ্রীকণ্ঠ শঙ্কর।

নান্তং বান্তং মান্তযুক্তং ·········স্বরকাত্মকম্[1] ।*
কান্তং শক্তিযুতং দেবি জনয়ঞ্চাপরান্বিতম্ ॥ ১৭৭

ব্যগ্রজং[2] সাগ্রজং কুক-যুত-গোগ্রজমেব হি ।
শক্তিযুক্তং যন্ত্র-মন্ত্রং[3] শেষং চ সমুদীরয়েৎ ॥ ১৭৮

ইত্যেবং মন্ত্র-রাজঞ্চ যো জপেৎ জগদম্বিকে ! ।
ত্রৈলোক্য-মোহনং কৃত্বা[4] সর্বসম্পন্নভেৎ তু সঃ ॥ ১৭৯

বারুণং[5] যুগলং কান্তং ভান্তং বিন্দু-দ্বিতীয়কম্ ।
বাগ্বাদিন্যমুকং মে বৈ বশমানয় বৈফট্ ॥ ১৮০

মন্ত্রঞ্চাযুতমেবঞ্চ সহস্রং বাহযুতং নিশি ।
তদৈব দেবীং দেবং বা নরং[6] বা বশমানয়েৎ ॥ ১৮১

ইয়ং বশকরী বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ।
পূজয়েদ্ ভক্তিভাবেন প্রণমেদ্ রাজমোহিনীম্ ॥ ১৮২

হে জগদম্বিকে ! এই প্রকারে এই মন্ত্ররাজকে যে জপ করিবে, সে ত্রৈলোক্যকে মোহিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিবে । ১৭৯

দুইটি বারুণ (ব ও ব), কান্ত (খ) ও ভান্ত (ব) কে বিন্দুযুক্ত করিবে। তাহার পর "বাগ্বাদিনী অমুকং মে বৈ বশমানয় বৈ ফট্" যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, তাহা মনুষ্যগণকে বশীভূত করে । ১৮০

সংযত হইয়া রাত্রিকালে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র এক হাজার বা দশ হাজার জপ করে, সে তখনই দেব, দেবী ও মনুষ্যগণকে স্ববশে আনিতে পারে । ১৮১

এই বশকরী বিদ্যা সমস্ত তন্ত্রে গুপ্ত হইয়াছে । রাজমোহিনী দেবীকে ভক্তিভাবে পূজা করিবে ও প্রণাম করিবে । ১৮২

---

* মূলের ১৭৭ ও ১৭৮ শ্লোক অশুদ্ধ বলিয়া উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না ।

১। ক—নান্তং বান্তং মান্তযুক্তং স্বর······স্বকং প্রিয়ে। কান্তং শক্তিযুতং দেবি জনয়ঞ্চাপি বাম্বিতম্ । খ—তথাম্বরক-কাত্মকম্ । খ—জনয়ঞ্চাপরান্বিতম্ । ব্যাগ্রজং সাগ্রজংজক যুৎগাগ্রজমেব হি । ২। ক—খগ্রজং বাগ্রজং কুকযুগাগ্রমেব হি । ৩। খ—যন্ত্রমন্ত্রশেষঞ্চ ।

৪। ক—ত্রৈলোক্যমোহনো ভূত্বা. ক—বারুণং যুগলং কান্তং ভান্তং বিন্দু-দ্বিতীয়কম্ । বাগ্বাদিন্যমুকং মে বশমানয় বৈ ফট্ ।

৫। খ—বারুণং যুগলং কান্তং ভান্তবিন্দু দ্বিতীয়কম্ । ৬। খ—নরান্ বা ।

স্মৃত্বা চ মনসা দেবীং জপেন্মন্ত্রং কুজে দিনে।
শনৈশ্চর-দিনে বাপি রাত্রৌ স্তোত্রং পঠেদ্ যদি।
অচিরেণৈব কালেন স ভবেদ্রাজ-বল্লভঃ ॥ ১৮৩
ঘোরদংষ্ট্রে! করালাস্যে! মৎস্য-মাংস-বলিপ্রিয়ে!।
নমস্তে বিশ্বজননি! নমস্তে বিশ্ব-ভাবিনি! ॥ ১৮৪
নমস্তে জগদীশান দয়িতে! ভক্তবৎসলে!।
নমস্তে পরমানন্দ-দায়িনি রাজমোহিনি! ॥ ১৮৫
নমস্তেঽস্তু সদানন্দে! নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে!।
নমস্তে মঙ্গলে! তুভ্যং সর্বমঙ্গল-মঙ্গলে! ॥ ১৮৬
বিশ্বমাতর্জগদ্ধাত্রি! নমস্তে ত্রিপুরেশ্বরি!।
নমস্তে ব্রহ্ম-নমিতে! নমস্তে বরদে! শিবে! ॥ ১৮৭
মেঘশ্যামে! জগদ্ধাত্রি! করালে! বিকটে! শিবে[1]!।
হরভার্য্যে! হরারাধ্যে! নমস্তে হরিপূজিতে! ॥ ১৮৮
হরীন্দ্র-ব্রহ্ম-চন্দ্রাদি-পঞ্চানন-সুপূজিতে।
নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে! মহাঘোরে! মহোৎসবে! ॥ ১৮৯

মঙ্গলবার বা শনিবারে মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। যদি রাত্রিতে স্তোত্র পাঠ করে, সে অতি শীঘ্রই রাজার অধিপতি হয়। ১৮৩

হে ঘোরদংষ্ট্রে। হে করালাস্যে! হে মৎস্য-মাংস-বলিপ্রিয়ে। তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বজননি। হে বিশ্বভাবিনি। তোমায় নমস্কার। ১৮৪

হে জগদীশ্বর-দয়িতে! হে ভক্তবৎসলে! তোমায় নমস্কার। হে পরমানন্দ-দায়িনি। হে রাজমোহিনি! তোমায় নমস্কার। ১৮৫

হে সদানন্দে। তোমায় নমস্কার। হে শঙ্করপ্রিয়ে। তোমায় নমস্কার। হে মঙ্গলে। তোমায় নমস্কার। হে সর্বমঙ্গল-মঙ্গলে। তোমায় নমস্কার। ১৮৬

হে বিশ্বমাতঃ! হে জগদ্ধাত্রি! হে ত্রিপুরেশ্বরি! তোমায় নমস্কার। হে ব্রহ্ম-নমিতে। তোমায় নমস্কার। হে বরদে। হে শিবে। তোমায় নমস্কার। ১৮৭

হে মেঘশ্যামে! হে জগদ্ধাত্রি। হে করালে। হে বিকটে। হে শিবে। হে হরভার্য্যে। হে হরারাধ্যে। হে হরিপূজিতে। তোমায় নমস্কার। ১৮৮

হে হরপূজিতে। হে ইন্দ্রপূজিতে। হে ব্রহ্মপূজিতে। হে চন্দ্রাদিপূজিতে! হে পঞ্চানন-পূজিতে! হে মহারৌদ্রে! হে মহাঘোরে! হে মহোৎসবে! তোমায় নমস্কার। ১৮৯

১। ক—শুভে।

মহানন্দে ! মহাকালি ! মহাকাল-প্রপূজিতে ! ।
বিশ্বেশ্বরি-নমস্তে তু নমস্তে ভুবনেশ্বরি ! ॥ ১৯০
কামরূপে ! চ কামাখ্যে ! কামপুষ্প-বিভূষিতে ! ।
সর্বকাম-প্রদে দেবি ! কাম-মন্দির-নন্দিতে[১] ! ॥ ১৯১
সর্বকাম-স্বরূপে ! চ কামদেব-প্রপূজিতে ! ।
কামেশ্বরি ! কলানাথ-বদনে ! কামবল্লভে ! ॥ ১৯২
ক্রিয়া-মার্গরতে ! কামে ! নিষ্কামে ! কমলাত্মিকে[২] ! ।
নমস্তে ! চণ্ডিকে ! চণ্ডে ! চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনি ! ॥ ১৯৩
রাজেশ্বরি ! রমে রাম-পূজিতে ! রাজবল্লভে ! ।
রামপ্রিয়ে ! রামরতে ! বলরাম-প্রপূজিতে ! ॥ ১৯৪
নমশ্ছিন্ন-কপালে ! চ[৩] বগলে ! চণ্ডি ! পার্বতি ! ।
নমস্তে সগুণে ! দেবি ! নির্গুণে ! নির্গুণাত্মিকে ! ॥ ১৯৫
জগদ্ধাত্রি ! জয়ে ! দেবি ! বিজয়ে ! হরবল্লভে ! ।
নমস্তে শংকরানন্দ-দায়িকে ! শঙ্করপ্রিয়ে ! ॥ ১৯৬

হে মহানন্দে। হে মহাকালি। হে মহাকাল-প্রপূজিতে। হে বিশ্বেশ্বরি! তোমায় নমস্কার। হে ভুবনেশ্বরি। তোমায় নমস্কার। ১৯০

হে কামরূপে। হে কামাখ্যে! হে কামপুষ্প-বিভূষিতে। হে সর্বকাম-প্রদে। হে দেবি। হে কামমন্দির-নন্দিতে। তোমায় নমস্কার। ১৯১

হে সর্বকাম-স্বরূপে। হে কামদেব-প্রপূজিতে! হে কামেশ্বরি। হে কলানাথ-বদনে। হে কামবল্লভে। তোমায় নমস্কার। ১৯২

হে ক্রিয়ামার্গরতে। হে কামে! হে নিষ্কামে। হে কমলাত্মিকে। হে চণ্ডিকে! হে চণ্ডে! হে চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনি! তোমায় নমস্কার। ১৯৩

হে রাজেশ্বরি। হে রমে। হে রাম-পূজিতে। হে রাজবল্লভে। হে রাম-প্রিয়ে। হে রামরতে। হে বলরাম-প্রপূজিতে। তোমায় নমস্কার। ১৯৪

হে ছিন্নকপালে। হে বগলে। হে চণ্ডি। হে পার্বতি। হে সগুণে। হে দেবি। হে নির্গুণে। হে নির্গুণাত্মিকে! তোমায় নমস্কার। ১৯৫

হে জগদ্ধাত্রি! হে জয়ে! হে দেবি! হে বিজয়ে। হে হরবল্লভে! হে শঙ্করানন্দ-দায়িকে! হে শঙ্করপ্রিয়ে! তোমায় নমস্কার। ১৯৬

১। কামমন্দিরবন্দিতে। ২। ক—নিষ্ঠাকামে কলাত্মিকে। ৩। ক—নমশ্ছিন্নকপালে চ কপালে।

নমঃ কৃষ্ণে ! পীতবর্ণে ! শুক্লরক্ত-স্বরূপিণি ! ।
মহানীলে ! নীলবর্ণে ! মহানীলসরস্বতি ! ॥ ১৯৭
বাগীশ্বরি ! নমস্তেঽস্তু পদ্মে ! পদ্মবিলাসিনি[1] ! ।
ইতি তে কথিতং দেবি ! স্তোত্রঞ্চ জনমোহনম্ ॥ ১৯৮
পঠনাৎ স্তবরাজস্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
মন্দে চন্দ্রাত্মজে জীবে নিশাভাগে নিশামুখে ।
প্রপঠেৎ স্তবরাজঞ্চ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯৯
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা বরবর্ণিনি ! ।
স্তোত্র-প্রপঠনাদ্ দেবি ! জগদ্বশময়ো[2] ভবেৎ ।
বশীকরণমেতত্তু স্তবরাজং মনোহরম্ ॥ ২০০
যং যং মন্ত্রেণ দেবেশি ! পরমাকর্ষয়ত্যহো ! ।
স তত্র[3] বশতাং যাতি দেবরাজসমো যদি ।
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রমধুনা কবচং শৃণু ॥ ২০১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি অপ্রকাশ্যং মহীতলে ।

হে কৃষ্ণে ! হে পীতবর্ণে ! হে শুক্ল-রক্ত-স্বরূপিণি ! হে মহানীলে ! হে নীলবর্ণে ! হে মহানীল সরস্বতি ! তোমায় নমস্কার । ১৯৭

হে বাগীশ্বরি ! হে পদ্মে ! হে পদ্ম-বিলাসিনি ! তোমায় নমস্কার । হে দেবি ! এই জনমোহন স্তোত্র কথিত হইল । ১৯৮

এই ভূতলে এই স্তবরাজের পাঠ হইতে কিনা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয় । শনিবারে, বুধবারে বা বৃহস্পতিবারে রাত্রিতে বা রাত্রিমুখে (প্রদোষে) এই স্তবরাজ পাঠ করিবে । তাহা হইলে সিদ্ধির অধিপতি হইবে । ১৯৯

হে বরবর্নিনি । হে দেবি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র এই স্তোত্র পাঠ হইতে এই জগৎকে তাহার বশে আনিতে পারে । এই মনোহর স্তবরাজ বশীকরণ । ২০০

হে দেবেশি ! যে যে মন্ত্রের দ্বারা পরকে আকর্ষণ করে । যদি সে দেবরাজের সমানও হয়, তাহা হইলেও সে বশ্য হয় । এই প্রকার স্তোত্র কথিত হইল । এখন কবচ শুন । ২০১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি ! এই মহীতলে অপ্রকাশ্য কবচ বলিতেছি,

---

১ । ক—পদ্মনিবাসিনি ! । ২ । ক—জগদ্-বশনয়ো । ৩ । ক—স এব ।

শ্রুত্বা পঠিত্বা কবচং সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০২

দুর্গাকবচম্

পার্বতী মস্তকং পাতু কপালং জগদম্বিকা।
কাপালঞ্চাপি[1] গণ্ডঞ্চ দুর্গা পাতু মহেশ্বরী ॥ ২০৩
বিশ্বেশ্বরী সদা পাতু[2] নেত্রঞ্চ শিবসুন্দরী।
কর্ণৌ নারায়ণী পাতু মুখং নীল-সরস্বতী ॥ ২০৪
কণ্ঠং মে বিজয়া পাতু বক্ষোমূলং শিবপ্রিয়া।
নাভিদেশং জগদ্ধাত্রী জগদানন্দ-বল্লভা ॥ ২০৫
হৃদয়ং চণ্ডিকা পাতু বাহূ[3] পরম-দেবতা।
কেশাংশ্চ পঞ্চমী বিদ্যা সভায়াং পাতু ভৈরবী ॥ ২০৬
নিত্যানন্দা যশঃ পাতু লিঙ্গং লিঙ্গেশ্বরী সদা।
ভবানী পাতু মে পুত্রং পত্নীং মে পাতু দক্ষজা ॥ ২০৭

শ্রবণ কর। এই কবচ শ্রবণ করিয়া পাঠ করিয়া সমস্ত সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ২০২

দুর্গা কবচ

পার্বতী মস্তক রক্ষা করুন। জগদম্বিকা কপাল (ললাট) রক্ষা করুন। মহেশ্বরী দুর্গা কাপাল (মাথার খুলি—মস্তক) ও গণ্ড রক্ষা করুন। ২০৩

বিশ্বেশ্বরী শিবসুন্দরী সর্বদা নেত্র রক্ষা করুন। নারায়ণী কর্ণদ্বয়কে রক্ষা করুন। নীল সরস্বতী মুখকে রক্ষা করুন। ২০৪

বিজয়া আমার কণ্ঠকে রক্ষা করুন। শিবপ্রিয়া আমার বক্ষঃমূল রক্ষা করুন। জগদানন্দ-বল্লভা জগদ্ধাত্রী নাভিদেশ রক্ষা করুন। ২০৫

চণ্ডিকা হৃদয় রক্ষা করুন। পরম দেবতা বাহুদ্বয় রক্ষা করুন। পঞ্চমী-বিদ্যা কেশ সমূহ রক্ষা করুন। ভৈরবী সভায় রক্ষা করুন। ২০৬

নিত্যানন্দা যশঃ রক্ষা করুন। লিঙ্গেশ্বরী সর্বদা লিঙ্গ রক্ষা করুন। ভবানী আমার পুত্রকে রক্ষা করুন। দক্ষজা আমার পত্নীকে রক্ষা করুন। ২০৭

১। খ—কপোলং। ২। ক—পুস্তকে বিশ্বেশ্বরী সদা পাতু বক্ষমূলং শিবপ্রিয়া। নাভিদেশং জগদ্ধাত্রী জগদানন্দ-বল্লভেতি পাঠঃ। মধ্যে সদা পাত্বিত্যনন্তরং নেত্রঞ্চ শিবসুন্দরীত্যাদি জগদানন্দবল্লভেত্যন্তপাঠো নাস্তি। গ—পুস্তকে নারায়ণী পাতু ইত্যনন্তরং মুখং নীল সরস্বতীত্যাদিচণ্ডিকা পাতু ইত্যন্ত পাঠো বর্ত্ততে। গ—বক্ষঃ।

কামাখ্যা দেহ-কমলং পাতু নিত্যং নভোগতম্ ।
মহাকুণ্ডলিনী নিত্যং পাতু মে জঠরং শিবা ॥ ২০৮
বহ্নিজায়া সদা যজ্ঞং পাতু কর্ম স্বধা পুনঃ ।
অরণ্যে বিজনে পাতু দুর্গা দেবী রণে বনে ।
জলে পাতু জগন্মাতা দেবী ত্রিভুবনেশ্বরী ॥ ২০৯
ইত্যেবং কবচং দেবি দুর্জ্জেয়ং রাজমোহনম্[1] ।
জপেন্মন্ত্রং ক্ষিতিতলে বশ্যং যাতি মহীপতিঃ ॥ ২১০
পূজয়া পরয়া ভক্ত্যা ক্রিয়য়া চ বিনা শিবে ! ।
কেবলং জপমাত্রেণ সিধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২১১
যা পৃচ্ছা তে নিগদিতা কথিতা বরবর্ণিনি ! ।
ইদানীং দেবদেবেশি ! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২১২

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সংবাদে ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬ ॥

কামাখ্যা আকাশ-গত দেহ কমলকে সর্বদা রক্ষা করুন। মহাকুণ্ডলিনী শিবা সর্বদা আমার উদর রক্ষা করুন। ২০৮

বহ্নিজায়া সর্বদা যজ্ঞ রক্ষা করুন। স্বধা কর্ম রক্ষা করুন। দুর্গা দেবী নির্জন অরণ্যে বনে রণে রক্ষা করুন। জগন্মাতা দেবী ত্রিভুবনেশ্বরী জলে রক্ষা করুন। ২০৯

হে দেবি ! রাজার মোহনকারী এই দুর্জ্জেয় কবচ এই প্রকার কথিত হইল। এই পৃথিবীতে মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে রাজাও বশ্য হন। ২১০

হে শিবে ! পূজা, পরা ভক্তি ও আরাধনা ক্রিয়া ছাড়া কেবল জপমাত্রের দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ২১১

হে বরবর্ণিনি ! তোমার যে জিজ্ঞাসা, তাহার উত্তর তোমাকে বলিয়াছি। হে দেবদেবেশি ! এখন পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২১২

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর সংবাদে ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

১। ঘ—পুস্তকে রাজমোহনে। ঘ—পুস্তকে রাজমোহনে ইত্যনন্তরং কবচস্যাপি পঠনাৎ রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ। যত্র কুত্র দিনে স্তোত্রং কবচং বা নবাননে ।। পঠিত্বা সর্বসৌভাগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। এবং নিয়ন্তরং স্তোত্রং কবচং রাজমোহনম্। ইত্যাদ্যৌ যৌ শ্লোকৌ বিদ্যেতে।

সপ্তমঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ—

কথ্যতাং মে দয়াসিন্ধো ! জগদীশ ! জগদ্‌গুরো ! ।
জগৎ-কর্ত্তা জগৎ-পাতা জগদ্ধাতা ত্বমেব হি ॥ ১
ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশ ! ত্বত্তো ভিন্নঃ কদাচন ।
নাস্তি কর্ত্তা মহাদেব ! কিমেতৎ কথয়ামি তে ॥ ২
ন গোলকে ন কৈলাসে ন ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রভো ! ।
ন বৈকুণ্ঠে ন বা সৌরে ন নক্ষত্রে শচী-পুরে[১] ॥ ৩
বক্তা কর্ত্তা চ পাতা চ হর্ত্তা চ[২] ত্রিপুরেশ্বর ! ।
পৃচ্ছামি পরমং তত্ত্বং যোগিনাং[৩] যোগসাধনম্[৪] ॥ ৪

শ্রীশিব উবাচ—

যোগীন্দ্র-হৃদয়াম্ভোজে যোগিনাং হৃদয়ে তথা ।
ধ্যেয়ং[৫] গোপ্যঞ্চ দেবেশি ! ব্রহ্মেতি যং বিদুঃ শিবে ! ॥ ৫

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দয়াসিন্ধো ! হে জগদীশ ! হে জগদ্‌গুরো ! । আপনি আমাকে বলুন। তুমিই জগৎকর্ত্তা, তুমিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই জগতের ধারণ কর্ত্তা। ১

হে বিশ্বেশ ! ত্রিভুবনে কখনও তোমা হইতে ভিন্ন কেহ কর্ত্তা নাই। হে মহাদেব ! তুমিই কর্ত্তা। ইহা আর তোমাকে কি বলিব। ২

হে প্রভো ! হে ত্রিপুরেশ্বর ! গোলকে, কৈলাসে, ব্রহ্ম-লোকে, বৈকুণ্ঠে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে বা শচীগৃহে কেহ বক্তা নাই, কেহ রক্ষা কর্ত্তা নাই, কেহ সংহার কর্ত্তাও নাই। যোগিগণের পরমতত্ত্ব যোগের সাধন জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৩-৪

শ্রী শিব বলিলেন—হে দেবেশি ! যোগিশ্রেষ্ঠ সাধকের হৃৎপদ্মে ও যোগিগণের হৃদয়ে এক গোপনীয় ধ্যেয় তত্ত্ব আছে। হে শিবে ! পণ্ডিতগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বলেন। ৫

১। ক—শচীপুরে। ২। খ—ন চ কর্ত্তা ন পাতা চ হর্ত্তা চ ত্রিপুরেশ্বর !। ৩। ক—যোগিনীযোগসাধনম্। ৪। ক—যোগসাধনমিত্যনন্তরং—যোগিনীহৃদয়াম্ভোজে যোগিনীহৃদয়ে তথা। শ্রীশিব উবাচ। ইতি পাঠঃ। ৫। ক—ধ্যেয়ং গোপ্যং চ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ।
যোগীন্দ্রানাং জ্ঞানগম্যমগম্যং[১] মনসা অপি ॥ ৬
অন্যেষাঞ্চ বরারোহে ! জগদ্ধাত্রি ! শৃণু প্রিয়ে ! ।
সর্বেষাঞ্চ ময়াজ্ঞানং জ্ঞাতং ত্বয়াখ্যমব্যয়ম্ ।
নারীণাং হৃদয়াম্ভোজং ন চ বেদ কথঞ্চন ॥ ৭

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

সত্যঞ্চ কথিতং নাথ সত্যমেব ন সংশয়ঃ[২] ।
অবলানাঞ্চ হৃদয়মন্তঃ-সারঞ্চ[৩] কথ্যতাম্ ॥ ৮
পুরুষা নৈব জানন্তি স্বভাবাৎ তু-ব্যতিক্রমম্ ।
দেবদেব ! মহাদেব ! সংসারার্ণব-তারক ! ।
জানামি হৃদয়ং পুংসাং কাঠিন্যং লোলমানসম্ ॥ ৯
অত এব মহাদেব ! শীঘ্রং বদ সদাশিব ! ।
কেন রূপেণ সা দুর্গা সুপ্রসন্না মহীতলে ॥ ১০

সেই সচ্চিদানন্দ অব্যয় পর ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ স্থান। যোগিশ্রেষ্ঠ সাধকগণের জ্ঞান গম্য। অন্যগণের মনের দ্বারাও অগম্য। ৬

হে বরারোহে। হে জগদ্ধাত্রি। হে প্রিয়ে। তুমি শ্রবণ কর। অন্য সকলের অগম্য তোমার জ্ঞাত সেই অব্যয় তত্ত্ব তুমি বলিতে পার। উহা আমার অজ্ঞাত। নারীগণের হৃৎপদ্ম কোনরূপেই কেহ জানিতে পারে না। ৭

হে নাথ। তুমি সত্য-সত্যই বলিয়াছ। ইহাতে কোন সংশয় নাই। স্ত্রীগণের হৃদয়—অন্তরের সার তত্ত্ব আমাকে বলুন। ৮

নারীগণের স্বভাব বিপরীত হৃদয় পুরুষগণ জানেন না। হে দেবদেব। হে মহাদেব। হে সংসারার্ণব-তারক। পুরুষগণের হৃদয় কঠিন ও মনঃ চঞ্চল জানি। ৯

অতএব হে মহাদেব। হে সদাসিব। আপনি শীঘ্র বলুন। এই পৃথিবীতে সেই দুর্গা কিরূপে সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন। ১০

১। খ—জ্ঞানগম্যং সুগম্যং। ২। ক—বদাম্যহম্। ৩। ক—হৃদয়ং মম্মসাধ্যঞ্চ কথ্যতাম্।

শ্রীশিব উবাচ—

স্তবেন কবচেনাপি জ্ঞানেন বরবর্ণিনি[১] ।
প্রসন্না চ মহাবিদ্যা ভবেৎ পরম-কারণম্[২] ॥ ১১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি ! মহাদেবি ! বিশ্বেশ্বরি ! জগন্ময়ি ! ।
যেন রূপেণ সা কালী তারা ত্রিপুর-সুন্দরী ! ॥ ১২
ভৈরবী চৈব কমলা দুর্গা চ ভুবনেশ্বরী ।
যা যা বিদ্যা মহেশানি ! কথিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১৩
সা বিদ্যা চ প্রসন্নাঽভূৎ কেবলং জ্ঞানমাত্রতঃ ।
বিনা জ্ঞানান্ন বৈ ধ্যানং ন ক্রিয়া ন চ সদ্গতিঃ ॥ ১৪
ন চ ভক্তির্ন বা মুক্তির্ন ভুক্তির্বুদ্ধিরেব হি ।
শ্মশান-সিদ্ধিশ্চ ন বা ন চ সিদ্ধিঃ শবাত্মিকা ॥ ১৫
বিনা জ্ঞানং মহেশানি ! ন চ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
জ্ঞানে যদা সমুৎপন্নে সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬

শ্রীশিব বলিলেন—হে বরবর্ণিনি ! স্তবের দ্বারা, কবচের দ্বারা এবং জ্ঞানের দ্বারাও পরম কারণ মহাবিদ্যা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ১১

হে দেবি ! হে মহাদেবি ! হে বিশ্বেশ্বরি ! হে জগন্ময়ি ! যেরূপে সেই কালী, তারা ও ত্রিপুরসুন্দরী প্রসন্না হন, তাহা শ্রবণ কর। ১২

হে ভুবনেশ্বরি ! হে মহেশানি ! ভৈরবী, কমলা, দুর্গা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি যে যে বিদ্যা আমি বলিয়াছি। ১৩

সেই সেই বিদ্যা কেবল জ্ঞানমাত্রের দ্বারা প্রসন্না হইয়াছিলেন। জ্ঞান ব্যতীত ধ্যান হয় না, ক্রিয়া হয় না, সদ্গতিও হয় না। ১৪

ভক্তি হয় না, মুক্তি হয় না, ভোগ হয় না, বুদ্ধিও হয় না। শ্মশানসিদ্ধি হয় না, শবসিদ্ধিও হয় না। ১৫

হে মহেশানি ! জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধি জন্মায় না। যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সমস্ত সিদ্ধি জন্মায়। ১৬

১। ক—বাগীশ্বরী । ২। ক—পরমকারণে ।

জ্ঞানেঽজ্ঞানে মহেশানি ! বিফলং পূজনং জপঃ।
তপো ভক্তিঃ ক্রিয়া স্তোত্রং কবচং বিফলং প্রিয়ে ! ॥ ১৭
অতএব পরং তত্ত্বং জ্ঞানং পরমসাধনম্।
যো জানাতি জগদ্ধাত্রি ! স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
কৌলিকং কৌলিকাং দেবি ! ন ত্যজেৎ তু কথঞ্চন।
পরিত্যাগে বরারোহে ! সর্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ১৯
এবং শক্তি-বিধানেন শক্তঃ সর্ববিচারণাৎ।
জীবন্মুক্তঃ সর্বলোকে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
ন বেত্তি কিঞ্চিদ্ দেবেশি ! সত্যঞ্চ বরবর্ণিনি ! ॥ ২১
সংকেতং গুহ্যসংকেতং জীব-সংকেতকং তথা।
দিব্যানাঞ্চৈব বীরাণাং পশূনাং বরবর্ণিনি ! ॥ ২২
ভাব-সংকেতকং দেবি ! ব্রহ্মসংকেতকং তথা।
সমং পরমসংকেতং বীরসাধনমুত্তমম্ ॥ ২৩

হে মহেশানি। হে প্রিয়ে। জ্ঞানকে না জানিলে পূজা, জপ বিফল। তপস্যা, ভক্তি, ক্রিয়া, স্তোত্র এবং কবচও বিফল। ১৭

অতএব জ্ঞানই পরমতত্ত্ব ও পরম সাধন। হে জগদ্ধাত্রি। যে ইহা জানে, সে শিব, সন্দেহ নাই। ১৮

হে দেবি। কৌলিক ও কৌলিকাকে কোন প্রকারে ত্যাগ করিবে না। হে বরারোহে। যে পরিত্যাগ করে, তাহার সমস্তই নিষ্ফল। ১৯

শক্ত সাধক এইরূপ শক্তি-বিধানে সমস্ত বিচার করিলে সেই বিচার হইতে সমস্ত লোকে সে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২০

যে মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রা জানে না। হে দেবেশি। হে বরবর্ণিনি। সে কিছু জানে না, সত্য। ২১

হে বরবর্ণিনি। হে প্রিয়ে। আমি জানলে দিব্য, বীর ও পশুগণের সঙ্কেত, গুহ্যসংকেত ও জীবসংকেত বলিয়াছি। ২২

হে দেবি। ভাবসংকেত ও ব্রহ্মসংকেত বলিয়াছি। পরমসংকেতের সহিত উত্তম বীরসাধনও বলিয়াছি। ২৩

শ্মশানসাধনং ভদ্রে! শবসাধনমেব হি।
এবং নানাবিধানঞ্চ ময়োক্তং জামলে প্রিয়ে!।
সদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি যত্তন্ত্রে খলু কোবিদঃ ॥ ২৪
কথিতং ডামরেণাথ শক্তি-জামলকে প্রিয়ে!।
নানাতন্ত্রে মহেশানি! কথিতং বরবর্ণিনি!॥ ২৫
দুর্গাসেবন-মাত্রেণ বিধিবাক্যানুসারতঃ।
মুক্তিং যাতি নরঃ সত্যং লব্ধ্বা তত্ত্বং মনোহরম্ ॥ ২৬
বিনা তত্ত্ব-পরিজ্ঞানং ন সুখং ন পরাং গতিম্।
লভতে মানবঃ সত্যং দেবেশি! জগদম্বিকে!॥ ২৭
কালী করালবদনা মুণ্ডমালাবিভূষণা।
কামাখ্যা কামিনী কন্যা[১] করালাস্যা দিগম্বরা ॥ ২৮
অট্টহাসা ঘোরনাদা মেঘশ্যামা ভয়ানকা।
সর্ববীজ-স্বরূপা সা মহাবীজ-স্বরূপিণী ॥ ২৯

হে ভদ্রে। শ্মশান সাধন এবং শবসাধনও বলিয়াছি। হে প্রিয়ে। আমি জামলে এইরূপ নানা বিধান বলিয়াছি। তন্ত্রবিৎ পণ্ডিত সর্বদা সিদ্ধি লাভ করেন। ২৪

হে প্রিয়ে! ডামরে ও শক্তি জামলেও বলিয়াছি। হে বরবর্ণিনি। হে হে মহেশানি! নানাতন্ত্রে এইরূপ বিধান সমূহ বলিয়াছি। ২৫

বিধিবাক্যানুসারে দুর্গার আরাধনামাত্রের দ্বারা পরম তত্ত্ব লাভ করিয়া মানব মুক্তি লাভ করে। ইহা সত্য। ২৬

হে দেবেশি। হে জগদম্বিকে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মানুষ সুখও লাভ করে না, পরা গতিও লাভ করে না, ইহা সত্য। ২৭

কালী করালবদনা মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃতা। তিনি কামাখ্যা, কামিনী, কন্যা করালাস্যা ও দিগম্বরা। ২৮

তিনি অট্টহাস্য ও ঘোরগর্জনকারিণী, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, ভয়ানকা। তিনি সর্ববীজ স্বরূপা ও মহাবীজ-স্বরূপিণী। ২৯

১। কাম্যা।

সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা বশিষ্ঠাদি-প্রপূজিতা।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চাপি যোগীন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চাপি সেবিতা ॥ ৩০
দেবেন্দ্রৈশ্চাপি বীরেন্দ্রৈঃ সাধকেন্দ্রৈঃ প্রপূজিতা।
এবম্ভুতা মহামায়া সর্বতত্ত্ব-বিভাবিনী ॥ ৩১
সঙ্কেতং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ শ্রুতং ত্বয়া।
কালীতন্ত্রে ভৈরবে চ শ্রুতং তন্ত্রে চ জামলে ॥ ৩২
শ্রুতং ন ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরব্যাশ্চরিতং প্রিয়ে!।
ভুবনায়াশ্চ বিদ্যায়াশ্চরিতং নৈব সুন্দরি! ॥ ৩৩
ইদানীঞ্চাপি সংক্ষেপাদ্ বদিষ্যামি বরাননে!।
পদ্মা ত্রিশক্তির্ধনদা বাণী পূর্ণা মহেশ্বরি! ॥ ৩৪
দুর্গা ভগবতী দেবী ভুবনায়াঃ প্রতিষ্ঠিতা।
একা দেবী জগদ্ধাত্রী নানারূপ-বিধারিণী ॥ ৩৫
তাং ভজেৎ সাধকেন্দ্রশ্চ সর্বজ্ঞাদি-প্রপূজিতাম্।
মহামায়াং জগদ্ধাত্রীং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্ ॥ ৩৬

সার্দ্ধ পঞ্চাক্ষরা বিদ্যা বশিষ্ঠাদি মুনিগণ কর্তৃক পূজিতা। সিদ্ধেন্দ্র (সিদ্ধশ্রেষ্ঠ) যোগীন্দ্র, বীরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও সাধকেন্দ্র দেবেন্দ্র কর্তৃক সর্বতত্ত্ব বিভাবিনী এবম্ভূতা মহামায়া প্রকৃষ্টরূপে পূজিতা হইয়াছেন। ৩০-৩১

কালীতন্ত্রে কালিকা ও তারার সংকেত তুমি শ্রবণ করিয়াছ। ভৈরবতন্ত্রে এবং জামলতন্ত্রেও তাহা শুনিয়াছ। ৩২

হে প্রিয়ে! ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবীর চরিত তুমি শুন নাই। হে সুন্দরি! ভুবনা বিদ্যার (ভুবনেশ্বরীর) চরিতও শুন নাই। ৩৩

হে বরাননে! হে মহেশ্বরি! এখন সংক্ষেপে ভুবনেশ্বরীর চরিত বলিব। পদ্মা, ত্রিশক্তি, ধনদা, বাণী, অন্নপূর্ণা, দেবী ভগবতী দুর্গা—ইঁহারা সকলেই ভুবনেশ্বরীতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভুবনেশ্বরীর অংশভূত। এক জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী প্রয়োজনবশে নানারূপ ধারণ করিয়াছেন। ৩৪-৩৫

সাধকেন্দ্র সর্বজ্ঞাদি কর্তৃক প্রপূজিতা সর্বালঙ্কার-ভূষিতা মহামায়া সেই জগদ্ধাত্রীকে ভজন করিবে। ৩৬

বাণী মায়া পুনর্বাণী[1] মহামন্ত্রস্বরূপিণী।
ততশ্চ কেবলা মায়া সাধকৈরপি সেবিতা ॥ ৩৭
পাশাদি-ত্র্যক্ষরী[2] বিদ্যা যমভীতি-বিমর্দ্দিনী।
সর্বসম্পৎ-প্রদা মুক্তিদায়িনী মুক্তি-বল্লভা ॥ ৩৮
মহাযোগময়ী বিদ্যা সর্বজ্ঞানময়ী ততঃ।
পূজিতা সাধকৈঃ সর্বৈঃ সর্বালঙ্কার-ভূষিতা ॥ ৩৯
এবন্তে কথিতা দেবি! দেবদেবৈঃ প্রপূজিতা।
ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৪০
যদি ভাগ্যবশাদেব চতুর্থীং লভতে নরঃ।
চতুর্বর্গময়ো ভূত্বা এবং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৪১

শ্রীদেব্যুবাচ—

দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! প্রভো! শঙ্কর! ভো হর!।
শ্রোতুমিচ্ছামি! দেবেশ জ্ঞানদঃ শঙ্করো যতঃ ॥ ৪২

বাণী (ঐং), মায়া (হ্রীং), পুনরায় বাণী (ঐং) অর্থাৎ ঐং হ্রীং ঐং এইটি মহামন্ত্র স্বরূপ। তাহার পর কেবল মায়াও (হ্রীং) সাধকেন্দ্র কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়াছেন। ৩৭

মুক্তির অধিপতি পাশাদি (আং আদি) ত্র্যক্ষরী বিদ্যা যমভীতি (মৃত্যুভয়)-বিমর্দিনী, সর্বসম্পৎপ্রদা ও মুক্তিদায়িনী। ৩৮

সেই হেতু সমস্ত সাধক কর্ত্তৃক সর্বালঙ্কার-ভূষিতা মহাযোগময়ী সর্ব্বজ্ঞানময়ী বিদ্যা পূজিতা হইয়াছেন। ৩৯

হে দেবি। দেবগণের আরাধিতা মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরী এই প্রকারে আমার কর্ত্তৃক কথিতা হইয়াছেন। ৪০

যদি ভাগ্যবশে মানুষ এই চতুর্থী মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরীকে লাভ করে, তবে সে চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করে। ৪১

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দীনবন্ধো। হে দয়াসিন্ধো! হে প্রভো। হে শঙ্কর! হে হর। হে দেবেশ! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু শঙ্কর জ্ঞানপ্রদ। ৪২

১। ক—পুনর্মায়া। ২। খ—শেষাদি। গিন্ধাদি।

দেবদেব ! মহাদেব ! নমস্তুভ্যং সদাশিব ! ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর ! ॥ ৪৩
বিশ্বেশ্বর ! জগদ্বন্দ্যো ! নীলকণ্ঠ ! নমোঽস্তু তে ।
জ্ঞানেশ ! জ্ঞানদানন্দদায়ক ! জ্ঞানবর্দ্ধক ! ॥ ৪৪
জ্ঞানাধীশ ! জ্ঞানপতে[১] ! নমঃ কোচবধূপতে ! ।
নমস্তে পরমানন্দ ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥ ৪৫
নমস্তে পার্বতীনাথ ! গঙ্গাধর ! নমোঽস্তু তে ।
বিশ্বেশ্বর ! জগদ্বন্দ্যো ! জগদীশ ! সদাশিব ! ॥ ৪৬
নমস্তেঽস্তু মহাদেব ! ত্রিলোকেশ ! মহেশ্বর ! ।
নমস্তে যোগতন্ত্রজ্ঞ ! নমঃ কালীপতে ! নমঃ ॥ ৪৭
নমস্তারাপতে ! তুভ্যং নমস্তে ভৈরবীপতে ! ।
গৌরীপতে ! জগন্নাথ ! নমস্তে চণ্ডিকাপতে ! ॥ ৪৮
গুরুরূপতরোর্বীজ-ফলরূপ ! ফলপ্রদ ! ।
নমস্তে সর্ববীজজ্ঞ ! বীজাধার ! নমোঽস্তু ! তে ॥ ৪৯

হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে সদাশিব ! তোমায় নমস্কার । হে মহেশ্বর ! তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার । ৪৩

হে বিশ্বেশ্বর ! হে জগদ্বন্দ্যো ! হে নীলকণ্ঠ ! হে জ্ঞানেশ ! হে জ্ঞানদ ! হে আনন্দদায়ক ! হে জ্ঞানবর্দ্ধক ! তোমাকে নমস্কার । ৪৪

হে জ্ঞানাধীশ ! হে জ্ঞানপতে ! হে কোচবধূপতে ! তোমায় নমস্কার । হে পরমানন্দ ! তোমায় নমস্কার । হে ভক্তবৎসল ! তোমায় নমস্কার । ৪৫

হে পার্বতীনাথ ! হে গঙ্গাধর ! তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বেশ্বর ! হে জগদ্বন্দ্যো ! হে জগদীশ ! হে সদাশিব ! তোমাকে নমস্কার । ৪৬

হে মহাদেব ! তোমায় নমস্কার ! হে ত্রিলোকেশ ! হে মহেশ্বর ! তোমায় নমস্কার । হে যোগতন্ত্রজ্ঞ ! তোমায় নমস্কার । হে কালীপতে ! তোমায় নমস্কার । ৪৭

হে তারাপতে ! তোমাকে নমস্কার । হে ভৈরবীপতে ! তোমাকে নমস্কার । হে গৌরীপতে ! হে জগন্নাথ ! হে চণ্ডিকাপতে ! তোমায় নমস্কার । ৪৮

হে গুরুরূপ তরুর বীজ ও ফলরূপ ! হে ফলপ্রদ ! তোমায় নমস্কার । হে সর্ববীজজ্ঞ ! হে বীজাধার ! তোমায় নমস্কার । ৪৯

১। বাণীপতে ।

উমাপতে ! নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ত্রিলোচন ! ।
পঞ্চানন ! নমস্তুভ্যং নমস্তে শশিশেখর ! ॥ ৫০

শম্ভো ! মহেশ্বর ! বিভো ! বিরূপাক্ষ ! চতুর্ভুজ ! ।
নমস্তে পর্বতাত্মজা-পতে ! চণ্ডীপতে ! নমঃ ॥ ৫১

ত্রিলোকেশ ! দয়াসিন্ধো ! করুণাময় ! শঙ্কর ! ।
ভক্ত-বৎসল ! দেবেশ ! নীলকণ্ঠ ! সদাশিব ! ॥ ৫২

নমঃ কাশীপতে ! তুভ্যং নমস্তে চন্দ্রশেখর ! ।
নমশ্চণ্ডীপতে তুভ্যং নমস্তে মুক্তিদ[১] ! প্রভো ! ॥ ৫৩

নমস্তে জগদাধার ! চতুরানন ! বৎসল ! ।
নমঃ ক্রিয়াপতে ! তুভ্যং নমস্তে মুক্তিদ ! প্রভো ! ॥ ৫৪

অহমেবাঽবলা বালা কথং জানামি ! শঙ্কর ! ।
নির্গুণং সগুণং জ্ঞাতুং ন সমর্থা কথঞ্চন ॥ ৫৫

হে উমাপতে ! তোমায় নমস্কার। হে ত্রিলোচন। তোমায় নমস্কার। হে পঞ্চানন। তোমায় নমস্কার। হে শশিশেখর। তোমায় নমস্কার। ৫০

হে শম্ভো। হে মহেশ্বর! হে বিভো। হে বিরূপাক্ষ। হে চতুর্ভুজ। হে পর্বতকন্যাপতে। তোমায় নমস্কার। হে চণ্ডিপতে! তোমায় নমস্কার। ৫১

হে ত্রিলোকেশ! হে দয়াসিন্ধো। হে করুণাময়। হে শঙ্কর। হে ভক্তবৎসল। হে দেবেশ। হে নীলকণ্ঠ। হে সদাশিব ! তোমায় নমস্কার। ৫২

হে কাশীপতে। তোমায় নমস্কার। হে চন্দ্রশেখর। তোমায় নমস্কার। হে চণ্ডীপতে। তোমায় নমস্কার। হে শ্রীপতে। হে পার্বতীপতে। তোমায় নমস্কার। ৫৩

হে জগদাধার! হে চতুরানন। হে ভক্ত-বৎসল! তোমায় নমস্কার। হে ক্রিয়াপতে! তোমায় নমস্কার। হে মুক্তিপ্রদ! হে প্রভো। তোমাকে নমস্কার। ৫৪

আমি অবলা বালা। আমি কিরূপে সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব জানিব। আমি কোন প্রকারেই সগুণ ও নির্গুণকে জানিতে সমর্থ নহি। ৫৫

১। তুভ্যং মুক্তিদ প্রভো।

শ্রীশিব উবাচ—

নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণো হি সদাশিবঃ ॥ ৫৬
সত্যঞ্চ নির্গুণা দেবী সত্যং সত্যং হি নির্গুণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ ॥ ৫৭
নানাতন্ত্রমতং দেবি! নানাযত্নাৎ প্রকাশিতম্।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে ॥ ৫৮
নানামার্গে বিধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যান্তি রসাতলম্ ॥ ৫৯
সত্যং বচ্মি দৃঢ়ং বচ্মি হিতং পথ্যং পুনঃ পুনঃ।
ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গা-নিষেবনাৎ ॥ ৬০

শ্রীশিব বলিলেন—প্রকৃতি সত্যই নির্গুণ। আমিও সত্যই নির্গুণ। যখন তুমি সগুণ হও। তখন সদাশিবও সত্যই সগুণ হইয়া থাকেন। ৫৬

দেবী নির্গুণা, ইহা সত্য। সদাশিবও নির্গুণ, ইহাও সত্য সত্য। উপাসকগণের সিদ্ধির জন্য তুমি সগুণা, আমি সগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছি। ৫৭

হে দেবি! নানাযত্নে প্রকাশিত নানাতন্ত্রের মত তুমি জানিয়াছ। এই পৃথিবীতলে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিতে কে সমর্থ হয়? অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না। ৫৮

পশুগণ হতবুদ্ধি হইয়া নানা সাধন মার্গে ধাবিত হয়। উহারা শ্রীদুর্গার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে গমন করে। ৫৯

সত্য বলিতেছি, দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ হিত ও পথ্য বলিতেছি যে, দুর্গার আরাধনা ছাড়া ভোগও নাই, মোক্ষও নাই,। ৬০

খ—পুস্তকে ৫৭ শ্লোকানন্তরং নিম্নলিখিতা শ্লোকা বিদ্যন্তে।

ন জানামি মহামায়ে! সূক্ষ্ম-স্থূলাদি-চিন্তনম্।
ন জানামি অপং যজ্ঞং স্তবাদীনাঞ্চ (স্তবাদিকঞ্চ) কালিকে।।
সর্বরূপ-স্বরূপা ত্বং দেবদেবি। জনাদিকা।
ন সাধনং কারণঞ্চ (পং ত্বং) মনোবুদ্ধিস্বরূপকম্।
ক্রিয়াদি-কালঞ্চ যৎ সর্বমিচ্ছয়া তব কালিকে!।
কিং করোমি পরাধীন-জ্ঞানহীনংময়া মতঃ।
ক্ষমাপরাধং হে মাতঃ। কালিকে। কামনাশিনী।
জ্ঞানদাত্রী (ত্রি!) নমস্তেঽস্তু সর্বরূপে! নমো নমঃ।

দেবি ! দুর্গা পরং ব্রহ্ম শ্রুতং কালী-শ্রুতৌ ত্বয়া ।
তারা-শ্রুতৌ শ্রুতং দেবি ! শ্রুতা ব্রহ্মবিচারণা ॥ ৬১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবশ্চ দিবৌকসঃ ।
ত্বৎপাদ-সেবনাদ্ দেবি ! বয়ং বৈ সাধকোত্তমাঃ ॥ ৬২
ন দেবেশো গণপতির্নো ব্রহ্মা নো হরো হরিঃ ।
হরির্হরিরহং দেবি ! সর্বে পাদাব্জ-ভাবুকাঃ ॥ ৬৩
ত্বৎ-প্রসাদান্মহেশানি ! ব্রহ্মা সৃষ্টিং করোত্যসৌ ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধরিঃ পাতা হরো হর্ত্তা মহীতলে ॥ ৬৪
বাসবশ্চামরাধীশোঽমরা দেবতাঃ স্মৃতাঃ ।
তে সর্বে নির্জরা দেবি ! ত্বৎ-প্রসাদান্মহেশ্বরি[১] ! ॥ ৬৫
ত্বৎপাদ-পদ্মসম্পর্কাদ্দেবদেবোঽপি শঙ্করঃ[২] ।
অতস্ত্বং জগদীশান-দয়িতা[৩] ! ভক্তবৎসলে ! ॥ ৬৬

হে দেবি ! দুর্গা পরব্রহ্ম, ইহা কালীতন্ত্রে তুমি শুনিয়াছ । হে দেবি ! তারাতন্ত্রে তুমি ব্রহ্মকথা শুনিয়াছ এবং ব্রহ্মবিচারও শুনিয়াছ । ৬১

হে দেবি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বাসব ও দেবগণ এবং আমরা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া উত্তম সাধক হইয়াছি । ৬২

হে দেবি ! গণপতি দেবেশ নহেন, ব্রহ্মা দেবেশ নহেন, হরও দেবেশ নহেন, হরিও দেবেশ নহেন, হরি হরিই । এইরূপ গণেশ গণেশই । কিন্তু আমি ও সকলে তোমার পাদাব্জচিন্তক । ৬৩

হে মহেশানি ! এই ব্রহ্মা এই পৃথিবীতলে তোমার অনুগ্রহে সৃষ্টি করেন, তোমার অনুগ্রহে হরি পালন করেন, তোমার অনুগ্রহে হর সংহার করেন । ৬৪

তোমার অনুগ্রহে বাসব দেবগণের অধিপতি । তোমার অনুগ্রহে অমরগণ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন । হে দেবি ! হে মহেশ্বরি ! তোমার অনুগ্রহে তাঁহারা সকলে নির্জর হইয়াছেন । ৬৫

তোমার পাদপদ্মের সম্পর্কে শঙ্কর দেবদেব হইয়াছেন । হে ভক্তবৎসলে ! এই জন্য তুমি জগদীশ্বরের দয়িতা (পত্নী) । ৬৬

---

১ । ক—মহীতলে । ২ । খ—শঙ্করি । । ৩ । ক, খ—দয়িতে

দৃষ্টিং কুরু মহামায়ে ! নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।
ত্বঞ্চ কালী ত্বঞ্চ তারা ষোড়শী ত্বং বরাননে ! ॥ ৬৭
ত্বং দেবি ! ভুবনা বালা ছিন্না ধূমা মহেশ্বরি ! ।
ত্বং দেবি বগলা ভীমা কমলা ত্বং মহেশ্বরি ! ॥ ৬৮
মাতঙ্গী ত্বন্নপূর্ণা ত্বং[১] ধনদা ত্বং শিবপ্রিয়ে ! ।
দুর্গা ত্বং বিশ্বজননী দশাষ্টাদশরূপিণী ॥ ৬৯
সপ্তকোটি-মহাবিদ্যা উপবিদ্যা-স্বরূপিণী ।
কুমারী রমণী-রূপা সুরূপা নগনন্দিনী ॥ ৭০
শিবপূজ্যা শিবারাধ্যা ব্রহ্মপূজ্যা সুরেশ্বরী ।
শিবো ভিন্নঃ শিবাভিন্না ন জীবো বামলোচনা[২] ।
ইতি জানামি বিশ্বেশি ! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৭১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

সত্যং মে কথিতং নাথ নিত্যরূপোঽসি শঙ্কর ! ।
অহঞ্চ ত্রিষু লোকেষু পার্বতীশ্বরী[৩] শঙ্কর ! ।

হে মহামায়ে ! দৃষ্টিদান কর। তোমায় নমস্কার নমস্কার নমস্কার। হে বরাননে ! তুমি কালী, তুমি তারা, তুমিই ষোড়শী। ৬৭

হে দেবি ! তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি বালা, তুমি ছিন্নমস্তা, তুমি ধূমাবতী। হে দেবি ! হে মহেশ্বরি ! তুমি ভীমা বগলা, তুমি কমলা। ৬৮

হে শিব-প্রিয়ে ! তুমি মাতঙ্গী, তুমি ধনদা মহালক্ষ্মী। তুমি দশ ও অষ্টাদশ মূর্ত্তিধারিণী বিশ্বজননী দুর্গা। ৬৯

তুমি সপ্তকোটি মহাবিদ্যা ও উপবিদ্যা-স্বরূপিণী। তুমি কুমারী, তুমিই রমণীরূপা, তুমিই সুরূপা নগনন্দিনী। ৭০

তুমি শিবপূজ্যা শিবের আরাধ্যা ও ব্রহ্মপূজ্যা। তুমি সুরেশ্বরী। জীব শিব-ভিন্ন নয়। বামলোচনা স্ত্রীও শিবা হইতে ভিন্না নয়। হে বিশ্বেশি ! এই আমি জানি। ইহা সত্য সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে শঙ্কর ! তুমি নিত্যস্বরূপ। হে নাথ ! সেই জন্য তুমি আমাকে সত্য বলিয়াছ। হে শঙ্কর ! আমি তিন লোকে পার্বতী ও ঈশ্বরী। হে দেবদেবেশ ! হে সর্বজ্ঞ ! আমাকে বিশেষ বলুন। ৭২

১। খ—ত্বঞ্চ পূর্ণা। ২। ক, খ—বামলোচনে। ৩। ক, খ—পার্বতীশ্বর।

বিশেষং দেবদেবেশ ! সর্বজ্ঞ ! কথয়স্ব মে ॥ ৭২

শ্রীশিব উবাচ—

বিশেষং ন চ জানামি কথয়স্ব বরাননে ! ।
সর্বজ্ঞাসি মহেশানি ! যতঃ সর্বজ্ঞ-বল্লভা ॥ ৭৩

পার্বত্যুবাচ—

গোলোকে চৈব রাধাঽহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা ।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্-স্বরূপিণী ॥ ৭৪
কৈলাসে পার্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী ।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী পাণ্ডবালয়ে[১] ॥ ৭৫
গায়ত্রী বেদ-জননী সন্ধ্যাঽহঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ।
জ্যোতির্মধ্যে পুষাঽহঞ্চ[২] পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা ॥ ৭৬
পত্রে মালুরপত্রং হি পীঠে যোনি-স্বরূপিণী ।
হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবার্চিতা ॥ ৭৭
বিশেষানুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া শঙ্কর ! প্রভো ! ।
যত্র কুত্র স্থলে নাথ ! শক্তিস্তিষ্ঠতি গচ্ছতি ।
তত্রৈবাঽহং মহাদেব ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৭৮

শ্রীশিব বলিলেন—হে বরাননে ! আমি বিশেষ জানি না ; তুমি বল । হে মহেশানি । যেহেতু তুমি সর্বজ্ঞের স্ত্রী সর্বজ্ঞা । ৭৩

শ্রীপার্বতী বলিলেন—গোলোকে আমি রাধা । বৈকুণ্ঠে আমি কমলা । ব্রহ্মলোকে আমি সাবিত্রী ও বাক্স্বরূপিণী ভারতী । ৭৪

কৈলাসে আমি দেবী পার্বতী । মিথিলায় আমি জানকী । দ্বারকায় আমি রুক্মিণী । পাণ্ডবালয়ে আমি দ্রৌপদী । ৭৫

দ্বিজাতিগণের মধ্যে আমি বেদজননী গায়ত্রী ও সন্ধ্যা । জ্যোতির মধ্যে আমি পূষা । পুষ্পের মধ্যে আমি কৃষ্ণা অপরাজিতা । ৭৬

পত্রের মধ্যে আমি মালুর (বিল্ব) পত্র । পীঠের মধ্যে আমি যোনি-স্বরূপিণী । আমিই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবের অর্চিতা হরি ও হরস্বরূপা বিদ্যা । ৭৭

হে শঙ্কর । হে প্রভো । বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা সেই বিদ্যাকে জানিতে

১। ক—গজালয়ে ২। ক—যোগমধ্যেঽপ্যাবাঽহঞ্চ ।

শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোঽন্যমার্গং বিধাবতি ।
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ভূতি-ভাবং বিধাবতি ॥ ৭৯
ইত্যেবঞ্চ মহাদেব ! ময়োক্তং জগদীশ্বর ! ।
অতঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি নাস্তি সদাশিব ! ॥ ৮০

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সম্বাদে সপ্তমঃ পটলঃ ॥ ৭ ॥

পারা যায় । হে নাথ ! যে কোন স্থলে শক্তি থাকে ও গমন করে । হে মহাদেব ! আমি কিন্তু সেইখানেই থাকি, ইহা আমার নিশ্চিত মত । ৭৮

যে শক্তি মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মার্গে ধাবিত হয় । সে করস্থ মণিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যের প্রতি ধাবিত হয় । ৭৯

হে মহাদেব ! হে জগদীশ্বর ! এই প্রকার আমি বলিলাম । হে সদাশিব ! ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই-নাই-নাই । ৮০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর সংবাদে সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ—

নমস্তে পার্বতীনাথ ! বিশ্বনাথ ! দয়াময় ! ।
জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি শ্রুতং বিশ্বেশ্বর ! প্রভো ! ॥ ১
দীনবন্ধো ! দয়াসিন্ধো ! বিশ্বেশ্বর ! জগৎপতে ! ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গোপ্যং পরম-কারণম্ ।
রহস্যং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরোত্তম ! ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ—

রহস্যং কিং বদিষ্যামি পঞ্চবক্ত্রৈর্মহেশ্বরি ! ।
জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটি-শতৈরপি ॥ ৩
তথাপি তস্যা মাহাত্ম্যং ন শক্নোমি কথঞ্চন ।
তস্যা রহস্যং গোপ্যঞ্চ কিং ন জানাসি[১] শঙ্করি ! ।
স্বস্যৈব চরিতং বক্তুং স্বয়মেব ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৪
অন্যথা নৈব দেবেশি ! ন জানাতি কথঞ্চন ।
কালিকায়াঃ শতং নাম নানাতন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতম্ ।
রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ তন্ত্রেঽস্মিন্ জগদম্বিকে ! ॥ ৫

শ্রীদেবী বলিলেন—হে পার্বতীনাথ ! হে বিশ্বনাথ ! হে দয়াময় ! তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বর। হে প্রভো। শুনিয়াছি, জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। ১

হে দীনবন্ধো ! হে দয়াসিন্ধো ! হে বিশ্বেশ্বর ! হে জগৎপতে ! হে সুরোত্তম ! এখন পরম কারণ গোপনীয় কালিকা ও তারার রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ২

শ্রীশিব বলিলেন—হে মহেশ্বরি ! পাঁচটি মুখের দ্বারা রহস্য কি বলিব ? তথাপি সহস্র কোটি জিহ্বা দ্বারা শত কোটি মুখের দ্বারা কোন প্রকারে তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতে পারি না। ৩

হে শঙ্করি ! তাঁহার রহস্য গোপনীয়, ইহা কি তুমি জান না ? নিজের চরিত বলিতে নিজেই সমর্থ হইবে। ৪

হে দেবেশি ! অন্য প্রকারে কোনরূপে ইহা বলা যায় না, ইহা কি জান,

---

১। ক—কিং ন জানামি।

করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা।
ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাখ্যা[১] কামসুন্দরী ॥ ৬
কপোলা চ[২] করালা চ কালী কাত্যায়নী কুহুঃ।
কঙ্কালা কালদমনা[৩] করুণা কমলার্চিতা ॥ ৭
কাদম্বরী কালহরা কৌতুকী কারণ-প্রিয়া।
কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ-পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৮
কৃষ্ণাপরাজিতা-কৃষ্ণ-প্রিয়া চ কৃষ্ণরূপিণী।
কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা ॥ ৯
কুলধর্মপ্রিয়া কামা কাম্য-কর্মবিভূষিতা।
কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলীন-পরিপূজিতা ॥ ১০
কুলজ্ঞা কমলা পূজ্যা কৈলাস-গণভূষিতা[৪]।
কূটজ্ঞা কেশিনী কাম্যা কামদা কাম-পণ্ডিতা ॥ ১১
করালাস্যা চ কন্দর্পা কামিনী কামদায়িনী[৫]।
কোলম্বকা কোলরতা কেশিনী কেশভূষিতা ॥ ১২

না? নানাতন্ত্রে তুমি কালিকার শতনাম শুনিয়াছ। হে জগদম্বিকে! এই তন্ত্রে রহস্য গোপনীয়। ৫

করালবদনা, কালী, কামিনী, কমলা, কলা, ক্রিয়াবতী, কোটরাক্ষী, কামাখ্যা, কামসুন্দরী। ৬

কাপালী, করালা, কালী, কাত্যায়নী, কুহু, কঙ্কালা, কালদমনা, করুণা, কমলার্চিতা। ৭

কাদম্বরী, কালহরা, কৌতুকী, কারণপ্রিয়া, কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণপূজিতা, কৃষ্ণবল্লভা। ৮

কৃষ্ণাপরাজিতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণরূপিণী, কালিকা, কালরাত্রি, কুলজা, কুলপণ্ডিতা। ৯

কুলধর্মপ্রিয়া, কামা, কাম্যকর্মবিভূষিতা, কুলপ্রিয়া, কুলরতা, কুলীনপরিপূজিতা। ১০

কুলজ্ঞা, কমলা, পূজ্যা, কৈলাসগণভূষিতা, কূটজ্ঞা, কেশিনী, কাম্যা, কামদা, কামপণ্ডিতা। ১১

করালাস্যা, কন্দর্পা, কামিনী, কামদায়িনী, কোলম্বকা, কোলরতা, কেশিনী, কেশভূষিতা। ১২

১। খ—কামাক্ষী। ২। ক—কাপালী চ। ৩। ক—কালদলনা।
৪। খ—কৈলাসনগভূষিতা। ৫। ক—কামিনীক্লপশোভিতা।

কেশবস্থ প্রিয়া কাশা কাশ্মীরা কেশবার্চিতা।
কামেশ্বরী কামরূপা কামদান-বিভূষিতা ॥ ১৩
কালহন্ত্রী কূর্মমাংস-প্রিয়া কূর্মাদি-পূজিতা।
কেলিনী করকাকারা করকর্ম-নিষেবিনী ॥ ১৪
কটকেশব-মধ্যস্থা কটকী কটকার্চিতা।
কটপ্রিয়া কট-রতা কটকর্ম-নিষেবনী ॥ ১৫
কুমারী-পূজনরতা কুমারীগণ-সেবিতা।
কুলাচারপ্রিয়া[১] কৌলপ্রিয়া কুলনিষেবিনী ॥ ১৬
কুলীনা কুলধর্মজ্ঞা কুলভীতি-বিমর্দ্দিনী।
কামধর্মপ্রিয়া[২] কাম্যা নিত্য-কাম্য[৩]-স্বরূপিণী ॥ ১৭
কামরূপা কামহরা কামমন্দির-পূজিতা।
কামাগার-স্বরূপা চ কামাখ্যা কামভূষিতা[৪] ॥ ১৮
ক্রিয়া-ভক্তিরতা কাম্যা কামিনী কামদায়িনী[৫]।
কোলপুষ্পাম্বরা কৌলা নিকোলা কোলহন্তকা ॥ ১৯

কেশবপ্রিয়া, কাশা, কাশ্মীরা, কেশবার্চিতা, কামেশ্বরী, কামরূপা, কামদান-বিভূষিতা। ১৩

কালহন্ত্রী, কূর্মমাংস-প্রিয়া, কূর্মাদিপূজিতা, কেলিনী, করকাকারা, করকর্ম-নিষেবিনী। ১৪

কটকেশবমধ্যস্থা, কটকী, কটকার্চিতা, কটপ্রিয়া, কটরতা, কটকর্ম-নিষেবিনী। ১৫

কুমারীপূজনরতা, কুমারীগণসেবিতা, কুলাচার-প্রিয়া, কৌলপ্রিয়া, কুল-নিষেবিনী। ১৬

কুলীনা, কুলধর্মজ্ঞা, কুলভীতি-বিমর্দিনী, কামধর্মপ্রিয়া, কাম্যা, নিত্যকাম্য-স্বরূপিণী। ১৭

কামরূপা, কামহরা, কামমন্দির-পূজিতা, কামাগার-স্বরূপা, কামাখ্যা, কাম-ভূষিতা। ১৮

ক্রিয়া-ভক্তি-রতা, কাম্যা, কামিনী, কামদায়িনী, কোলপুষ্পাম্বরা, কৌলা, নিকোলা, কোলহন্তকা। ১৯

১। ক—কুলজাতপ্রিয়া। ২। খ—কামধর্মপ্রিয়া।
৩। খ—নিত্যকাম্যস্বরূপিণী। গ—কামানিত্য-স্বরূপিণী।
৪। ক—কামাখ্যা কামভূষিতা। ৫। ক—কাম্যা কামিনী কামদায়িনী।

কৌষিকী কেতকী কুন্তী কুন্তলাদি-বিভূষিতা।
ইত্যেবং শৃণু চার্বঙ্গি ! রহস্যং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২০
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।
শতনাম-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ।
রহস্য পঠনাদ্ দেবি ! সর্বে তে বিগত-জ্বরাঃ ॥ ২২
ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশি ! সত্যং গোপ্যমতঃ পরম্।
নাস্তি নাস্তি মহামায়ে ! তন্ত্রমধ্যে কথঞ্চন ॥ ২৩
ক্রিয়য়া চ বিনা দেবি ! বিনা ভক্ত্যা মহেশ্বরি[১]।
প্রসন্না স্যাৎ[১] করালাস্যা স্তবপাঠাদ্ দিগম্বরী ॥ ২৪
সত্যং বচ্মি মহেশানি ! অতঃ পরতরং ন হি।
ন গোলোকে[২] ন বৈকুণ্ঠে ন চ কৈলাসমন্দিরে ॥ ২৫
অতঃ পরতরা বিদ্যা স্তোত্রং কবচমেব চ।
ত্রিষু লোকেষু[৩] বিশ্বেশি ! নাস্তি নাস্তি কদাচন ॥ ২৬

কৌষিকী, কেতকী, কুন্তী, কুন্তলাদি-বিভূষিতা। হে চর্বাঙ্গি। সর্বমঙ্গল রহস্য এইরূপ শ্রবণ কর। ২০

যে পরম ভক্তির সহিত ইহা পাঠ করে, সে শিব হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই ভূতলে শতনাম প্রসাদে কি না সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ২১

হে দেবি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বাসবাদি দেববৃন্দ—ইহারা সকলে এই রহস্য পাঠের দ্বারা বিগত-জ্বর হইয়াছেন। ২২

হে বিশ্বেশি ! হে মহামায়ে ! এই তিন লোকে তন্ত্রের মধ্যে কোনরূপে ইহা অপেক্ষা গোপনীয় সত্য আর কিছু নাই নাই। ২৩

হে মহেশ্বরী ! হে দেবী ! হে দিগম্বরি ! আরাধনা ও ভক্তি বিনা স্তব-পাঠের দ্বারা করালাস্যা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ২৪

হে মহেশানি ! এই স্তবপাঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। গোলকেও নাই, বৈকুণ্ঠেও নাই, কৈলাসমন্দিরেও নাই। ইহা সত্য বলিতেছি। ২৫

হে বিশ্বেশি ! এই বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা, স্তোত্র বা কবচ তিন লোকে কখনও নাই, নাই। ২৬

১। ক—প্রসন্নাস্যা। ২। ক—ন গোকুলে। ৩। ক—ত্রিলোকেষু জগদ্ধাত্রী।

রাত্রাবপি দিবাভাগে নিশাভাগে সুরেশ্বরি !।
প্রজপেদ্ ভক্তিভাবেন রহস্যং স্তবমুত্তমম্ ॥ ২৭
শতনাম-প্রসাদেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
কুজবারে চতুর্দ্দশ্যাং নিশাভাগে জপেৎ তু যঃ ॥ ২৮
স কৃতী সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ স কুলীনঃ সদা শুচিঃ।
স কুলজ্ঞঃ স কালজ্ঞঃ স ধর্মজ্ঞো মহীতলে ॥ ২৯
রহস্য-পঠনাৎ দেবি[১] ! পুরশ্চরণজং ফলম্।
প্রাপ্নোতি দেবদেবেশি ! সত্যং পরমসুন্দরি ! ॥ ৩০
স্তবপাঠাদ্ বরারোহে ! কিন্ন সিধ্যতি ভূতলে।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
রাত্রৌ বিল্বতলেঽশ্বত্থমূলেঽপরাজিতাতলে।
প্রপঠেৎ কালিকাস্তোত্রং যথাশক্ত্যা মহেশ্বরি ! ॥ ৩২
শতবার-প্রপঠনান্-মন্ত্র-সিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
উপায়ো নাস্তি দেবেশি ! মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৩৩

হে সুরেশ্বরি। দিবাভাগে, নিশাভাগে বা রাত্রিতেও ভক্তিভাবে উত্তম রহস্য স্তব পাঠ করিবে। ২৭

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে চতুর্দশীতে নিশাভাগে জপ (পাঠ) করে, তাহার শতনাম স্তোত্রের প্রসাদে মন্ত্রসিদ্ধি জন্মায়। ২৮

সে পৃথিবীতে কৃতী ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। সে কুলীন ও সর্বদা শুচি। সে কুলজ্ঞ। সে কালজ্ঞ ও সে ধর্মজ্ঞ। ২৯

হে দেবি। হে দেব-দেবেশি। হে পরম-সুন্দরি। রহস্য স্তব পাঠের দ্বারা পুরশ্চরণ জনিত ফল পাওয়া যায়। ৩০

হে বরারোহে। এই স্তব পাঠের দ্বারা ভূতলে কি না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিও হইয়া থাকে, সংশয় নাই। ৩১

হে মহেশ্বরি। রাত্রিতে বিল্ববৃক্ষের তলে, অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে ও অপরাজিতার তলে যথাশক্তি কালিকার স্তোত্র পাঠ করিবে। ৩২

শতবার স্তোত্র পাঠ হইতে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধি হয়। হে দেবেশি। মহামন্ত্রের সিদ্ধিতে অন্য উপায় নাই। ৩৩

১। ক—কোটিপুরশ্চরণজম্।

অতঃ পরতরং দেবি ! নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে।
নানাতন্ত্রং শ্রুতং দেবি ! মম বক্ত্রাৎ সুরেশ্বরি ! ॥ ৩৪

মুণ্ডমালা-মহাতন্ত্রং মহামন্ত্রস্য সাধনম্।
ভক্ত্যা ভগবতীং দুর্গাং দুঃখ-দারিদ্র্য-নাশিনীম্ ॥ ৩৫

সংস্মরেৎ প্রজপেদ্ ধ্যায়েৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়স্তন্ত্রভক্তি-পরায়ণঃ ॥ ৩৬

স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ।
ন চ ভুক্তির্ন বা ভক্তির্ন মুক্তির্নগনন্দিনি !।
বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ[১] ॥ ৩৭

শক্তিমার্গরতো ভূয়ো যোহন্যমার্গে প্রধাবতি।
ন চ শাক্তাস্তস্য বক্ত্রং পরিপশ্যন্তি[২] শঙ্করি ! ॥ ৩৮

বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রি ! বাগ্‌জাল-শাস্ত্র-মোহিতাঃ।
অন্যদেবং ভজন্ত্যেতে যে চান্য-শাস্ত্রঘূর্ণিতাঃ ॥ ৩৯

হে দেবি ! এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। হে দেবি ! হে সুরেশ্বরি ! আমার মুখ হইতে নানা তন্ত্র তুমি শুনিয়াছ। ৩৪

মুণ্ডমালা মহাতন্ত্র মহামন্ত্রের সাধন। ভক্তির সহিত দুঃখ ও দারিদ্র্য-নাশিনী ভগবতী দুর্গাকে স্মরণ করিবে, তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে ও তাঁহাকে ধ্যান করিবে। সে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। তন্ত্র-ভক্তি পরায়ণ সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত জানিবে। ৩৫-৩৬

যে ব্যক্তি দুর্গার পদযুগলের অনুগামী, সে সাধক মহাজ্ঞানী। হে নগনন্দিনি ! হে জগদ্ধাত্রি ! দুর্গা ব্যতীত ভোগ জন্মে না, ভক্তি জন্মে না, মুক্তিও জন্মে না। ইহাতে সংশয় নাই। ৩৭

হে শঙ্করি ! যে ব্যক্তি শক্তিমার্গে অনুরক্ত থাকিয়া পুনরায় অন্য মার্গে গমন করে, শাক্তগণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। ৩৮

হে জগদ্ধাত্রি ! যে বাগ্‌জাল শাস্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ, অন্য শাস্ত্রের দ্বারা ভ্রান্ত, সে দুর্গাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার ভজনা করে। ৩৯

১। ক—জগদ্ধাত্রি ! নিষ্ফলং জীবনং ভবেৎ।

২। ক—ন চ শাক্তাস্তস্য বক্ত্রং পাবং পশ্যন্তি।

বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ্ বিনা যন্ত্রান্মহেশ্বরি ! ।
ন চ ভক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ জায়তে বরবর্ণিনি ! ॥ ৪০
তন্ত্র-বক্তা গুরুঃ সাক্ষাদ্ যথা চ জ্ঞানদঃ শিবঃ ।
যথা গুরুর্মহেশানি ! যথা চ পরমো গুরুঃ ॥ ৪১
যথা পরাপরগুরুঃ পরমেষ্ঠী যথা গুরুঃ ।
তথা চৈব হি তন্ত্রজ্ঞস্তন্ত্রবক্তা গুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪২
তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াম্ ।
যে জনা ভৈরবাস্তেষাং মাংসাস্থি-চর্ব্বণোদ্যতাঃ ॥ ৪৩
অত এব চ তন্ত্রজ্ঞং ন নিন্দন্তি কদাচন ।
ন হসন্তি ন হিংসন্তি ন বদন্ত্যন্যথা ইতি[1] ॥ ৪৪

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শৃণু দেব ! জগদ্বন্ধো ! মদ্বাক্যং দৃঢ়-নিশ্চিতম্ ।
তব প্রসাদাদ্ দেবেশ ! শ্রুতং কালীরহস্যকম্ ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তারায়া বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৪৫

হে বরবর্ণিনি। হে মহেশ্বরি। তন্ত্রব্যতীত, মন্ত্রব্যতীত ও যন্ত্রব্যতীত ভক্তি জন্মায় না, মুক্তিও জন্মায় না। ৪০

হে মহেশানি। জ্ঞানপ্রদ শিব যেমন গুরু, তন্ত্রবক্তাও সেইরূপ সাক্ষাৎ গুরু। গুরু যেমন গুরু, পরমগুরু যেমন গুরু, পরাপরগুরু যেমন গুরু, পরমেষ্ঠী গুরু যেমন গুরু, তন্ত্রজ্ঞ তন্ত্রবক্তাও সেইরূপ স্বয়ং গুরু। ৪১-৪২

যে ব্যক্তি তন্ত্রকে, তন্ত্রবক্তাকে ও তান্ত্রিকী ক্রিয়াকে নিন্দা করে, ভৈরবগণ তাহাদের মাংস ও অস্থি চর্বণে উদ্যত হন। ৪৩

এই জন্য তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কেহ কখনও নিন্দা করেন না, তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখিয়া হাসেন না, তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও হিংসা করেন না এবং অন্য প্রকারও বলেন না। ৪৪

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেব। হে জগদ্বন্ধো। দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া আমার বাক্য শুনুন। হে দেবেশ। তোমার অনুগ্রহে আমি কালীরহস্য শুনিয়াছি এখন তারার রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি। সম্প্রতি তুমি তাহা বল। ৪৫

১। ক—ন বদন্তি কদাচন।

শ্রীশিব উবাচ—

ধন্যাসি দেবদেবেশি ! দুর্গে ! দুর্গার্ত্তিনাশিনি ! ।
যং শ্রুত্বা মোক্ষমাপ্নোতি পঠিত্বা নগনন্দিনি ! ॥ ৪৬
তারিণী তরলা তন্বী তারা তরণ-বল্লরী[১] ।
তীব্ররূপা তরা শ্যামা[২] তনুক্ষীণ-পয়োধরা ॥ ৪৭
তুরীয়া তরলা[৩] তীব্রগমনা নীলবাহিনী ।
উগ্রতারা জয়া চণ্ডী শ্রীমদেকজটা শিবা ॥ ৪৮
তরুণা শাম্ভবী ছিন্না ভাগা চ[৪] ভদ্রতারিণী ।
উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীল-সরস্বতী ॥ ৪৯
দ্বিতীয়া শোভনী নিত্যা নবীনা নিত্য-নূতনা ।
চণ্ডিকা বিজয়ারাধ্যা দেবী গগনবাহিনী ॥ ৫০
অট্টহাস্যা করালাস্যা চতুরাস্যাদি-পূজিতা ।
রৌদ্রা রৌদ্রময়ী মূর্ত্তিবিশোকা শোকনাশিনী ॥ ৫১

শ্রী শিব বলিলেন—হে দেবদেবেশি ! হে দুর্গে ! হে দুর্গার্ত্তিনাশিনি ! তুমি ধন্যা । হে নগনন্দিনি ! যে রহস্য স্তোত্র শ্রবণ করিয়া ও পাঠ করিয়া লোক মোক্ষ লাভ করে, তাহা শুন । ৪৬

তারিণী, তরলা, তন্বী, তারা, তরণবল্লরী (তরুণবল্লরী), তীব্ররূপা, তরা, শ্যামা, তনুক্ষীণা, পয়োধরা । ৪৭

তুরীয়া, তরলা, তীব্রগমনা, নীলবাহিনী, উগ্রতারা, জয়া, চণ্ডী, শ্রীমদেকজটা, শিবা । ৪৮

তরুণা, শাম্ভবী, ছিন্না, ভাগা, ভদ্রতারিণী, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, নীলা, কৃষ্ণা, নীলসরস্বতী । ৪৯

দ্বিতীয়া, শোভিনী, নিত্যা, নবীনা, নিত্যনূতনা, চণ্ডিকা, বিজয়া, আরাধ্যা, দেবী, গগনবাহিনী । ৫০

অট্টহাস্যা, করালাস্যা, চতুরাস্যাদি পূজিতা (ব্রহ্মাদিপূজিতা), রৌদ্রা, রৌদ্রময়ী, মূর্ত্তি, বিশোকা, শোকনাশিনী । ৫১

---

১ । খ—তরুণ-বল্লরী ।
২ । ক—তীব্ররূপা তরশ্যামা ।
৩ । খ—তরুণা ।
৪ । খ—তারা

শিবপূজ্যা শিবারাধ্যা শিবধ্যেয়া সনাতনী।
ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী নির্গুণা গুণ-পূজিতা[১] ॥ ৫২

সগুণা সগুণারাধ্যা হরীন্দ্রদেব-পূজিতা।
রক্তপ্রিয়া চ রক্তাক্ষী রুধিরাসবভূষিতা[২] ॥ ৫৩

বলিপ্রিয়া বলিরতা দুর্গা বলবতী বলা।
বলপ্রিয়া বলরতা বলরাম-প্রপূজিতা ॥ ৫৪

অর্দ্ধকেশেশ্বরী কেশা কেশবেশ-বিভূষিতা।
পদ্মমালা চ পদ্মাক্ষী কামাক্ষী গিরিনন্দিনী ॥ ৫৫

দক্ষিণা চৈব দক্ষা চ দক্ষজা দক্ষিণে রতা[৩]।
বজ্রপুষ্পপ্রিয়া রক্তপ্রিয়া কুসুমভূষিতা ॥ ৫৬

মাহেশ্বরী মহাদেবপ্রিয়া পঞ্চবিভূষিতা।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না প্রাণরূপিণী ॥ ৫৭

শিবপূজ্যা, শিবারাধ্যা, শিবধ্যেয়া, সনাতনী, ব্রহ্মবিদ্যা, জগদ্ধাত্রী, নির্গুণা, গুণ-পূজিতা। ৫২

সগুণা, সগুণারাধ্যা, হরীন্দ্রদেব-পূজিতা, রক্তপ্রিয়া, রক্তাক্ষী, রুধির ও আসবে ভূষিতা। ৫৩

বলিপ্রিয়া, বলিরতা, দুর্গা, বলবতী, বলা, বলপ্রিয়া, বলরতা, বলরাম-প্রপূজিতা। ৫৪

অর্দ্ধকেশেশ্বরী, কেশা, কেশবেশ-বিভূষিতা, পদ্মমালা, পদ্মাক্ষী, কামাক্ষী, গিরিনন্দিনী। ৫৫

দক্ষিণা, দক্ষা দক্ষজা, দক্ষিণেতরা, বজ্রপুষ্পপ্রিয়া, রক্তপ্রিয়া কুসুম-ভূষিতা। ৫৬

মাহেশ্বরী, মহাদেবপ্রিয়া, পঞ্চবিভূষিতা, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, প্রাণ-ধারিণী। ৫৭

১। ক—পুস্তকে রৌদ্রেত্যাদি গুণ-পূজিতেত্যন্ত-সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি।
২। খ—রুধিরা শবভূষিতা। ৩। খ—দক্ষিণেতরা।

গান্ধারী পঞ্চমী পঞ্চাননাদি-পরিপূজিতা।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! রহস্যং পরমাত্মকম্।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তারাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৮

য ইদং প্রপঠেৎ স্তোত্রং তারায়াস্তু রহস্যকম্।
সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৫৯

তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্র-সিদ্ধিরনুত্তমা।
ভবত্যেবং মহামায়ে! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০

মন্দে মঙ্গলবারে চ যঃ পঠেন্নিশি সংযতঃ।
তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্ গাণপত্যং লভেত সঃ ॥ ৬১

শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়া বাপি পঠেৎ তারারহস্যকম্।
সোঽচিরেণৈব কালেন জীবন্মুক্তঃ শিবো ভবেৎ ॥ ৬২

সহস্রাবর্ত্তনাদ্ দেবি! পুরশ্চর্য্যা-ফলং লভেৎ।
এবং সততযুক্তা যে ধ্যায়ন্তস্তামুপাসতে ॥ ৬৩

গান্ধারী, পঞ্চমী, পঞ্চাননাদি-পরিপূজিতা। হে দেবি! এই প্রকার এই পরম রহস্য কথিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া তারাদেবীর প্রসাদে লোক মোক্ষ লাভ করে। ৫৮

যে এই তারার রহস্য স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করে। ৫৯

হে মহামায়ে! তাহারই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই প্রকারে তাহার অতি উত্তম মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে, ইহা সত্য সত্য; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬০

শনিবার ও মঙ্গলবারে যে সংযত হইয়া রাত্রিতে এই রহস্য স্তোত্র পাঠ করে, তাহারই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই গাণপত্য লাভ করে। ৬১

যে শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় তারার রহস্য স্তোত্র পাঠ করে। সে শীঘ্রই জীবন্মুক্ত হইয়া শিব হয়। ৬২

হে দেবি! এই স্তোত্রের সহস্রবার আবৃত্তি হইতে পুরশ্চরণের ফল লাভ হয়। এইরূপ সর্বদা সংযত হইয়া ও ধ্যানযুক্ত হইয়া যে তাহাকে উপাসনা করে। ৬৩

তে কৃতার্থা মহেশানি ! মৃত্যু-সংসার-বন্ধনাৎ।
রহস্যং তারিনী-দেব্যাঃ কালিকায়াঃ শ্রুতং ত্বয়া ॥ ৬৪
সারং পরমগোপ্যঞ্চ শিবধ্যেয়ং শিব-প্রদম্।
ইদানীঞ্চ বরারোহে ! ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৫

ইতি দেবীশ্বর-সম্বাদে মুণ্ডমালাতন্ত্রে কালীতারা-রহস্যে
অষ্টমঃ পটলঃ ॥ ৮ ॥

হে মহেশানি। তাহারা কৃতার্থ হইয়া মৃত্যুতুল্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কালিকা ও তারিণী দেবীর রহস্য তুমি শুনিয়াছ। ৬৪

ইহা সার পরম গোপ্য, শিবধ্যেয় ও শিবপ্রদ। হে বরারোহে। পুনরায় এখন কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৬৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রে দেবী ও ঈশ্বরের সংবাদে কালীতারা রহস্যে
অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ পটলঃ

রহস্যং পার্বতীনাথ-বক্ত্রাৎ শ্রুত্বা চ পার্বতী।
মহাদেবং মহেশানমীশমাহ মহেশ্বরী ॥ ১

পার্বত্যুবাচ—

ত্রিলোকেশ! জগন্নাথ! দেবদেব! সদাশিব!।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেব! শ্রুতং তন্ত্রং পৃথগ্বিধম্ ॥ ২
ইদানীং বর্ত্ততে শ্রদ্ধাগমশাস্ত্রে মমৈব হি।
যদি প্রসন্নো ভগবন্! ব্রূহ্যুপায়ং মহোদয়ম্ ॥ ৩
নানাতন্ত্রে মহাদেব! শ্রুতং নানাবিধং মতম্।
কৃতার্থাস্মি কৃতার্থাস্মি কৃতকার্য্যাস্মি শঙ্কর! ॥ ৪
প্রসন্নে শঙ্করে নাথ! কিং ভয়ং জগতীতলে।
বিনা শিব-প্রসাদেন ন সিধ্যতি কদাচন।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ভুবনায়া রহস্যকম্ ॥ ৫

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্।
পঠিত্বা পরমেশানি মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬

মহেশ্বরী পার্বতী পার্বতী-পতির মুখ হইতে রহস্য শুনিয়া সর্বেশ্বর মহেশান মহাদেবকে বলিলেন। ১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে ত্রিলোকেশ। হে জগন্নাথ। হে দেবদেব। হে সদাশিব। হে মহাদেব। তোমার প্রসাদে নানাপ্রকার তন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ২

এখন আমার আগম শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে। হে ভগবন্! তুমি যদি প্রসন্ন হও, তবে আমাকে মহোদয় লাভের উপায় বল। ৩

হে মহাদেব। নানাতন্ত্রে নানাপ্রকার মত শ্রবণ করিয়াছি। হে শঙ্কর। তাহাতে আমি কৃতার্থ কৃতার্থ হইয়াছি এবং কৃতকার্য্যাও হইয়াছি। ৪

হে নাথ। শঙ্কর প্রসন্ন হইলে এই পৃথিবীতলে কি ভয় আছে, কোন ভয় নাই। শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনও কিছু সিদ্ধ হয় না। এখন আমি ভুবনেশ্বরীর রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে দেবি। আমি গুহ্য হইতে গুহ্যতর শ্রেষ্ঠ রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহেশানি। ইহা পাঠ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৬

আদ্যা শ্রীভুবনা ভব্যা ভববন্ধ-বিমোচনী।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী শিবা বিশ্বেশ্বরী পরা ॥ ৭
গান্ধারী পরমা বিদ্যা জগন্মোহনকারিণী।
সুরেশ্বরী জগন্মাতা বিশ্বমোহনকারিণী ॥ ৮
ভুবনেশী মহামায়া দেবেশী হরবল্লভা।
করালা বিকটাকারা মহাবীজ-স্বরূপিণী ॥ ৯
ত্রিপুরেশী ত্রিলোকেশী দুর্গা ত্রিভুবনেশ্বরী।
মাহেশ্বরী শিবারাধ্যা শিব-পূজ্যা সুরেশ্বরী[১] ॥ ১০
নিত্যা চ নির্মলা দেবী সর্বমঙ্গল-কারিণী।
সদাশিব-প্রিয়া গৌরী সর্বমঙ্গলশোভিনী ॥ ১১
শিবদা সর্বসৌভাগ্য-দায়িনী মঙ্গলাম্বিকা।
ঘোরদংষ্ট্রা-করালাস্যা[২] মধু-মাংস-বলি-প্রিয়া ॥ ১২
সর্বদুঃখ-হরা চণ্ডী সর্বমঙ্গলকারিণী।
পার্বতী তারিণী দেবী ভীমা ভয়-বিনাশিনী ॥ ১৩

আদ্যা, শ্রীভুবনা, ভব্যা, ভববন্ধ-বিমোচনী, নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, শিবা, বিশ্বেশ্বরী পরা। ৭

গান্ধারী, পরমা বিদ্যা, জগন্মোহন-কারিণী, সুরেশ্বরী, জগন্মাতা, বিশ্বমোহনকারিণী। ৮

ভুবনেশী, মহামায়া, দেবেশী, হরবল্লভা, করালা, বিকটাকারা, মহাবীজ-স্বরূপিণী। ৯

ত্রিপুরেশী, ত্রিলোকেশী, দুর্গা, ত্রিভুবনেশ্বরী, মাহেশ্বরী, শিবারাধ্যা, শিব-পূজ্যা, সুরেশ্বরী। ১০

নিত্যা, নির্মলা, দেবী, সর্ব্বমঙ্গল-কারিণী, সদাশিব-প্রিয়া, গৌরী, সর্ব্বমঙ্গল-শোভিনী। ১১

শিবদা, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী, মঙ্গলাম্বিকা, ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, মধুমাংস-বলি-প্রিয়া। ১২

সর্বদুঃখহরা, চণ্ডী, সর্বমঙ্গলকারিণী, পার্বতী, তারিণী দেবী, ভীমা, ভয় বিনাশিনী। ১৩

১। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ২। ক—করালাখ্যা।

ত্রৈলোক্য-জননী তারা তারিণী তরুণা ক্ষমা[1] ।
ভক্তিমুক্তিপ্রদা ভুক্তিপ্রদা শঙ্কর-বল্লভা ॥ ১৪
উমা গৌরীপ্রিয়া সাধ্বীপ্রিয়া চ বারুণপ্রিয়া ।
ভৈরবী ভৈরবানন্দদায়িনী ভৈরবাত্মিকা ॥ ১৫
ব্রহ্মপূজ্যা[2] চ ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী রুদ্রপূজিতা ।
রুদ্রেশ্বরী রুদ্ররূপা ত্রিপুটা ত্রিপুরা মতা ॥ ১৬
বসুদা নাথরূপা চ বিশ্বনাথ-প্রপূজিতা ।
আনন্দরূপিণী শ্যামা রঘুনাথ-বরপ্রদা ॥ ১৭
আনন্দার্ণবমগ্না সা রাজরাজেশ্বরী মতা[3] ।
ভবানী চ ভবানন্দ-দায়িনী ভবগেহিনী ॥ ১৮
সুররাজেশ্বরী[4] চণ্ডী প্রচণ্ডা ঘোরনাদিনী ।
ঘনশ্যামা ঘনবতী মহাঘন-নিনাদিনী ॥ ১৯
ঘোরজিহ্বা ললজ্জিহ্বা দেবেশী[5] নগনন্দিনী ।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী বিশ্ব-মোহিনী বিশ্বরূপিণী ॥ ২০

ত্রৈলোক্য-জননী, তারা, তারিণী, তরুণা, ক্ষমা, ভক্তি-মুক্তি-প্রদা, ভুক্তিপ্রদা, শঙ্কর-বল্লভা । ১৪

উমা, গৌরীপ্রিয়া, সাধ্বীপ্রিয়া, বারুণপ্রিয়া, ভৈরবী, ভৈরবানন্দ-দায়িনী, ভৈরবাত্মিকা । ১৫

ব্রহ্মপূজ্যা, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, রুদ্র-পূজিতা, রুদ্রেশ্বরী, রুদ্ররূপা, ত্রিপুটা, ত্রিপুরা । ১৬

বসুদা, নাথরূপা, বিশ্বনাথ-প্রপূজিতা, আনন্দরূপিণী, শ্যামা, রঘুনাথ-বরপ্রদা । ১৭

আনন্দার্ণবমগ্না, রাজরাজেশ্বরী, ভবানী, ভবানন্দদায়িনী, ভবগেহিনী । ১৮

সুররাজেশ্বরী, চণ্ডী, প্রচণ্ডা, ঘোরনাদিনী, ঘনশ্যামা, ঘনবতী, মহাঘন-নিনাদিনী । ১৯

ঘোরজিহ্বা, ললজ্জিহ্বা, দেবেশী, নগনন্দিনী, ত্রৈলোক্যমোহিনী, বিশ্ব-মোহিনী, বিশ্বরূপিণী । ২০

১। খ—তরুণ-ক্ষমা।
২। গ—সর্বপূজ্যা।
৩। ক—পুস্তকে শ্লোকোঽয়ং নাস্তি।
৪। ক—সুরপূজ্যেশ্বরী।
৫। ক—বৈদেশী।

ষোড়শী ত্রিপুরা ব্রহ্মদায়িনী ব্রহ্মদাঽনঘা।
ইত্যেতৎ পরমং ব্রহ্ম-স্তোত্রং পরমকারণম্ ॥ ২১

যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা জীবন্মুক্তঃ স এব হি।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্বা মুনয়স্তন্ত্রকোবিদাঃ।
পঠিত্বা পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

মন্ত্রসঙ্কেতমজ্ঞাত্বা বিদ্যা-সঙ্কেতকং তথা।
ধীর-সঙ্কেতকং দেবি[১] যোনিমুদ্রাত্মকং প্রিয়ে ! ॥ ২৩

শ্রীপার্বতী উবাচ—

সঙ্কেতং সময়াচারং কুল-সঙ্কেতকং তথা।
যন্ত্র-(ব্রহ্ম-) সঙ্কেতকং সিদ্ধিসঙ্কেতং বহুবিস্তরম্ ॥ ২৪

কুলার্ণবে শ্রুতং নাথ ! শ্রুতং মে মোহনে প্রভো।
বিদ্যা-সঙ্কেতচরিতং ব্রূহি বিশ্বেশ্বর ! প্রভো ! ॥[২] ২৫

ষোড়শী, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদায়িনী, ব্রহ্মদা, অনঘা। এই পরম কারণ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্তোত্রটি এই প্রকার। ২১

যে পরম ভক্তির সহিত ইহা পাঠ করে, সেইই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেবতা, সমস্ত মুনিগণ, তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পরম ভক্তির সহিত ইহা পাঠ করিয়া ব্রহ্ম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ২২

হে দেবি। হে প্রিয়ে। মন্ত্র সংকেত না জানিয়া সেইরূপ বিদ্যাসঙ্কেত না জানিয়া; যোনিমুদ্রা-রূপ ধীরসঙ্কেত না জানিয়া, কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ২৩

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে নাথ। হে প্রভো! সঙ্কেত, সময়াচার, কুল-সংকেত, যন্ত্র-(ব্রহ্ম-) সংকেত ও সিদ্ধিসংকেত মোহন তন্ত্রে ও কুলার্ণবতন্ত্রে বহু বিস্তর শুনিয়াছি। হে প্রভো। হে বিশ্বেশ্বর ! এখন বিদ্যাসংকেত চরিত বলুন। ২৪-২৫

১। ক—পুস্তকে যেমন—ধীরসঙ্কেতকং দেবি! সঙ্কেতং বহুবিস্তরম্।......যোনি-মুদ্রাত্মকং প্রিয়ে! সঙ্কেতং সময়াচারং কুলসঙ্কেতকং তথা। ব্রহ্ম-সঙ্কেতকং চণ্ডি! কাল-সঙ্কেতকং তথা। মন্ত্রসঙ্কেতকমিত্যাদি পাঠঃ।

২। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোহয়ং নাস্তি।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বিদ্যানামুত্তমা বিদ্যা মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬
মন্ত্রসঙ্কেতমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্[1] বিশ্বমোহিনীম্।
শতবর্ষজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ২৭
বিদ্যাদ্যা চ দ্বিতীয়া চ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী-জ্ঞানমাত্রেণ সিদ্ধি-সিদ্ধা[2] ভবন্তি হি ॥ ২৮
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে দুর্গমা বিশ্বমোহিনী।
তস্যাঃ প্রভেদ-সংস্কারং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২৯
স ধন্যঃ স কৃতী লোকে স বীরঃ সর্বশঃ[3] শুচিঃ।
স ভৈরবশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সদা সুখবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৩০
এবং করালবদনাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্
যো জানাতি জগদ্ধাত্রীং জীবন্মুক্তঃ স এব হি ॥ ৩১
বিশেষঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুলভক্ত্যা তু সিধ্যতি।
কুলভক্তিং বিনা দেবি! ন মুক্তির্ন চ[4] সদ্গতিঃ ॥ ৩২

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—যে বিদ্যার স্মরণ মাত্রেই মন্ত্র সিদ্ধি জন্মায়, সেই বিদ্যাগণের মধ্যে উত্তমা বিদ্যা মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৬

যে ব্যক্তি মন্ত্র সংকেত না জানিয়া বিশ্বমোহিনীর ভজনা করে, তাহার শতবর্ষ জপের দ্বারাও সিদ্ধি জন্মায় না। ২৭

আদ্যা বিদ্যা (কালী), দ্বিতীয়া বিদ্যা (তারা) ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ভৈরবীর জ্ঞানমাত্রের দ্বারা সাধকগণ সিদ্ধিতে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ২৮

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে দুর্গমা বিশ্বমোহিনী অবস্থান করিতেছেন। যে তাঁহার ভেদ সংস্কার জানে, সেই পণ্ডিত। ২৯

এই লোকে সে ধন্য, সে কৃতী, সে বীর, সে সকল স্থানে শুচি। তাহাকে সর্বদা সুখবিবর্দ্ধক ভৈরব জানিবে। ৩০

মুণ্ডমালা বিভূষিতা করালবদনা জগদ্ধাত্রীকে যে এইরূপ জানে, সেই জীবন্মুক্ত। ৩১

বিশেষ বলিতেছি যে, কুলভক্তির দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়। হে দেবি! কুলভক্তি বিনা মুক্তি হয় না, সদ্গতিও হয় না। ৩২

১। ক—ভজেদ্ বিশ্বমোহিনীম্। ২। ক—সিদ্ধিবিদ্যা।
৩। খ—সর্বগঃ। ৪। ক—ন ভক্তির্ন চ।

সত্যে তু সুন্দরী আদ্যা ত্রেতায়াং ভুবনেশ্বরী।
দ্বাপরে তারিণী আদ্যা কলৌ কালী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৩

নামভেদং প্রবক্ষ্যামি রূপভেদং[১] বরাননে! ।
ন ভেদঃ কালিকায়াশ্চ তারায়া জগদম্বিকে! ॥ ৩৪

ষোড়শ্যা ভুবনায়াশ্চ ভৈরব্যাস্ত্রিপুরেশ্বরি! ।
ছিন্নায়াশ্চৈব ধূমায়া ভীমায়া পরমেশ্বরি! ॥ ৩৫

ততশ্চ বগলা-মুখ্যা মাতঙ্গ্যাশ্চ সুরেশ্বরি! ।
ন চ ভেদো মহেশানি! বিদ্যায়া বরবর্ণিনি! ॥ ৩৬

পার্বত্যুবাচ—

বিশ্বনাথ! মহাদেব! মহেশ্বর! জগদ্‌গুরো! ।
পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ! যোগেন্দ্র! বৃষভধ্বজ! ॥ ৩৭

কৃষ্ণায়াঃ করবীরস্য দ্রোণস্য চ সদাশিবঃ।
বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং জবায়া বদ শঙ্কর! ॥ ৩৮

সত্য যুগে তারিণী আদ্যা (প্রধানা), ত্রেতা যুগে ভুবেনেশ্বরী আদ্যা, দ্বাপর যুগে তারিণী আদ্যা এবং কলি যুগে কালী আদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৩৩

হে বরাননে! নামভেদ ও রূপভেদ (মূর্ত্তিভেদ) বলিব। হে জগদম্বিকে! কালিকা ও তারার কোন ভেদ নাই। ৩৪

হে পরমেশ্বরি! হে ত্রিপুরেশ্বরি! হে সুরেশ্বরি! হে বরবর্ণিনি! মহাবিদ্যা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ভীমা ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী এই সমূহের পরস্পরের ভেদ নাই। ৩৫-৩৬

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে বিশ্বনাথ! হে মহাদেব! হে মহেশ্বরী! হে জগদ্‌গুরো! হে মহাভাগ! হে যোগেন্দ্র! হে বৃষভধ্বজ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৩৭

হে সদাশিব! হে শঙ্কর! কৃষ্ণাপরাজিতা, করবীর, দ্রোণপুষ্প, জবা ও বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য বলুন। ৩৮

১। ক—রূপভেদং।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

ধন্যাসি পতিভক্তাসি প্রাণতুল্যাসি শঙ্করি !।
অতিগোপ্যং জগদ্ধাত্রি ! দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩৯

কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাদ্ ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ।
করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪০

জবা সাক্ষাদ্ ভগবতী সর্ববিদ্যা-স্বরূপিণী।
যে সাধকা জগন্মাতরর্চয়ন্তি শিবাপ্রিয়াম্ ॥ ৪১

এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডীং স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।
কি জপৈঃ কি তপোভির্বা কিং বা দানৈঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ৪২

যেনার্চিতা জগদ্ধাত্রী দ্রোণ-কৃষ্ণা-জবাদিভিঃ।
রাজসূয়াশ্ব[১]-মেধাদ্যৈর্বাজপেয়াগ্নীষোমকৈঃ[২]।
ফলং যজ্জায়তে চণ্ডি ! তৎ সর্বং কুসুমার্চনাৎ ॥ ৪৩

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে শঙ্করি। তুমি পতিভক্তা, তুমি আমার প্রাণতুল্যা। হে জগদ্ধাত্রি। তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় অতিগোপনীয়, দেবতাগণেরও দুর্লভ। ৩৯

কৃষ্ণা অপরাজিতা সাক্ষাদ্ ভদ্রকালী, ইহাতে সংশয় নাই। করবীর পুষ্প সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। আর দ্রোণপুষ্প সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরী। ৪০

জবা পুষ্প সর্ববিদ্যা স্বরূপিণী সাক্ষাদ্ ভগবতী। হে জগন্মাতঃ। যে সাধক এই পুষ্প সমূহের দ্বারা শিবপ্রিয়া চণ্ডীকে অর্চনা করে, সে শিব হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ৪১

যে সাধক কর্তৃক জগদ্ধাত্রী দ্রোণ পুষ্প, কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্প ও জবা পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা অর্চিতা হইয়াছেন, তাহার জপে, তপস্যায়, দানে বা যজ্ঞে কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই। ৪২

রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ ও অগ্নীষোম যজ্ঞের দ্বারা যে ফল হয়; হে চণ্ডি। সে সমস্ত ফল ঐ সকল পুষ্পের দ্বারা অর্চনা হইতে জন্মাইয়া থাকে। ৪৩

১। ক—রাজসূয়াশ্চ মেধাদ্যৈঃ। ২। খ—রাজপেয়োঽগ্নিসোমকৈঃ।

জবাং দ্রোণং তথা কৃষ্ণাং মন্দারং[1] করবীরজম্ ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৪
শ্বেতচন্দন-সংযুক্তং রক্তচন্দন-লেপিতম্ ।
যো দদ্যাদ্ ভক্তিভাবেন স বিশ্বেশো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
মহাঘোরে মহোৎপাতে মহাবিপদি সঙ্কটে ।
মহাদুঃখে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে ॥ ৪৬
পূজয়েৎ কালিকাং তারাং ভুবনাং ষোড়শীং শিবাম্ ।
বালাং ছিন্নাং চ বগলাং ধূমাং ভীমাং করালিনীম্ ॥ ৪৭
কমলামন্নপূর্ণাং চ দুর্গাং দুঃখ-বিনাশিনীম্ ।
সর্ববিদ্যাং জবা-দ্রোণ-করবীরৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৪৮
মালুরপত্রৈঃ কৃষ্ণাভিঃ কৃষ্ণাং সম্পূজ্য ভূতলে ।
সাধকেন্দ্রো মহেশানি ! স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯
লক্ষাণাং মহিষৈর্মেষৈরজৈর্দানৈর্মখৈঃ[2] শুভৈঃ ।
পূজিতা সা জগদ্ধাত্রী যত্নেষা কুসুমার্চিতা ॥ ৫০

সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম স্বরূপ জবা পুষ্প, দ্রোণ পুষ্প, কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্প, মন্দার পুষ্প ও করবীর পুষ্প মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ৪৪

যে সাধক ভক্তিভাবে মহাদেবীকে শ্বেতচন্দন সংযুক্ত রক্তচন্দন লিপ্ত এই পুষ্পগুলি নিবেদন করে, সে বিশ্বেশ্বর, ইহাতে সংশয় নাই। ৪৫

মহাঘোর মহোৎপাতে, মহাবিপদে, সংকটে, মহাদুঃখে, মহারোগে, মহা-শোকে, মহাভয়ে জবা পুষ্প, দ্রোণ পুষ্প ও মনোহর করবীর পুষ্পের দ্বারা কালী, ভুবনেশ্বরী, শিবা ষোড়শী, বালা, ছিন্নমস্তা, বগলা, করালিনী ভীমা ধূমাবতী, কমলা, অন্নপূর্ণা ও সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী দুঃখবিনাশিনী দুর্গাকে পূজা করিবে। ৪৬-৪৮

হে মহেশানি। এই ভূতলে বিল্বপত্র ও কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্পের দ্বারা কৃষ্ণাকে পূজা করিয়া সাধক সাধকেন্দ্র হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৯

লক্ষ মহিষ, মেষ, ছাগলের দ্বারা, দানের দ্বারা ও শুভ যজ্ঞের দ্বারা সেই জগদ্ধাত্রী পূজিতা হইলে যে ফল হয়, যদি ইনি এই সকল পুষ্পের দ্বারা অর্চিতা হন, তাহা হইলে সেই ফল হয়। ৫০

১। খ—মালুরং করবীরকম্। ২। ক—খরৈঃ।

মাহাত্ম্যঞ্চাপি কৃষ্ণায়াঃ কৃষ্ণা জানাতি[১] ভূতলে।
তদর্দ্ধঞ্চাপ্যহং দেবি ! তদর্দ্ধং শ্রীপতিঃ সদা ॥ ৫১
তদর্দ্ধমজজন্মা বৈ তদর্দ্ধং বেদ-সাধকঃ।
অস্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাদ্ বচ্মি শঙ্করি ! ॥ ৫২
পৃথিব্যামতলে স্বর্গে বৈকুণ্ঠে কালিকাপুরে।
জবাদি-করবীরৈশ্চ দানৈঃ কিং কিং ফলং ভবেৎ[২] ॥
ন জানামি[৩] জগদ্ধাত্রি ! কো বেদ পার্ব্বতীং বিনা ॥ ৫৩
করবীরৈঃ শ্বেতরক্তৈ রক্তচন্দন-মিশ্রিতৈঃ।
পূজয়েৎ ক্ষ্মাতলে যস্তু স বিশ্বেশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
কৃষ্ণাপরাজিতা-পুষ্পৈর্যস্তু দেবীং প্রপূজয়েৎ।
সোঽশ্বমেধ-সহস্রনাং ফলং প্রাপ্য শিবাং ব্রজেৎ[৪]।
বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৫
যো দদ্যাদ্ বিল্বপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায় চ।
সদাশিব-সমো ভূত্বা সদ্ গচ্ছেদ্ ব্রহ্মমন্দিরম্ ॥ ৫৬

এই পৃথিবীতে কৃষ্ণা কৃষ্ণা অপরাজিতার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ জানেন। হে দেবি। আমি তাহার অর্দ্ধেক জানি। শ্রীপতি সর্বদা তাহার অর্দ্ধেক জানেন। ৫১

পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহার অর্দ্ধেক জানেন। বেদ-সাধক তাহার অর্দ্ধেক জানেন। হে শঙ্করি। এই পুষ্পের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিতেছি। ৫২

হে জগদ্ধাত্রি! জবাদি করবীর পুষ্পসমূহের দানে কি কি ফল হয়, তাহা পৃথিবীতে, অতলে, স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে বা কালিকাপুরে দুর্গা বিনা কে জানে? আমি জানি না। ৫৩

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রক্তচন্দন লিপ্ত শ্বেত ও রক্ত করবীরের দ্বারা মহাদেবীর পূজা করে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বেশ্বর হয়। ৫৪

যে ব্যক্তি কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্পের দ্বারা দেবীকে পূজা করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া শিবাকে লাভ করে। ৫৫

বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য দেবগণেরও দুর্ল‌ভ। যে ব্যক্তি শিব ও শিবাকে বিল্ব-পত্র দান করে, সে সদাশিবের তুল্য হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে গমন করে। ৫৬

১। ক—কৃষ্ণা জানাসি। খ—কৃষ্ণাং জানামি। ২। ক—লভেৎ
৩। খ—জানাতি। ৪। ক—শিবাং ব্রজেৎ।

মহাবিপত্তৌ দেবেশি ! জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাম্ ।
দ্রোণং বা করবীরং বা স গচ্ছেৎ কালিকাপুরম্ ॥ ৫৭
কিঞ্চ পাদ্যৈঃ কিঞ্চ বাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈঃ কিঞ্চ পূজনৈঃ ।
মধুদানৈর্মধুপর্কৈঃ কুম্ভকৈঃ কিঞ্চ রেচকৈঃ ॥ ৫৮
পূরকৈঃ কিঞ্চ বা ধ্যানৈঃ প্রাণায়ামৈশ্চ কিঞ্চ বা ।
কিং জপৈঃ কিং তপোভির্বা মৎস্যৈর্মাংসৈশ্চ পঞ্চনৈঃ ॥ ৫৯
কিঞ্চ মন্ত্রৈঃ[১] কিঞ্চ তন্ত্রৈঃ কিং যন্ত্রৈঃ কিঞ্চ সাধনৈঃ ।
কিং শবৈরাসবৈঃ কিংবা শ্মশানৈর্মন্ত্রসাধনৈঃ ॥ ৬০
কিমধ্বরৈর্মন্ত্রপূতৈর্মন্ত্রার্থৈর্মন্ত্রজীবনৈঃ ।
কিং যোনিমুদ্রয়া কিং বা তীর্থৈঃ কিং ব্রহ্ম-সাধনৈঃ ॥ ৬১
কিং মাতৃকান্যাসবর্গৈঃ কিং কটৈঃ[২] কিং ঘটৈঃ পটৈঃ ।
কিং কাকচঞ্চুভিঃ যোঢ়ান্যাসৈঃ কিং কর্মসাধনৈঃ ।
যেনার্চিতা ভগবতী করবীরৈর্জবাদিভিঃ ॥ ৬২

হে দেবেশি। যে মহাবিপদে জবা, কৃষ্ণা অপরাজিতা, দ্রোণ বা করবীর পুষ্প দেবীকে দান করে, সে কালিকাপুরে গমন করে। ৫৭

যে করবীর ও জবাপুষ্পাদি দ্বারা ভগবতীকে অর্চনা করে, তাহার পাদ্যে কি? বাদ্যে কি? নৈবেদ্যে কি? পূজায় কি? মধুদানে বা কি? মধুপর্কে বা কি? কুম্ভকে কি? রেচকে বা কি প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। ৫৮

পূরকে কি? ধ্যানে কি? প্রাণায়ামে কি? জপে কি? মৎস্যে কি? মাংসে কি? পঞ্চমকারে কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। ৫৯

মন্ত্রে কি? তন্ত্রে কি? যন্ত্রে কি? সাধনায় কি? শবে কি? আসবে কি? শ্মশানে কি? মন্ত্র সাধনায় বা কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই। ৬০

মন্ত্রপূত যজ্ঞে কি? মন্ত্রার্থে কি? মন্ত্রজীবনে কি? যোনিমুদ্রায় কি? তীর্থে কি? ব্রহ্মসাধনে বা কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই। ৬১

মাতৃকান্যাসবর্গে কি? কটে কি? ঘটে কি? পটে কি? কাকচঞ্চুতে কি? যোঢ়ানাসে কি? কর্মসাধনায় বা কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই। ৬২

১। ক—কিমন্ত্রযন্ত্রৈঃ। ২। ক—কষ্টৈঃ।

কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পৈঃ করবীরৈর্মনোহরৈঃ।
দ্রোণৈশ্চ কেতকীপুষ্পৈর্জবা-মালুরপত্রকৈঃ।
পূজিতা যৈর্ভগবতী তেষাং কিং কর্ম-সাধনৈঃ॥ ৬৩
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং দেবি! রহস্যং পরমং শিবম্।
যং শ্রুত্বা[১] মোক্ষমাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৪
তন্ত্ররাজং মহেশানি! সারাৎ সারতরং প্রিয়ে!।
শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা মোক্ষমাশু লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৫
মহাভয়ে বন্ধনে চ বিপত্তৌ বহুসঙ্কটে।
পূজয়িত্বা জগদ্ধাত্রীং মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥ ৬৬
শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়া বাপি যঃ কশ্চিত্তারিণীং যজেৎ।
স ধন্যঃ স কবির্ধীরঃ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥ ৬৭
স চ মানী স চ জ্ঞানী পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাম্।
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং দেবি! ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৬৮

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বরসম্বাদে নবমঃ পটলঃ॥ ৯॥

কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্প, মনোহর করবীর পুষ্প, দ্রোণ পুষ্প, কেতকীপুষ্প জবাপুষ্প ও বিল্বপত্রের দ্বারা যাঁহারা ভগবতীর পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনায় কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই। ৬৩

হে দেবি! যাহা সাধক শ্রবণ করিয়া মোক্ষ লাভ করে। সেই পরম কল্যাণকর রহস্য এই প্রকার শুনিয়াছি। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬৪

হে প্রিয়ে! হে মহেশানি! সার হইতে সারতর তন্ত্ররাজ শ্রবণ করিয়া জানিয়া শীঘ্র মোক্ষ লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬৫

মহাভয়ে, বন্ধনে, বিপদে ও বহু সঙ্কটে জগদ্ধাত্রীকে পূজা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ৬৬

যে কেহ শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় তারিণীর পূজা করে, সে ধন্য, সে কবি, সে ধীর, সে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়। ৬৭

যে কালিকাকে পূজা করে, সে মানী, সে জ্ঞানী হয়। হে দেবি! এই প্রকার আমি শুনিয়াছি। তুমি পুনরায় কি শুনিতে কি ইচ্ছা কর। ৬৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতী ও ঈশ্বরের সংবাদে নবম পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

১। ক—শ্রুত্বা যং।

দশমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! নীলকণ্ঠ ! সদাশিব ! ।
নমস্তে পরমেশান ! বিশ্বনাথ ! নমোঽস্তু তে ॥ ১
নমস্তে পরমেশান ! সদাশিব ! মহেশ্বর ! ।
নমস্তে পরমানন্দঃ[১] ! জ্ঞানমোক্ষপ্রদায়ক ! ॥ ২
নমস্তে পার্বতীনাথ ! নমস্তে ভক্ত-বৎসল ! ।
প্রসীদ মাং জগদ্বন্ধো ! গোপ্যং বদ সদাশিব ! ॥ ৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! সারাৎ সারতরং পরম্ ।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি সাধকেন্দ্রো মহীতলে ॥ ৪
শৃণুয়াদ্ যো মুণ্ডমালাতন্ত্রং পরমকারণম্ ।
জ্ঞানদং মোক্ষদং ভক্তি-ভুক্তি-সৌখ্যপ্রদং[২] শিবে ! ॥ ৫
ইত্যেবং পরমং দেবি ! দেবানামপি দুর্লভম্ ।
যো বেদ ধরণীমধ্যে স এব পরমার্থবিৎ ॥ ৬

শ্রী দেবী বলিলেন—হে দেবদেব। হে মহাদেব। হে নীলকণ্ঠ। হে সদাশিব! তোমায় নমস্কার। হে পরমেশান। হে বিশ্বনাথ তোমায় নমস্কার। ১

হে পরমেশান। হে সদাশিব। হে মহেশ্বর! তোমায় নমস্কার। হে পরমানন্দ। হে জ্ঞানমোক্ষ-প্রদায়ক। তোমায় নমস্কার। ২

হে পার্বতীনাথ। তোমায় নমস্কার। হে ভক্ত বৎসল। তোমায় নমস্কার। হে জগদ্বন্ধো। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে সদাশিব। গোপনীয় কথা আমাকে বল। ৩

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে জগদ্ধাত্রি! হে দেবি। সারাৎ সার পরাৎ পর কথা শ্রবণ কর। সাধক-শ্রেষ্ঠ যাহা শ্রবণ করিয়া এই পৃথিবীতে মোক্ষলাভ করে। ৪

হে শিবে। যে জ্ঞানপ্রদ, মোক্ষপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, ভোগপ্রদ ও সৌখ্যপ্রদ পরম কারণ মুণ্ডমালাতন্ত্র শ্রবণ করে, সে এ সমস্তই লাভ করে। ৫

হে দেবি। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে এইরূপ জানে যে, এই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ, দেবগণেরও দুর্লভ, সেই পরমার্থবিৎ। ৬

১। খ—পরমেশান। ২। খ—ভক্তিভুক্তিসৌখ্যপ্রদং।

শক্তিমার্গং বিনা জন্তোর্ন ভক্তির্ন চ সদ্গতিঃ।
শক্তিমূলং জগৎ সর্বং শক্তিমূলং পরং তপঃ॥ ৭
শক্তিমূলং পরং কর্ম জন্ম কর্ম[১] মহীতলে।
বিনা শক্তি-প্রসাদেন ন মুক্তির্জায়তে প্রিয়ে!॥ ৮
শ্রুতং দেবি! বরারোহে! সর্বং গোপ্যং মহীতলে।
অন্য-গোপ্যং কিং বদামি[২] তৎ সর্বং বদ সুব্রতে!॥ ৯

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শৃণু দেব! মহাদেব! কথয়স্ব জগদ্গুরো!।
কথমুৎপদ্যতে জ্ঞানং তদ্ বদস্ব কৃপানিধে!॥ ১০

শ্রীশিব উবাচ—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং সুরেশ্বরি!।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং কৃতকার্য্যো[৩] মহেশ্বরি!॥ ১১
জ্ঞানকাণ্ডং মহেশানি! সারাৎ সারতরং শিবম্।
জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং দুর্জ্ঞেয়ং মনসা অপি[৪]॥ ১২

শক্তিমার্গ বিনা জীবের ভক্তি নাই, সদ্গতিও নাই। এই সমস্ত জগতের মূল শক্তি, পরম তপস্যার মূলও শক্তি। ৭

শ্রেষ্ঠ কর্মের মূল শক্তি। এই পৃথিবীতলে জন্ম ও কর্মের মূল শক্তি। হে প্রিয়ে। শক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তি জন্মায় না। ৮

হে বরারোহে। হে দেবি। এই মহীতলে সমস্তই গোপনীয় শুনিয়াছ। অন্য গোপনীয় কি বলিব। হে সুব্রতে। সে সমস্ত তুমি বল। ৯

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে মহাদেব। হে দেব। হে জগদ্গুরো। তুমি শ্রবণ কর। হে কৃপানিধে। কি প্রকারে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বলুন। ১০

শ্রীশিব বলিলেন—হে সুরেশ্বরি। অহোভাগ্য। অহোভাগ্য। অহোভাগ্য! হে মহেশ্বরি। আমি কৃতার্থ, আমি কৃতার্থ, আমি কৃতকার্য্য। ১১

হে মহেশানি। জ্ঞানকাণ্ড সারাৎসার ও শিবপ্রদ। জ্ঞান দুই প্রকার জানিবে। উহা মনেরও দুর্জ্ঞেয়। ১২

১। ক—জন্ম শর্ম।　২। ক—কিং বদসি।　৩। ক—কৃতরাজ্যো।
৪। ক—মনসামপি।

জ্ঞানং পরম-তত্ত্বাখ্যং জ্ঞানং জ্ঞেয়ার্থ-সাধনম্ ।
অন্যদ্ বিভ্রান্তি-বিষয়ং জ্ঞানং সাধারণং মতম্ ॥ ১৩
এবঞ্চ ত্রিবিধং শেষ[১] মধমং তত্ত্ববর্জ্জিতম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানং বরারোহে ! যোগীন্দ্রাণাঞ্চ দুর্লভম্ ॥ ১৪
বিনা তত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ বিফলং পূজনং জপঃ ।
সত্যং তত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ সফলং পূজনং তপঃ[২] ॥ ১৫
একো দেবশ্চ একোঽহং আত্মা ভিন্নঃ শরীরতঃ ।
ঘটাৎ পটান্মহেশানি ! কাল-চক্রান্মহীরুহাৎ ।
এবং জ্ঞানং তত্ত্বময়ং[৩] তদা মুক্তোঽচিরেণ তু ॥ ১৬
নানা-কারণমেবাস্য পূজনং ধ্যানমেব চ ।
সেবনং চৈব তীর্থানাং শরণং তারিণীপদম্ ॥ ১৭
স্মরণং মন্ত্ররাজস্য[৪] ভ্রমণং বৈ কুলাচলম্ ।
সৎসঙ্গ-সেবনং বিষ্ণোঃ শঙ্করস্যাপি পূজনম্ ।
কালিকা-পাদযুগলং ভজনং জ্ঞানকারণম্ ॥ ১৮

পরমতত্ত্বের নাম জ্ঞান ; আর জ্ঞেয় অর্থের সাধনও জ্ঞান। অন্য সাধারণ জ্ঞান বিভ্রমের বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩

অবশিষ্ট তত্ত্ববর্জিত জ্ঞান অধম, এই প্রকারে জ্ঞান ত্রিবিধ। হে বরারোহে ! তত্ত্ব জ্ঞান যোগীন্দ্রগণেরও দুর্লভ। ১৪

তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত পূজা ও জপ বিফল। তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে পূজা ও তপস্যা সফল, ইহা সত্য। ১৫

দেবতা এক, আমি এক, ঘট ও পট হইতে শরীর যেমন ভিন্ন, এই আত্মা শরীর হইতে সেইরূপ ভিন্ন। হে মহেশানি ! এই প্রকার জ্ঞানই তত্ত্ব জ্ঞান। যখন এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন কাল চক্ররূপ বৃক্ষ হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করে। ১৬

এই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ অনেক প্রকার—পূজা, ধ্যান, তীর্থসমূহের সেবা, তারিণীপদে শরণ, মন্ত্ররাজের স্মরণ, কুলাচলে ভ্রমণ, সৎসঙ্গ, বিষ্ণুর সেবা, শঙ্করের পূজা, কালিকার পাদ যুগলের ভজনা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। ১৭-১৮

১। ক—শেষং মধ্যমং।
২। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধেহয়ং নাস্তি।
৩। খ—তত্ত্বমতং।
৪। ক—মহরাজস্য।

যাবন্নানাত্বমেব স্যাৎ তাবদ্ ভিন্নং মহীতলে।
তাবজ্জাতিশ্চ গোত্রঞ্চ তাবন্নাম পৃথগ্বিধম্ ॥ ১৯
তাবল্লিঙ্গং পৃথক্ সর্বং বর্ণানাং পৃথগেব হি।
তাবন্মিত্র-বিপক্ষৌ চ তাবৎ কলত্র-বান্ধবৌ ॥ ২০
তাবৎ পৃথগ্বিধা পূজা যন্ত্রমন্ত্রার্চনাদিভিঃ।
তাবৎ পাপং তাবৎ পুণ্যং তাবদ্ রাগবিবর্ধনম্[১] ॥ ২১
তাবৎ ত্বঞ্চাপ্যহমহমিয়ঞ্চ[২] জায়তে প্রিয়ে!।
যাবন্ন জায়তে চণ্ডি! বিদ্যাঽবিদ্যাবিরোধিনী ॥ ২২
অবিদ্যানাশিনী বিদ্যা বিদ্যাঽবিদ্যা-বিমর্দ্দিনী।
যা তারিণী মহাবিদ্যা বিদ্যাঽবিদ্যা-বিরূপিণী ॥ ২৩
অত এব বরারোহে! বিদ্যামুৎপাদ্য ভূতলে।
নির্বাণমোক্ষমাপ্নোতি সত্যং ত্রিপুরসুন্দরি! ॥ ২৪
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজে ভক্তিরব্যভিচারিণী।
তদৈব জায়তে ব্রহ্ম-জ্ঞানং ব্রহ্মাদি-দুর্লভম্ ॥ ২৫

যে পর্য্যন্ত নানাত্ব থাকে, পৃথিবীতে সেই পর্য্যন্তই পরস্পর ভিন্ন, সেই পর্য্যন্তই জাতি, সেই পর্য্যন্তই গোত্র, সেই পর্য্যন্তই পৃথক্ পৃথক্ নাম। ১৯

সেই পর্য্যন্তই সমস্ত লিঙ্গ পৃথক্ পৃথক্, সেই পর্য্যন্তই বর্ণসমূহের সমস্তই পৃথক্ পৃথক্, সেই পর্য্যন্তই শত্রু ও মিত্র, সেই পর্য্যন্তই কলত্র (স্ত্রী) ও বান্ধব। ২০

সেই পর্য্যন্তই যন্ত্র ও মন্ত্রার্চনাদি দ্বারা পূজা, সেই পর্য্যন্তই পাপ, সেই পর্য্যন্তই পুণ্য, সেই পর্য্যন্তই রাগের বিবৃদ্ধি। ২১

হে প্রিয়ে! হে চণ্ডি! যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা-বিরোধিনী বিদ্যা উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি ও আমি, আমি ও ইনি এইরূপ ভেদ জ্ঞান জন্মায়। ২২

অবিদ্যানাশিনী বিদ্যা অবিদ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে। এই যে তারিণী মহাবিদ্যা, তিনিই বিদ্যা, অবিদ্যার বিপরীতা। ২৩

অতএব হে বরারোহে। হে ত্রিপুরসুন্দরি! এই মহীতলে বিদ্যা উৎপন্ন করিলেই নির্বাণ মোক্ষ লাভ করে; ইহা সত্য। ২৪

যখনই শ্রীদুর্গার পাদপদ্মে অব্যভিচারী ভক্তি জন্মায়, তখনই ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ২৫

১। খ—পাপং পুণ্য-বিবর্দ্ধকং।   ২। ক—তাবৎ ত্বঞ্চাপ্যয়মিদম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ
ভৈরবাশ্চৈব গন্ধর্বা বিদ্যাভ্যাস-সমুৎসুকাঃ ॥ ২৬
ব্রহ্মবিদ্যা-সমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা-সমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যা-সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন।
তত্ত্বজ্ঞানং শ্রুতং দেবি ! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৭

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

নমস্তুভ্যং মহাদেব ! বিশ্বনাথ ! জগদ্‌গুরো !।
শ্রুতং জ্ঞানং মহাদেব ! নানাতন্ত্রং তবাননাৎ ॥ ২৮
ইদানীং চণ্ডিকায়াস্তু গুহ্য-স্তোত্রং বদ প্রভো !।
কবচং ব্রুহি মে নাথ ! মন্ত্রচৈতন্য-কারণম্ ॥ ২৯
মন্ত্রসিদ্ধিকরং গুহ্যাদ্ গুহ্যং মোক্ষবিধায়কম্।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি জ্ঞাত্বা বিদ্যাং মহেশ্বর ! ॥ ৩০

শ্রীশিব উবাচ—

দুর্লভং তারিণী-মার্গং দুর্লভং তারিণীপদম্।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং দুর্লভং শব-সাধনম্ ॥ ৩১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ, ভৈরবগণ ও গন্ধর্বগণ বিদ্যার অভ্যাসে সমুৎসুক রহিয়াছেন। ২৬

ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য ক্রিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য জ্ঞান কখনও হয় না, হয় না। হে দেবি। তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছ। পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২৭

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে মহাদেব। হে বিশ্বনাথ। হে জগদ্‌গুরো। তোমায় নমস্কার। হে মহাদেব। তোমার মুখ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও নানাতন্ত্র শুনিয়াছি। ২৮

হে প্রভো। এখন চণ্ডিকার গোপনীয় স্তোত্র বলুন। হে নাথ। মন্ত্র চৈতন্যের কারণ কবচও বলুন। ২৯

হে মহেশ্বর। গুহ্য হইতে গুহ্য মন্ত্র সিদ্ধিকর মোক্ষজনক স্তোত্র ও কবচ শুনিয়া বিদ্যাকে জানিয়া মোক্ষ লাভ করে। ৩০

শ্রীশিব বলিলেন—তারিণীর মার্গ দুর্লভ। তারিণীর পদ-যুগল দুর্লভ। মন্ত্রার্থ, মন্ত্র-চৈতন্য ও শব-সাধন দুর্লভ। ৩১

শ্মশান-সাধনং যোনি-সাধনং ব্রহ্ম-সাধনম্ ।
ক্রিয়া-সাধনকং ভক্তি-সাধনং মুক্তি-সাধনম্ ।
তব প্রসাদাদ্ দেবেশি ! সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩২
নমস্তে চণ্ডিকে ! চণ্ডি ! চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনি ।
নমস্তে কালিকে ! কালি ! মহাভয়-বিনাশিনি । ৩৩
শিবে ! রক্ষ জগদ্ধাত্রি ! প্রসীদ হরবল্লভে ! ।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং জগৎ-পালনকারিণীম্ ॥ ৩৪
জগৎ-ক্ষোভকরীং বিদ্যাং জগৎসৃষ্টি বিধায়িনীম্ ।
করালাং বিকটাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৩৫
হরার্চিতাং হরারাধ্যাং নমামি হরবল্লভাম্ ।
গৌরীং গুরুপ্রিয়াং গৌরবর্ণালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ৩৬
হরিপ্রিয়াং মহামায়াং নমামি ব্রহ্ম-পূজিতাম্ ।
সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈর্যুতাম্ ॥ ৩৭
মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং যোনি-সিদ্ধিদাং সিদ্ধ-শোভিতাম্[১] ।
প্রণমামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতি-নাশিনীম্ ॥ ৩৮

শ্মশানসিদ্ধি, যোনিসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি, ক্রিয়াসিদ্ধি, ভক্তিসিদ্ধি, মুক্তিসিদ্ধি, —হে দেবেশি ! তোমার অনুগ্রহে সমস্ত সিদ্ধি সিদ্ধ হয় । ৩২

হে চণ্ডি ! হে চণ্ডিকে । হে চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনি ! তোমায় নমস্কার । হে কালি । হে কালিকে । হে মহাভয়-বিনাশিনি ! তোমায় নমস্কার । ৩৩

হে শিবে ! হে জগদ্ধাত্রি । আমায় রক্ষা কর । হে হরবল্লভে ! প্রসন্ন হও । আমি জগৎ-পালন-কারিণী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করি । ৩৪

আমি জগৎ ক্ষোভকরী, জগৎ-সৃষ্টি-কারিণী, করালা, বিকটা, ঘোরা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা বিদ্যাকে প্রণাম করি । ৩৫

আমি হরার্চিতা, হরারাধ্যা হরবল্লভাকে প্রণাম করি । আমি গুরুপ্রিয়া গৌরবর্ণা ও অলঙ্কারভূষিতা গৌরীকে প্রণাম করি । ৩৬

আমি ব্রহ্ম-পূজিতা হরিপ্রিয়া মহামায়াকে প্রণাম করি । সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণে পরিবৃতা সিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করি । ৩৭

আমি মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদায়িনী যোনি-সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধ-শোভিতা দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দুর্গাকে প্রণাম করি । ৩৮

১। ক—লিঙ্গশোভিতাম্ ।

উগ্রামুগ্রময়ীমুগ্র[১] তারামুগ্রগণৈর্বৃতাম্ ।
নীলাং নীলঘনশ্যামাং নমামি নীলসুন্দরীম্ ॥ ৩৯
শ্যামাঙ্গীং শ্যামঘটিতাং শ্যামবর্ণ-বিভূষিতাম্ ।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গৌরীং সর্বার্থসাধিনীম্ ॥ ৪০
বিশ্বেশ্বরীং মহাঘোরাং[২] বিকটাং ঘোরনাদিনীম্ ।
আদ্যামাদ্যগুরোরাদ্যামাদ্যনাথ-প্রপূজিতাম্ ॥ ৪১
শ্রীদুর্গাং ধনদামন্নপূর্ণাং পদ্মাং সুরেশ্বরীম্ ।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং চন্দ্রশেখর-বল্লভাম্ ॥ ৪২
ত্রিপুরাং সুন্দরীং বালামবলাগণ-ভূষিতাম্[৩] ।
শিবদূতীং শিবারাধ্যাং শিবধ্যেয়াং সনাতনীম্ ॥ ৪৩
সুন্দরীং তারিণীং সর্ব-শিবাগণ-বিভূষিতাম্ ।
নারায়ণীং বিষ্ণুপূজ্যাং ব্রহ্মবিষ্ণুহর-প্রিয়াম্ ॥ ৪৪
সর্বসিদ্ধি-প্রদাং নিত্যামনিত্য-গুণবর্জিতাম্ ।
সগুণাং নির্গুণাং ধ্যেয়ামর্চিতাং সর্বসিদ্ধিদাম্ ॥ ৪৫

আমি উগ্রা উগ্রময়ী উগ্রগণে পরিবৃতা নীলা নীলঘন (কৃষ্ণমেঘ) শ্যামা নীল সুন্দরী উগ্রতারাকে প্রণাম করি। ৩৯

আমি শ্যামাঙ্গী শ্যামঘটিতা শ্যামবর্ণ-বিভূষিতা সর্বার্থ-সাধিনী জগদ্ধাত্রী গৌরীকে প্রণাম করি। ৪০

আমি আদ্য গুরুর আদ্যা আদ্যনাথ কর্তৃক প্রপূজিতা মহাঘোরা ঘোরনাদিনী বিকটা বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করি। ৪১

আমি শ্রীদুর্গা, ধনদা, অন্নপূর্ণা, পদ্মা ও সুরেশ্বরীকে ও চন্দ্রশেখর-বল্লভা জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করি। ৪২

আমি শিবদূতী, শিবারাধ্যা, শিবধ্যেয়া সনাতনী ত্রিপুরা-সুন্দরীকে ও অবলাগণে পরিবৃতা বালাকে প্রণাম করি। ৪৩

আমি বিষ্ণুপূজ্যা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরের প্রিয়া সমস্ত শিবাগণে বিভূষিতা সুন্দরী নারায়ণী তারিণীকে প্রণাম করি। ৪৪

আমি সর্বসিদ্ধি-প্রদা অনিত্যগুণ বর্জিতা সগুণা ও নির্গুণা ধ্যেয়া ও অর্চিতা সর্বসিদ্ধিদা নিত্যাকে প্রণাম করি। ৪৫

১। ক—উমামুগ্রময়ীমুগ্রাং। ২। ক—বিশ্বঘোরাং। ৩। খ—অবলাগণ-নাদিতাম্।

বিদ্যাসিদ্ধিপ্রদাং বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহেশ্বরীম্ ।
মহেশভক্তাং মাহেশীং মহাকাল-প্রপূজিতাম্[1] ॥ ৪৬
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং শুম্ভাসুর-বিমর্দ্দিনীম্ ।
রক্তপ্রিয়াং রক্তবর্ণাং রক্তবীজ-বিমর্দ্দিনীম্ ॥ ৪৭
ভৈরবীং ভুবনাং দেবীং লোলজিহ্বাং সুরেশ্বরীম্ ।
চতুর্ভুজাং দশভুজামষ্টাদশভুজাং শুভাম্ ॥ ৪৮
ত্রিপুরেশীং বিশ্বনাথ-প্রিয়াং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ।
অট্টহাসামট্টহাস-প্রিয়াং ধূম্র-বিনাশিনীম্ ॥ ৪৯
কমলাং ছিন্নভালাঞ্চ মাতঙ্গীং সুরসুন্দরীম্ ।
ষোড়শীং ত্রিপুরাং ভীমাং ধূমাঞ্চ বগলামুখীম্ ॥ ৫০
সর্বসিদ্ধিপ্রদাং সর্ব-বিদ্যামন্ত্র-বিশোধিনীম্ ।
প্রণমামি জগত্তারাং সারাঞ্চ[2] মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫১
ইত্যেবঞ্চ বরারোহে ! স্তোত্রং সিদ্ধিকরং পরম্ ।
পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নোতি সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি ! ॥ ৫২

আমি বিদ্যাসিদ্ধিপ্রদা মহাকাল-প্রপূজিতা মহেশভক্তা মাহেশী বিদ্যা ও মহাবিদ্যা মহেশ্বরীকে প্রণাম করি । ৪৬

আমি রক্তপ্রিয়া রক্তবর্ণা রক্তবীজ-বিমর্দিনী শুম্ভাসুর-বিনাশিনী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করি । ৪৭

আমি চতুর্ভুজা অষ্টাদশভুজা শুভা লোলজিহ্বা ভৈরবী সুরেশ্বরী ভুবনা ভুবনেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করি । ৪৮

আমি অট্টহাসা অট্টহাসপ্রিয়া ধূম্রলোচন-বিনাশিনী বিশ্বনাথ-প্রিয়া শিবা বিশ্বেশ্বরী ত্রিপুরেশ্বরীকে প্রণাম করি । ৪৯

আমি কমলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, সুরসুন্দরী ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভীমা ধূমাবতী ও বগলামুখীকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রণাম করি । ৫০

আমি সমস্ত বিদ্যা ও মন্ত্রের শুদ্ধি-কারিণী সকলের সারভূতা সর্বসিদ্ধিপ্রদা জগৎ তারাকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রণাম করি । ৫১

হে বরারোহে ! হে গিরিনন্দিনি ! সিদ্ধিকর শ্রেষ্ঠ এই প্রকার স্তোত্র পড়িয়া মোক্ষলাভ করে, ইহা সত্য । ৫২

১। ক—মহাকাল-প্রপূজিতাম্ । ২। ক—সারঞ্চ ।

কুজ-বারে চতুর্দশ্যামমায়াং জীব-বাসরে।
শুক্রে নিশাগতে[১] স্তোত্রং পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩
ত্রিপক্ষে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্তোত্রপাঠাদ্ধি শঙ্করি !।
চতুর্দ্দশ্যাং নিশাভাগে শনি-ভৌমদিনেঽথবা[২] ॥ ৫৪
নিশামুখে পঠেৎ স্তোত্রং মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
কেবলং স্তোত্র-পাঠাদ্ধি মন্ত্র-সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৫৫
জাগর্ত্তি সততং চণ্ডি ! স্তব-পাঠাদ্ ভুজঙ্গিনী[৩]।
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং স্তোত্রং কবচং শৃণু শঙ্করি ! ॥ ৫৬
সদাশিব ঋষির্দেবি ! উষ্ণিক্ ছন্দ উদীরিতম্[৪]।
বিনিয়োগশ্চ দেবেশি ! ততশ্চ মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
মস্তকং পার্বতী পাতু পাতু পঞ্চানন-প্রিয়া।
কেশং মুখং পাতু চণ্ডী ভারতী রুধিরপ্রিয়া ॥ ৫৮
কণ্ঠং পাতু স্তনং পাতু কপালং গণ্ডমেব হি।
কালী করাল-বদনা বিচিত্র-চিত্র-ঘণ্টিনী[৫] ॥ ৫৯

মঙ্গলবারে, বৃহস্পতিবারে বা শুক্রবারে নিশা আগত হইলে চতুর্দশী বা অমাবস্যায় এই স্তোত্র পাঠ করিয়া মোক্ষলাভ করে। ৫৩

হে শঙ্করি ! তিন পক্ষ স্তোত্র পাঠ করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। শনিবার বা মঙ্গলবারে চতুর্দশীর রাত্রিতে বা নিশামুখে স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবে। কেবল স্তোত্র পাঠ হইতে অতি উত্তম মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে। ৫৪-৫৫

হে চণ্ডি ! স্তবপাঠের দ্বারা সর্বদা ভুজঙ্গিনী (কুলকুণ্ডলিনী) জাগরিতা হন। হে শঙ্করি ! এই প্রকার স্তোত্র শ্রবণ করিলে ; এখন কবচ শ্রবণ কর। ৫৬

হে দেবি ! এই কবচের ঋষি (দ্রষ্টা) সদাশিব এবং ছন্দঃ উষ্ণিক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবেশি ! মন্ত্রসিদ্ধিতে উহার বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়। ৫৭

পার্বতী মস্তক রক্ষা করুন। পঞ্চানন-প্রিয়া কেশ রক্ষা করুন। চণ্ডী মুখ রক্ষা করুন। রুধির-প্রিয়া ভারতী কণ্ঠ রক্ষা করুন। করালবদনা বিচিত্র ঘণ্টাধারিণী কালী স্তন, কপাল ও গণ্ড রক্ষা করুন। ৫৮-৫৯

১। খ—নিশিগতে। ২। খ—নিশি ভৌমদিনে তথা।
৩। খ—স্তবরূপ-ভুজঙ্গিনী। ৪। ক—উদাহৃতম্। ৫। ক—বিচিত্রাম্বর-ঘণ্টিনী।

বক্ষঃস্থলং[১] নাভিমূলং দুর্গা ত্রিপুরসুন্দরী ।
দক্ষ-হস্তং পাতু তারা সর্বাণী সব্যমেব চ ॥ ৬০
বিশ্বেশ্বরী পৃষ্ঠদেশং নেত্রং পাতু মহেশ্বরী ।
হৃদ্‌পদ্মং কালিকা পাতু উগ্রতারা নভোগতম্[২] ॥ ৬১
নারায়ণী গুহ্যদেশং মেঢ্রং মেঢ্রেশ্বরী তথা ।
পাদযুগ্মং জয়া পাতু সুন্দরী চাঙ্গুলীষু চ ॥ ৬২
ষট্‌পদ্ম-বাসিনী পাতু সর্বপদ্মং নিরন্তরম্ ।
ইড়া চ পিঙ্গলা পাতু সুষুম্না পাতু সর্বদা ॥ ৬৩
ধনং ধনেশ্বরী পাতু অন্নপূর্ণা সদাবতু ।
রাজ্যং রাজ্যেশ্বরী[৩] পাতু নিত্যং মা চণ্ডিকাবতু ॥ ৬৪
জীবং মাং পার্ব্বতী পাতু মাতঙ্গী পাতু সর্বদা ।
ছিন্না ধূমা চ ভীমা চ ভয়ে পাতু জলে বনে ॥ ৬৫
কৌমারী চৈব বারাহী নারসিংহী যশো মম ।
পাতু নিত্যং ভদ্রকালী শ্মশানালয়-বাসিনী ॥ ৬৬

দুর্গা বক্ষঃ স্থল রক্ষা করুন। ত্রিপুরসুন্দরী দুর্গা নাভিমূল রক্ষা করুন। তারা দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করুন। সর্বাণী বামহস্ত রক্ষা করুন। ৬০

বিশ্বেশ্বরী পৃষ্ঠ দেশ রক্ষা করুন। মহেশ্বরী নেত্র রক্ষা করুন। কালিকা হৃৎপদ্ম রক্ষা করুন। ত্রিপুরেশী নভোদেশ রক্ষা করুন। ৬১

নারায়ণী গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। মেঢ্রেশ্বরী মেঢ্রদেশ রক্ষা করুন। জয়া পাদযুগল রক্ষা করুন। সুন্দরী অঙ্গুলিসমূহ রক্ষা করুন। ৬২

ষট্‌পদ্ম-বাসিনী সমস্ত পদ্ম ও দেহমধ্যস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে সর্বদা রক্ষা করুন। ৬৩

ধনেশ্বরী অন্নপূর্ণা সর্বদা ধন রক্ষা করুন। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য রক্ষা করুন। চণ্ডিকা আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ৬৪

পার্বতী জীবকে রক্ষা করুন। মাতঙ্গী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ছিন্নমস্তা ও ভীমা ধূমাবতী জলে, বনে ও ভয়ে রক্ষা করুন। ৬৫

কৌমারী, বারাহী ও নারসিংহী আমার যশঃ রক্ষা করুন। শ্মশান-গৃহ-বাসিনী ভদ্রকালী সর্বদা রক্ষা করুন। ৬৬

১। ক—বক্ষমূলং। ২। খ—ত্রিপুরেশ নভোগতম্।
৩। ক—বাহুং বাহ্বেশ্বরী।

উদরে সর্বদা পাতু সর্বাণী সর্বমঙ্গলা।
জগন্মাতা জয়ং পাতু নিত্যং কৈলাশ-বাসিনী ॥ ৬৭
শিবপ্রিয়া সুতং পাতু সুতাং পর্বত-নন্দিনী।
ত্রৈলোক্যং পাতু বগলা ভুবনং ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৮
সর্বাঙ্গং পাতু বিজয়া[1] পাতু নিত্যঞ্চ পার্বতী।
চামুণ্ডা পাতু মে রোম-কূপং সর্বার্থসাধিনী ॥ ৬৯
ব্রহ্মাণ্ডং মে মহাবিদ্যা পাতু নিত্যং মনোহরা।
লিঙ্গং লিঙ্গেশ্বরী পাতু মহাপীঠং মহেশ্বরী ॥ ৭০
সদাশিব-প্রিয়া পাতু নিত্যং পাতু সুরেশ্বরী[2]।
গৌরী মে সন্ধিদেশঞ্চ পাতু বৈ ত্রিপুরেশ্বরী ॥ ৭১
সুরেশ্বরী সদা পাতু শ্মশানে চ শবেহবতু।
কুম্ভকে রেচকে চৈব পূরকে কামমন্দিরে ॥ ৭২
কামাখ্যা কামনিলয়ং পাতু দুর্গা সুরেশ্বরী।
ডাকিনী কাকিনী পাতু নিত্যং[3] চ শাকিনী তথা ॥ ৭৩

সর্বমঙ্গলা সর্বাণী সর্বদা উদর রক্ষা করুন। কৈলাসবাসিনী জগন্মাতা সর্বদা জয় রক্ষা করুন। ৬৭

শিবপ্রিয়া পুত্রকে রক্ষা করুন। পর্বতনন্দিনী পুত্রীকে রক্ষা করুন। বগলামুখী ত্রৈলোক্য রক্ষা করুন। ভুবনেশ্বরী ভুবন রক্ষা করুন। ৬৮

বিজয়া সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। পার্বতী নিত্য রক্ষা করুন। সর্বার্থসাধিনী চামুণ্ডা আমার রোমকূপ রক্ষা করুন। ৬৯

মনোহরা মহাবিদ্যা আমার ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্য রক্ষা করুন। সিদ্ধেশ্বরী লিঙ্গকে রক্ষা করুন। মহেশ্বরী মহাপীঠকে রক্ষা করুন। ৭০

সদাশিবপ্রিয়া সর্বদা রক্ষা করুন। সুরেশ্বরী সর্বদা রক্ষা করুন। গৌরী ও ত্রিপুরেশ্বরী আমার সন্ধিদেশ রক্ষা করুন। ৭১

সুরেশ্বরী সর্বদা রক্ষা করুন। শ্মশানে শবে রক্ষা করুন। কুম্ভক, রেচক, পূরকে ও কামমন্দিরে রক্ষা করুন। ৭২

সুরেশ্বরী দুর্গা কামাখ্যা কামগৃহ রক্ষা করুন। ডাকিনী, কাকিনী ও শাকিনী সর্বদা রক্ষা করুন। ৭৩

১। ক—সর্বানলয়া। ২। ক—পুস্তকে শ্লোকার্দ্ধোহয়ং নাস্তি।
৩। ক—সত্যং মে শাকিনী।

হাকিনী লাকিনী পাতু রাকিনী পাতু সর্বদা।
জ্বালামুখী সদা পাতু মুখমধ্যে শিবাবতু[1] ॥ ৭৪

তারিণী বিভবে পাতু ভবানী চ ভবেঽবতু।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী পাতু সর্বাঙ্গং বিজয়াঽবতু[2] ॥ ৭৫

রাজকুলে মহাদ্যুতে[3] সংগ্রামে শত্রু-সঙ্কটে।
প্রচণ্ডা সাধকং মাঞ্চ পাতু ভৈরব-মোহিনী ॥ ৭৬

শ্রীরাজমোহিনী পাতু রাজদ্বারে বিপত্তিষু।
সম্পৎ-প্রদা ভৈরবী চ পাতু বালা বলং মম ॥ ৭৭

নিত্যং মা শম্ভুবনিতা পাতু মাং ত্রিপুরান্তকা।
ইত্যেবং কথিতং দেবি! রহস্যং সর্বকালিকম্ ॥ ৭৮

ভক্তিদং[4] মুক্তিদং সৌখ্যং সর্বসম্পৎ-প্রদায়কম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সাধকেন্দ্রো ভবেদ্ভুবি ॥ ৭৯

হাকিনী, লাকিনী ও রাকিনী সর্বদা রক্ষা করুন। জ্বালামুখী সর্বদা রক্ষা করুন। শিবা মুখমধ্যে রক্ষা করুন। ৭৪

তারিণী বিভবে রক্ষা করুন। ভবানী ভবে (সংসারে) রক্ষা করুন। ত্রৈলোক্য-মোহিনী রক্ষা করুন। বিজয়া সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৭৫

ভৈরবমোহিনী প্রচণ্ডা রাজকুলে মহাদ্যুতে সংগ্রামে শত্রু সঙ্কটে সাধক আমাকে রক্ষা করুন। ৭৬

শ্রীরাজমোহিনী রাজদ্বারে বিপৎ-সমূহে রক্ষা করুন। সম্পৎপ্রদা ভৈরবী বালা আমার বল রক্ষা করুন। ৭৭

শম্ভুবনিতা আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ত্রিপুরহন্ত্রী আমাকে রক্ষা করুন। হে দেবি। সর্বকালে পাঠ্য রহস্য এই প্রকার কথিত হইল। ৭৮

যে সাধক প্রাতঃকালে উঠিয়া ভক্তি, মুক্তি, সুখকর ও সর্বসম্পৎ প্রদায়ক এই কবচ পাঠ করে, সে এই পৃথিবীতে সাধকেন্দ্র হইয়া থাকে। ৭৯

১। ক—সদাবতু। ২। ক—বিজয়েঽবতু।
৩। ক—মহাঘাতে। ৪। ক—ভুক্তিদং।

কুজবারে চতুর্দ্দশ্যামমায়াং মন্দ-বাসরে।
যঃ পঠেৎ মানবো ভক্ত্যা স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ৮০

গুরৌ গুরুং সমভ্যর্চ্য যঃ পঠেৎ সাধকোত্তমঃ।
স যাতি ভবনং দেব্যাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৮১

এবং যদি বরারোহে পঠেদ্ ভক্তি-পরায়ণঃ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য চাচিরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২

সত্যং লক্ষ-পুরশ্চর্য্যা-ফলং প্রাপ্য শিবাং যজেৎ।
রাজমার্গং শিবমার্গং প্রাপ্য জীবঃ শিবো ভবেৎ ॥ ৮৩

পঠিত্বা কবচং স্তোত্রং মুক্তিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
পঠিত্বা কবচং স্তোত্রং দশবিদ্যাং যজেদ্ যদি ঃ
বিদ্যাসিদ্ধির্মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪

তদৈব তাম্বুলৈঃ সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শবসিদ্ধিশ্চিতাসিদ্ধির্দুর্লভা ধরণীতলে ॥ ৮৫

মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্দশী ও অমবস্যাতে যে মানব ভক্তির সহিত ইহা পাঠ করে, সে শিবমন্দিরে গমন করে। ৮০

যে সাধকোত্তম গুরুবারে গুরুকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিয়া ইহা পাঠ করে, সে দেবীর ভবনে সত্য সত্য গমন করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৮১

হে বরারোহে। ভক্তিপরায়ণ হইয়া সাধক যদি এইরূপ পাঠ করে, তাহার অচিরেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ৮২

লক্ষ পুরশ্চরণের ফল পাইয়াও শিবাকে পূজা করিবে। রাজমার্গ শিবমার্গ লাভ করিলেই জীব শিব হয়। ৮৩

স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিয়া নিশ্চিতই মুক্তি লাভ করে। স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিয়া যদি দশ বিদ্যাকে পূজা করে, তবে বিদ্যাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াই থাকে, সংশয় নাই। ৮৪

তখনই তাম্বুলের দ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধরণীতলে শব-সিদ্ধি ও চিতাসিদ্ধি দুর্লভ। ৮৫

অযত্নসুভগাসিদ্ধিস্তাম্বূলান্নাত্র সংশয়ঃ।
নিশামুখে নিশায়াঞ্চ মহাকালে নিশান্তকে।
পঠেদ্ভক্ত্যা মহেশানি! গাণপত্যং লভেত সঃ॥ ৮৬

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সম্বাদে মন্ত্রসিদ্ধিস্তোত্রং কবচং নাম দশমঃ পটলঃ॥ ১০

তাম্বূল হইতে অযত্নে সুভগাসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। হে মহেশানি! নিশামুখে, নিশাতে, শ্রেষ্ঠকালে নিশার শেষে যে ভক্তির সহিত স্তব-কবচ পাঠ করিবে, সে গাণপত্য লাভ করিবে। ৮৬

মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্বতী ও ঈশ্বরের সংবাদে মন্ত্রসিদ্ধি স্তোত্র কবচ নামক দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

শ্রুতং বৈ কবচং স্তোত্রং শ্রুতং তন্ত্রং মনোহরম্ ।
কিং বক্ষ্যামি মহেশানি ! বদ শীঘ্রং শিবপ্রিয়ে ! ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

প্রাণনাথ ! দয়াসিন্ধো ! তব বক্ত্রাৎ শ্রুতং ময়া ।
নানাতন্ত্রং শ্রুতং নাথ ! বিজ্ঞানং জ্ঞানমেব চ ॥ ২
কুলার্ণবং কুলাচারং কুলোড্ডীশং কুলাখ্যকম্ ।
বিধানমকুলীনানাং কুলীনানাং শ্রুতং প্রভো ! ॥ ৩
ডামরং জামলং কালী-তন্ত্রং কালী-বিলাসকম্ ।
শ্রীকালীকল্পলতিকা শ্রুতা পরম-সাদরাৎ ॥ ৪
ভৈরবং সময়াতন্ত্রং নির্বাণং মোহনং ভয়ম্ ।
লিঙ্গার্চ্চনং লিঙ্গমালাতন্ত্রং নানা-প্রভেদকম্ ॥ ৫
উর্দ্ধাম্নায়ং তোড়লঞ্চ যোগিনী-হৃদয়াত্মকম্ ।
এবং নানাবিধং তন্ত্রং শ্রুতং শ্রীমুখ-পঙ্কজাৎ ॥ ৬

শ্রীশিব বলিলেন—তুমি স্তোত্র ও কবচ শ্রবণ করিয়াছ, মনোহর তন্ত্রও শ্রবণ করিয়াছ। হে শিবপ্রিয়ে! হে মহেশানি! এখন কি বলিব, শীঘ্র বল। ১

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে প্রাণনাথ! হে দয়াসিন্ধো! হে নাথ! তোমার মুখ হইতে আমি নানা তন্ত্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছি। ২

হে প্রভো! কুলার্ণব, কুলাচার, কুলোড্ডীশ, কুলতন্ত্র, কুলীন ও অকুলী-নের বিধান আমি তোমার মুখ হইতে শুনিয়াছি। ৩

ডামর, জামল, কালীতন্ত্র, কালীবিলাস, শ্রীকালী-কল্পলতিকা পরম আদরের সহিত শুনিয়াছি। ৪

ভৈরবতন্ত্র, সময়াতন্ত্র, নির্বাণতন্ত্র, মোহনতন্ত্র, লিঙ্গার্চনতন্ত্র, নানা ভেদভিন্ন লিঙ্গমালা তন্ত্র শুনিয়াছি। ৫

উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, তোড়লতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়, এইরূপ নানাতন্ত্র শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে আমি শুনিয়াছি। ৬

ন শ্রুতা তাম্বলাৎ সিদ্ধিঃ শঙ্কা মে খলু বিদ্যতে।
বদ শীঘ্রং মহাদেব! কিং মাং বঞ্চয়সি প্রভো!।
মা বিলম্বং কুরু বিভো! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

অলসানাঞ্চ মূর্খানামজ্ঞান-হতচেতসাম্।
পুরশ্চরণমেবাস্যাঃ সংক্ষেপাদ্ বচ্মি পার্ব্বতি! ॥ ৮
কুজেঽষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
উপবাসং দিবা চণ্ডি! নিশায়াং চণ্ডিকাং জপেৎ ॥ ৯
বামে স্ববামাং সংস্থাপ্য সর্বালঙ্কারভূষিতাম্।
স্বয়ং সা প্রজপেন্মন্ত্রমযুতং বা সহস্রকম্ ॥ ১০
ততস্তাম্বূলপুঞ্জঞ্চ নানাগন্ধ-সমন্বিতম্।
জপান্তে চ মহাদেব্যৈ সাধকঃ সন্নিবেদয়েৎ ॥ ১১
স্তুতি-পাঠং ততঃ কৃত্বা ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ।
সাধকেন্দ্রো মহেশানি! পুরতো বামলোচনাম্।
দিগম্বরামুক্তকেশীং সংপশ্যন্ কামমন্দিরম্ ॥ ১২

খ-পুস্তকে এবং রূপা এতাবত্যেব একাদশঃ-পটলঃ-মাতৃকা

তাম্বূল হইতে সিদ্ধি শ্রবণ করি নাই, ইহাতে আমার সংশয় আছে। হে মহাদেব। শীঘ্র আমাকে বলুন। হে প্রভো। আপনি কি আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন? হে বিভো। যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে বিলম্ব করিবেন না। ৭

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে পার্বতি। অজ্ঞান কলুষিত চিত্ত অলস ও মূর্খগণের জন্য এই দেবীর পুরশ্চরণ সংক্ষেপে বলিতেছি। ৮

হে চণ্ডি। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের মঙ্গলবারে অষ্টমী বা চতুর্দশীতে দিবাতে উপবাস করিয়া নিশাতে চণ্ডিকা মন্ত্র জপ করিবে। ৯

বামভাগে সর্বালঙ্কারভূষিতা নিজের স্ত্রীকে বসাইবে। তিনি স্বয়ং অযুত সংখ্যক বা সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ১০

তাহার পর সাধক জপান্তে নানা গন্ধ সমন্বিত তাম্বূল-পুঞ্জ মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। তাহার পর স্তুতি পাঠ করিয়া 'ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জন করিবে। ১১

হে মহেশানি। সাধকেন্দ্র সম্মুখে দিগম্বরা মুক্তকেশী বামলোচনাকে দেখিতে দেখিতে কাম মন্দিরে গমন করিবে। ১২

[সংস্কৃত কলেজে একখানি পুঁথিতে দশম পটল পর্য্যন্ত আর একখানি পুঁথিতে প্রথম পটল হইতে পঞ্চদশ পটল পর্য্যন্ত আছে। তাহার একাদশ হইতে পঞ্চদশ পটল পর্য্যন্ত এখানে মুদ্রিত হইল। সপ্তম পটলে যে সমস্ত শ্লোক আছে, দ্বিতীয় পুঁথির একাদশ পটলে সে সমস্তই আছে। পরন্ত মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে কিছু কিছু শ্লোক ও অর্দ্ধশ্লোক নাই। অনেক স্থলে পাঠভেদ ছাড়া নূতন কিছু নাই। সেই সকল শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাই এখানে তাহাদের অনুবাদ দেওয়া হইল না। মূলগুলি ছাপার কারণ ভূমিকায় বলা হইবে।]

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথ্যতাং মে দয়াসিন্ধো ! জগদীশ ! জগদ্‌গুরো ! ।
জগৎ-কর্ত্তা জগৎপাতা জগদ্ধর্ত্তা ত্বমেব হি ॥ ১
ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশ ! ত্বত্তো ভিন্নঃ কদাচন ।
নাস্তি কর্ত্তা মহাদেব ! কিমেতৎ কথয়ামি তে ॥ ২
ন গোলোকে ন কৈলাসে ন ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রভো ! ।
ন বৈকুণ্ঠে ন বা সৌরে……ন শচীপুরে ॥ ৩
ন তু কর্ত্তা চ পাতা চ হর্ত্তা চ ত্রিপুরেশ্বর ! ।
পৃচ্ছামি পরমং তত্ত্বং যোগিনী-যোগসাধনম্ ॥ ৪
যোগিনী-হৃদয়াম্ভোজে যোগিনাং হৃদয়ে তথা ! ।

শ্রীশিব উবাচ—

ধ্যেয়ং গোপ্যঞ্চ দেবেশি ! ব্রহ্মেতি যং বিদুঃ শিবে ! ॥ ৫
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ।
নারীণাং হৃদয়াম্ভোজং ন চ বেদ কথঞ্চন ॥ ৬

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

সত্যঞ্চ কথিতং নাথ ! সত্যমেব বদাম্যহম্ ।
অবলানাঞ্চ হৃদয়মন্তঃসারঞ্চ কথ্যতাম্ ॥ ৭
পুরুষানেব জানন্তি স্বভাবাৎ তু ব্যতিক্রমম্ ।
দেবদেব ! মহাদেব ! সংসারার্ণবতারক ! ॥ ৮
জানামি হৃদয়ং পুংসাং কাঠিন্যং লোলমানসম্
অতএব মহাদেব ! শীঘ্রং বদ সদাশিব ! ॥ ৯

কেন রূপেণ সা দুর্গা সুপ্রসন্না মহীতলে।
স্তবেন কবচেনাপি জ্ঞানেন বরবর্ণিনি ! ॥ ১০
সঙ্কেতং গুহ্য-সংঙ্কেতং জীবসঙ্কেতকং তথা।
দিব্যানাং চৈব বীরাণাং পশূনাং বরবর্ণিনি ! ॥ ১১
ভাব-সংঙ্কেতকং দেবি ! ব্রহ্মসংকেতকং তথা।
সময়াচার-সঙ্কেতং বীর-সাধনমুত্তমম্ ॥ ১২
শ্মশানসাধনং ভদ্রে ! শবসাধনমেব হি।
এবং নানাবিধানঞ্চ ময়োক্তং জামলে প্রিয়ে ! ॥ ১৩
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি যন্তন্ত্রে খলু কোবিদঃ।
কথিতং ডামরেনাথ শক্তি-জামলকে প্রিয়ে ! ॥ ১৪
নানাতন্ত্রে মহেশানি ! কথিতং বরবর্ণিনি ! ।
দুর্গাসেবনমাত্রেণ বিধিবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৫
মুক্তিং যাতি নরঃ সত্যং শব্দতত্ত্বং মনোহরম্।
বিনা তত্ত্বপরিজ্ঞানং ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ১৬
লভতে মানবঃ সত্যং দেবেশি ! জগদম্বিকে ! ।
কালী করালবদনা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা।
কামাখ্যা কামিনী কাম্যা করালাস্যা দিগম্বরা ॥ ১৭
অট্টহাসা ঘোরনাদা মেঘশ্যামা ভয়ানকা।
সর্ববীজ-স্বরূপা সা মহাবীজ-স্বরূপিণী ॥ ১৮
সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা বশিষ্ঠাদি-প্রপূজিতা।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চাপি যোগীন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈরপি সেবিতা ॥ ১৯
দেবেন্দ্রৈশ্চাপি বীরেন্দ্রৈঃ সাধকেন্দ্রৈঃ প্রপূজিতা।
এবম্ভূতা মহামায়া সর্বতত্ত্ব-বিভাবিনী ॥ ২০
সঙ্কেতং কালিকায়াশ্চ বিদ্যায়াশ্চরিতং শৃণু।
ইদানীঞ্চাপি সংক্ষেপাদ্ বদিষ্যামি বরাননে ! ॥ ২১
পদ্মা ত্রিশক্তিঃ কুলদা বাণী পূর্ণা মহেশ্বরী।
দুর্গা ভগবতী দেবী ভুবনা যা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২২

একা দেবী জগদ্ধাত্রী নানারূপ-বিধারিণী।
যো ভজেৎ সাধকেন্দ্রশ্চ সর্বজ্ঞাদি-প্রপূজিতাম্ ॥ ২৩
মহামায়াং জগদ্ধাত্রীং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
বাণী মায়া পুনর্বাণী মহামন্ত্র-স্বরূপিণী। ২৪
ততশ্চ কেবলা মায়া সাধকৈরপি সেবিতা।
পশোর্দীক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা যমভীতিবিমর্দ্দিনী।
সর্বসম্পৎ-প্রদা মুক্তি-দায়িনী মুক্তি-বল্লভা ॥ ২৫
মহাযোগময়ী বিদ্যা সর্বজ্ঞানময়ী ততঃ।
পূজিতা সাধকৈঃ সর্বৈঃ সর্বালঙ্কারভূষিতা ॥ ২৬
এবং তে কথিতা দেবি! দেবদেবৈঃ প্রপূজিতা।
ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ২৭
যদি ভাগ্যবশাদেব চতুর্থীং লভতে নরঃ।
চতুর্বর্গময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২৮

শ্রীদেব্যুবাচ—

দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! প্রভো! শঙ্কর! ভো হর!।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ! জ্ঞানদঃ শঙ্করো যতঃ ॥ ২৯
দেবদেব! মহাদেব! নমস্তুভ্যং সদাশিব!।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর! ॥ ৩০
বিশ্বেশ্বর! জগদ্বন্ধো! নীলকণ্ঠ! নমোঽস্তু তে।
জ্ঞানেশ! জ্ঞানদানন্দ-দায়ক! জ্ঞানবর্দ্ধক! ॥ ৩১
জ্ঞানাধীশ! জ্ঞানপতে! নমঃ কোচবধূপতে!।
নমস্তে পরমানন্দ! নমস্তে ভক্তবৎসল! ॥ ৩২
নমস্তে পার্বতীনাথ! গঙ্গাধর! নমোঽস্তু তে।
বিশ্বেশ্বর! জগদ্বন্ধো! জগদীশ! সদাশিব! ॥ ৩৩
নমস্তেঽস্তু মহাদেব! ত্রিলোকেশ! মহেশ্বর!।
নমস্তে যোগতত্ত্বজ্ঞ! নমঃ কালীপতে! নমঃ ॥ ৩৪
নমস্তারাপতে! তুভ্যং নমস্তে ভৈরবীপতে!।
গৌরীপতে! জগন্নাথ নমস্তে চণ্ডিকাপতে! ॥ ৩৫

ভবরূপ-তরোর্বীজ-ফলরূপ-ফলপ্রদ ! ।
নমস্তে সর্ববীজজ্ঞ ! বীজাধার ! নমোঽস্তু তে ॥ ৩৬
উমাপতে ! নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ত্রিলোচন ! ।
পঞ্চানন ! নমস্তুভ্যং নমস্তে শশিশেখর ! ॥ ৩৭
শম্ভো মহেশ্বর ! বিভো ! বিরূপাক্ষ ! চতুর্ভুজ ! ।
নমস্তে পর্বতারাধ্য ! চণ্ডীপতে ! নমোঽস্তু তে ॥ ৩৮
ত্রিলোকেশ ! দয়াসিন্ধো ! করুণাময় ! শঙ্কর ! ।
ভক্তবৎসল ! দেবেশ ! নীলকণ্ঠ ! সদাশিব ! ॥ ৩৯
নমঃ কাশীপতে ! তুভ্যং নমস্তে চন্দ্রশেখর ! ।
নমশ্চণ্ডীপতে ! তুভ্যং নমস্তে মুক্তিদ ! প্রভো ! ॥ ৪০
নির্গুণাং সগুণাং জ্ঞাতুং ন সমর্থা কথঞ্চন ।

শ্রীশিব উবাচ—

নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ ॥ ৪১
নানাতন্ত্রমতং দেবি ! নানাযত্নাৎ প্রকাশিতম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে ॥ ৪২
নানামার্গং বিধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ ।
দেবী দুর্গা-চরণাম্ভোজং ত্যক্ত্বা যান্তি রসাতলম্ ॥ ৪৩
সত্যং বচ্মি দৃঢ়ং বচ্মি হিতং পথ্যং পুনঃ পুনঃ ।
ন চ ভক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গানিষেবনাৎ ॥ ৪৪
দেবি ! দুর্গা পরং ব্রহ্ম শ্রুতং কালীশ্রুতৌ ত্বয়া ।
তব শ্রুতৌ শ্রুতং দেবি ! শ্রুতা ব্রহ্ম-বিচারণা ॥ ৪৫
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ ।
ত্বৎপাদসেবনাদ্ দেবি ! বয়ং বৈ সাধকোত্তমাঃ ॥ ৪৬
ন দেবেশো গণপতির্নো ব্রহ্মা ব্রহ্ম নো হরিঃ ।
হরির্হরিরহং দেবি ! সর্বে পাদাব্জ-ভাবুকাঃ ॥ ৪৭
ত্বৎ-প্রসাদান্মহেশানি ! ব্রহ্মা সৃষ্টিং করোত্যসৌ ।
ত্বৎ-প্রসাদাদ্ধরিঃ পাতা হরো হর্তা মহীতলে ॥ ৪৮

বাসবশ্চামরাধীশো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঃ স্মৃতাঃ।
তে সর্বে নির্জরা দেবি ! তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ৪৯
তৎ-সম্পর্কাদ্ দেবদেব ! সর্বভূতাশ্রয়া স্মৃতাঃ।
অতস্ত্বং জগদীশান-দয়িতে ! ভক্তবৎসলে ! ॥ ৫০
দৃষ্টিং কুরু মহামায়ে ! নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
ত্বঞ্চ কালী ত্বঞ্চ তারা ষোড়শী ত্বং বরাননে ! ॥ ৫১
ত্বং দেবি ! ভুবনা বালা ছিন্না ধূমা মহেশ্বরি !।
ত্বং দেবি ! বগলা ভীমা কমলা ত্বং মহেশ্বরি ! ॥ ৫২
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ পূর্ণা ত্বং ধনদা ত্বং শিবপ্রিয়ে !।
দুর্গা ত্বং বিশ্বজননী দশাষ্টাদশরূপিণী ॥ ৫৩
সপ্ত-কোটি-মহাবিদ্যা উপবিদ্যা-স্বরূপিণী।
কুমারী রমণী রূপা স্বরূপা নগনন্দিনী ॥ ৫৪
শিবপূজ্যা শিবারাধ্যা ব্রহ্মপূজ্যা সুরেশ্বরি !।
শিবো ভিন্নঃ শিবাভিন্না ন জীবো বামলোচনা ॥ ৫৫
ইতি জানাসি বিশ্বেশি ! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

সত্যং মে কথিতং নাথ ! সত্যরূপোঽসি শঙ্কর !।
ত্বহঞ্চ ত্রিষু লোকেষু পার্বতীশ্বর ! শঙ্কর ! ॥ ৫৬
বিশেষং দেবদেবেশ ! সর্বজ্ঞ ! কথয়স্ব মে।

শ্রীশিব উবাচ—

বিশেষং ন চ জানামি কথয়স্ব বরাননে !।
সর্বজ্ঞাসি মহেশানি ! যতঃ সর্বজ্ঞ-বল্লভা ॥ ৫৭

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

গোলোকে চৈব রাধাঽহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী চ স্বরূপিণী ॥ ৫৮
কৈলাসে পার্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে ॥ ৫৯

গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাখ্যা চ দ্বিজন্মনাম্ ।
যোগমধ্যে পুষাঽহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা ॥ ৬০
পত্রে মালুর-পত্রাঽহং পীঠে যোনিস্বরূপিণী ।
হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবার্চিতা ॥ ৬১
বিশেষানুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া শঙ্কর ! প্রভো ! ।
যত্র কুত্র স্থলে নাথ ! শাক্তস্তিষ্ঠতি গচ্ছতি ॥ ৬২
তত্রৈবাহং মহাদেব ! নিশ্চিতং মতমুক্তমম্ ।
শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোঽন্যমার্গং বিধাবতি ॥ ৬৩
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ছুতিভাবং বিধাবতি ।
ইত্যেবঞ্চ মহাদেব ! ময়োক্তং জগদীশ্বর ! ॥ ৬৪
অতঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি নাস্তি সদাশিব ! ।

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সম্বাদে একাদশঃ পটলঃ ॥

[মুদ্রিত অষ্টম পটলের প্রারম্ভে যে সমস্ত শ্লোক আছে। এই দ্বাদশ পটলে সে সমস্তই আছে। মধ্যে মধ্যে দু ই একটি,শ্লোক নাই। তাই এখানে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না।]

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

নমস্তে পার্বতীনাথ! বিশ্বনাথ! দয়াময়!।
জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি শ্রুতং বিশ্বেশ্বর! প্রভো! ॥ ১
দীননাথ! দয়াসিন্ধো! বিশ্বেশ্বর! জগৎপতে!।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গোপ্যং পরমকারণম্।
রহস্যং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরেশ্বর! ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ—

রহস্যং কিং বদিষ্যামি পঞ্চবক্ত্রৈর্মহেশ্বরি ॥ ৩
জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
তথাপি তস্যা মাহাত্ম্যং ন শক্নোমি কথঞ্চন ॥ ৪
তস্যা রহস্যং গোপ্যঞ্চ কিং ন জানাসি শঙ্করি!।
তস্যৈব চরিতং বক্তুং কুত্র কো ন ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৫
অন্যথা নৈব দেবেশি! ন জানাতি কথঞ্চন।
কালিকায়াঃ শতং নাম নানাতন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতম্ ॥ ৬
রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ তন্ত্রেঽস্মিন্ জগদম্বিকে!।
করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা ॥ ৭
ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাখ্যা কামসুন্দরী।
কপোলা চ করালাস্যা কালী কাত্যায়নী কুহুঃ ॥ ৮
কঙ্কালা কালদমনা করুণা কমলার্চিতা।
কাদম্বরী কালহরা কৌতুকী কারণপ্রিয়া ॥ ৯
কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ-পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা।
কৃষ্ণাপরাজিতা কৃষ্ণ-প্রিয়া চ কৃষ্ণরূপিণী ॥ ১০
কালিকা কুলশক্তিশ্চ কুলজ্ঞা কুলপণ্ডিতা।
কুলধর্মপ্রিয়া কাম্যা কাম্য-কর্ম-বিভূষিতা ॥ ১১

কুটজা কেশিনী কামা কামদা কামপণ্ডিতা।
করালাস্যা চ কন্দর্পা কামিনী কামদায়িকা ॥ ১২
কোলম্বকা কোলরতা কেলিনী কেশ-ভূষিতা।
কেশবস্য প্রিয়া কাশা কাশ্মীরা কোরকার্চিতা ॥ ১৩
কামেশ্বরী কামদা চ কামে কাম-বিভূষিতা।
কালহন্ত্রী কূর্মমাংস-প্রিয়া কূর্মাদি-পূজিতা ॥ ১৪
কেলিনী করকাকারা কাম-কর্মনিষেবিনী!।
করমধ্যস্থা কটকটা কীটকা কীটকার্চিতা ॥ ১৫
কটপ্রিয়া কটরতা কটকর্মনিষেবিনী।
কুমারী-পূজনরতা কুমারী-গণসেবিতা ॥ ১৬
কুলাচার-প্রিয়া কৌলপ্রিয়া কুলনিষেবিনী।
কুলীনা কুলধর্মজ্ঞা কুলভীতি-বিমর্দ্দিনী ॥ ১৭
কালধর্মপ্রিয়া কাম্য-নিত্যা কাম্য-স্বরূপিণী।
কোল-পুষ্পাম্বরা কোলা নিকোলা কলহান্তকা ॥ ১৮
কৌষিকী কেতকী কুন্তী কুন্তলাদি-বিভূষিতা।
ইত্যেবং শৃণু চার্বঙ্গি! রহস্যং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ১৮
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।
শতনাম-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যন্তি ভূতলে ॥ ১৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ।
রহস্য পঠনাদ্ দেবি সর্বে চ বিগতজ্বরাঃ ॥ ২০
ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশি! সত্যং গোপ্যং যতঃ পরম্
নাস্তি নাস্তি মহামায়ে! তন্ত্রমধ্যে কথঞ্চন ॥ ২১
ক্রিয়য়া চ বিনা দেবি! বিনা ভক্ত্যা মহেশ্বরি!।
প্রসন্নাস্যা করালাস্যা স্তবপাঠাদ্ দিগম্বরী।
সত্যং বচ্মি মহেশানি! অতঃ পরতরং নহি ॥ ২১
ন গোকুলে ন বৈকুণ্ঠে ন চ কৈলাস-মন্দিরে।
অতঃ পরতরা বিদ্যা স্তোত্রং কবচমেব চ ॥ ২২

ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশি ! নাস্তি নাস্তি কদাচন।
রাত্রাবপি দিবাভাগে নিশাভাগেষু সন্ধিষু ॥ ২৩
যো জপেদ্ভক্তিভাবেন রহস্যং স্তবমুত্তমম্।
শতনাম-প্রসাদেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৪
কুজবারে চতুর্দ্দশ্যাং নিশায়াং ভক্তিভাবতঃ।
স কৃতী সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ স কুলীনঃ সদা শুচিঃ ॥ ২৫
স কুলজ্ঞঃ স কালজ্ঞঃ স ধর্মজ্ঞো মহীতলে।
প্রাপ্নোতি দেবদেবেশি ! সত্যং পরম-সুন্দরি ! ॥ ২৬
স্তবপাঠাদ্ বরারোহে ! কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
সিদ্ধেঽপি চ বিসিধিশ্চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
রাত্রৌ বিল্বদলেঽশ্বত্থমূলে পরাজিতাতলে।
প্রপঠেৎ কালিকাস্তোত্রং রহস্যঞ্চ মহেশ্বরি ! ॥ ২৮
শতবার-প্রপঠনান্ ! মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
উপায়ো নাস্তি দেবেশি ! মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ২৯
অতঃ পরং নাস্তি দেবি ! নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
নানাতন্ত্রং শ্রুতং দেবি ! মম বক্ত্রাৎ সুরেশ্বরি ! ॥ ৩০
মুণ্ডমালা-মহাতন্ত্রং মহাতন্ত্রস্য সাধনম্।
ভক্ত্যা ভগবতীং দুর্গাং দুঃখ-দারিদ্র্য-নাশিনীম্ ॥ ৩১
সংস্মরেৎ প্রজপেৎ ধ্যায়েৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়স্তন্ত্রনাম-পরায়ণঃ ॥ ৩২
স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গা-পদানুগঃ।
ন চ ভক্তির্ন বা ভুক্তির্ন মুক্তির্নগনন্দিনি ॥ ৩৩
বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রি ! বিনা দুর্গাং পরা গতিঃ।
শক্তি-মার্গরতো ভূয়ো যোঽন্যমার্গং প্রধাবতি ॥ ৩৪
ন চ শাক্তাস্তস্য বক্ত্রং পরিপশ্যন্তি শঙ্করি ! ।
বিনা দুর্গাং জগন্মাতা জগদানন্দ-মোহিতাঃ ॥ ৩৫
অন্যদেবং ভজন্ত্যেতে তে চান্যে শাস্ত্র-ঘূর্ণিতাঃ।
বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ্ বিনা যন্ত্রান্মহেশ্বরি ! ॥ ৩৬

তন্ত্রবক্তা গুরুঃ সাক্ষাৎ যথা চ জ্ঞানদঃ শিবঃ।
যথা গুরুর্মহেশানি! যথা চ পরমো গুরুঃ ॥ ৩৭
তথা চৈব হি তন্ত্রজ্ঞস্তন্ত্রবক্তা গুরুঃ স্বয়ম্।
তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি যে চ মানবাঃ ॥ ৩৮
যে জনা ভৈরবাস্তেষাং মাংসাস্থি-চর্বণোদ্যতাঃ।
অত এবঞ্চ তন্ত্রজ্ঞং ন নিন্দন্তি কদাচন ॥ ৩৯
ন হসন্তি ন হিংসন্তি ন বদন্ত্যন্যথা ইতি।

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥

[মুদ্রিত অষ্টম পটলের শেষাংশে যে সমস্ত শ্লোক আছে, এই ত্রয়োদশ পটলে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় তাহাই আছে। এজন্য এখানে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না।]

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

শৃণু দেব ! জগদ্বন্দ্যো ! মদ্বাক্যং দৃঢ়নিশ্চিতম্।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ ! শ্রুতং কালীরহস্যকম্॥ ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তারায়া বদ সাম্প্রতম্।

শ্রীশিব উবাচ—

ধন্যাসি দেবদেবেশি ! দুর্গে ! দুর্গার্ত্তিনাশিনি !।
যং শ্রুত্বা মোক্ষমাপ্নোতি পঠিত্বা নগনন্দিনি !॥ ২
তারিণী তরলা তন্বী তারা তরুণবল্লরী।
তীব্ররূপা তরশ্যামা তনুক্ষীণপয়োধরা॥ ৩
তুরীয়া তরুণা তীব্রগমনা নীলবাহিনী।
উগ্রতারা জয়া চণ্ডী শ্রীমদেকজটা শিবা॥ ৪
তরুণা শাম্ভবী ছিন্না ভাবনা ভদ্রতারিণী।
উগ্রাত্যুগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীলসরস্বতী॥ ৫
দ্বিতীয়া শোভিনী নিত্যা নবীনা নিত্য-নূতনা।
চণ্ডিকা বিজয়া বিদ্যা দেবী গগন-বাহিনী॥ ৬
অট্টহাস্যা করালাস্যা চতুরাস্যাদি-পূজিতা।
রৌদ্রা রৌদ্রময়ী মূর্ত্তির্বিশোকা শোক-নাশিনী॥ ৭
শিবপূজ্যা শিবারাধ্যা শিবধ্যেয়া সনাতনী।
ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী নির্গুণা গুণ-পূজিতা॥ ৮
বিগুণা সগুণারাধ্যা হরীন্দ্রদেব-পূজিতা।
অর্দ্ধকেশেশ্বরী কেশা কেশবেশ-বিভূষিতা॥ ৯
পদ্মমালা চ পদ্মাক্ষী কামাখ্যা গিরিনন্দিনী।
দক্ষিণা চৈব দক্ষা চ দক্ষজা দক্ষিণেতরা॥ ১০

বজ্রপুষ্প-প্রিয়া রক্ত-প্রিয়া কুসুম-ভূষিতা।
মাহেশ্বরী মহাদেব-প্রিয়া পঞ্চ-বিভূষিতা ॥ ১১
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না প্রাণরূপিণী।
গান্ধারী পঞ্চমী পঞ্চাননাদি-পরিপূজিতা ॥ ১২
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! রহস্যং পরমাত্মকম্।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তারাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৩
য ইদং প্রপঠেৎ স্তোত্রং তারায়াস্তু রহস্যকম্।
সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ১৪
তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভবত্যেবং মহামায়ে! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
মন্দে মঙ্গলবারে চ যঃ পঠেন্নিশি সংযতঃ।
তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্ গাণপত্যং লভেৎ তু সঃ ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়া বাপি পঠেৎ তারারহস্যকম্।
সোঽচিরেণৈব কালেন জীবন্মুক্তঃ শিবো ভবেৎ ॥ ১৭
সহস্রাবর্ত্তনাদ্দেবি! পুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ।
এবং সততযুক্তা যে ধ্যায়ন্তস্ত্বামুপাসতে।
তে কৃতার্থা মহেশানি! মৃত্যু-সংসারবন্ধনাৎ ॥ ১৮
রহস্যং তারিণী দেব্যাঃ কালিকায়াঃ শ্রুতং ত্বয়া।
এবং পরমগোপ্যঞ্চ শিবধ্যেয়ং শিবপ্রদম্।
ইদানীঞ্চ বরারোহে! ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩

[নবম পটলে যে সমস্ত শ্লোক আছে, তাহার প্রায় সমস্তই এই চতুর্দ্দশ পটলে আছে। অধিক পাঠ ও পাঠভেদ ছাড়া নূতন কিছু নাই। এজন্য ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না।]

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

রহস্যং পার্ব্বতীনাথ-বক্ত্রাৎ শ্রুত্বা চ পার্ব্বতী।
মহাদেবং মহেশানমীশমাহ মহেশ্বরী ॥ ১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

ত্রিলোকেশ! জগন্নাথ! দেবদেব! সদাশিব!।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেব শ্রুতং তন্ত্রং পৃথগ্বিধম্ ॥ ২
ইদানীং বর্ত্ততে শ্রদ্ধাগমশাস্ত্রে মমৈব তু।
যদি প্রসন্নো ভগবন্! ব্রূহ্যুপায়ং মহোদয়ম্ ॥ ৩
নানাতন্ত্রে মহাদেব! শ্রুতং নানাবিধং মতম্।
কৃতার্থাস্মি কৃতার্থাস্মি কৃতকার্য্যাস্মি শঙ্কর! ॥ ৪
প্রসন্নে শঙ্করে নাথ! কিং ভয়ং জগতি তলে।
বিনা শিব-প্রসাদেন ন সিধ্যতি কদাচন ॥ ৫
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ভুবানায়া রহস্যকম্।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্।
পঠিত্বা পরমেশানি! মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
আদ্যা শ্রীভুবনা ভব্যা ভববন্ধ-বিমোচনী।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী! শিবা বিশ্বেশ্বরী পরা ॥ ৭
গান্ধারী পরমা বিদ্যা জগন্মোহন-কারিণী।
সুরেশ্বরী জগন্মাতা বিশ্বমোহন-কারিণী ॥ ৮
ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবেশী হরবল্লভা।
করালা বিকটাকারা মহাবীজ-স্বরূপিণী ॥ ৯
ত্রিপুরেশী ত্রিলোকেশী দুর্গা ত্রিভুবনেশ্বরী।
মাহেশ্বরী শিবারাধ্যা শিব-পূজ্যা সুরেশ্বরী ॥ ১০

নিত্যা চ নির্ম্মলা দেবী সর্বমঙ্গলকারিণী ।
সদাশিব-প্রিয়া গৌরী সর্বমঙ্গলকারিণী ॥ ১১
পার্বতী তারিণী দেবী ভীমাভয়-বিনাশিনী ।
ত্রৈলোক্য-জননী তারা তারিণী তরুণা ক্ষমা ॥ ১২
ভক্তি-মুক্তি-প্রদা দেবি ! শঙ্করা শঙ্করাত্মিকা ।
উমা গৌরী-প্রিয়া মাধ্বীপ্রিয়া চ বারুণপ্রিয়া ॥ ১৩
ভৈরবী ভৈরবানন্দ-দায়িনী ভৈরবাত্মিকা ।
ধর্মপূজ্যা চ ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী রুদ্রপূজিতা ॥ ১৪
রুদ্রেশ্বরী রুদ্ররূপা ত্রিপুটা ত্রিপুরা মতা ।
বসুদা নাথরূপা চ বিশ্বনাথ-প্রপূজিতা ॥ ১৫
আনন্দরূপিণী শ্যামা শম্ভুনাথ-বরপ্রদা ।
আনন্দার্ণব-মগ্না সা রাজরাজেশ্বরী মতা ॥ ১৬
ভবানী চ ভবানন্দ-দায়িনী ভবগেহিনী ।
সুররাজেশ্বরী চণ্ডী প্রচণ্ডা ঘোরনাদিনী ॥ ১৭
ঘনশ্যামা ঘনবতী মহাঘন-নিনাদিনী ।
ঘোর-জিহ্বা ললজ্জিহ্বা দেবেশী নগনন্দিনী ॥ ১৮
ত্রৈলোক্যমোহিনী বিশ্বমোহিনী বিশ্বরূপিণী ।
ষোড়শী ত্রিপুরা ... ব্রহ্মদাঽনঘা ॥ ১৯
ইত্যেতৎ পরমং ব্রহ্ম-স্তোত্রং পরমকারণম্ ।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা জীবন্মুক্তঃ স এব হি ॥ ২০
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্বা মুনয়স্তন্ত্র-কোবিদাঃ ।
পঠিত্বা পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২১
মন্ত্রসঙ্কেতমজ্ঞাত্বা বিদ্যাসঙ্কেতকং তথা ।
বীরসঙ্কেতকং দেবী যোনিমুদ্রাত্মকং প্রিয়ে ! ॥ ২২
ব্রহ্মসঙ্কেতকং চণ্ডি ! কলিসঙ্কেতকং তথা ।
সঙ্কেতং সময়াচারং কুলসঙ্কেতকং তথা ॥ ২৩
যন্ত্রসঙ্কেতকং সিদ্ধি-সঙ্কেতং বহুবিস্তরম্ ।
কুলার্ণবং শ্রুতং নাথ ! শ্রুতং চ মোহনে প্রভো ! ॥ ২৪

বিদ্যাসঙ্কেত-চরিতং ব্রূহি বিশ্বেশ্বর প্রভো ! ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বিদ্যানামুত্তমা বিদ্যা মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫
মন্ত্রসঙ্কেতমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ বিশ্বমোহিনীম্ ।
শতবর্ষজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ২৬
বিদ্যা চ দ্বিতীয়া চৈব ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবীধ্যানমাত্রেণ সিদ্ধি-সিদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ২৭
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে দুর্গমা বিশ্বমোহিনী ।
তস্যাঃ প্রভেদসংস্কারং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২৮
স ধন্যঃ স কৃতী লোকে স বীরঃ সর্বগঃ শুচিঃ ।
স ভৈরবশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সদা সুখবিবর্দ্ধকঃ ॥ ২৯
এবং করালবদনাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
যো জানাতি জগদ্ধাত্রি ! জীবন্মুক্তঃ স এব হি ॥ ৩০
বিশেষঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুলভক্ত্যা তু সিধ্যতি ।
কুলভক্তিং বিনা দেবি ! ন ভুক্তির্ন চ সদ্‌গতিঃ ॥ ৩১
সত্যে তু সুন্দরী আদ্যা ত্রেতায়াং ভুবনেশ্বরী ।
দ্বাপরে তারিণী আদ্যা কলৌ কালী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩২
নাম-ভেদং প্রবক্ষ্যামি রূপভেদং বরাননে ! ।
ন ভেদঃ কালিকায়াশ্চ তারায়া জগদম্বিকে ! ॥ ৩৩
ষোড়শ্যা ভুবনায়াশ্চ ভৈরব্যাস্ত্রিপুরেশ্বরী ।
ছিন্নায়াশ্চৈব ধূমায়া ভীমায়াঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৪
ন চ ভেদং মহেশানি ! বিদ্যায়া বরবর্ণিনি ! ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

বিশ্বনাথ ! মহাদেব ! মহেশ্বর ! জগদ্‌গুরো ! ।
পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ ! যোগেন্দ্র ! বৃষভধ্বজ ! ॥ ৩৫
কৃষ্ণায়াঃ করবীরস্য দ্রোণস্য চ সদাশিব ! ।
বিল্বপত্রস্য মহাত্ম্যং জবায়া বদ শঙ্কর ! ॥ ৩৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

ধন্যাসি পতিভক্তাসি প্রাণতুল্যাসি শঙ্করি!।
অতিগোপ্যং জগদ্ধাত্রি! দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩৭
কৃষ্ণাঽপরাজিতা সাক্ষাদ্ ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ।
করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৩৮
জবা সাক্ষাদ্ ভগবতী সর্ববিদ্যা-স্বরূপিণী।
যে সাধবো জগন্মাতরর্চয়ন্তি সদাশিবম্ ॥ ৩৯
এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডীং স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং জপৈঃ কিং তপোভির্বা কিং বা দানৈঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ৪০
যেনার্চিতা জগদ্ধাত্রি! দ্রোণ-কৃষ্ণা-জবাদিভিঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈর্বাজপেয়াগ্নীসোমকৈঃ ॥ ৪১
ফলং যজ্জায়তে চণ্ডি! তৎ সর্বং কুসুমার্চনাৎ।
জবাং দ্রোণং তথা কৃষ্ণাং মালুরং করবীরকম্ ॥ ৪২
সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপঞ্চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
শ্বেতচন্দন-সংযুক্তং রক্তচন্দন-লেপিতম্ ॥ ৪৩
যো দদ্যাদ্ ভক্তিভাবেন স বিশ্বেশো ন সংশয়ঃ।
মহাঘোরে মহোৎপাতে মহাবিপদি সঙ্কটে ॥ ৪৪
মহাদুঃখে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে।
পূজয়েৎ কালিকাং তারাং ভুবনাং ষোড়শীং শিবাম্ ॥ ৪৫
বালাং ছিন্নাঞ্চ বগলাং ধূমাং ভীমাং করালিনীম্।
কমলামন্নপূর্ণাঞ্চ দুর্গাং দুঃখ-বিনাশিনীম্ ॥ ৪৬
সর্ববিদ্যাং জবা-দ্রোণ-করবীরৈর্মনোহরৈঃ।
মালুরপত্রৈঃ কৃষ্ণাভিঃ কৃষ্ণাং সংপূজ্য ভূতলে ॥ ৪৭
সাধকেন্দ্রো মহেশানি! স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
লক্ষাণাং মহিষৈর্মেষৈরজৈর্দানৈর্মখৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৮
পূজিতা জগতাং ধাত্রী যত্নেন কুসুমার্চিতা।
মাহাত্ম্যঞ্চাপি কৃষ্ণায়াঃ কৃষ্ণা জানাতি ভূতলে ॥ ৪৯

তদৰ্দ্ধঞ্চাপ্যহং দেবি ! তদৰ্দ্ধং শ্রীপতিঃ সদা।
তদৰ্দ্ধং শরজন্মা বৈ তদৰ্দ্ধং বেদসাধকঃ ॥ ৫০
অস্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ ত্বয়ি শঙ্করি !।
পৃথিব্যামতলে স্বর্গে বৈকুণ্ঠে কালিকাপুরে ॥ ৫১
জবাদি-করবীরাণাং দানৈঃ কিং কিং ফলং ভবেৎ।
ন জানাতি জগদ্ধাত্রি ! কো বেদ পার্বতীং বিনা ॥ ৫২
করবীরৈঃ শ্বেতরক্তৈ রক্তচন্দন-মিশ্রিতৈঃ।
পূজয়েৎ ক্ষিতিতলে যস্তু স বিশ্বেশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৩
কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পৈর্যস্তু দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্য শিবাং ব্রজেৎ ॥ ৫৪
বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
যো দদ্যাদ্ বিল্বপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায় চ ॥ ৫৫
সদাশিব-সমো ভূত্বা স গচ্ছেদ্ ব্রহ্মমন্দিরম্।
মহাবিপত্তৌ দেবেশি ! জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাম্ ॥ ৫৬
দ্রোণঞ্চ করবীরং বা স গচ্ছেৎ কালিকাপুরম্।
কিং পাত্রৈঃ কিং চ বাদ্যৈর্বা নৈবেদ্যৈঃ কিঞ্চ পূজনৈঃ ॥ ৫৭
মধুদানৈর্মধুপর্কৈঃ কুম্ভকৈঃ কিঞ্চ রেচকৈঃ।
পূরকৈঃ কিঞ্চ ধ্যানৈশ্চ প্রাণায়ামৈশ্চ কিঞ্চ বা ॥ ৫৮
কিং জপৈঃ কিং তপোভির্বা মৎস্যৈর্মাংসৈশ্চ পঞ্চমৈঃ।
কিঞ্চ মন্ত্রৈঃ কিঞ্চ তন্ত্রৈঃ কিং যন্ত্রৈঃ কিঞ্চ সাধনৈঃ ॥ ৫৯
কিং শবৈরাসবৈঃ কিংবা শ্মশানৈর্মন্ত্র সাধনৈঃ।
কিমক্ষরৈর্মন্ত্রপুটৈর্মন্ত্রার্থৈর্মন্ত্র-জীবনৈঃ ॥ ৬০
কিং যোনিমুদ্রয়া কিংবা তীর্থৈঃ কিং ব্রহ্মসাধনৈঃ।
কিং মাতৃকান্যাসবর্গৈঃ কিং কটৈঃ কিং পটৈর্ঘটৈঃ ॥ ৬১
কিং কাক-চঞ্চুভিঃ যোঢ়ান্যাসৈঃ কিং কর্মসাধনৈঃ।
যেনার্চিতা ভগবতী করবীরৈর্জবাদিভিঃ ॥ ৬২
কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পৈঃ করবীরৈর্মনোহরৈঃ।
দ্রোণৈস্তু কেতকীপুষ্পৈর্জবামালুর-পত্রকৈঃ ॥ ৬৩

পূজিতা যা ভগবতী কর্মসাধনকৈঃ ফলৈঃ।
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং দেবী রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ৬৪
যং শ্রুত্বা মোক্ষমাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ।
তন্ত্র-মন্ত্রং মহেশানি! সারাৎ সারতরং প্রিয়ে! ॥ ৬৫
শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা মোক্ষমাশু লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
মহাভয়ে বন্ধনে চ বিমুক্তো বহু-সঙ্কটে ॥ ৬৬
শৃণু দেবি! জগদ্ধাত্রি! মুচ্যতে ভব-বন্ধনাৎ।
শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়া বাপি যঃ কশ্চিত্তারিণীং যজেৎ ॥ ৬৭
স ধন্যঃ স কবির্ধীরঃ সর্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদঃ।
স চ জ্ঞানী পূজয়তি যস্তু কালীপদদ্বয়ম্।
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং দেবি! ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৮

ইতি মুণ্ডমালা-তন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে চতুর্দ্দশঃ পটলঃ ॥ ১৪ ॥

[মুদ্রিত দশম পটলে যে সমস্ত শ্লোক আছে, এই পঞ্চদশ পটলে সে সমস্ত শ্লোক আছে, অনেক স্থলে পাঠভেদ ছাড়া নূতন কিছু নাই। এজন্য এখানে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না]

পঞ্চদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! নীলকণ্ঠ ! সদাশিব ! ।
নমস্তে পরমেশান ! বিশ্বনাথ ! নমোঽস্তু তে ॥ ১
নমস্তে পরমেশান ! সদাশিব ! মহেশ্বর ! ।
নমস্তে পরমানন্দ ! জ্ঞান-মোক্ষপ্রদায়ক ! ॥ ২
নমস্তে পার্বতীনাথ ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ।
প্রসীদ মাং জগদ্বন্ধো ! গোপ্যং বদ সদাশিব ! ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! সারাৎ সারতরং পরম্ ।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি সাধকেন্দ্রো মহীতলে ॥ ৪
শৃণুয়াদ্ যো মুণ্ডমালা-তন্ত্রং পরম-কারণম্ ।
জ্ঞানদং মোক্ষদং ভক্তি-মুক্তি-সৌখ্যপ্রদং শিবে ! ॥ ৫
ইত্যেবং পরমং দেবি ! দেবানামপি দুর্লভম্ ।
যো বেদ ধরণীমধ্যে স এব পরমার্থবিৎ ॥ ৬
শক্তিমার্গং বিনা জন্তোর্ন ভক্তির্ন চ সদ্গতিঃ ।
শক্তিমূলং জগৎ সর্বং শক্তিমূলং পরং তপঃ ॥ ৭
শক্তিমূলং পরং কর্ম জন্ম কর্ম মহীয়তে ।
বিনা শক্তি-প্রসাদেন ন মুক্তির্জায়তে প্রিয়ে ! ॥ ৮
শ্রুতং দেবি ! বরারোহে ! সর্বং গোপ্যং মহীতলে ।
অন্যগোপ্যং কিং বদামি তৎ সর্বং বদ সুব্রতে ! ॥ ৯

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শৃণু দেব ! মহাদেব ! কথয়স্ব জগদ্গুরো ! ।
কথমুৎপদ্যতে জ্ঞানং তদ্ বদস্ব কৃপানিধে ! ॥ ১০

শ্রীশিব উবাচ—

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমহো ভাগ্যং সুরেশ্বরি ! ।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং কৃতকার্য্যো মহেশ্বরি ! ॥ ১১
জ্ঞানকাণ্ডং মহেশানি ! সারাৎ সারতরং স্মৃতম্ ।
জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং দুর্জ্ঞেয়ং মনসা অপি ॥ ১২
জ্ঞানং পরমতত্ত্বার্থং জ্ঞানং জ্ঞেয়ার্থ-সাধনম্ ।
অন্যদ্ বিভ্রান্তি-বিষয়ং জ্ঞানং সাধারণং মতম্ ॥ ১৩
এবঞ্চ ত্রিবিধং শেষমধমং তত্ত্ব-বর্জিতম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানং বরারোহে ! যোগীন্দ্রাণাঞ্চ দুর্লভম্ ॥ ১৪
বিনা তত্ত্ব-পরিজ্ঞানাৎ বিফলং পূজনং জপঃ ।
সত্যং তত্ত্ব-পরিজ্ঞানাদ্ সফলং পূজনং তপঃ ॥ ১৫
একো দেবশ্চ একোঽহং আত্মা ভিন্নঃ শরীরতঃ ।
ঘটাৎ পটান্মহেশানি ! কালচক্রান্মহীরুহাৎ ॥১৬
এবং জ্ঞানং তন্ত্র-মতং তদা মুক্তোঽচিরেণ তু ।
নানা কারণমেবাস্ত পূজনং ধ্যানমেব চ ॥ ১৭
সেবনঞ্চৈব তীর্থানাং শরণং তারিণীপদম্ ।
সৎসঙ্গ-সেবনং বিষ্ণোঃ শঙ্করস্যাপি পূজনম্ ॥ ১৮
কালিকাপাদযুগল-ভজনং জ্ঞানকারণম্ ।
যাবন্নানাত্বমেব স্যাত্তাবদ্ভিন্নং মহীতলে ॥ ১৯
তাবজ্জাতিশ্চ গোত্রঞ্চ তাবন্নাম পৃথগ্বিধম্ ।
তাবল্লিঙ্গং পৃথক্ সর্বং বর্ণানাং পৃথগেব হি ॥ ২০
তাবন্মিত্র-বিপক্ষৌ চ তাবৎ কলত্র-বান্ধবৌ ।
তাবৎ পৃথগ্বিধা পূজা যন্ত্র-মন্ত্রার্চনাদিভিঃ ॥ ২১
তাবৎ পুণ্যং তাবদেব পাপং পুণ্য-বিবর্দ্ধকম্ ।
তাবৎ ত্বঞ্চাপ্যহমহমিয়ঞ্চ জায়তে প্রিয়ে ! ॥ ২২
যাবন্ন জায়তে চণ্ডি ! বিদ্যাবিদ্যাবিরোধিনী ।
যা তারিণী মহাবিদ্যা বিদ্যাঽবিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ২৩

অত এব বরারোহে ! বিদ্যামুৎপাদ্য ভূতলে ।
নির্বাণমোক্ষমাপ্নোতি সত্যং ত্রিপুরসুন্দরি ! ॥ ২৪
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজে ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
তদৈব জায়তে ব্রহ্ম-জ্ঞানং ব্রহ্মাদি-দুর্লভম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ ।
ভৈরবাশ্চৈব গন্ধর্বা বিদ্যাভ্যাস-সমুৎসুকাঃ ॥ ২৬
ব্রহ্মবিদ্যাসমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমা ক্রিয়া ।
ব্রহ্মবিদ্যা-সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন ।
তত্ত্ব-জ্ঞানং শ্রুতং দেবি ! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৭

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

নমস্তুভ্যং মহাদেব ! বিশ্বনাথ ! জগদ্‌গুরো ! ।
শ্রুতং জ্ঞানং মহাদেব ! নানাতন্ত্রং ত্বাননাৎ ॥ ২৮
ইদানীং চণ্ডিকায়াস্তু গুহ্যস্তোত্রং বদ প্রভো ! ।
কবচং ব্রূহি মে নাথ ! মন্ত্রচৈতন্য-কারণম্ ॥ ২৯
মন্ত্র-সিদ্ধিকরং গুহ্যাদ্ গুহ্যং মোক্ষ-বিধায়কম্ ।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি জ্ঞাত্বা বিদ্যাং মহেশ্বর ! ॥ ৩০

শ্রীশিব উবাচ—

দুর্লভং তারিণীমার্গং দুর্লভং তারিণী-পদম্ ।
মন্ত্রার্থং মন্ত্র-চৈতন্যং দুর্লভং শবসাধনম্ ॥ ৩১
শ্মশান-সাধনং যোনি-সাধনং ব্রহ্ম-সাধনম্ ।
ক্রিয়া-সাধনকং ভক্তি-সাধনং মুক্তি-সাধনম্ ॥ ৩২
তব প্রসাদাদ্দেবেশি ! সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ।
নমস্তে চণ্ডিকে চণ্ডি ! চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনি ! ॥ ৩৩
নমস্তে কালিকে ! দেবি ! মহাভয়-বিনাশিনি ! ।
শিবে ! রক্ষ জগদ্ধাত্রি ! প্রসীদ হর-বল্লভে ! ॥ ৩৪
প্রণমামি জগদ্ধাত্রি ! জগৎ-পালন-কারিণী ! ।
জগন্মোক্ষকরী-বিদ্যাং জগৎ-সৃষ্টিবিধায়িনীম্ ॥ ৩৫

করালাং বিকটাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্।
হরার্চিতাং হরারাধ্যাং নমামি হর বল্লভাম্ ॥ ৩৬
গৌরীং গুরু প্রিয়াং গৌরবর্ণালঙ্কার-ভূষিতাম্।
হরিপ্রিয়াং মহামায়াং নমামি ব্রহ্মপূজিতাম্ ॥ ৩৭
সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈর্যুতাম্।
মন্ত্রসিদ্ধি-প্রদাং যোনি-সিদ্ধিদাং সিদ্ধিশোভিতাম্ ॥ ৩৮
প্রণমামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।
উগ্রামুগ্রময়ীমুগ্রতারামুগ্রগণৈর্যুতাম্ ॥ ৩৯
নীলাং নীলঘনশ্যামাং নমামি নীলসুন্দরীম্।
শ্যামাঙ্গীং শ্যামঘটিতাং শ্যামবর্ণ-বিভূষিতাম্ ॥ ৪০
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গৌরীং সর্বার্থসাধিনীম্।
বিশ্বেশ্বরীং মহাঘোরাং বিকটাং ঘোরনাদিনীম্ ॥ ৪১
আদ্যামাদ্যগুরোরাদ্যামাদ্যনাথপ্রপূজিতাম্।
শ্রীদুর্গাং ধনদামন্নপূর্ণামাদ্যাং সুরেশ্বরীম্ ॥ ৪২
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং চন্দ্রশেখর-বল্লভাম্।
ত্রিপুরাং সুন্দরীং বালামবলাগণনাদিতাম্ ॥ ৪৩
শিবদূতীং শিবারাধ্যাং শিবধ্যেয়াং সনাতনীম্।
সুন্দরীং তারিণীং সর্বশিবাগণবিভূষিতাম্ ॥ ৪৪
নারায়ণীং বিষ্ণু-পূজ্যাং ব্রহ্ম বিষ্ণু-হরপ্রিয়াম্।
সর্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যামনিত্যাং গুণবর্জিতাম্।
সগুণাং নির্গুণাং ধ্যেয়ামর্চিতাং সর্বসিদ্ধিদাম্ ॥ ৪৫
বিদ্যাসিদ্ধি-প্রদাং বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহেশ্বরীম্।
মহেশভক্তাং মাহেশীং মহাকাল-প্রপূজিতাম্ ॥ ৪৬
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং শুম্ভাসুরবিমর্দিনীম্।
রক্তপ্রিয়াং রক্তবর্ণাং রক্তবিজয়বিমর্দিনীম্ ॥ ৪৭
ভৈরবীং ভুবনাং দেবীং লোলজিহ্বাং সুরেশ্বরীম্।
চতুর্ভুজাং দশভুজামষ্টাদশভুজাং শুভাম্ ॥ ৪৮

ত্রিপুরেশীং বিশ্বনাথপ্রিয়াং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্।
অট্টহাসানট্টহাসপ্রিয়াং ধূম্রবিনাশিনীম্ ॥ ৪৯
কমলাং ছিন্নভালাঞ্চ মাতঙ্গীং সুরসুন্দরীম্।
ষোড়শীং ত্রিপুরাং ভীমাং ধূমাঞ্চ বগলামুখীম্ ॥ ৫০
সর্বসিদ্ধি-প্রদাং সর্ববিদ্যা-মন্ত্র-বিশোধিনীম্।
প্রণমামি জগত্তারাং সারাঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫১
ইত্যেবঞ্চ বরারোহে ! স্তোত্রং সিদ্ধিকরং পরম্।
পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নোতি সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি ! ॥ ৫২
কুজবারে চতুর্দ্দশ্যামমায়াং জীব-বাসরে।
শুক্রে নিশাগতে স্তোত্রং পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩
ত্রিপক্ষে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্তোত্রপাঠাদ্ধি শঙ্করি ! ।
চতুর্দ্দশ্যাং নিশাভাগে নিশি ভৌমেঽষ্টমীদিনে ॥ ৫৪
যঃ স্তোত্রং পঠতে দেবি ! মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
কেবলং স্তোত্র-পাঠাদ্ধি তন্ত্রসিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৫৫
জাগর্ত্তি সততং চণ্ডি ! স্তবপাঠাদ্ ভুজঙ্গিনী।
ইত্যেবঞ্চ শ্রুতং স্তোত্রং কবচং শৃণু শঙ্করি ! ॥ ৫৬
সদাশিব ঋষির্দেবি ! উষ্ণিক্ ছন্দ উদীরিতম্।
বিনিয়োগশ্চ দেবেশি ! ততশ্চ মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
মস্তকং পার্বতী পাতু পাতু পঞ্চাননপ্রিয়া।
কেশং মুখং পাতু চণ্ডি ! ভারতী রুধিরপ্রিয়া ॥ ৫৮
কণ্ঠং পাতু স্তনং পাতু কপালং গণ্ডমেব হি।
কালী করালবদনা বিচিত্রা চিত্রঘন্টিনী ॥ ৫৯
বক্ষোমূলং নাভিমূলং দুর্গা ত্রিপুরসুন্দরী।
দক্ষহস্তং পাতু তারা সর্বাণী সর্বমেব চ ॥ ৬০
বিশ্বেশ্বরী পৃষ্ঠদেশং নেত্রং পাতু মহেশ্বরী।
নারায়ণী গুহ্যদেশং মেঢ্রং মেঢ্রেশ্বরী তথা ॥ ৬১
পাদযুগ্মং জয়া পাতু সুন্দরী চাঙ্গুলীঃ কুচম্।
ষট্পদ্মবাসিনী পাতু সর্বং পদ্মং নিরন্তরম্ ॥ ৬১

ইড়া চ পিঙ্গলা পাতু সুষুম্না পাতু সর্বদা।
ছিন্না ধূম্না চ ভীমা চ ভয়ে পাতু জলেঽনলে ॥ ৬৩
কৌমারী ! চৈক ! বারাহী ! নারসিংহী যশো ! মম।
পাতু নিত্যং ভদ্রকালী শ্মশানালয়বাসিনী ॥ ৬৪
উদরে সর্বদা পাতু সর্বাণী সর্বমঙ্গলা।
জগন্মাতা জয়ং পাতু নিত্যং কৈলাসবাসিনী ॥ ৬৫
শিবপ্রিয়া সুতং পাতু সুতাং পর্বতনন্দিনী।
ত্রৈলোক্যং পাতু বগলা ভুবনং ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৬
সর্বাঙ্গং সর্বনিলয়া পাতু নিত্যঞ্চ পার্বতী।
চামুণ্ডা পাতু মে রোম-কূপং সর্বার্থসাধিনী ॥ ৬৭
ব্রহ্মাণ্ডং মে মহাবিদ্যা পাতু নিত্যং মনোহরা।
লিঙ্গং লিঙ্গেশ্বরী পাতু মহাপীঠং মহেশ্বরী ॥ ৬৮
সদাশিব-প্রিয়া পাতু নিত্যং পাতু সুরেশ্বরী।
গৌরী মে সন্ধিদেশঞ্চ পাতু বৈ ত্রিপুরেশ্বরী ॥ ৬৯
সুরেশ্বরী সদা পাতু শ্মশানে চ শবেঽবতু।
কুম্ভকে রেচকে চৈব পূরকে কাম-মন্দিরে।
কামাখ্যা কামনিলয়ং পাতু দুর্গা সুরেশ্বরী ॥ ৭০
ডাকিনী কাকিনী পাতু নিত্যং মে শাকিনী তথা।
হাকিনী লাকিনী পাতু রাকিণী পাতু সর্বদা ॥ ৭১
জ্বালামুখী সদা পাতু মুখমধ্যে শিবাঽবতু।
তারিণী বিভবে পাতু ভবানী চ ভবেঽবতু ॥ ৭২
ত্রৈলোক্যমোহিনী পাতু সর্বাঙ্গং বিজয়েঽবতু।
রাজকুলে মহাদ্যূতে সংগ্রামে শত্রুসংকটে ॥ ৭৩
প্রচণ্ডা সাধকং মাঞ্চ পাতু ভৈরবমোহিনী।
শ্রীরাজমোহিনী পাতু রাজদ্বারে বিপত্তিষু ॥ ৭৪
সম্পৎ-প্রদা ভৈরবী চ পাতু বালা বলং মম।
নিত্যং মাং শম্ভু-বনিতা পাতু মাং ত্রিপুরান্তকা ॥ ৭৫

ইত্যেবং কথিতং দেবি ! রহস্যং সর্বকালিকম্ ।
ভক্তিদং মুক্তিদং সৌখ্যং সর্বসম্পৎ-প্রদায়কম্ ॥ ৭৬
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সাধকেন্দ্রো·ভবেদ্ভুবি ।
কুজবারে চতুর্দ্দশ্যামমায়াং মন্দবাসরে ।
যঃ পঠেন্মানবো ভক্ত্যা স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

অন্তর্যাগবিধিং ব্রূহি বহির্যাগবিধিং প্রভো ! ।
সকলং কথয়েশান ! যন্ত্যহং তব বল্লভা ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যজনং চান্তরা মহৎ ।
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিসতন্তু-তনীয়সীম্ ॥ ২
উদ্যৎ-সূর্য্যপ্রভা-জাল-বিদ্যুৎকোটিপ্রভাময়ীম্ ।
চন্দ্রকোটিপ্রভাভাসাং ত্রৈলোক্যৈকপ্রভাময়ীম্ ॥ ৩
অশেষ-জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ ।
শেষে মনো যথা দেবি ! নিশ্চলং জায়তে যথা ॥ ৪
সহজানন্দসন্দোহ-মন্দিরং ভবতি ক্ষণাৎ ।
মনোনিশ্চলতাং প্রাপ্তং শিবশক্তি-প্রভাবতঃ ॥ ৫
সমাধির্জায়তে তত্র সংজ্ঞাদ্বয়-বিজৃম্ভিতঃ ।
স্বয়ং-প্রজ্ঞাতনামৈকো হ্যসংপ্রজ্ঞাতনামধৃক্ ॥ ৬
স্বয়ংপ্রজ্ঞাত-সংজ্ঞস্তু শিবাধিক্যেন জায়তে ।
অসংপ্রজ্ঞাতনামা তু শিবতত্ত্বেন বৈ ভবেৎ ॥ ৭
অসংপ্রজ্ঞাত-ভেদস্তু তীব্রস্তীব্রতমো ভবেৎ ।
অসংপ্রজ্ঞাতভেদস্তু মন্দো মন্দতরস্তথা ।
হাস্য-রোদন-রোমাঞ্চ-কম্প-স্বেদাদি-লক্ষিতঃ ॥ ৮
নির্মেষবর্জিতনৈত্র-বপুস্তল্লক্ষণং শিবম্ ।
মন্দো মন্দতরো দেবি ! সমাধিরূপলক্ষিতঃ । ৯
সম্ভবেন চ বোধেন সুখীভূয়ান্নিরন্তরম্ ।
অন্তর্যাগবিধিং কৃত্বা বহির্যজনমারভেৎ ॥ ১০
এবং ধন্যতদেহ স্যান্ন সর্বেভ্যোঽপি সাধকঃ ।
ধ্যায়েন্নিরাময়ং ব্রহ্ম জগত্ত্রয়বিমোহিনীম্ ॥ ১১

অশেষ-ব্যবহারাণাং বাসিনীং সম্বিদাং পরাম্।
উদ্যৎসূর্য্যসহস্রাভাং দাড়িমকুসুমপ্রভাম্ ॥ ১২
জবাকুসুমসংকাশাং পদ্মরাগসমপ্রভাম্।
তড়িৎপুঞ্জ-নিভাং তপ্তকাঞ্চনাভাং সুরেশ্বরীম্ ॥ ১৩
রক্তোৎপলদলাকার-পাদপদ্মপরাজিতাম্।
অনর্ঘরত্নরচিত-মঞ্জীর-চরণদ্বয়াম্ ॥ ১৪
পাদাঙ্গুলীয়ক-ক্ষিপ্ত-রত্নতেজোবিরাজিতাম্।
কদলীশশিতপুঞ্চ কুমারোরুরু-কোমলাম্ (?) ॥ ১৫
নিতম্ববিম্ববিলসদ্রক্ত-বস্ত্রোপরিস্থিতাম্।
মেখলারত্নমাণিক্য-কিঙ্কিণীনাদ-বিভ্রমাম্ ॥ ১৬
অলক্ষ্যবিধ্যমাং নির্মমাপ্তং (?) শতোদরাম্।
রোমরাজিলতাভূত-মহাকুচফলান্বিতাম্ ॥ ১৭
স্ববৃত্তনিবিড়োত্তুঙ্গ-কুচমণ্ডলরাজিতাম্।
অনর্ঘমৌক্তিক-স্ফার-হারতার-বিরাজিতাম্ ॥ ১৮
নবরত্ন-প্রভারাজদ্গ্রৈবেশাঙ্গদভূষণাম্।
শ্রুতিভূষামনোরম্য-নূপুরস্থলমণ্ডিতাম্ ॥ ১৯
উদ্যদাদিত্য-সংকাশ-তাড়ঙ্ক-কুসুমপ্রভাম্।
পূর্ণচন্দ্রমুখীং পদ্মবদনাং নীললোচনাম্ ॥ ২০
স্ফুরন্মদন-কোদণ্ড-সুপ্রসন্ন-পয়োধরাম্।
ললাটপট্টসংরাজৎ-সদ্রত্নতিলকান্বিতাম্ ॥ ২১
মুক্তামাণিক্যঘটিত-মুকুটস্থলকিঙ্কিণীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারাজন্মুকুটাং লোচনত্রয়াম্ ॥ ২২
প্রবালবল্লীবিলসদ্বাহুবল্লী-চতুষ্টয়াম্।
ইক্ষু-কোদণ্ড-পুষ্পেষু-পাশাঙ্কুশ-চতুর্ভুজাম্ ॥ ২৩
সর্বদেবময়ীময়ং সর্বসৌভাগ্য-সুন্দরাম্ :
সর্বতীর্থময়ীং দিব্যাং সর্বকাম-প্রপূরিণীম্ ॥ ২৪
সর্বমন্ত্রময়ীং বিশ্ববন্দ্যাং বিদ্যাময়ীং শিবাম্।
সর্বযোগময়ীং সর্বদেবীং দেব-স্বরূপিণীম্ ॥ ২৫

সর্বশাস্ত্রময়ীং নিত্যাং সর্বাগম-নমস্কৃতাম্ ।
সর্বাম্নায়ময়ীং দেবীং সর্বায়তনসেবিতাম্ ॥ ২৬
সর্বানন্দময়ীং জ্ঞানগন্ধর্বাং সম্বিদাং পরাম্ ।
এবং ধ্যাত্বা পরেমেয়াং (?) বহন্নাড়ীপুটক্রমাৎ ॥ ২৭
আবাহ্য চক্রমধ্যে তু মুদ্রয়া হি ত্রিখণ্ডয়া ।
সংস্থিতাং চিন্তয়েত্তত্র শ্রীপীঠান্তনিবাসিনীম্ ॥ ২৮
মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েদ্দেবি ! তর্পণৈস্তু ত্রিধা যজেৎ ।
ন যাগং কল্পয়েদ্দেহে দেব্যাস্তু পরমেশ্বরি ! ॥ ২৯
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি দেব্যৈ সম্যঙ্ নিবেদয়েৎ ।
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সংপূজ্য পরদেবতাম্ ॥ ৩০
তর্পণাদি পুনর্দত্বা ত্রিবারং মূলবিদ্যয়া ।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি ! তিথি-নিত্যাং প্রপূজয়েৎ ।
কামেশ্বর্য্যাদিকা নিত্যা বিচিত্রান্তা মহেশ্বরি ! ॥ ৩১
প্রতিপৎপৌর্ণমাস্যন্ত-তিথিরূপাং প্রপূজয়েৎ ।
বৈভব্যে চ মহাশ্রাতাং (?) দক্ষ-পূর্বোত্তর-ক্রমাৎ ॥ ৩২
রেখাশ্চ বিলিখেদ্ দেবি ! তত্র পঞ্চক্রমেণ হি ।
অকারাদিং ঙকারান্তং দক্ষিণায়াং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৩
ততশ্চ পূর্বরেখায়াং দীর্ঘকর্ণাদি-পঞ্চকম্ ।
বিলিখ্যোত্তররেখায়াং শক্ত্যাদি বিলিখেৎ ততঃ ॥ ৩৪
অনুস্বারস্তমাত্রেব বিসর্গে ষোড়শীং যজেৎ ।
বামাবর্ত্তেন দেবেশি ! নিত্যাঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫
প্রতিপত্তিথিমারভ্য পৌর্ণমাস্যন্তমদ্রিজে ! ।
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যাং মহাসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
কৃষ্ণপক্ষে মহেশানি ! পূজয়েৎ তিথি-মণ্ডলম্ ।
বিচিত্রাদ্যা বরারোহে ! যাবৎ কামেশ্বরী ভবেৎ ॥ ৩৭
পূজনীয়া বিলোমেন চাদ্যা তু পরমেশ্বরী ।
কলা ষোড়শ দেবেশি ! যস্তু চন্দ্রকলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৮

স সৌভাগ্যং মহদ্ দেবি ! প্রাপ্নোতি গুরুশাসনাৎ ।
কামেশ্বর্য্যাদিকা মেয়া পূজয়িত্বা ক্রমাত্ততঃ ॥ ৩৯
তিথিনিত্যা ত্রিধা দেবি ! পূজয়েদ্ ভাগ্যহেতবে ।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি ! গুরূন্ সংপূজয়েত্ততঃ ॥ ৪০
গুরূঃ সংকোচযোগেন কথয়ামি তবানঘে ! ।
রাশিবৃন্দং দশমিতং গুরূণাঞ্চ শতাধিকম্ ॥ ৪১
তস্মাৎ সংকোচয়েৎ পুষ্পমাগতাঃ সিদ্ধিহানিদাঃ ।
নষ্টসন্ততিবিজ্ঞেয়া মিতাশ্চ সর্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪২
পুষ্পং সংকোচয়িত্বা চ দ্বাদশে নষ্ট-সন্ততিঃ ।
সন্তবানন্তরূপঃ স ইতরো দেবতা-প্রিয়ঃ ॥ ৪৩
অত এব মহাপুষ্পং সম্যক্ সংকোচিতং প্রিয়ে ! ।
কামরাজাখ্যবিদ্যায়া গুরবস্তু সমৃদ্ধিদাঃ ॥ ৪৪
মধ্যপ্রাকৃত্র্যস্র্য-মধ্যে (?) তু গুরুশক্তিস্ত্রিধেত্যপি ।
পরাখ্যান্ পূজয়েদাদৌ পরাপর-বিভক্তিকান্ ॥ ৪৫
ততো পরান্ ত্রিধা দেবি ! গুরূন্ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ! ।
দিব্যৌঘে তু পরান্ সিদ্ধি-সপ্তসংখ্যান্ বরাননে ! ॥ ৪৬
আনন্দনাথ-শব্দান্তো বিজ্ঞেয়ো বারবন্দিতে ! ।
পরপ্রকাশো দেবেশি ! ততঃ পরঃ শিবোত্তমঃ ॥ ৪৭
শিবশক্তিস্তথা দেবী কৌলেশ্বর ইতি প্রিয়ে ! ।
শুদ্ধদেবী-কুলেশানঃ কামেশ্বর্য্যম্বিকাক্রমাৎ ॥ ৪৮
মুনিসংখ্যা তু গুরবঃ পরাখ্যা দিব্যরূপিণঃ ।
ভোগঃ ক্রীড়স্তু সময়ো বেদাস্তু সহজস্তথা ॥ ৪৯
পরাপরোক্তঃ সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘং শৃণু প্রিয়ে ! ।
সগণো বিশ্ববিমলো মদনো ভুবনস্তথা ॥ ৫০
নীলঃ স্বাত্মপ্রিয়োপন্না নাগসংখ্যাস্তু মানবাঃ ।
অপরাঃ পরমেশানি ! নিয়তা অক্ষরা ইমে ॥ ৫১
এতৎ ত্রয়স্তু নিয়তং দেশিকানাং হিতায় চ ।
ময়োক্তরূপকৃত্যানি পুষ্পং সংকোচিতং প্রিয়ে ! ॥ ৫২

মানবৌঘান্তিকে পশ্চাৎ স্বগুরুত্রিতয়ং যজেৎ।
পরমেষ্ঠী গুরুঃ পশ্চাৎ গুরুঃ পরমসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৩
শ্রীগুরুশ্চ মহেশানি ! পূজয়েৎ তু গুরুত্রয়ম্।
অথবা মানবৌঘান্তে একং স্বগুরুমর্চয়েৎ ॥ ৫৪
অয়ং প্রকারঃ কথিতঃ প্রকারান্তরমুচ্যতে।
বন্দ্যং সর্বপ্রকারাণাং মানবৌঘাষ্টকাদয়ঃ (?)।
গুরুবো নবসংখ্যাকা ইহ সংখ্যা ভবন্তি হি ॥ ৫৫
নবচক্রেশ্বরা যস্মাৎ তাবৎ পুষ্পং প্রকাশয়েৎ।
মানবৌঘে তদা দেবি ! দশসপ্তভ্যানেন চ (?) ॥ ৫৬
পশ্চাৎ সংকোচয়েৎ পুষ্পং নবমং শ্রীগুরুং যজেৎ।
আজ্ঞাতগুরুশিষ্যাণাং কথয়ামি বরাননে ! ॥ ৫৭
গুরুভ্যো নম উচ্চার্য্য পাদুকানাম উল্লিখেৎ।
পূর্বান্তনপরান্তে চ গুরুভ্যো নম ইত্যপি ॥ ৫৮
এতেষাং পাদুকাস্তদ্বদাচার্য্যেভ্যো নমো ভবেৎ।
আচার্যপাদুকা যদ্বৎ পূর্বসিদ্ধান্তথা দ্বিধা ॥ ৫৯
সামান্য-গুরুশিষ্যাণাং গুরুপংক্তিরিয়ং ভবেৎ।
গুরুপংক্তিং প্রপূজ্যাথ স্বয়ং শ্রীত্রিপুরা ভবেৎ ॥ ৬০
গুরুপঙ্‌ক্তি-বিহীনস্তু পুরুষঃ পংক্তি-বর্জিতঃ।
সামান্যগুরুপঙ্‌ক্ত্যা তু ন ভবেৎ পংক্তি-বর্জিতঃ ॥ ৬১,
পুষ্পসংকোচমার্গোঽয়মসিদ্ধশ্চ কৃতঃ প্রিয়ে !।
কৃপয়া পরমেশানি ! মানবানাং হিতায় চ ॥ ৬২
কামরাজাক্ষিগুরবঃ শ্রীবিদ্যা-বিষয়ে ক্রমাৎ।
লোপামুদ্রাস্তু দেবেশি ! গুরুং শৃণু বরাননে ! ॥ ৬৩
পরমাদি-শিবশ্চাদ্যঃ কামেশ্বর্য্যম্বিকা তথা।
দিব্যৌঘশ্চ মহৌঘশ্চ সর্বানন্দস্ততঃ পরঃ ॥ ৬৪
প্রজ্ঞাদেব……কে পশ্চাৎ প্রকাশঃ সপ্তমো ভবেৎ।
দিব্যাঃ পরাশ্চ গুরবো লোপামুদ্রা প্রভাময়া ॥ ৬৫

দিব্যাঃ প্রিয়শ্চ কৈবল্যদেব্যম্বা চ মহোদয়া।
সিদ্ধাঃ পরাপরা জ্ঞেয়া মানবৌঘং শৃণু প্রিয়ে ! ॥ ৬৬
ঋদ্ধিঃ শক্তিঃ সর্বকশ্চ চতুর্থো কমলো ভবেৎ।
পঞ্চমস্তু পরানন্দো মনোহর ইতি প্রিয়ে ! ॥ ৬৭
প্রত্যানন্দঃ সপ্তমস্তু অষ্টমো শিব উচ্যতে।
অপরাখ্যা ইমে দেবি ! গুরবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৮
পূর্ববৎ যোজয়েৎ পশ্চাৎ সপ্তাহা (?) পরমেশ্বরী ॥
ত্রয়ংবাম্বগুরুং বাপি নবান্ত আম্বলোচনে (?) ॥ ৬৯
দক্ষিণামূর্ত্তি-শিষ্যাণাং গুরুক্রম উদাহৃতঃ।
সংপ্রদায়বিহীনস্থ ন দুষ্যাৎ পংক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৭০
সাধারণাস্তু গুরবঃ সর্বভোগপ্রদায়কাঃ।
গুরুক্রমং প্রপূজ্যাথ যজেদাম্নায়দেবতাঃ ॥ ৭১
ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে সর্বাশাপরিপূরকে।
সর্বসৌভাগ্যদে চক্রে তথা সর্বার্থ-সাধকে ॥ ৭২
সর্বরক্ষাকরে চক্রে দক্ষিণাম্নায় পূজ্য চ (?)।
মধ্যচক্রনয়ে দেবি ! পশ্চিমাম্নায়মর্চয়েৎ ॥ ৭৩
নবচক্রেষু দেবেশি ! পশ্চিমাম্নায়মর্চয়েৎ।
বৈন্দবে পরমেশানি ! মধ্যে সিংহাসনং যজেৎ ॥ ৭৪
শ্রীবিদ্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ সর্বলক্ষ্মীস্তথৈব চ।
ত্রিশক্তিঃ সর্বসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ* ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে ষোড়শঃ পটলঃ ॥ ১৬ ॥

* এতাবত্যেব মাতৃকা অসম্পূর্ণেতি প্রতিভাতি।

সপ্তদশঃ পটলঃ

শ্রীবিদ্যা চ পরং জ্যোতিঃ পরং নিক্ষেপশাম্ভবী।
অজপা মাতৃকা চেতি পঞ্চ কোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১
শ্রীবিদ্যা ত্বরিতা চৈব ধনং জাতেশ্বরী তথা।
ত্রিপুটা পঞ্চ বাণেশী পঞ্চ কল্পলতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
শ্রীবিদ্যামৃত-পাঞ্চেশী সুধা শ্রীরমৃতেশ্বরী।
অন্নপূর্ণেতি বিখ্যাতা পঞ্চ কামদুঘাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
শ্রীবিদ্যা সিদ্ধলক্ষ্মী চ মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী।
বারাহীতি চ সংপ্রোক্তাঃ পরবৎ ভাবকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪
শ্রীবিদ্যা-পূজন-স্থানে চক্ররাজ-মহেশ্বরি!।
মহাকোষেশ্বরীবৃন্দ-মণ্ডিতাসন-সংস্থিতা ॥ ৫
সর্বসৌভাগ্য-জননী-পাদুকাং পূজয়ামি চ।
ইত্যুচ্চার্য্য পরং জ্যোতি-কোষান্তং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬
অনেনৈব প্রকারেণ পূজয়েৎ পঞ্চ পঞ্চিকাম্।
সৌবর্ণ-দর্শনং দেবি! বৈন্দবৈঃ পূজয়েৎ প্রিয়ে! ॥ ৭
পরিতো দর্শনং শাক্তং চক্রস্য পরমেশ্বরি!।
ব্রাহ্মন্ত দর্শনং প্রোক্তং ভূবিম্বে প্রথমং প্রিয়ে! ॥ ৮
শিবস্য বামতো দেবি! বৈষ্ণবী-দর্শনং যজেৎ।
সৃষ্টিচক্রে ভবেৎ সূর্য্যদর্শনং কমলেক্ষণে!।
স্থিতিচক্রে তু সংপূজ্যং রৌদ্রং দর্শনমুত্তমম্ ॥ ৯
এবং সংপূজ্য সকলং শ্রীবিদ্যাং পরিতো যজেৎ।
তর্পণানি পুনর্দদ্যাৎ ত্রিবারং তত্ত্বমুদ্রয়া ॥ ১০
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্ত তত্ত্বমুদ্রা সমীরিতা।
পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেবি! মুদ্রয়া জ্ঞানসংজ্ঞয়া ॥ ১১
অঙ্গুষ্ঠতর্জনী-যোগো জ্ঞানমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।
সর্বোপচারৈরারাধ্য মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১২
তথাঙ্গাবরণং কুর্য্যাৎ শ্রীবিদ্যা-মন্ত্রসম্ভবম্।
অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্য-দিক্ষঙ্গপূজনম্ ॥ ১৩

যাত্রা লক্ষ্মীময়ং বীজ-যুগ্মং পূর্বক্রমেণ তু।
কথিতং যোজয়েদ্ দেবি ! ত্রয়ং বা পরমেশ্বরি ! ॥ ১৪
সংপুট-ক্রমযোগেন চান্যথা সুরবন্দিতে ! ।
সংযোজ্য পূজয়েৎ সর্বাঃ ক্রমাদ্দেবীর্বরাননে ! ॥ ১৫
ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে প্রকটাযোগিনীর্যজেৎ।
আত্মশুদ্ধিং দেবশুদ্ধিং পীঠশুদ্ধ্যাদি ভৈরব ! ॥ ১৬
কৃত্বা চার্ঘ্যং ততো বিদ্যাং কুর্য্যাৎ কুলবিচেষ্টিতম্।
দীক্ষিতাভিঃ সুশীলাভির্যুবতীভিঃ কুলাত্মভিঃ ॥ ১৭
দেবতাগুরুভক্তাভিঃ সঞ্চিতং যাগভূমিষু।
নানাবিধানি পুষ্পাণি গন্ধানি বিবিধানি চ।
কর্পূর-জাতি-ধূপাদি-বাসিত-ষট্-সুবাসিতম্ ॥ ১৮
তাম্বূলং দেয়দ্রব্যঞ্চ ধূপদীপাদিকঞ্চ যৎ।
সর্বালঙ্কারভূষাভির্ভূষিতঃ কৌলিকস্তথা ॥ ১৯
মূলবিদ্যা-জপ্ত-তোয়ৈঃ প্রোক্ষিতং স্থাপয়েত্ততঃ।
সর্ব্বং স্বদক্ষিণে স্থাপ্য বামে চার্ঘ্যং নিবেশয়েৎ ॥ ২০
পশ্চিমে দেবতায়াশ্চ কুলদ্রব্যাণি সাধয়েৎ।
কুণ্ড-গোলোদ্ভবৈর্দ্রব্যৈঃ স্বয়ম্ভূকুসুমেন চ ॥ ২১
রোচনা-লাক্ষয়া রক্তৈঃ কুঙ্কুমারক্তচন্দনৈঃ।
যন্ত্রং কৃত্বা তত্র পূজাং কৃত্বা চ জপমারভেৎ ॥ ২২
যথাশক্তি মন্ত্রং জপ্ত্বা স্তুত্বা দেবীং বিসর্জয়েৎ।
তাস্তাঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নিজা বাপ্যন্যযোষিতঃ ॥ ২৩
কুলামৃতরসং পূর্ণং গুরবে বিনিবেদ্য চ।
যোষিদ্ভ্যস্তু অশেষস্তু আত্মন্যেব নিবেদয়েৎ ॥ ২৪
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুস্থানে যন্ত্রলেপস্তু ধারয়েৎ।
নাস্তিকেভ্যো ন পশুভ্যো নাভক্তেভ্যো ন বাহদ্বিজে ॥ ২৫
কুলীনায় চ দাতব্যমথবা জলমধ্যতঃ।
চৌরবহ্নির্হরেদেকঃ সদা সঙ্গ-বিবর্জিতঃ ॥ ২৬

যামমাত্রং গতে রাত্রৌ কুলগেহং গতঃ পুমান্ ।
প্রসূন-কলিকা-মধ্যে স্থিত্বা কুল-পরায়ণঃ ॥ ২৭
মূলমন্ত্রং-সাধ্যনাম-সংযুক্তং কুলচক্রকে ।
অনামাচ্ছদিতং কৃত্বা কুলাচারং সমাচরেৎ ॥ ২৮
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ সমানয়তি সাধকঃ ।
পরশক্ত্যাকর্ষণঞ্চ শৃণু বৎস ! সমাহিতঃ ॥ ২৯
নিজকান্তাং সমানীয় সুশীলাং সুযশস্বিনীম্ ।
কুলভক্তাং গুরুং প্রাপ্য সাধয়েৎ কুলদীক্ষয়া ॥ ৩০
পরানন্দ-রসোদ্ঘূর্ণ-লোচনাং কুলজাং সতীম্ ।
তাম্বূল-পূরপূর্ণাস্যো গুরুবক্ষোস্থিতঃ সুধীঃ ॥ ৩১
নিজপুত্রবদাচর্য্য তদ্-ভালগতকে লিখেৎ ।
শক্তিচক্রং ত্রিধাবৃত্য লিখেৎ কামকলা ততঃ ॥ ৩২
তন্মধ্যে দেবমন্ত্রেণ দর্ভিতং নাম-রঞ্জিতম্ ।
তত্র দেবীং সমাবাহ্য ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজ্য চ ॥ ৩৩
ততস্তৎপুত্রিকা-কর্ণে ঋষিশ্ছন্দঃ সমীরিতঃ ।
মূলমন্ত্রং ত্রিধা কৃত্বা কথয়েদ্বামকর্ণকে ॥ ৩৪
অদ্য প্রভৃতি পুত্রী ত্বং কুলপূজার্চনে রতা ।
স্বকুলাঙ্গী সমাদায় লজ্জালস্য-বিবর্জিতা ॥ ৩৫
যথোপদিষ্ট-বিধিনা নাবশ্যং সমানয় (?) ।
ইত্যনুজ্ঞাং গুরোর্লব্ধ্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৩৬
ত্রাহি নাথ ! কুলাচারে পদ্মিনী-পদ্মনায়ক ! ।
তৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং মূর্দ্ধ্নি দেহি যশোধন ! ॥ ৩৭
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা তাম্বুলারুণলোচনা ।
স্বকুলং পরমীকৃত্য যথোদ্দিষ্টং সমাচরেৎ ॥ ৩৮
অঙ্গাবরণ-পূজাদৌ যদি ন কুত্র তে কুলম্ ।
তদা মূর্দ্ধ্নি গুরুং ধ্যাত্বা কুলামৃতরসেন চ ॥ ৩৯
তর্পয়িত্বা কুলং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিরাকুলম্ ।

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে সপ্তদশঃ পটলঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

অথ তদ্রাত্রি-সময়ে কুসুমং কলিকোপরি।
বামভাগে সমাসীনাং রক্ত-বস্ত্র-বিভূষিতাম্ ॥ ১
স্বর্ণালঙ্কারভূষাঙ্গীং রক্ত-গন্ধবিভূষিতাম্।
গন্ধপুষ্পধূপদীপ-বেষ্টিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ২
সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যাং স্ফুরচ্চকিতলোচনাম্।
জিতামৃতকুলদ্বন্দ্ব-বিশালকরিকুম্ভকম্ ॥ ৩
ললাটে মন্ত্রমালিখ্য সাধ্যনামবিদর্ভিতম্।
হৃদ্‌পদ্মে ভাবমাদায় কুলাচলবলাধৃতঃ ॥ ৪
তাম্বুলপূরিতমুখঃ কুলং তদভিশঙ্কিতম্।
কুলাকুলং জপং কৃত্বা সমানয়তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫
যন্নাম্না লিখিতং যন্ত্রং তং চারয়তি তৎক্ষণাৎ।
শতযোজন-বিস্তীর্ণাং নদীপর্বতমধ্যগাম্ ॥ ৬
দ্বীপান্তর-সহস্রেষু রক্ষিতাং নিগড়াদিভিঃ।
পয়োধর-স্ফুরচ্চারু-মধ্যমাং লোললোচনাম্ ॥ ৭
নিতম্ববিম্ববিন্দুস্থক্-স্ফুরজ্জয়ন-মণ্ডলাম্।
সাধকাকাঙ্ক্ষহৃদয়াং বিবরান্তং প্রসর্পিণীম্ ॥ ৮
কবাটলোহ-সম্মরু কারয়িত্বা বরান্তরে।
সাধকান্ত-সমাসীনাং দেবতামিব চারিণীম্ ॥ ৯
এবমাছত্ত সিদ্ধিশ্চেৎ সাধকঃ কৌসিকো ভবেৎ।
দীক্ষিতা ন চ যোষা চেৎ কথং স্যাৎ কুলপূজকঃ ॥ ১০
কুলপূজা ন চেদ্বৎস ! কুলমন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখাঃ।
অন্যযোনা সদা বৎস স্বয়ং তস্যা গুরুর্ভবেৎ ॥ ১১
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা।
বৈশ্যা নাপিতকন্যা চ রজকী যোগিনী তথা ॥ ১২

বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ।
চতুষ্পথে বা নদ্যাং বা বটমূলে ত্রিশূলকে ॥ ১৩
বিল্বমূলে প্রেতভূমৌ হট্টে বা রাজবেশ্মনি।
সিন্দূরেণ লিখেন্মন্ত্রং বিপুলং সাধ্যদর্ভিতম্ । ১৪
তত্র সংপূজ্য বিধিবৎ কুলং কুলরসেন চ।
তর্পয়িত্বা তদন্তস্থঃ প্রজপেন্নিশি চাপরঃ ॥ ১৫
ততো লক্ষপ্রমাণেন সিদ্ধিদাতা ভবন্তি হি।
পুরশ্চরণকালে তু পরযোষাং প্রপূজ্য চ ॥ ১৬
দীক্ষিতাং বস্ত্রপুষ্পাদ্যৈরন্নাদ্যৈঃ পায়সসম্ভবৈঃ।
অবশুকালে নিয়তং স্বয়ং পক্কান্নতেঽমলম্ ॥ ১৭
নানাবিধং পিষ্টকঞ্চ নানারস-সমন্বিতম্।
দুগ্ধং দধি ঘৃতং তক্রং নবনীতং সশর্করম্ ॥ ১৮
উপলাখণ্ডচূর্ণঞ্চ নানাবিধ-রসায়ণম্।
নারিকেলং কপিত্থঞ্চ নাগরঙ্গং সুদর্শনম্ ॥ ১৯
নিষ্পাকং বীজপূরঞ্চ দাড়িমীবীজমুত্তমম্।
নানারণ্যফলঞ্চৈব নানাগন্ধ-বিলেপনম্ ॥ ২০
চন্দনঞ্চার্ককুসুমং শ্রীখণ্ডং সুরপাদপম্।
টঙ্কনঞ্চৈব কস্তুরী-নানাগন্ধ-বিলেপনম্ ॥ ২১
নানাশৈল-সমুদ্ভূতং নানালঙ্কার-ভূষিতম্।
শূন্যগেহে সমানীয় চার্ঘোদক-বিশোধিতম্ ॥ ২২
অমৃতীকরণং কৃত্বা শক্তিরভিমুখং নয়েৎ।
অষ্টকন্যারূপ-ভাবং বিলোক্য মধ্যচেষ্টিতম্ ॥ ২৩
ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং নামভিঃ কৃতসংজ্ঞয়া।
আসনং প্রথমং দদ্যাৎ স্বাগতঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪
অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ পানীয়ং মধুপর্ক-জলং ততঃ।
স্নাপয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্ভিঃ কেশসংস্কারমেব চ ॥ ২৫
ধূপয়িত্বা ততঃ কেশান্ কৌষেয়ঞ্চ ততঃ পরম্।
ততঃ স্থানান্তরে পীঠে আস্তীর্য্য পাদুকাযুগম্ ॥ ২৬

দত্ত্বা তত্র সমাসীনং নানালঙ্কারভূষণৈঃ ।
ভূষ············পঞ্চ গন্ধং মাল্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৭
তাং যাং শক্তিং সমারাধ্য মূর্দ্ধ্নি তাসাং নিবেদয়েৎ ।
সূর্যমণ্ডলমধ্যে চ স্বর্ণপাণি-সুশোভনে ! ॥ ২৮
চর্ব্যং চোষ্যং লেহ্যং পেয়ং ভোজ্যং ভক্ষ্যং নিবেদয়েৎ ।
অদীক্ষিতাশ্চ যাস্তত্র ততো মায়াং নিবেদয়েৎ ॥ ২৯
তাসাং সব্যেষু কর্ণেষু ততঃ স্তোত্রং সমাচরেৎ ।
মাতর্দ্দেবি ! নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মরূপধরেঽনঘে ॥ ৩০
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ।
মাহেশি ! বরদে ! দেবি ! পরমানন্দকারিণি ! ॥ ৩১
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ।
কৌমারী সর্ববিদ্যেশি ! কৌমার-ক্রীড়নেঽনঘে ॥ ৩২
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ।
বিষ্ণুরূপধরে ! দেবি ! বিনতা-সুত-বাহিনী ॥ ৩৩
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ।
বারাহি ! বরদে ! দেবি ! দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে ! ॥ ৩৪
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ।
কামরূপধরে ! দেবি ! শক্র্যাদিসুর-পূজিতে ॥ ৩৫
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ।
চামুণ্ডে ! মুণ্ডমালাসৃক্-চার্বঙ্গি ! বিঘ্ননাশিনি ! ॥ ৩৬
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ।
মহালক্ষ্মি ! মহামোহে ! ক্ষোভসন্তাপহারিণি ! ॥ ৩৭
কৃপয়া হর মে বিঘ্নং সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ।
মিতি-মাতৃময়ে ! দেবি ! মিতিমাতৃ-বহিষ্কৃতে ! ॥ ৩৮
একে বহুবিধে ! দেবি ! দিব্যরূপে নমোঽস্তু তে ।
এতৎ স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু কর্মারম্ভেষু সংযতঃ ॥ ৩৯
বিঘ্নশ্চৈব সমালোক্য তস্য বিঘ্নং ন জায়তে ।
কুলীনস্য দ্বারপালাঃ কথিতাঃ পুরতস্তব ॥ ৪০

দীক্ষাকালে নিত্যপূজা সময়েনার্চয়েদ্ যদি ।
তস্য পূজাফলং সর্বং নীয়তে যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥ ৪১
যদি ব্রীড়াযুতাস্তাস্তু ভোজয়েৎ তু গৃহাদ্বহিঃ ।
স্থিতঃ স্তোত্রং পঠেত্তাবদ্ যাবদ্দৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ৪২
আচম্য মুখবাসাদি-তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
ততো দদ্যাৎ পুনর্মাল্যং গন্ধ-চন্দনচর্চিতম্ ॥ ৪৩
বিসৃজ্য দক্ষিণাং কৃত্য বরং প্রার্থ্য সুখী ভবেৎ ।
অন্যা যদি ন গচ্ছন্তি নিজকন্যা নিজানুজা ॥ ৪৪
অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎ-সপত্নীকা ।
স্বস্রা জাতিতো বাপি হীনাপি পরমা কলা ॥ ৪৫
পূজ্যা কুলরসৈঃ সর্বৈর্নিজাহঙ্কারবর্জিতৈঃ ।
সর্বভাবে একতরা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬
সংস্কৃতা সংস্কৃতা বাপি জননী বাপি নিষ্পত্তিঃ ।
পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো যতঃ ॥ ৪৭
একশ্চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞঃ পূজাশক্তশ্চ ভৈরব ! ।
সর্ব এব সুরাঃ পূজ্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৪৮
একা চেদ্ যুবতী তত্র পূজিতা চাবলোকিতা ।
সর্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ কুলভৈরবঃ ॥ ৪৯
আদাবন্তে চ মধ্যে চ লক্ষপূর্ণো বিশেষতঃ ।
ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্বিলপ্যতে ॥ ৫০
পূর্বার্জিতং ফলং নাস্তি কা কথা পরজন্মনি ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৫১
মমাপি ক্ষোত্র-সন্তাপশমনং বিঘ্ননাশনম্ ।
যত্নতঃ পূজনীয়াস্যঃ (?) কুলাকুলজনাং সুতঃ ॥ ৫২
প্রাতরুত্থায় পূজায়াং স্নানকালেঽথবা পুনঃ ।
সংস্কৃতাঽসংস্কৃতাব্যাপি হীনজাতাপি বা সতঃ ॥ ৫৩
নমস্যাঃ সর্বজাতীনাং কুলীনানাং কুলার্চনে ।
পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যাৎ পীঠদর্শনম্ ॥ ৫৪

তদা তত্র পীঠপূজা মনসাপি ন হীয়তে।
দেবীকূটে মহাভাসে উড্ডীয়ানে চ ভৈরবাঃ ॥ ৫৫
যোগনিদ্রাং কামরূপে মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
কাত্যায়নীং কামভূমৌ কামাখ্যাং কামদায়িনীম্ ॥ ৫৬
জালন্ধরে চ পুর্ণেশীং পূর্ণশৈলে চ চণ্ডিকাম্।
কামরূপে ততো দেবীং পূজ্যা দিক্করবাসিনীম্ ॥ ৫৭
ঈশ্বরীং কামরূপস্থ দর্শনং যদি ভাগ্যতঃ।
তদা ভগাদিদেবীনাং পূজা তত্র বিধীয়তে ॥ ৫৮
কুলনাথং পুনর্ধ্যাত্বা স্বয়মচ্যুত-মানসঃ।
শেষং সমাপয়েদ্ বৎস! তদনু-স্মৃতিপূর্বকম্ ॥ ৫৯
পূজাকালে হীনজাতা স্বযোষিদ্বা প্রযত্নতঃ।
পূজনীয়া প্রযত্নেন দ্বৈধং তত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ৬০
যথা বিষ্ণুঃ পরং গোপ্তা যথা বা শম্ভুরীশ্বরঃ।
যথা কমলজন্মাপি যে বা ব্যাসমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৬১
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ সর্বে গন্ধর্বকিন্নরাঃ।
যক্ষরক্ষঃ-পিশাচাদ্যা গুহ্য-চারণবারণাঃ ॥ ৬২
তৈর্যথা গোপিতং গোপ্যং তত্ত্বক্তং শাস্ত্রসম্ভবম্।
তথা ত্বমেব গোপ্তব্যং কুলাচারঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে অষ্টাদশঃ পটলঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতিঃ পটলঃ

শৃণু-প্রিয়ে ! রহস্যং মে সময়াচার-সম্ভবম্ ।
যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জন্ম-কোটি-সহস্রশঃ ॥ ১
মনবঃ কুলশাস্ত্রাণাং কুলচর্য্যানুসারিণাম্ ।
উদারচিত্তঃ সর্বত্র বৈষ্ণবাচার-তৎপরঃ ॥ ২
পরনিন্দা-সহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা ।
পর্বতে বিপিনে চৈব নির্জনে শূন্যমণ্ডপে ॥ ৩
চতুষ্পথে তোয়মধ্যে যদি দৈবাজ্জতির্ভবেৎ ।
ক্ষণং ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথাসুখম্ ॥ ৪
যন্ত্রং বীক্ষ্য মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদলক্ষিতঃ ।
মেষচ্ছুরীং তথা বীক্ষ্য জম্বুকীং যমদূতিকাম্ ॥ ৫
কুররীং শ্যেন-ভূকাকৌ কৃষ্ণ-মার্জারমেব চ ।
পূর্ণোদরি ! মহাচণ্ডে ! মুক্তকেশি ! বলিপ্রিয়ে ! ॥ ৬
কুলাচার-প্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে ।
শ্মশানঞ্চ শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্ ॥ ৭
প্রণম্যানেন মন্ত্রেণ মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ।
ঘোর-দংষ্ট্রে ! করোরাক্ষি ! কিরীটশব্দ-নাদিনি ॥ ৮
ঘোরা ঘোরতরা কালে নমস্তে চিতি-বাহিনী ।
রক্তবস্ত্রাং রক্তপুষ্পাং বিলোক্য ত্রিপুরাম্বিকাম্ ॥ ৯
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ ইমং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
বন্ধুক-পুষ্প-সংকাশে ! ত্রিপুরে ! ভয়নাশিনি ! ॥ ১০
ভাগ্যোদয়-সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি ! ।
কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণপুষ্পং রাজানং রাজপুত্রকম্ ॥ ১১
হস্ত্যশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকং বীরপুরুষম্ ।
মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষ-মর্দ্দিনীম্ ॥ ১২
প্রণম্য জয়দুর্গাখ্যা ··· স ভুবির্ন তু লিপ্যতে ।
জয়দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! ত্রিপুরাদ্যে ! ত্রিদৈবতে ! ॥ ১৩
ভক্তেভ্যো বরদে ! দেবি ! মহিষঘ্নি ! নমোঽস্তু তে ।
মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং নবস্ত্রিয়ম্ ॥ ১৪

দৃষ্ট্বাধার-ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিমৃষেন্মহুম্।
ঘোর-বিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে॥ ১৫
নমামি বরদে! দেবি! মুণ্ডমালা-বিভূষিতে!।
রক্তাধার-সমাকীর্ণ-বদনে ত্বাং নমাম্যহম্॥ ১৬
সর্ববিঘ্নহরে! দেবি! নমস্তে হরবল্লভে!।
এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্বতে॥ ১৭
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।
এতেষাং মারণোচ্চাট-হিংসনং বাগ্‌ভবাদিভিঃ॥ ১৮
ক্রিয়তে যদি পাপাত্মা মন্তক্তঃ স কথং ভবেৎ।
প্রধানাংশ-সমুদ্ভূতা এতে কুলজনাঃ প্রিয়াঃ॥ ১৯
ডাকিন্যা চ তথা সর্বা মদংশাঃ শৃণু ভৈরব!।
...লব্ধা সিদ্ধি ডাকিনী হিংসনং যদি।
অথবা মানবানাঞ্চ মন্তক্তানাং বিশেষতঃ॥ ২০
বটুকানাং ভৈরবাণাং তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।
গ্রামে বা নগরে বাপি হট্টে বা চত্বরেঽপি বা॥ ২১
যং দৃষ্ট্বা যুবতী নারী পূর্বদোষ-বিবর্জিতা।
ভাবেন ভিন্ন-হৃদয়া বন্ধুং দৃষ্ট্বা বিলোকিতা॥ ২২
দৃষ্ট্বা মধুকরশ্রেণী যথা মধু-মদাকুলা।
পতত্যবিরতং পদ্মে যথা বায়ু তলোত্তপা॥ ২৩
চকোরী মেঘমাসাদ্য সোৎসুকা চাতক-প্রিয়া।
নবপ্রসূতির্ধেনুর্বা যথা বৎসানুবন্ধিনী॥ ২৪
নূতন তৃণজাতেন যথা বা হরিণাঙ্গনা।
ক্রব্যাদো মাংসমাসাদ্য হর্ষার্ত্তা তোয়-দর্শনাৎ॥ ২৫
মৃণাল-দর্শনাদ্ধংসী মধুলোভাৎ পিপীলিকা।
চঞ্চলা নিজবংশা সা ভাবনা মূঢ়চেতনা॥ ২৬
উৎক্ষিপ্য ভুজমূলস্য বসনং ক্ষিপ্যতে পুনঃ।
চেলাঞ্চল-পরীবর্ত্ত-দর্শিতা জঘনাকুলা॥ ২৭

কণ্ডূলভাব-ব্যাজাচ্চ শিথিলীকৃত-বাসসা।
দর্শিতং স্তনপর্যন্তং ভূভাগা পুনরাবৃতা॥ ২৮
স্খলৎ-পাদযুগাপাত-পতিতা পুনরুত্থিতা।
সখিভির্ব্যাজমাসাদ্য কর্ণাকর্ণমনোহরম্॥ ২৯
এতৎ শ্রবণযোগ্যে তু রহস্যে কামকল্পিতা।
লেখেয়ং পশ্য সুশ্রোণি! শশাঙ্কেব কুচোপরি॥ ৩০
ইত্যাদি-ভাবভবিতা ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জ্জিতা।
কামাসহিষ্ণু-হৃদয়া দূরে বা চান্তিকে স্থিতা॥ ৩১
দূতীমুখেন স্বৈরং বা জিজ্ঞাসা স্ফুরিতাধুনা।
কস্যাপি পুত্রো বা কস্মাদাগত এব বা॥ ৩২
কিমর্থং কিমিহ স্থাতা কিম্বা তেহভিমতং বদ।
অঙ্গুষ্ঠ-কেশপর্যন্তং পীত্বাপি চ ন শাম্যতি॥ ৩৩
তদা তদ্ভাব-চতুরো ভাববোধ-হবির্ভুজা।
তস্যা নিজ-মনোহারী হবিঃশেষং বিধায় চ॥ ৩৪
তত্র স্থিত্বা পুনঃ ক্ষোভং কুর্য্যাৎ কাম ইবাপরঃ।
ভৌমবারে চিতাস্থানে কুক্ষি সিন্দুরমানয়েৎ॥ ৩৫
তেনৈব কুলকাষ্ঠে তু যন্ত্রং কৃত্বা তদন্তরে।
তেনৈব কুলকাষ্ঠে তু স্ফেঁদ্বন্দ্বং চ কিটি-দ্বয়ম্॥ ৩৬
দেশলিখেচ্চ ন মন্ত্রস্ততঃ .... ॥ ৩৭
পত্রে মহিষমৰ্দ্দিন্যা নববর্ণং লিখেত্ততঃ।
তদ্বাহ্যে জয়দুর্গাখ্যাং শ্মশানভৈরবীং ততঃ॥ ৩৮
লিখিত্বা পূজয়েদ্রাত্রৌ ভদ্রকালীং সমাহিতঃ।
কামাখ্যা সুখসংস্থায় ধ্যাত্বা কামকলা-তনুম্॥ ৩৯
দিগ্বাসা গলিতো শেষাচিকুরঃ কুলকৌলিকঃ।
ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং দংষ্ট্রাং নীলবিলোচনাম্॥ ৪০
স্ফুরৎশবকরশ্রোণি-কৃতকাঞ্চীং দিগম্বরাম্।
বীরাসন-সমাসীনাং মহাকালোপরি স্থিতাম্॥ ৪১

শ্রুতিমূল-সমাকীর্ণ সৃক্কনী-চণ্ডনাদিনীম্ ।
মুণ্ডমালা-গলদ্রক্ত-চর্চিতাং পীবরস্তনীম্ ॥ ৪২
মদিরা-মোদনাস্ফাল-কল্পিতাখিলমোদিনীম্ ।
বামে খড়্গঞ্চ মুণ্ডঞ্চ ধারিণীং দক্ষিণে করে ॥ ৪৩
বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোলজিহ্বিকাম্ ।
সদন্ত-পক্ষসংযুক্ত-বামকর্ণবিভূষণাম্ ॥ ৪৪
শিবাভির্ঘোর-রাবাভিঃ সেবিতাং প্রলয়োদিতাম্ ।
চণ্ডহাস-চণ্ডনাদ-চণ্ডাস্ফালৈশ্চ ভৈরবৈঃ ॥ ৪৫
গৃহীত-নরকঙ্কাল-জয়শব্দ-পরায়ণৈঃ ।
সেবিতাখিল-শক্তৌঘ-মুনিভিঃ সেবিতাং সদা ॥ ৪৬
এবং তাং কালিকাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ কুলনায়কঃ ।
বিনা পরপুরাবেশং বিচরান্তঃ-প্রসর্পণম্ ॥ ৪৭
যৎ কিঞ্চিৎ কুলসিদ্ধিস্তু জায়তে ন মনাগপি ।
সর্বসিদ্ধি-প্রদা দেবী হেলয়াপি চ চিন্তয়া ॥ ৪৮
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্নী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ।
ততোঽষ্টশতমামন্ত্র্য সিদ্ধার্থং শ্বেতসম্ভবম্ ॥ ৪৯
কালীমন্ত্রেণ সাধ্যাদি-গ্রথিতেন চ ভৈরব ! ।
বিসৃজ্য দেবীং হৃদয়ে স্থাপয়িত্বা চতুষ্পথে ॥ ৫০
দেবীং ধ্যাত্বা দ্বারদেশে নমস্কৃত্য কুলং গুরুম্ ।
সিদ্ধার্থান্ বামহস্তেন গৃহীত্বা মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৫১
যত্র চত্বারি নিগড়ং লৌহ-সঙ্কুলমাবৃতম্ ।
ভিত্ত্বা তত্র বিশেদ্ বীরো নিঃশঙ্কঃ ক্ষোভ-বর্বর্জিতঃ ॥ ৫২
শতাবৃত্তিং সমুল্লঙ্ঘ্য বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া ততঃ ।
অশ্বাগারে রথাগারে কালিকাগার-সন্নিধৌ ॥ ৫৩
দেবতায়তনেনাপি অঞ্জনাঙ্কিতলোচনঃ ।
ধ্যাত্বা স্বপ্নাবতীং বিদ্যাং প্রবিশেৎ কামমণ্ডলম্ ॥ ৫৪
যদি কোঽপি সমারৌতি ন ভয়ং তত্র চিন্তয়েৎ ।
কে যূয়মিতি বক্তব্যে বয়ঞ্চ বীরপুরুষাঃ ॥ ৫৫

বক্তুং গ্রহীতুং নার্হো বা ন শক্তঃ পুরপালিকঃ।
তত্র প্রদক্ষিণীকৃত্য পিতরৌ পরমাস্পদৌ ॥ ৫৬
পূজয়েন্মন্ত্রমালিখ্য নিজমন্ত্রং জপেত্ততঃ।
দেবীকূটে উড্ডিয়ানে কামরূপে ততস্তটে ॥ ৫৭
জালন্ধরে ততঃ পূর্ণে যজ্ঞভূমৌ ততঃ পরম্।
এষু বিন্যস্য চক্রাণি পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥ ৫৮
অষ্টধা শতধা বাপি শতং বাপি সহস্রকম্।
জপ্ত্বা পীঠং সমাদায় ভাণ্ডাগারং ততো বিশেৎ ॥ ৫৯
নির্মলাং ভূমিমাস্থায় তত্র সিদ্ধাসনং ততঃ।
বদ্ধ্বা পীঠং পরিষ্কৃত্য প্রণমেৎ পীঠসম্মুখম্ ॥ ৬০
আগতাসি মহাভাগে ! সিদ্ধযোনে ! বরপ্রদে !।
কুলপূজাং করিষ্যামি উপচারং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬১
পুত্রাজ্ঞাং মস্তকে কৃত্বা ততঃ সাগ্রাংধুনীক্ষতে।
কুলপুষ্পং তথা গন্ধং নৈবেদ্যং পুনরাহরেৎ ॥ ৬২
তদ্বস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্বস্তাবচিতং জলম্।
সমাদায় যথা পুষ্পং কৃত্বা গত্বা যথেচ্ছয়া ॥ ৬৩
শালি-তণ্ডুলমাদায় মৎস্যং মাংসানি চৈব হি।
ঘৃতং মধু তথা চান্যৎ যদ্বা যত্রাপি লভ্যতে ॥ ৬৪
স্থাপয়িত্বা তানি তত্র পরমীকৃত্য সাধকঃ।
নিজেষ্ট-দেবতাং স্মৃত্বা নিবেদ্য শাস্ত্রমার্গতঃ ॥ ৬৫
ক্ষণং স্থিত্বা দ্বিধা কৃত্বা তস্যার্দ্ধং কুলসিদ্ধয়ে।
নিবেদয়েৎ স্বয়ং চার্দ্ধং ভক্ষয়িত্বা পুরস্থিতঃ ॥ ৬৬
যদি নানুজ্ঞতে শক্ত্যা তদা তোয়ে বিসর্জয়েৎ।
তত্র পীঠং সমাদায় ভূমিমার্জন-পূর্বকম্।
পিতুঃ সমীপে সংস্থাপ্য তত্ত্বচিন্তা-পরো ভবেৎ ॥ ৬৭

দেব্যুবাচ—

নিদ্রাবশগতো দেব ! নিশি চারেণ সাধকঃ
কামরূপং প্রবিশ্যাশু কামাখ্যা-যোনি-মণ্ডলম্ ॥ ৬৮

পরিষ্কৃত্য কুলদ্রব্যৈর্লিখিত্বা চক্রমুত্তমম্।
সাধ্য-সাধক-নাম্না চ দর্ভিতং বিপুলাকৃতম্॥ ৬৯
কামস্থং কামমধ্যস্থং কামেন চ পুটীকৃতম্।
কামেন যোজয়েৎ কামং কামী কামেন যোজয়েৎ॥ ৭০
ততো ধ্যাত্বা মনুং জপ্ত্বা পীঠাদিঞ্চাবলোক্য চ।
মাতৃপীঠে পিতৃমুখং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ॥ ৭১
গৃহীত্বা বস্ত্রখণ্ডং বা তাম্বুলদ্বয়মেব বা।
কাকিণীং বা তদর্দ্ধং বা তদ্‌যোগ্যং হরতে হঠাৎ॥ ৭২
প্রদক্ষিণ-ক্রমেণৈব ক্রমেণ নিঃসরেত্ততঃ।
গৌরাঙ্গং নানাদ্রব্যং বা পুরে ক্ষিপ্তমথাপি বা॥ ৭৩
গৃহীত্বা যদি নির্যাতি তুষ্টো ভবতি সাধকঃ
তেষাং প্রহারশ্চাতুর্য্যং ব্যভিচারৈঃ কুলক্ষিভিঃ॥ ৭৪
ক্রিয়তে যদি হস্তেন তদা নশ্যতি নিশ্চিতম্।
ব্যভিচারাৎ পুরঃ ক্ষোভে বদ্ধশ্চৈবাভিভূয়তে॥ ৭৫
স্বপ্ন-প্রবোধমন্ত্রেণ বোধয়েৎ পৌররূপিণম্।
অন্য-চৌরেণ বা তেষাং কুলান্বেব চ শঙ্করঃ॥ ৭৬
প্রবিশ্য বিঘ্নং কুর্বন্তি সাধকস্য ন সংশয়ঃ।
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ॥ ৭৭
দেবকন্যা কিন্নরী চ তথা পাতাল-কন্যকা।
বিদ্যাধরী ভৈরবশ্চ বটুকো গণপস্তথা॥ ৭৮
রিপুর্বিঘ্নঞ্চেৎ কুর্বন্তি দৃপ্তাং দৃষ্ট্বা বরাঙ্গনাম্।
অপত্যহানি-বিক্ষোভং ব্যাধি-দুষ্ট-তলস্তথা॥ ৭৯
দ্রব্যহানি-ব্যাকুলাঙ্গং কুর্বন্তি দুঃখ-হেতুকম্।
এতৎ পুরপতেরেতৎ কারণা যদি শঙ্কর !॥ ৮০
তৃণহানির্যদা যাতু তদা নশ্যতি সাধকঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রবোধং কারয়েদ্ গুরুঃ॥ ৮১
রক্ষা কার্য্যা প্রযত্নেন কীলকান্ বিলিখেত্ততঃ।
বজ্রং শক্তিং তথা দণ্ডং খড়্গং পাশং তথাঙ্কুশম্॥ ৮২

গদাং শূলং তথা মধ্যে চক্রং নিক্ষিপ্য সাধকঃ।
তত্র ক্ষিতিপতীনাঞ্চ পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ৮৩
পিষ্টকং কদলং দেবমোদকং পায়সং তথা।
ভক্তং লাজং শণং চক্রে নারিকেলফলং ততঃ ॥ ৮৪
বিষ্ণবে পরমান্নঞ্চ গণেশস্য চিপীটকম্।
মোদকং নারিকেলঞ্চ কদলীং ফলমেবচ ॥ ৮৫
ক্ষেত্রেশায় কৃষ্ণছাগং দত্ত্বা বীরমন্থং ততঃ।
জপ্ত্বা লোষ্ট্রং সমাদায় ক্ষিপেদ্দশসু দিক্ষু চ ॥ ৮৬
মহাযজ্ঞেঽতিরিক্তশ্চেৎ যথা শক্রাদিভিঃ সুরৈঃ।
বিঘ্নমাচর্য্যতে তদ্বৎ দলোপরি মহেশ্বরি ! ॥ ৮৭
ঈশানে কলশঞ্চ নিধাপয়েৎ·········।
উর্দ্ধে বিতস্তি-বিস্তারমধো বিস্তারমেব চ ॥ ৮৮
কৃত্বা তত্র যন্ত্ররাজং পূজয়েন্নিশি সাধকঃ।
রাত্রৌ পর্য্যটনঞ্চৈব রাত্রৌ চ শক্তিপূজনম্ ॥ ৮৯
ন করোতি কথং দেব ! কৌলিকঃ সাধকো ভবেৎ।
গৃহস্থাং সমাসাদ্য প্রতিদ্বারং সমাহিতম্ ॥ ৯০
রাত্রৌ স্থিত্বা কুলাচার-কথাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
নত্বা চ পূজয়েদ্ যন্ত্রং পূর্বা শক্তির্যথা ভবেৎ ॥ ৯১
প্রাতঃ স্নাত্বা গুরুং নত্বা দেবান্ পিতৃনৃষীংস্তথা।
তর্পয়িত্বা যথাশক্তিং পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৯২
ততঃ পুরগতে শেষাং কাংশ্চিদ্ দ্বারদেশতঃ।
যদা পূর্বাঙ্গনালাপ-মিশ্রণং ব্যপদেশতঃ ॥ ৯৩
দ্রব্যাদি-লাভ এবাপি যথা ভবতি ভৈরব ! ।
দাস-দাসীপত্তি-পালচারণা প্রিয়কার্য্যপি ॥ ৯৪
অস্যাপরি কৃপা তস্যাঃ কীদৃশী ব্যপদেশতঃ।
জ্ঞাতব্যা পুরচারৈস্তু যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৯৫
কেনাপি ব্যপদেশেন কুলচূড়ামণিং ততঃ।
গৃহীত্বা স্বর্ণপাত্রে বা তাম্রে বা কুলসংকুলে ॥ ৯৬

লিখিত্বা নিজযন্ত্রং বা কুলযন্ত্রমথাপি বা।
শ্রীযন্ত্রং বাপি গন্ধর্বযন্ত্রং বা দ্রব্যমিশ্রিতম্ ॥ ৯৭
মধ্যে তৎ কুলনাম্না চ দর্ভিতং কুলনামভিঃ।
পার্শ্বে কামকলাবীজং নিজমন্ত্রেণ বেষ্টিতম্ ॥ ৯৮
পূজয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ কুলাচার-পরায়ণঃ।
কুলপূজাদিমন্ত্রৈস্তু রহিতো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৯৯
গচ্ছন্ ব্রজন্ স্বপন্ বাপি স্থানং বিষ্ণুপরায়ণঃ।
জয় বিষ্ণো হরে ব্রহ্ম নানার্থ-শব্দবিস্তরৈঃ ॥ ১০০
ততঃ পূর্বোক্তরূপেণ কুলক্ষোভং সমাচরেৎ।
ততো রাত্রৌ শূন্যগেহে উদ্যানে বা সুরালয়ে ॥ ১০১
আনীয় কুলজাং দেবীং কুলমন্ত্রেণ দীক্ষয়েৎ।
ততঃ পূর্বোক্তরূপেণ কুলক্ষোভং সমাচরেৎ ॥ ১০২
এবং কৃতে ন সিদ্ধশ্চেৎ মূলমন্ত্রং সমভ্যসন্।
পীঠানাং পরমং পীঠং কামরূপং মহাফলম্ ॥ ১০৩
তত্র যা ক্রিয়তে পূজা সকৃদ্বাপি মহেশ্বর!।
বিহায় সর্বপীঠানি তস্য দেহে বসাম্যহম্ ॥ ১০৪
তস্মাচ্ছতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যা-যোনিমণ্ডপম্।
তেষাং ফলং মহাদেব! বহু কিং কথ্যতেঽধুনা ॥ ১০৫
যত্র কোটিগুণৈঃ সার্দ্ধমাস্তা মহিষমর্দ্দিনী।
যৎ পীঠং ব্রহ্মণো বক্তুং গুপ্তং সর্বসুখাবহম্ ॥ ১০৬
যতো দেবাশ্চ বেদাশ্চ ঋষয়শ্চৈব ভাবজাঃ।
সর্বেঽপ্যভিভবম্ত্র তেন গুপ্তং সমুন্নতে ॥ ১০৭
দ্বিবিধশ্চৈব যৎ পীঠং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বর!।
ব্যক্তাদ্ গুপ্তং মহাপুণ্যং দুরাপং সাধকোত্তমৈঃ।
গুপ্তং সর্বত্র দেবেশ! লভ্যতে কুলসুন্দরৈঃ ॥ ১০৮

ভৈরব উবাচ—

আকর্ষণবিধানং মে স্বতন্ত্রং মে প্রকাশয়।
পুত্রোঽহং যদি দেবেশি! সৃষ্টি-সংহারকারিণী ॥ ১০৯

দেব্যুবাচ—

শৃণু পুত্র! মহাবিদ্যামাকর্ষণ-করীং শিবাম্।
যস্যারাধনমাত্রেণ দেবানাকর্ষয়েন্নরঃ॥ ১১০
ব্রহ্মা সরস্বতী-যুক্তো দেবতামুখ-সংস্থিতঃ।
বীজং ব্যক্তম্ সমাকীর্ণং কালীমন্ত্রমুদাহৃতম্॥ ১১১
একং বা দ্বিগুণং বাপি ত্রিগুণং বাপি ভৈরব!।
জপ্ত্বাকর্ষতি স্বৈরং বৈ স্থাবরং জঙ্গমাদিকম্॥ ১১২
এতদ্বিদ্যা মহাকালী গুহ্যাদ্ গুপ্ততরা স্মৃতা।
সুপ্তা নিদ্রায়িতা মত্তাঽবমতা ভাবিতা তথা॥ ১১৩
সমস্তদোষ-জালেন গ্রথিতা কুলসুন্দরী।
নিশাচারং দিবাচারং সন্ধ্যাচারঞ্চ পল্লবম্।
দর্ভিতং বীজসংযোগং ভাবসংয়োগমেব চ॥ ১১৪
জ্ঞাত্বা প্রবোধয়েদ্ বীরো গুরুরত্রৈব কারণম্।
নিয়মে পুরুষো জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন॥ ১১৫
যদ্বা তদ্বা যেন কেন সর্বদা সর্বতোঽপি চ।
যোষিতাং ধ্যানযোগেন সুরশেষং ন সংশয়ঃ॥ ১১৬
যথা যক্ষান্তমাত্রেণ গুঢ়সিদ্ধা শিলোচ্চয়ঃ।
স্বয়মেব বহির্যাতি যথা বা সূক্ষ্মতেজসা॥ ১১৭
সূর্য্যকান্তং স্ফুটং রৌদ্রে যথা বা বিধুরশ্মিভিঃ।
চন্দ্রকান্তং দ্রাবয়তি যদা বর্ষাসু বারিদৈঃ॥ ১১৮
ত্রিপুরাধ্যানমাত্রেণ ভুক্তিমুক্তির্যথা ভবেৎ।
মহাবিদ্যা-প্রসাদেন যথা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১১৯
কুলপুষ্প-প্রসাদেন যথাপ্রীতিস্তু জায়তে।
যুবতীধ্যানমাত্রেণ যথা কুলপতির্ভবেৎ॥ ১২০
গঙ্গা-স্মরণমাত্রেণ নিষ্পাপো জায়তে যথা।
যথাকর্ষণমাত্রেণ শিবসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১২১
কামাখ্যা-যোনি-পূজায়াং যথা তুষ্টোঽসি ভৈরব!।
যোষিচ্চিন্তনমাত্রেণ তথেয়ং বরদায়িনী॥ ১২২

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দীক্ষয়েদ্ দ্বিজ-কৌলিকীম্ ।
ভৈরবস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্‌ছন্দস্তু দেবতা ॥ ১২৩
কালিকা দক্ষিণা দেবী চতুর্বর্গফলপ্রদা ।
……………বীজেন মূর্ত্তি-কল্পনা ॥ ১২৪
ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গাদিকল্পনম্ ।
ততো দশবিভাগেন মাতৃকার্ণৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৫
হৃদয়ে হস্তয়োঃ পাদ-যুগলে বিন্যসেৎ ততঃ ।
পঞ্চধা ধ্যানমাত্রেণ পূর্বোক্তঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ১২৬
দশপঞ্চার্নশক্ষেযু পীঠপূজাং সমাচরেৎ ।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবীং দক্ষিণাং কুল-ভূষণাম্ ॥ ১২৭
মহাকালং যজেদ্ যুক্তৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ যথোদিতৈঃ ।
নিবেদিতঞ্চ যদ্ দ্রব্যং ভোক্তব্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ ১২৮
ন চৈতদ্ ভোজ্যতে মোহাদ্ ভোক্তুং নায়ান্তি দেবতাঃ ।
অনেনৈব বিধানেন যোঽর্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১২৯
স বীরো নাত্র সন্দেহঃ সাক্ষাদীশো ন সংশয়ঃ ।
মহাশঙ্খেন কল্যাণি ! সর্বকার্য্যে জপাদিকম্ ॥ ১৩০
কুলসর্বাদিকস্যৈতৎ প্রভবো বর্ণিতো ময়া ।
ন শক্যাশ্চ ময়া খ্যাতুং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩১
কিঞ্চিন্ময়াপি চাপল্যাৎ কথিতং পরমেশ্বরি ! ।
জন্মান্তরসহস্রেণ বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৩২
কুলীনায় প্রদাতব্যং তারা-ভক্তিপ্রদায় চ ।
অন্যভক্তায় ন দেয়ং বৈষ্ণবায়ৈবদর্পিতঃ ।
কুলীনায় মহোৎসায় ভক্তিশ্রদ্ধাপরায় চ ॥ ১৩৩

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে উনবিংশঃ পটলঃ ॥ ১৯ ॥

এতাবত্যেব মাতৃকা অশুদ্ধিপ্রায়া ছিন্নসঙ্গতিকেতি প্রতিভাতি ।